সিগমা ফোর্স

দ্য ডুমসডে কী

জেমস রলিন্স

রূপান্তর: মারুফ হোসেন
রাফসান রেজা রিয়াদ

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে বায়োহ্যাযার্ড ল্যাবে মারা গেলেন নামকরা এক জীন গবেষক। রোমে এক ভ্যাটিকান প্রত্নতত্ত্ববিদের মৃতদেহ পাওয়া গেল সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায়। অন্যদিকে, আফ্রিকার রেডক্রস ক্যাম্পে নৃশংসভাবে খুন হলো এক ইউএস সিনেটরের ছেলে। অদ্ভুত মিল পাওয়া গেল এই খুন তিনটার মধ্যে। সবগুলো মৃতদেহের গায়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে ড্রুইডিক প্যাগান ক্রস চিহ্ন।

অদ্ভুত এই হত্যাকাণ্ডগুলোর তদন্ত করতে গিয়ে কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স আর তার সিগমা টিম পৌঁছে গেল সময়ের বিপরীতে, কয়েকশো বছর আগে ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ অপরাধের সামনে– যেটা বদলে দিতে পারত মানবজাতির ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসেরও ইতিহাস লুকিয়ে আছে মধ্যযুগীয় এক দুর্বোধ্য কোডের আড়ালে।

রহস্য সমাধানের প্রথম সংকেত আবিষ্কৃত হলো মমি করে রাখা এক মৃতদেহের ভেতর। জলাভূমির সেই সমাধিতে লুকিয়ে থাকা সত্যটা নাড়িয়ে দিল আমেরিকাসহ গোটা পৃথিবীকে।

সাবেক প্রেমিকা আর নতুন সহকর্মী– এই দুই নারীকে সাথে নিয়ে গ্রে নেমে পড়ল সত্য উন্মোচনের বিপজ্জনক খেলায়। কিন্তু বিজয়ের মূল্য যে অনেক চড়া! অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ সামাল দিতে দুজনের যেকোনও একজনকে উৎসর্গ করতে হবে তাকে। কার বলিদান দেবে গ্রে? আর তাতে কি মুক্তি মিলবে ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীর হাত থেকে?

চলুন পাঠক, সিগমা ফোর্সের সাথে মোকাবেলা করা যাক এযাবতকালের সবচেয়ে ভয়ানক হুমকিকে।

রোমের কলোসিয়াম থেকে শুরু করে নরওয়ের বরফে ঢাকা পর্বতচূড়া, ধ্বংসপ্রায় মধ্যযুগীয় মঠ থেকে শুরু করে হারিয়ে যাওয়া কেল্টিক রাজার সমাধি– সব চষে বেড়াতে হবে এবার। তবে চূড়ান্ত বিপদটা লুকিয়ে আছে এক সেইন্টের সমাধিতে।

সেই প্রাচীন বস্তুটার আবার একটা নামও আছে– দ্য ডুমসডে কী।

ISBN 978 984 92438 6 1
9 789849 243861
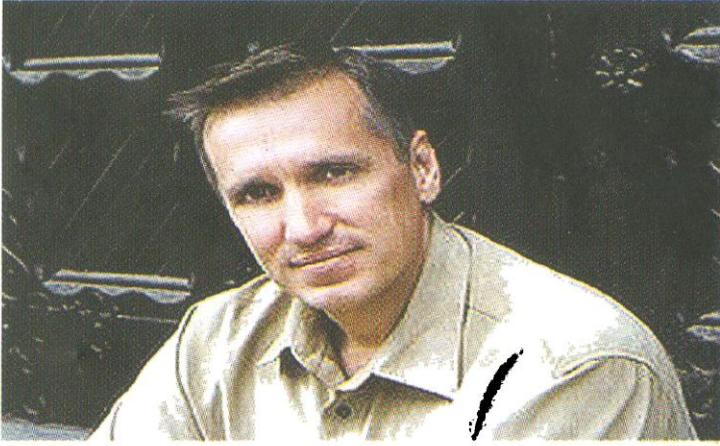
জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। মূলত অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। লেখালেখি শুরু করার আগে তিনি পেশায় পশু চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ১০ বছর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর লেখালেখির জন্য সেখান থেকে অবসর নেন।

অ্যাডভেঞ্চার বই লেখার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; বিভিন্ন উপন্যাসে পানির নিচের বর্ণনা তিনি নেহাত কল্পনা থেকে উপস্থাপন করেন না। এব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। যার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়।

তাঁর লেখা *সিগমা ফোর্স* সিরিজ পুরো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৪০টির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বাস করছেন।

দ্য ডুমসডে কী

জেমস রলিন্স

রূপান্তর-রাফসান রেজা রিয়াদ
ও
মারুফ হোসেন

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামীটাওয়ার , ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল :ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অলংকরন : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৪৪০ টাকা

The Doomsday Key By James Rollins
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 440 Tk. U.S. :08 $ only
ISBN : 978 984 92438 6 1

ভূমিকা

জেমস রলিন্স-এর সিগমা ফোর্স সিরিজ থ্রিলারপ্রেমী পাঠকদের কাছে অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি নাম। ইতিহাস, মিথ, রহস্য, অ্যাকশন ও অ্যাডভেঞ্চারের চমৎকার মিশেল এই সিরিজের প্রতিটি বই। এই সিরিজের কোনও বই যারা প্রথমবারের মতো হাতে তুলে নিয়েছেন, তাদের বোঝার সুবিধার্থে সিগমা টিমের ছোটখাটো একটা পরিচয় দিয়ে দেয়া যাক। আমেরিকার ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রোজেক্টস এজেন্সি (DARPA)-এর কাল্পনিক ডিভিশন হলো সিগমা ফোর্স। সিগমা ফোর্সের মূল অপারেটিভরা মিলিটারি ট্রেনিং-এর সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও বেশ ভালো দক্ষ। এই ফোর্সটি কাউন্টার টেররিজম, রিসার্চ এবং কভার্ট অপারেশন্সের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। সিআইএ অথবা এফবিআই যেমন অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক টেররিজম নিয়ে কাজ করে, সিগমা ফোর্স তেমনি কাজ করে বিজ্ঞান নিয়ে। বিজ্ঞানের কারণে পৃথিবীর ওপর যেসব হুমকি আসে, তা প্রতিহত করাই হলো সিগমা ফোর্সের কাজ। আগে সিআইএ অথবা এফবিআই এসব কাজ করত। কিন্তু তাদের অপারেটিভরা বিজ্ঞানের বিষয়ে ছিল অজ্ঞ, বিজ্ঞানঘটিত কোনও অপরাধের তদন্ত করতে হলে তাদেরকে বাইরের লোক ভাড়া করতে হতো। মূলত সে কারণেই সিগমা ফোর্সের জন্ম।

'দ্য ডুমসডে কী' বইটির সিগমা ফোর্স সিরিজের মধ্যে একটু আলাদা। সিগমা সিরিজের মধ্যে একটা ট্রিলজি আছে, যার শুরু 'দ্য ডুমসডে কী'-এর মাধ্যমে, এবং শেষ হয়েছে গিয়ে ' ব্লাডলাইন'-এ। ট্রিলজির এ দুটো বইয়ের মাঝের বইটি হচ্ছে 'দ্য ডেভিল কলোনি'। তাই এ-তিনটে বইয়ের আলাদা একটা মাহাত্ম্য আছে সিগমা ফোর্স সিরিজে।

বইটা অনুবাদ করেছি রাফসান ভাইয়ের সঙ্গে মিলে। আমাদের দু'জনের পক্ষ থেকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দিচ্ছি মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ ভাইয়ের কাছে। সাথে নক্সা ভাইয়েদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ও হ্যাঁ, মাসুম আহমেদ আদি ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সিগমার পরিচিতিটুকুর জন্য।

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ভালো কাজ করার জন্য। কতটা কী পেরেছি জানি না। আশা করি আপনার ভালো লাগবে বইটি। আপনাকে ধন্যবাদ বইটি হাতে তুলে নেয়ার জন্য।

মারুফ হোসেন

ঢাকা, ২০১৭।

হলি রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বশেষ পোপ হবেন পিটার দ্য রোমান, যিনি প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে তার স্বজাতিকে সেবা দেবেন; তার পরই সাত পাহাড়ের শহর ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মানুষের অন্তিম বিচারের সময় ঘনিয়ে আসবে।

–সেইন্ট ম্যালাকি'র ভবিষ্যদ্বাণী, ১১৩৯

মাটির উৎপাদন ক্ষমতার চাইতে, মানুষের ভোগ করার ক্ষমতা অনেকগুণে বেশি।

-থমাস ম্যালথাস

অ্যান এসে অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ পপুলেশন, ১৯৭৮

খরিদ সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে তখন, যখন রাস্তা রক্তে সয়লাব হয়ে যায়।

-ব্যারন নাথান রথচাইল্ড

উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি

ম্যাপঃ

নর্দার্ন ইউরোপ ও আর্কটিক সার্কেল

ডুমসডে ভল্ট
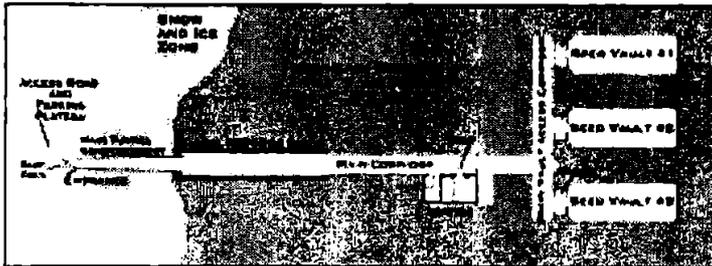
ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্য:

একাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়াম গোটা রাজ্যজুড়ে এক জরিপ চালান। জরিপের ফলাফল *ডুমসডে বুক* নামের নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটাই ছিল তৎকালীন সময়ে জরিপের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ। ঐতিহাসিকগণ একমত হয়েছেন যে, এই ব্যাপক আকারের জরিপ জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায়ের সুবিধার্থে করা হয়েছিল। তবে এ নিয়ে রহস্যের ঘুরপাকও কম নয়; কেন এই কাজ এত দ্রুত করা হয়েছিল? কেনই বা কিছু শহরকে শুধুমাত্র একটি ল্যাটিন শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার অর্থ 'ধ্বংস'?

ছড়িয়ে পড়া গুজবই তৎকালীন এই আশ্চর্যজনক জরিপের ফলাফলকে আরও আশ্চর্যজনক এক নামে আখ্যায়িত করে– 'দ্য ডুমসডে বুক'।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সেইন্ট ম্যালাকি নামে পরিচিত এক আইরিশ ক্যাথলিক ধর্মযাজক রোমে তীর্থযাত্রা করার সময় দৈবনির্দেশ লাভ করেন। সেই দৈববাণীতে তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শেষ সময় পর্যন্ত আগত সব পোপের নাম জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনাগত ১১২ জন পোপের নাম সম্বলিত সেই দৈববাণী লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় ভ্যাটিকান আর্কাইভে। কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেই নথি ভ্যাটিকান সিটি থেকে উধাও হয়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে তা আবার খুঁজে পাওয়া গেছে বলে প্রচার করা হলেও, খুঁজে পাওয়া ঐতিহাসিক নথিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেন কয়েকজন ঐতিহাসিক। যা-ই হোক, উক্ত নথিতে উল্লিখিত পোপদের সম্পর্কে করা ভবিষ্যদ্বাণীকে এখনও পর্যন্ত ভুল প্রমাণ করা যায়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা পোপের দায়িত্ব পালন করে আসছেন, তাদের প্রত্যেকের কথাই আশ্চর্যজনকভাবে উল্লেখ আছে সেই নথিতে। বর্তমান পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকে *ডে গোরিয়া অলিভে* (দ্য গোরি অভ দ্য অলিভস) বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেইন্ট ম্যালাকির ভবিষ্যদ্বাণীতে। বেনেডিক্টিয়ান ক্রমানুযায়ী যেখান থেকে পোপ নিজের নাম নির্বাচন করেছেন, তা-ও প্রতীকীভাবে অলিভ গাছের শাখাকে নির্দেশ করে। তবে সবচেয়ে সংকটময় ব্যাপার হচ্ছে ষোড়শ বেনেডিক্ট হলেন ১১১-তম পোপ। আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, পরবর্তী পোপের দায়িত্ব শেষের সাথে সাথেই পৃথিবীরও সমাপ্তি ঘটবে।

বৈজ্ঞানিক রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্যঃ

২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল- এই দু'বছরের ভেতর গায়েব হয়ে যায় ইউনাইটেড স্টেটসের এক-তৃতীয়াংশ মৌমাছি। ইউরোপ এবং কানাডায় এর পরিমাণ আরও বেশি। রাতারাতি খালি আবিষ্কৃত হয় মধু উৎপাদনকারী মৌচাকগুলো। সবই ঠিক ছিল-শুধুমাত্র মৌমাছিগুলোই নেই। এরপর মৌমাছিরা আর কখনওই তাদের বাসস্থানে ফিরে আসেনি। মৌমাছিদের ওই অবস্থাকে আখ্যায়িত করা হয় *কলোনি কোলাপ্স ডিজঅর্ডার* নামে। অনেক খবরের শিরোনাম আর ভয়ের উৎপত্তি করেছিল এই আশ্চর্যজনক ঘটনা।

এমন কী ঘটেছিল, যার ফলে বাসস্থান ছাড়তে হয়েছিল মৌমাছিদের?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই উপন্যাসে। ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে... আশ্চর্যজনক হলেও, এটাই সত্যি।

বসন্তকাল, ১০৮৬
ইংল্যান্ড

প্রাণের চিহ্ন বলতে কেবল এক ঝাঁক কাক।

বার্লি ক্ষেতের ঠিক মাঝখানের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ঘোড়ায় টানা ওয়্যাগনটা। এমন সময় আকাশে কাকের ঝাঁক ভেসে আসতে দেখা গেল। সকালের পরিষ্কার নীল আকাশে কালো ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে কাকগুলোকে। তবে কাকদের এই ভ্রমণ কোনও সাধারণ ভ্রমণ না। কাছে আসার পর দেখা গেল, পাখিগুলো ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ডানা ঝাপটাচ্ছে- একবার উপরে; একবার নিচে উঠানামা করছে। মাঝ-আকাশে দিকভ্রান্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ গোত্তা খাওয়ার পর শুরু হলো তাদের পতন। রাস্তার উপর বৃষ্টির মতো একের পর এক ঝরে পড়তে লাগল কাকগুলো, দুর্বল ভঙ্গিতে রাস্তায় পড়ে ছটফট করতে করতে ডানার মৃদু ঘর্ষণে ধুলোতে দাগ সৃষ্টি করতে লাগল।

তবে সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপারটা হচ্ছে কাকগুলোর নীরবতা।

কোনও ডাক নেই, চিৎকার নেই!

শুধুমাত্র ডানা ঝাপটানোর মৃদু শব্দ আর তারপরই ধুলোভরা পাথুরে মাটিতে পালকযুক্ত দেহগুলো পতনের ধুপধাপ আওয়াজ...

পাখিগুলোর এই অদ্ভুত পরিণতি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিল ওয়্যাগনের ড্রাইভার। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বুকে ক্রুশ আঁকল লোকটা। রাশে হঠাৎ টান পড়ায় ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলো গলা ছেড়ে ডেকে উঠে শান করে দিল সকালের নিস্তব্ধতাকে।

'চলতে থাকুন,' ওয়াগনের আরোহী বলে উঠলেন।

মার্টিন বোর, রাজকীয় করোনারদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সবার ছোট... চলেছেন রাজার এক বিশেষ গোপন আদেশ পালন করতে।

পরনের ভারী আলখেলাকে সামলানোর কসরত করতে করতে রাজকীয় ছাপ দেয়া আর সিলগালা করা নথিগুলোর কথা মনে করলেন মার্টিন। যুদ্ধের খরচের বোঝা মাথায় নিয়ে রাজা উইলিয়াম তার আজ্ঞাবহ হিসাবরক্ষকদের গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে এবং জনগণের জমিজমা ও সম্পত্তির বিশদ তালিকা তৈরি করতে আদেশ দিয়েছেন। হিসাবের ফলাফল একসাথে জড়ো করে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে। ল্যাটিন ভাষায় লেখা এক বিশালাকায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে হিসাব; নাম দেয়া হয়েছে- দ্য ডুমসডে বুক। সুনির্দিষ্ট পরিমাণে রাজকীয় খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল এই গোটা হিসাবনিকাশ।

অন্তত তা-ই বলা হয়েছে সবাইকে।

তবে কিছু লোক সন্দেহ প্রকাশ করে যে, সম্পদের এই জরিপের পেছনে অন্য কোনও রহস্য আছে। তারা বাইবেলে উলিখিত লাস্ট জাজমেন্ট-এর (যেখানে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মানুষের সব কাজের হিসাব রাখার কথা বর্ণিত আছে) সাথে তুলনা করতে শুরু করে একে। জমাট বাঁধতে থাকা রহস্য আর গুজব সেই জরিপের ফলাফলকে আখ্যায়িত করে ডুমসডে বুক-এর মতো আজব নামে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারেনি কেউ-ই।

গুজবটা প্রায় সত্যের কাছাকাছি!

সিলগালা করা নথিটা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে মার্টিনের। বিশালাকায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হিসেবরক্ষকদের কষ্টসাধ্য পরিশ্রমে বানানো তালিকাগুলো দেখেছেন তিনি। একেবারে শেষের দিকে লাল কালিতে ল্যাটিন ভাষায় একটা শব্দ উলেখ করেছেন গ্রন্থ রচনাকারী।

ধ্বংস।

যুদ্ধ আর লুটতরাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বেশ কিছু এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই শব্দ দিয়ে। কিন্তু দুটো এলাকার নাম একটু আলাদা। বিশেষ ধরনের লাল কালিতে বড় করে লেখা নাম দুটো। এদের একটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ড আর ইংল্যান্ডের উপকূলের মাঝামাঝি অংশে অবস্থিত জনশূন্য একটা দ্বীপ। আর অন্য জায়গাটা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই চলেছেন এখন মার্টিন। জায়গাটা গোপনে পরিদর্শন করার আদেশ দেয়া হয়েছে তাকে। এ-কাজে সাহায্যের জন্য তিনজন লোকও পাঠানো হয়েছে সঙ্গে, ঘোড়ায় চড়ে ওয়্যাগনকে অনুসরণ করছে লোকগুলো।

ড্রাইভার ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিল তাড়াতাড়ি ছোটার জন্যে। ওয়্যাগনটা ছটফট করতে থাকা পাখিগুলোর দেহের উপর দিয়ে এগোতে শুরু করায়, চাকার নিচে হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দ কানে এল মার্টিনের।

অবশেষে ওয়্যাগনটা একটা উপত্যকার মাথায় এসে থামলে, একটা ছোট গ্রাম নজরে তার। গ্রামটার একপ্রান্তে একটা পাথরের বাড়ি আর অন্য প্রান্তে একটা চার্চের চূড়া দেখা যাচ্ছে। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা কতগুলো কাঠের তৈরি ভেড়ার খোঁয়াড় আর কবুতরের খোপওয়ালা বাড়ি দিয়ে ভরা।

'একটা অভিশপ্ত জায়গা এটা, মাইলর্ড,' ড্রাইভার বলে উঠল। 'দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস করুন। এখানে বসন্তের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু একটা আছে।'

'সেটাই আবিষ্কার করতে এসেছি আমরা।' মার্টিন শান্ত কণ্ঠে বললেন পেছন থেকে।

তাদের মাইল তিনেক পেছনে সেনাবাহিনী অনেক আগেই মানুষ চলাচলের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু তাতেও নিকটস্থ গ্রাম আর খামারগুলোতে এখানকার অদ্ভুত মহামারীর গুজব ছড়ানো বন্ধ করা যায়নি।

'অভিশপ্ত,' আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে গ্রামের উদ্দেশ্যে গাড়ি ছোটাল লোকটা। 'আমি শুনেছিলাম এদিকে আগে বিধর্মী প্যাগানদের বাস ছিল। এখনো

নাকি সামনের বনে তাদের চিহ্নযুক্ত পাথর দেখা যায়।' বলে সে হাত তুলে গ্রাম ছাড়িয়ে দূরে পাহাড়ের উপর বনের দিকে ইঙ্গিত করল– সবুজ গাছপালা কালচে ধূসর প্রেতাত্মার মতো ফুটে আছে ওখানে।

'তারা জায়গাটাকে অভিশপ্ত করে গেছে। ক্রুশ বহনকারী প্রত্যেকের জন্য এই জায়গা ধ্বংস ডেকে আনবে।'

মার্টিন বোর তার এসব কুসংস্কারমূলক কথাবার্তায় পাত্তা দিলেন না। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই তিনি রোম ও ব্রিটানিয়া থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন। তাকে এখানকার প্রকৃত রহস্য উধঘাটন করতে হবে।

বাকি তিন ঘোড়সওয়ারদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ইশারা করলেন তিনি। তারা প্রত্যেকেই নিজ কর্তব্য সম্পর্কে জানে। ঘোড়ার গতি ধীর করে ত্রিভুজাকৃতিতে সামনে এগিয়ে এল তারা। মার্টিন তাদেরকে ওয়াগনের পেছনে পেছনে আসতে ইঙ্গিত করলেন। উদ্দেশ্য, চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে নেয়া।

উপত্যকার উপরের হাইগেন নামে পরিচিত এই গ্রামটা মাটির তৈরি জিনিসপত্রের জন্য বিখ্যাত। কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের পাদদেশে উৎপত্তি হওয়া ঝরনা থেকে কাদামাটি এনে তৈজসপত্র তৈরি করে এখানকার লোকেরা। বলা হয়ে থাকে যে, কুমারদের মাটি মেশানোর পদ্ধতি আর জিনিসপত্র পোড়ানোর কায়দাকানুন খুবই গোপন বিষয়। শুধুমাত্র সংশিষ্ট লোকেরাই জানে পদ্ধতিটা।

আর এখন, তারা সবাই হারিয়ে গেছে চিরতরে।

গম, ভুট্টা, মটরশুঁটি ছাড়াও আরও কয়েক প্রকার সবজি ক্ষেতের বুক চিরে বিস্তৃত পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়্যাগনটা। কিছু ক্ষেত থেকে ফসল তোলা হয়েছে সম্প্রতি, কিছু আবার যুদ্ধের সময় জ্বালিয়ে দেয়ার নিদর্শন হিসেবে পুড়ে কালো হয়ে আছে।

গ্রামের লোকজন কি আসল সত্যিটা জানত?

উপত্যকা থেকে নিচে নামতে নামতে ভেড়ার খোঁয়াড় নজরে এল। খোঁয়াড়ের কাঠের বেড়াগুলো ভেতরের ভয়াবহতাকে ঢেকে রাখতে পারেনি। উল জমে ফুলে ঢোল হয়ে থাকা শত শত ভেড়া খাবারের ঘাস সামনে নিয়ে মরে পড়ে আছে। গ্রামের আরও কাছে যেতেই শূকর আর ছাগলের পালও দেখা গেল, ভেড়াগুলোর মতোই মৃত। মাঠে একটা ষাঁড় পড়ে আছে, লাঙ্গলে বাঁধা।

এসব অতিক্রম করে অবশেষে গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করল ওয়্যাগনটা। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কুকুরের গর্জন নেই, কাকের কা কা নেই, গাধার ডাক নেই, নেই চার্চের ঘন্টার আওয়াজ। অভিযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতেও এল না কেউ।

গোটা এলাকা জুড়ে পিনপতন নীরবতা।

মার্টিনের দল আবিষ্কার করল, প্রায় সবাই নিজ বাড়িতে মারা গেছে। হয়তো বাইরে বেরিয়ে আসার সময়টুকুও পায়নি তারা। কিন্তু একটা মৃতদেহ দেখা গেল মাটিতে মাথা গোঁজা অবস্থায়, পাথরের বাড়ির দোরগোড়ার একটু সামনে। এমনভাবে পড়ে আছে যেন মাত্রই কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়েছে সে। ওয়্যাগন থেকে মৃতদেহটা

কিছুটা দূরে থাকলেও মার্টিন বুঝতে পারলেন, লোকটার গায়ে হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই। চোখগুলো গর্তে ঢোকা, হাত পা কাঠির মতো সরু কিন্তু পেট ফুলে আছে।

গ্রামের সব লোকজনের অবস্থাই মাঠে পড়ে থাকা পশুগুলোর মতো। যেন হঠাৎ করেই মৃত্যুর স্রোত বয়ে গেছে তাদের ওপর দিয়ে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল মার্টিনের। ওয়্যাগনের পাশে এসে ঘোড়ার রাশ টানলেন রেজিনাল্ড। 'গোলাগুলো শস্যে পরিপূর্ণ আছে,' হাত দিয়ে প্যান্টের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন তিনি। রাজা উইলিয়ামের ফ্রান্সের উত্তর দিকের অভিযানগুলো তার নেতৃত্বেই হয়েছিল। 'মটরশুঁটির গোলায় মৃত ইঁদুরও পাওয়া গেছে।'

মার্টিন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন তার দিকে।

'অভিশপ্ত দ্বীপটার মতোই এখানেও সবকিছুই মৃত।'

'কিন্তু এবার ধ্বংসলীলা আমাদের বাসস্থানে হানা দিয়েছে,' আস্তে করে বললেন মার্টিন।

এই ঘটনা তদন্ত করার জন্যই এত সাবধানে এখানে পাঠানো হয়েছে তাদের। তারা সকলেই ব্যাপারটা গোপন রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

'জিরার্ড একটা মৃতদেহ সংগ্রহ করেছে,' রেজিনাল্ড বললেন। 'অন্যগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে এটা। দেহটাকে কামারশালায় নিয়ে গেছে সে।' তিনি হাত উঠিয়ে পাথরের চিমনিওয়ালা একটা কাঠের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়্যাগন থেকে নেমে পড়লেন মার্টিন। এই রহস্য তাকেই উদ্ঘাটন করতে হবে। করোনার হিসেবে এটাই তার দায়িত্ব– মৃতদেহ পরীক্ষা করে মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করা। অবশ্য এখনকার জন্য কাটাকুটির দায়িত্ব সহকারী ফ্রেঞ্চম্যানের হাতে সঁপেছেন তিনি।

কামারশালার খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মার্টিন। ভেতরে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া বাঁকানো হাপরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জিরার্ড। লোকটা সেনাবাহিনীতে কাজ করত। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কেটে ফেলে সৈন্যদের বাঁচাতে চেষ্টা করত সে।

ইতিমধ্যে কামারশালার মাঝখানে একটা টেবিল পরিষ্কার করে মৃতদেহটাকে তাতে বেঁধে রেখেছে লোকটা। টেবিলে শুয়ে থাকা ফ্যাকাশে, চিকন অবয়বটার দিকে তাকালেন মার্টিন। আট-নয় বছর বয়সী একটা বাচ্চা ছেলে। তার নিজের ছেলের সমবয়সীই প্রায়। তবে পার্থক্য হলো, মৃত্যুর করাল থাবা এই ছেলেটাকে এনে ফেলেছে বর্তমান পরিস্থিতিতে।

জিরার্ড কাটাকুটিতে ব্যবহৃত ছুরিগুলো বের করতে করতে তিনি ছেলেটার দেহ আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষন করলেন, চামড়া টেনে ধরে নিচের চর্বির স্তর সম্পর্কে বুঝতে চেষ্টা করলেন। ছেলেটার শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট, কমে যাওয়া মাথার চুল, ফুলে

ওঠা হাত পা-ও দেখলেন নেড়েচেড়ে। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি যেটা করলেন তা হলো স্ফীত হয়ে ওঠা হাড়ে হাত বুলানো; পাঁজর, চোয়াল, অক্ষিকোটর, কোমরের হাড়... যেন গোটা দেহের একটা মানচিত্র কল্পনা করছেন মনে মনে।

কেন মারা গিয়েছে এ?

মার্টিন জানেন, গভীরে কোথাও লুকানো আছে সত্যিটা।

'আমরা তাহলে কাজ শুরু করি, মসিয়ে?' একটা লম্বা ছুরি হাতে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল জিরার্ড।

ঘন্টাখানেক পর, মরদেহটাকে নাড়িভুঁড়ি বের করা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল টেবিলে। গলা থেকে ক্রমশ নিচের দিকে চামড়া কেটে টেবিলে টানটান করে আটকে রাখা। গোলাপী রঙের অন্ত্রগুলো পেঁচিয়ে আছে, পাঁজরের নিচের দিক থেকে উঁকি দিচ্ছে বাদামী রঙের যকৃত। তবে ওটা আকারে আট নয় বয়সী একটা বাচ্চার তুলনায় অনেক বড়।

জিরার্ড কাটতে কাটতে তলপেটে পৌছে গেল। তার ছুরি ধরা হাতদুটো ছেলেটার পেটের নরম, ঠাণ্ডা অংশে ডুবে গেল যেন।

অন্যদিকে মার্টিন এসব দেখতে দেখতে একহাতে কপাল খামচে ধরে নীরবে প্রার্থনা করছেন ঈশ্বরের কাছে। তবে তার প্রার্থনা ছেলেটার আর কোনও উপকারেই আসবে না।

জিরার্ড ছেলেটার পাকস্থলী একহাতে উঁচু করে ধরল; সাদা রাবারের মতো দেখতে, পাইপের মতো নাড়িভুঁড়ি ঝুলে আছে একপাশ থেকে। ছুরির আলতো পোঁচে সে পাকস্থলীটার বাড়তি অংশ আলাদা করে কেটে নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর সাবধনেতার পাকস্থলীটার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত চিরে ফেলার সাথে সাথে পরিপাক না হওয়া রুটি আর শস্যদানা ছিটকে বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা টেবিলে।

পচা গন্ধ ভক করে হামলা চালাল মার্টিনের নাকে। তিনি তাড়াতাড়ি এক হাতে নাকমুখ ঢাকলেন, গন্ধটাকে আড়াল করতে নয় বরং আশ্চর্যজনক সত্যিটা জানার ধাক্কায়!

'এটা পরিস্কার যে, অপুষ্টির কারণে মৃত্যু হয়েছে,' জিরার্ড বলে উঠল। 'কিন্তু পেট ভরা থাকাতেও পুষ্টিহীনতা কেন হবে!'

মার্টিন পিছিয়ে গেলেন এক পা। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল যেন তার শিরদাঁড়া বেয়ে। এটা নিশ্চিত করতেই এখানে আসা তাদের। প্রমাণ তার চোখের সামনেই আছে। তবে সম্পূর্ন নিশ্চিত হবার জন্য আরো কয়েকজনকে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে, এখানকার মৃত্যুগুলোও সেই দ্বীপের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়, ডুমসডে বুক-এ যেটাকে 'ধ্বংস' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ছেলেটার পেটের দিকে তাকালেন মার্টিন। এই কারণেই তাহলে জরিপ চালানো হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে! রাজ্যের কোথায় কোথায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে তা

চিহ্নিত করার জন্য। তার কাছে এটা পরিষ্কার যে, এই রোগে আক্রান্তরা শুধু খেয়েই যায়, কিন্তু তাদের পেট-ভরার অনুভূতি হয় না। খাবার থেকে তারা পুষ্টিও পায় না। ফলাফল, পুষ্টিহীনতায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মার্টিন। পরিষ্কার বাতাস দরকার। ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়সারি আর শস্যক্ষেতের দিকে তাকালেন তিনি। ক্ষেতের বার্লি আর গমের শীষগুলো দুলছে বাতাসে। মনে মনে কল্পনা করলেন, একজন মানুষ মাঝ-সাগরে ভাসছে, চারদিকে পানি থাকা সত্ত্বেও নিজের তৃষ্ণা মেটাতে পারছে না সে।

দুটো ঘটনায় কোনও পার্থক্য নেই।

এমন সময় গ্রামের অন্য প্রান্তে একটা চিৎকার তার মনোযোগ কেড়ে নিল। একটা খোলা দরজায় কালো কাপড়ে ঢাকা একটা অবয়ব নজরে এল তার। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, ওটা যেন মৃত্যুর শরীরী রূপ। অবয়বটা নড়ে উঠতেই ঘোর কেটে গেল তার। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা অ্যাবট ওরিন, তাদের দলের শেষ সদস্য, পেশায় আয়ারল্যান্ডের একজন মঠপ্রধান। গ্রামের অন্য প্রান্তে চার্চের দরজায় দাঁড়িয়ে মার্টিনকে ডাকছেন তিনি।

'এদিকে দেখুন,' আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাবট।

দ্রুত পায়ে তার দিকে এগোতে লাগলেন মার্টিন। আসলে কামারশালায় দেখা বিভীষিকা থেকে পালাতে চাইছেন তিনি। ছেলেটাকে আবার দেখার কোনও ইচ্ছাই নেই তার। তাড়াতাড়ি মাঝের দূরত্বটুকু অতিক্রম করে মঠপ্রধানের সাথে যোগ দিলেন তিনি।

'কী হয়েছে, অ্যাবট ওরিন?'

'ঈশ্বরের অপমান,' তার গলায় রাগের সুর স্পষ্ট, 'ওরা চার্চকে অপবিত্র করেছে– এজন্যই আজ ওদের এই পরিণতি।'

অ্যাবটেকে দিকে ভালোভাবে খেয়াল করলেন মার্টিন। লোকটা দলের বাকিদের তুলনায় দেখতে বেশ চিকন। পরনের ঢোলা আলখেলায় তাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। দলে শুধুমাত্র তিনিই আয়ারল্যান্ডের উপকূলের সেই অভিশপ্ত দ্বীপটায় গিয়েছিলেন। সেই বিভীষিকার একমাত্র চাক্ষুষ সাক্ষী তিনিই।

'যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন কি?' জিজ্ঞেস করলেন মার্টিন।

অ্যাবট উত্তর না দিয়ে চার্চের ভেতরের দিকে এগোলেন। উপায়ান্তর না দেখে মার্টিনও তাকে অনুসরণ করলেন। ধুলোয় ছেয়ে আছে নীরব, অন্ধকার জায়গাটা। ভেতরে বসার মতো কিছু নেই। জরাজীর্ণ ছাদটাও খুব একটা উঁচুতে না। পেছনদিকের একটা জানালা দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে, যা আরও ভৌতিক করে তুলেছে পরিস্থিতিকে। সরাসরি পাথরের বেদির উপর এসে পড়ছে আলোটা। বেদিটা ঢাকা থাকলেও ঢেকে রাখা কাপড়টা শতচ্ছিন্ন, যেন অ্যাবটের খোঁজার সুবিধার্থেই।

এক হাতে বেদিটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। মার্টিন দেখলেন উঁচু করা হাতটা কাঁপছে রাগে। 'ঈশ্বরের অপমান,' অ্যাবট আবারও উচ্চারণ করলেন। 'ঈশ্বরের বেদির উপর বিধর্মীদের চিহ্ন এঁকে রাখা হয়েছে।'

মার্টিন চিহ্নগুলো ভাল করে দেখার জন্য ঝুঁকলেন বেদিটার দিকে। পাথরটায় সাপের মতো প্যাঁচানো স্পাইরাল খোদাই করা আছে, নিশ্চিতভাবেই কাজটা প্যাগানদের।

'ধার্মিক লোকজন এই পাপকাজটা করতে গেল কেন?'

'আমার মনে হয় না এটা হাইগেনের বাসিন্দাদের কাজ,' বললেন মার্টিন।

তিনি বেদিটা হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন, খোদাইকৃত আকৃতিটার বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন আঙুলের ছোঁয়ায়। এগুলো অবশ্যই অনেক আগে আঁকা হয়েছে। ওয়্যাগন ড্রাইভারের কথাগুলো মনে পড়ল তার। জায়গাটা অভিশপ্ত। আগে আদিবাসীরা বাস করত এখানে। পাহাড়ে নাকি এখনো তাদের চিহ্নযুক্ত পাথর খুঁজে পাওয়া যায়।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মার্টিন। এগুলো সেই পাথরগুলোর একটাই হবে হয়তো। বন থেকে এনে সম্ভবত এটাকে চার্চের বেদি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছিল।

'যদি এটা এখানকার বাসিন্দাদের কাজ না হয় তাহলে আপনি এটার ব্যাখ্যা কিভাবে দেবেন?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাবট।

পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন মার্টিন। হাতের নিচে কিছু একটা অনুভূত হওয়ায় সাথে সাথে চমকে উঠে দেয়ালের দিকে তাকালেন তিনি। দেয়ালে একটা আকৃতি আঁকা আছে, গাঢ় খয়েরি রঙে– খুব সম্ভবত রক্ত। দেখে মনে হলো সম্প্রতিই আঁকা হয়েছে জিনিসটা।

গোল একটা চক্রের ভেতর আড়াকাড়ি ক্রস চিহ্ন।

সিম্বলটা মার্টিনের পরিচিত। আগেও প্রাচীন লিপিতে এটা দেখেছেন তিনি। কেল্টিক যাজকদের সিম্বল এটি।

'প্যাগান ক্রুশ,' বললেন মার্টিন।

'আমরা অভিশপ্ত দ্বীপটাতেও এই চিহ্ন দেখেছিলাম, দরজায় খোদাই করা,' যোগ করলেন অ্যাবট।

'কিন্তু এটার মানে কী?'

গলায় ঝুলানো ক্রুশ স্পর্শ করলেন অ্যাবট। 'রাজা এই ভয়ই পাচ্ছিলেন। আয়ারল্যান্ডকে পেগ ছড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া সাপগুলো- সেইন্ট প্যাট্রিক আমাদের উপকূল থেকে তাড়ানোর পর এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা।'

মার্টিন বুঝতে পারলেন, সাপ বলতে প্যাগান যাজকদের কথা বুঝিয়েছেন অ্যাবট, যারা সাপের মতো প্যাঁচানো প্রতীক ব্যবহার করত। আয়ারল্যান্ড থেকে তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেইন্ট প্যাট্রিক।

কিন্তু ওটা প্রায় ছয়শো বছর আগে ঘটনা।

চার্চ থেকে বেরিয়ে এলেন মার্টিন। জিরার্ডের কথাগুলো যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার মাথার ভেতর। 'ছেলেটা ভরা পেটে নিয়েও ক্ষুধার জ্বালায় ভুগছিল।'

অ্যাবটও বেরিয়ে এলেন তার পিছু পিছু। 'অভিশপ্ত জায়গাটা জ্বালিয়ে দেয়া উচিত।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মার্টিন। কিন্তু ক্রমশ ভয় দানা বাঁধছে তার বুকের ভেতর।

এই ঘটনাকে কি কোনও আগুন ধ্বংস করতে পারবে?

প্রশ্নের উত্তরটা জানা না থাকলেও একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়।

বর্তমান সময়

৮ অক্টোবর, ১১:৫৫ পি.এম.

ভ্যাটিকান সিটি

ফাদার মার্কো জিওভানি পাথরের থামের আড়ালে লুকালেন।

পাথরের পিলারগুলো সেইন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার ছাদের ভারবহন করার পাশাপাশি মেঝেকে চ্যাপেল, ভল্ট আর কুঠুরিতে বিভক্ত করেছে। পিলারগুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গায় মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর পিয়েটা (যীশুকে কোলে নিয়ে মাতা মেরির মূর্তি), বার্নিনির বাল্ডঅ্যাচিনো (বেদি ঢেকে রাখা তোরণ) ছাড়াও সেইন্ট পিটারের মূর্তি রাখা আছে।

মার্কো জানেন এখানে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি নন। কেউ একজন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, হত্যা করার জন্য।

প্রায় তিন ঘন্টা আগে মার্কো তার রোমের গ্রেগোরিয়ান ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষকের মেসেজ পান। তিনিই তাকে এই মাঝরাতে এখানে দেখা করতে বলেছিলেন।

ঘূণাক্ষরেও মার্কোর সন্দেহ হয়নি এটা একটা ফাঁদ।

একটা পিলারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ডান হাতে বাম পাঁজর স্পর্শ করলেন, একটা বিশ্রী ক্ষত। উষ্ণ রক্তে আঙুলগুলো ভিজে গেল। বাম হাতের মুঠোতে টাকা রাখার ছোট থলের মতো একটা লেদারের পাউচ শক্ত করে ধরে রেখেছেন, যেভাবেই হোক এটাকে তার রক্ষা করতে হবে।

নড়াচড়ার সাথে সাথে যেন রক্ত পড়া বেড়ে গেল। রক্ত এখন মার্বেল পাথরের মেঝেতে গড়াচ্ছে। ক্রমেই তিনি দূর্বল হয়ে পড়ছেন। আর অপেক্ষা করা চলে না। হাতে সময় খুবই কম। কয়েক সেকেন্ড নীরব প্রার্থনার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে বেদির দিকে এগোচ্ছেন। প্রতি পদক্ষেপেই যেন পাঁজরে ছুরির আঘাত লাগছে। তবে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়নি। ক্রসবো থেকে ছোঁড়া কাল রঙের একটা ধারালো স্টিলের বোল্ট তার পাঁজর ঘেঁষে বেড়িয়ে গেছে। মার্কো লুকানোর জায়গায় থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন, বোল্টের গোড়ার দিকে ছোট্ট একটা লাল আলো মিটমিট করছিল। অন্ধকারে সেটাকে ধেয়ে আসা প্রেতাত্মার চোখের মতো লাগছিল।

মার্কো নিচু হয়ে সামনে এগোতে লাগলেন, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছেন। তিনি জানেন মরতে তাকে হবেই। কিন্তু যে গোপনীয়তা তিনি ধারন করে আছেন তা তার

জীবনের চেয়েও মূল্যবান। তাকে যেভাবেই হোক এখান থেকে বের হতে হবে, দায়িত্বরত সুইস গার্ডদের খুঁজে বের করে পোপের কাছে খবর পাঠাতে হবে।

ব্যথাকে পাত্তা না দিয়ে তিনি দৌড় শুরু করলেন।

তার ঠিক সামনেই পোপের বেদি, বার্নিনির নির্মিত ব্রোঞ্জের তোরণে ঢাকা। মার্কো বেদিটাকে বামে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোলেন। তার নজর পোপ অষ্টম আলেকজান্ডার-এর স্মৃতিচিহ্নের নিচে অবস্থিত দরজার দিকে।

ওই দরজা দিয়েই পিয়াজা সান্টা মার্টা-য় বেরোনো যাবে।

আমি বেরিয়ে যাচ্ছি...

কিন্তু পেটে হঠাৎ একটা জোড়াল ঘুসি তার সব আশা কেড়ে নিল। আঘাতের তীব্রতায় ঘুরে পড়ে যেতে যেতে তিনি উপলব্ধি করলেন তাকে ঘুসি মারা হয়নি! স্টিলের ফলার উপরে আটকানো পালক তার শার্ট থেকে বেরিয়ে আছে। এক মুহূর্ত পরে গোটা পেট জুড়ে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল। আগেরটার মতোই, এই বোল্টের মাথাতেও একটা ছোট লাল আলো জ্বলছে।

মার্কো অনেক কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। সেখানে সুইস গার্ডের ইউনিফর্ম পড়া একটা আকৃতি দেখা গেল।

এই তাহলে ছদ্মবেশী আততায়ী!

অবয়বটা হাতের ক্রসবো নিচু করে মনুমেন্টের নিচের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল, এখান দিয়েই তিনি পালাবার কথা ভেবেছিলেন।

মার্কো পেছনদিকে ফেলে আসা পথের দিকে তাকালেন। সেখানেও সুইস গার্ডের ইউনিফর্মে ক্রসবো হাতে একজনকে দেখা গেল। লোকটা প্রার্থনার জন্য রাখা একটা আসনে বসে আছে।

ব্যথার সাথে সাথে তীব্র আতঙ্কের স্রোত যেন তার গোটা শরীরে বয়ে গেল। ডানদিকে তাকাতেই তৃতীয়জন নজরে এল, কনফেশন বক্সের ছায়া থেকে লোকটা হাতের ক্রসবো দুলিয়ে বেরিয়ে আসছে।

তিনি ফাঁদে আটকা পড়েছেন।

ব্যাসিলিকাটা ক্রুশের আকারে বানানো। তিনি ঠিক মাঝে আছেন, ক্রুশের তিন বাহু থেকে তিন আততায়ী তাকে ঘিরে রেখেছে। তার সামনে এখন শুধুমাত্র একটা রাস্তাই খোলা আছে, ক্রুশের সামনের বাহু। কিন্তু সেটা একটা কানাগলি।

তারপরও মার্কো শরীরের অবশিষ্ট সব শক্তি একত্র করে সেদিকে এগোলেন।

বেদির উপর সেইন্ট পিটারের একটা বিশালকায় কাঠের আসন রাখা, কয়েকজন প্রিস্ট আর অ্যাঞ্জেলের অবয়ব আসনটাকে ঘিরে রেখেছে। তার ঠিক উপরেই স্ফটিকের তৈরী একটা জানালা।

কিন্তু বন্ধ জানালাটা তাকে কোনও আশা দিতে পারল না।

মার্কো জানালাটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালেন। তার বামদিকে পোপ অষ্টম আর্বান-এর সমাধি। একটা খোদাই করা ভয়ঙ্কর কঙ্কালের

আকৃতি সমাধির মার্বেল পাথর বেয়ে উপরে উঠছে। এই প্রতীকটা মানুষের চরম পরিণতিকে নির্দেশ করে, যা এখন মার্কোর ক্ষেত্রে ঘটতে চলেছে।

তিনি ল্যাটিন ভাষায় ফিসফিস করে উঠলেন, 'লিলিয়াম এট রোজা।'

দ্য লিলি অ্যান্ড দ্য রোজ।

দ্বাদশ শতাব্দিতে সেইন্ট ম্যালাকি নামে পরিচিত একজন আইরিশ ধর্মযাজক দৈববানীতে পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত আগত সকল পোপের নাম জানতে পারেন। তার ভবিষ্যৎবাণীতে মোট ১১২ জন পোপের নাম ছিল। তিনি প্রত্যেক পোপের নামকে একটা করে অর্থসূচক ছোট বাক্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। পোপ অষ্টম আর্বান, যিনি সেইন্ট ম্যালাকির মৃত্যুর পাঁচশত বছর পরে দায়িত্বলাভ করেন, তাকে 'দ্য লিলি অ্যান্ড দ্য রোজ' নামে ওই ভবিষ্যৎবাণীতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এবং বাকি সবার মতই, তার ক্ষেত্রেও সেইন্টের বিবরণ পুরোপুরি মিলে যায়। তিনি ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বংশমর্যাদার প্রতীক ছিল লাল লিলি ফুল।

তবে চিন্তার বিষয় হলো সেইট ম্যালাকির ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বর্তমান পোপের ক্রমিক সংখ্যা ১১১। যার মানে দাঁড়ায় ভ্যাটিকানের পরবর্তী নেতাই নিজ চোখে পৃথিবী ধ্বংস হতে দেখবেন।

মার্কোর এসব আজগুবি ধ্যান ধারনায় বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এখন লেদারের ছোট পাউচটায় হাত বুলাতে বুলাতে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, প্রলয় কতই না নিকটবর্তী!

আততায়ীর পায়ের শব্দ তার কানে এল। একজন খুব কাছে এসে পড়েছে। তার হাতে মাত্র একবার অবস্থান পরিবর্তন করার মতো সময় আছে।

তিনি হাত দিয়ে পেট চেপে ধরলেন যেন গড়িয়ে পড়া রক্তের ফোঁটা তার বর্তমান অবস্থানকে ফাঁস করতে না পারে। তারপর আস্তে আস্তে ক্রুশের মাঝে অবস্থিত বেদির সামনে চলে এলেন। এখন হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করা ছাড়া তার করণীয় কিছুই নেই।

পায়ের শব্দটা বেদির একেবারে কাছে চলে এসেছে।

তবে পায়ের মালিক আততায়ী নন।

মার্কোর কাতর আর্তনাদ নবাগতের মনযোগ কেড়ে নিল।

'মার্কো?'

তার গায়ে উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি বাকি নেই, তাই শরীর না নাড়িয়েই ঘাড় ফিরিয়ে তিনি আগন্তুকের দিকে তাকালেন। কাছাকাছি আসতেই বিস্ময়ে আগন্তুকের চোখ বিস্ফোরিত হলো যেন। ইনিই সেই ব্যক্তি, মার্কোর সাবেক শিক্ষক, যিনি আজকের এই সাক্ষাতের সময় নির্ধারন করেছিলেন।

'মনসিগনর ভেরোনা...,' মার্কো বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছেন, তিনি জানেন আর যাই হোক অন্তত ইনি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। মার্কো খালি হাত

তার উদ্দেশ্যে তুলে ধরলেন, অন্য হাতে পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা বোল্টের পালক ধরা।

নিচের দিকে আলোর একটা দ্যুতি তার মনোযোগ কেড়ে নিল। ক্রসবো বোল্টের জ্বলতে থাকা লাল আলো বিপ করে সবুজে হয়ে গেল।

না...

বিস্ফোরনের তীব্রতা মার্কোকে মার্বেল পাথরের মেঝেতে আছড়ে ফেলল। পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি আর রক্ত বন্যার পানির মতো বেরিয়ে এসে বেদির গোড়ায় ছড়াতে লাগল। বিস্ফোরিত খোলা চোখ উপরের কারুকার্যখচিত মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো একটা নাম তার মাথায় এল।

পিটরাস রোমানাস।

পিটার দ্য রোমান।

সেইন্ট ম্যালাকির তালিকায় এটাই সর্বশেষ নাম। এই ব্যক্তিই পৃথিবীর শেষ ধর্মগুরু হতে যাচ্ছেন।

মার্কোর মৃত্যুতে পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঠেকানো যাবে না।

তার দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে আসছে, কানে কোনও শব্দ প্রবেশ করছে না। দেহে কথা বলার মতো শক্তিও বাকি নেই আর। কোনরকমে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে পোপ অষ্টম আর্বানের সমাধির দিকে তাকালেন। সমাধি বেয়ে ওঠা কঙ্কালের অবয়বের আঙ্গুলে তিনি লেদারের ছোট পাউচটা ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছেন, যা তিনি এতকাল ধরে সংরক্ষণ করছিলেন। তিনি লেদারের গায়ে অঙ্কিত প্রাচীন চিহ্নটা মনে করার চেষ্টা করলেন।

এটাই এখন পৃথিবীর একমাত্র আশা ভরসা।

তিনি শেষ নিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করলেন যেন এটা তার দায়িত্ব পালনে সফল হয়।
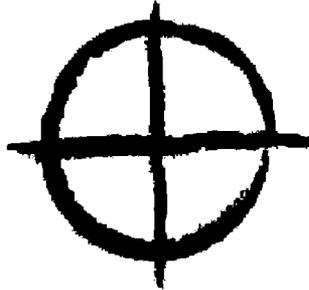
প্রথম

দ্য স্পাইরাল অ্যান্ড দ্য ক্রস

ভায়াটাস

মঙ্গলবার, ৯ মে

অসলো, নরওয়ে (বাণিজ্যিক বার্তা)

বিশ্ব খাদ্য সংকট নিরসনে কাজ শুরু করেছে ভায়াটাস।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পেট্রোকেমিকেল কোম্পানি ভায়াটাস ইন্টারন্যাশনাল আজ তাদের নতুন বিভাগ 'ক্রপ বায়োজেনেটিকস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন' এর উদ্বোধন ঘোষণা করেছে।

'নতুন এই বিভাগ খোলার পেছনে উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট মোকাবিলায় কৃষিক্ষেত্রে নিত্যনতুন প্রযুক্তি আবিস্কার করা।' ভায়াটাস ইন্টারন্যাশনাল-এর সিইও আইভার কার্লসেন ঘোষণা করলেন। 'আমরা আমাদের বর্তমান খাদ্যের উৎস নিয়েই এই সংকটের মুখোমুখি হব। আমাদের কোম্পানির অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও শব্দ নেই।'

বিগত কয়েক বছরে কোম্পানিটি এমন কিছু প্রযুক্তির পেটেন্ট করেছে যেগুলোর সাহায্যে ধান, গম আর ভুট্টার উৎপাদন ৩৫% এর চেয়েও বেশি বাড়ানো সম্ভব। কার্লসেন আরও উলেখ করলেন, আগামী পাঁচ বছরে এ কাজে কোম্পানির সফলতার ধারা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।

আজ বুয়েন্স আয়ার্সে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে কার্লসেন তার বক্তৃতায় কোম্পানির নতুন বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক প্রয়োজনীয় খাবার পাচ্ছে না।

'আমরা খাদ্য সংকটে আছি। অভাবীদের অধিকাংশই তৃতীয় সারির দেশের নাগরিক। খাবারের জন্য হাহাকার দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব না হলে তা আস্তে আস্তে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।'

খাদ্য নিরাপত্তা... কার্লসেন যোগ করলেন, 'জ্বালানী আর পানির সমস্যাও বর্তমান সময়ের একটা চ্যালেঞ্জ। তবে সবকিছুর আগে খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। আর এই কাজে সফলতা পেতে হলে জৈবপ্রযুক্তির বিকল্প নেই।'

কৃষিক্ষেত্রে নতুন ধারা উদ্ভাবনে অগ্রগামী, ভায়াটাস ইন্টারন্যাশনাল এর উৎপত্তি ১৮০২ সালে নরওয়ের অসলোতে। কোম্পানিটি পৃথিবীব্যাপী ১৮০টিরও বেশি দেশে তাদের পণ্য সরবরাহ করে থাকে। ভায়াটাস নামটি ল্যাটিন ভাষা থেকে নেয়া, যার অর্থ 'জীবনের পথ'।

১

৯ অক্টোবর, ৪:৫৫ এ. এম.

মালি, পশ্চিম আফ্রিকা

আচমকা গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভাঙল জেসন গরম্যানের। বিস্ময়ের ধাক্কায় সে প্রথমে মনে করতে পারল না যে কোথায় আছে! এতক্ষণ স্বপ্নে সে নিউ ইয়র্কে তাদের বাংলোর সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছিল। কিন্তু চারপাশে ঝুলে থাকা মশারি আর মুরুভুমির ভ্যাপসা গরম তাকে বাস্তবে টেনে আনল।

তাঁবুর বাইরে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ডে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল। সে সাবধানে তাঁবুর ফ্ল্যাপ উঠিয়ে বাইরে তাকাল। ঘোর কালো রাত আগুনের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আশেপাশের তাঁবুর কাঠামোগুলোতেও আগুন নজরে এল।

হে ইশ্বর!

জেসন আন্দাজ করতে পারল কি ঘটেছে। আফ্রিকায় আসার আগে তাদের এ ব্যাপারে ব্রিফ করা হয়েছিল। বিগত সময়ে বেশ কিছু রিফিউজি ক্যাম্প উগ্রবাদী সংঘঠনের আক্রমণের শিকার হয়েছে। তারা ক্যাম্প আক্রমন করে খাবার দাবার ছিনিয়ে নেয়। চাল আর ভুট্টার দাম বেড়ে যাওয়ায় গোটা মালি জুড়েই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা এখন নিত্যনৈমিত্যিক ঘটনা। দেশে চালের দাম যেন সোনার চাইতেও বেশি। ত্রিশ লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে।

এই সমস্যা মোকাবেল করতেই তারা এখানে এসেছিল।

ক্যাম্পের পাশে ষাট একর জমিতে করনেল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে এক্সপেরিমেন্টাল ফার্ম প্রজেক্ট চালানো হচ্ছিল। তার বাবার স্পন্সরে ভায়াটাস ইন্টারন্যাশনাল গোটা প্রজেক্টটার অর্থায়নে আছে। তারা এদিকের জমির গুণাগুণ বিচার করে উপযুক্ত ফসল উৎপাদনের চেষ্টা চালাচ্ছিল। গত সপ্তাহে তাদের এক্সপেরিমেন্ট প্রথম আলোর মুখ দেখে। রোপন করা ভুট্টা গাছগুলো সাধারনের তুলনায় তিনভাগের একভাগ পানি পেয়েই সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে।

গতরাতের খাকি শর্টস আর ঢোলা শার্ট পড়া অবস্থাতেই জেসন সন্তর্পনে তাঁবু থেকে বেড়িয়ে এল। আগুনের আলোয় গোটা এলাকা অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

জেনারেটর নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ আর সেই সাথে পালা দিয়ে চলা চিৎকার রাতের নিস্তব্ধতাকে চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে যেন। ক্যাম্পের বেঁচে থাকা লোকজন আশ্রয়ের আশায় দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে কিন্তু লুকোবেই বা কোথায়!

তবে জেসন জানে তাকে কোথায় যেতে হবে।

ক্রিস্টার এখনো রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতেই থাকার কথা। তিন মাস আগে স্টেটসে ব্রিফিং এর সময় তাদের মাঝে সখ্যতা গড়ে উঠে। এখানে আসার পর থেকে সে জেসনের সাথে এক তাঁবুতেই ছিল কিন্তু আজ ভুট্টার ডিএনএ অ্যানালাইসিসের জন্য সে রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতেই থেকে গিয়েছিল।

জেসনের অবশ্যই তাকে উদ্ধার করতে যেতে হবে।

আস্তে আস্তে ও ক্যাম্পের উত্তর দিকে এগোতে থাকল। সেদিকেও সমানতালে গোলাগুলি চলছে। উগ্রবাদীরা নিশ্চয়ই ভুট্টাগুলো দখলে নেয়ার চেষ্টা করবে... তা নিয়ে যাক। এমনিতেও সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হত। এক্সপেরিমেন্ট পুরোপুরি সফল হওয়ার আগে সেগুলো মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে থাকল জেসন। প্রায় একশ গজ যাবার পর অবশেষে সে ক্যাম্পের উত্তর দিকের কুঁড়েঘরগুলোর কাছে পৌছল। এগুলোর ভেতরেই রিসার্চের কাজ করা হয়। কুড়েঘরগুলোতে কোনও আলো জ্বলছে না। চারপাশে বিজ্ঞানীদের মৃতদেহ ছড়ানো, গুলির তীব্রতায় কোনও কোনটা মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

ক্রিস্টা...

আতঙ্কের ঠাণ্ডা স্রোত জেসনের মেরুদন্ড বেয়ে নিচে নেমে গেল। সে সামনে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, পা যেন মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে। ক্রিস্টার পরিণতির কথা ভেবে চোখে পানি এসে গেল ছেলেটার।

এমন সময় পেছনদিক থেকে বিকট থপ থপ শব্দ কানে এল জেসনের, হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ। সে ঘুরে উপরের দিকে তাকাল। দুটো হেলিকপ্টার এদিকেই আসছে। সরকারী বাহিনী হামলার খবর পেয়ে তাদের উদ্ধার করতে এসেছে, ভাবল ও। ভায়াটাস ইন্টারন্যাশনাল তাদের বাড়তি নিরাপত্তার কারণে গাদা গাদা ডলার ঢালছে।

জেসন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। উগ্রপন্থীরা নিশ্চই এখন পালিয়ে যাবে...কিন্তু ক্ষতি যা করার তা হয়ে গিয়েছে। সে মাথা নিচু করে কাছের কুঁড়েঘরের উদ্দেশ্যে এগোনো শুরু করল। আর মাত্র কয়েক গজ... তাহলেই সে ক্রিস্টার ল্যাবে পৌছে যাবে। সে আশা করল ক্রিস্টা হয়তো এখনো তার ল্যাবেই লুকিয়ে আছে।

কুঁড়ে ঘরের কাছে পৌছতেই হেলিকপ্টারের সার্চলাইট জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় যেন ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

এবার উগ্রবাদীরা... পালাবে কোথায়?

ভাবার সাথে সাথেই প্রথম হেলিকপ্টারের দুপাশের দরজা দিয়ে দুটো মেশিনগানের নল বেরিয়ে এল, ক্যাম্পের উপর ব্রাশফায়ার করছে। আঁতকে উঠল জেসন। এগুলো তাহলে সরকারী বাহিনীর হেলিকপ্টার নয়! ক্যাম্পে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালাতেই এগুলো এসেছে!

কী হচ্ছে এসব?

দ্বিতীয় হেলিকপ্টার ক্যাম্পের সীমানার চারদিকে বৃত্ত রচনা করে উড়ছে। কেউ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই গুলি করছে। জেসন এক লোককে দেখতে পেল, সারা গায়ে আগুন নিয়ে মরুভূমির দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। গুলি করে তাকে ফেলে দেয়া হলো।

তার ডানদিকে শস্যের গোলা বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের ফুলকি চারদিকে ছড়ি পড়ল, সম্ভবত গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে।

দুরু দুরু বুকে জেসন সামনের কুঁড়েঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, ক্রিস্টা এখানেই কাজ করত। ঢোকার সময় সে চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, কিছু লোক এক সারিতে ফ্লেমথ্রোয়ার হাতে ভুট্টাক্ষেত পুড়িয়ে দিতে দিতে সামনে এগুচ্ছে।

ঘরটার অর্ধেক অংশ জুড়ে মাইক্রোস্কোপ, সেন্ট্রিফিউজ, ইনকিউবেটর ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একপাশে আলাদা আলাদা কিউবিকলে ল্যাপটপ সাজানো, ব্যাটারি আর স্যাটেলাইট কেবলযুক্ত অবস্থাতেই। একটা ল্যাপটপ তখনও চালু, পর্দায় স্ক্রিনসেভার ভেসে রয়েছে। এটাই ক্রিস্টা ব্যবহার করত।

জেসন কিউবিকলের সামনে গিয়ে ল্যাপটপটার টাচপ্যাড স্পর্শ করতেই স্ক্রিনসেভার উধাও হয়ে গিয়ে একটা উইন্ডো ভেসে উঠল, ক্রিস্টার ইমেইল অ্যাকাউন্ট ওপেন করা আছে।

সে ঘরের ভেতর চারপাশে তাকাল।

ক্রিস্টা নিশ্চই পালিয়েছে...কিন্তু কোথায়?

জেসন তাড়াতাড়ি নিজের ইমেইল অ্যাকাউন্টে লগইন করল। উদ্দেশ্য, ক্যাপিটাল হিলে তার বাবার অফিসে খবর পাঠানো। দম আটকে সে তাড়াতাড়ি টাইপ করতে শুরু করল, অল্প কথায় এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারনা দিচ্ছে। জানে, এতে হয়তো কিছুই করা যাবে না। কিন্তু অন্তত একটা রেকর্ড তো থাকবে। লেখাটুকু শেষ করে সেন্ড বাটন চাপার আগমুহূর্তে স্ক্রিনের কোনায় কিছু ফাইল নজরে এল তার। ক্রিস্টা এগুলো নিয়েই কাজ করছিল। সে ফাইলগুলো ড্র্যাগ করে ইমেইলের সাথে অ্যাটাচ করে দিল। ক্রিস্টার সাধনার ফসল সে নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারে না। অ্যাটাচ হয়ে যেতেই সে সেন্ড বাটন ক্লিক করল।

কিন্তু ইমেইলটা সাথে সাথে সেন্ড হলো না। অ্যাটাচ করা ফাইলগুলো আকারে বড় হওয়ায় সেগুলো আপলোড হতে কিছুটা সময় লাগবে।

এদিকে জেসনের পক্ষে এখানে আর অপেক্ষা করা সম্ভব না। সে মনে মনে প্রার্থনা করল যেন ল্যাপটপের চার্জ শেষ হওয়ার আগেই মেইলটা সেন্ড হয়।

আর অপেক্ষার কোনও মানে নেই। দরজার দিকে এগোতে এগোতে সে ভাবল ক্রিস্টা পালিয়েছে। সে হয়তো সামনের মরুভূমিতে লুকিয়েছে। জেসন নিজেও সেদিকে যাওয়ার কথাই ভেবে রেখেছিল। মরুভূমিতে লুকানোর মতো অনেক সুড়ঙ্গ আর গোলকধাঁধা আছে। দরকার পড়লে কয়েকদিন পর্যন্ত সেখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার ঠিক আগমুহূর্তে একটা কালো অবয়ব তার পথরোধ করে দাঁড়াল। জেসন ভয় পেয়ে একপা পিছিয়ে গেল। কালো কাপড় পড়া মানুষটা কুঁড়েঘরে ঢুকেই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'জেস?'

জেসনের গলায় খুশির আভাস শোনা গেল।

'ওহ...ক্রিস্টা!'

সে এগিয়ে গিয়ে দুহাতে ক্রিস্টাকে জড়িয়ে ধরল। তারা দুজনেই এখন একসাথে এখান থেকে পালাতে পারবে।

'জেসন...তুমি, থ্যাংক গড!'

জেসনের খুশি যেন ক্রিস্টাকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সে পিস্তল বের করে জেসনের বুকে গুলি করল, পরপর দুবার! জোরালো ঘুসির ধাক্কা যেন জেসনকে মেঝেতে আছড়ে ফেলল। রাতের রঙের চেয়েও গাঢ় ব্যথা আস্তে আস্তে তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, বাইরের গোলাগুলির শব্দ কানে বজ্রপাতের মতো আঘাত করছে যেন।

ক্রিস্টা তার উপর ঝুঁকে এল। 'তোমার তাঁবু খালি দেখে আমরা ভেবেছিলাম তুমি পালিয়েছ।'

জেসন কেশে উঠল, কাশির সাথে গলা বেয়ে রক্তের দলা উঠে এল।

তার এই অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়েই যেন ক্রিস্টা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, আর তারপর বাইরের আগুন আর মৃত্যুর রাজ্যে হারিয়ে গেল।

অনেক চেষ্টার পর জেসনের গলা দিয়ে একটাই শব্দ বের হলো।

'কেন?'

গাঢ় অন্ধকার তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে না পারলেও জ্ঞান হারাতে হারাতে ল্যাপটপের বিপ শব্দ কানে এল তার। মেইলটা পাঠানো হয়েছে।

২

১০ অক্টোবর, ৭:০৪ এ.এম.
প্রিন্স উইলিয়াম ফরেস্ট, ভার্জিনিয়া

আমার আরো গতি দরকার।

বাইকের হ্যান্ডেলবারটা মোচড় দিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁকটা ঘোরার সময় ভাবল কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স। বাঁকের একেবারে কোনায় এসে বাইকটা এত নিচু হয়ে গেল যে তার হাটুতে লাগানো কেভলার গার্ড রাস্তায় ঘসা খেল।

বাঁক ঘোরা শেষে থ্রটল আরো খুলে দেয়ায় ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করে সামনে বাড়ল বাইকটা। তার সামনের বাইকটা হোন্ডা ক্রচ রকেট মডেল, প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে আছে। গ্রে ইয়ামাহা ভি ম্যাক্সের একটা পুরনো মডেল চালাচ্ছে। দুটো বাইকই ভি-৪ ইঞ্জিনে চলে কিন্তু গ্রে'রটা আকারেও বড় আর ওজনেও ভারী। এটা নিয়ে সামনের বাইকটাকে ধরতে হলে তাকে আরও কৌশলী হতে হবে।

সেই সাথে ভাগ্যের সাহায্যও দরকার।

তারা প্রিন্স উইলিয়াম ফরেস্টের সমতল অংশে পৌছুল। রাস্তা এখানে দুই লেনে ভাগ হয়ে সরাসরি সামনে এগিয়েছে। রাস্তার দুপাশে সারি সারি বীচ আর অ্যাস্পেন গাছের সমারোহ জায়গাটাকে আরো দৃস্টিনন্দন করে তুলেছে। এখন অক্টোবর মাস, পাতা ঝড়ার সময়। গতরাতের দমকা হাওয়ায় প্রায় সব গাছের পাতাই ঝড়ে গিয়ে নিচে স্তুপ হয়ে রাস্তাটাকে আরো বিপজ্জনক বানিয়ে রেখেছে।

গ্রে থ্রটলপ্যাডে হাতের মোচড় আরেকটু বাড়াল। ইঞ্জিন বাড়তি শক্তি সরবরাহ করায় বাইকটা যেন রকেটের গতি পেল... রাস্তার দুপাশের দৃশ্য অস্পষ্টভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার টার্গেটও সোজা রাস্তার সুবিধা কাজে লাগাল। সেও যথাসম্ভব গতি বাড়িয়ে নিচ্ছে।

এমনিতে রুট ৬১৯-এর আচমকা বাঁক আর উঁচুনিচু চড়াই উৎরাই রাইডারদের জন্য উত্তেজনার খোরাক জোগায়। তবে একঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা এই ধাওয়া এখন বেশ বিরক্তই লাগছে। তবে গ্রে কিছুতেই সামনের রাইডারকে পালাতে দিতে পারে না।

সামনের আরোহী পরের বাঁকটা ঘোরার জন্য গতি খানিকটা কমিয়ে দিতেই তাদের মাঝের দুরত্ব কিছুটা কমে এল। তবে গ্রে গতি কমানোর ধার ধারল না। নিঃসন্দেহে এটা চরম ঝুঁকির কাজ কিন্তু সে তার বাইকের ক্ষমতা সম্পর্কে জানে।

ডারপা-র ইঞ্জিনিয়াররা এটার গতি, ভারসাম্য ইত্যাদি বাড়ানোর জন্য মডেলটায় খানিকটা পরিবর্তন এনেছে।

গ্রের পড়ে থাকা পোশাকও সিগমা-র তৈরি। এটা আসলে ডারপার আড়ালে থাকা একটা সুশৃঙ্খল গোপন সংস্থা, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করা বিজ্ঞানীরা ফিল্ড অপারেটিভ হিসেবে কাজ করে।

বাইকটার একটা বিশেষত্ব হলো হেলমেটের সামনের অংশে লাগানো ডিজিটাল ডিসপে যেখানে চোখের সামনে বামদিকে বাইকের স্পিড, আরপিএম, গিয়ার, তেলের পরিমান, ইঞ্জিনের তাপমাত্রা ইত্যাদি দেখানো হয়। আর ডানদিকে গতি আর জিপিএস মার্কিং এর সাথে সমন্বয় করা একটা মানচিত্র ভেসে থাকে। ডান চোখের কোনা দিয়ে গ্রে দেখতে পেল মানচিত্রে লাল একটা বিন্দু মিটমিট করে সামনের তীক্ষ্ণ বাঁকের ব্যাপারটা জানান দিচ্ছে।

সতর্কতাটা অগ্রাহ্য করে গ্রে তার হাত থ্রটলপ্যাডে অনড় রাখল।

দুই বাইকের মাঝের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে।

বাঁকটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে... তাদের মাঝের দুরত্ব এখন ত্রিশ গজেরও কম।

সামনের আরোহী গতি আরেকটু কমিয়ে বাঁকটা পেরিয়ে গেল। দুই সেকেন্ড পর গ্রেও নিপুণ হাতে হ্যান্ডেলবারটা মোচড় দিয়ে বাঁকটা পার হয়েই থ্রটল আরেকটু খুলে দিল... উদ্দেশ্য, সামনের আরোহীকে আর সুযোগ না দেয়া। ম্যাপটাও তাকে গতি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। সামনের রাস্তায় বাইকটা ছাড়া আর কোনও গাড়ি নেই।

কিন্তু বন্যপ্রাণীর তো আর ম্যাপ দেখাতে পারে না!

হঠাৎ তাদের সামনে থেকে দুটো ভালুককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। একটা পূর্ণাঙ্গ মাদী আর তার বাচ্চা। দুটোর ভালুকেরই মুখে ম্যাকডোনাল্ডের একটা করে খালি প্যাকেট কামড়ে ধরে রাখা। প্রথম আরোহী গতির ঝড় তুলে তাদের পাশ কাটিয়ে বেড়িয়ে যাওয়াতে ইঞ্জিনের আওয়াজে বাচ্চা ভালুকটা তাল হারিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৌড় শুরু করল।

গ্রের আর কিছুই করার নেই। সে সজোরে হ্যান্ডেলবার ঘুরিয়ে ব্রেক চেপে ধরল। বাইকটা টায়ার-পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে স্কিড করা শুরু করল। ভালুকটার গায়ে উঠে পড়ার ঠিক আগমুহূর্তে গ্রে সিটে লাথি মেরে বাইকটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেও অন্যপাশে গড়িয়ে গেল। রাস্তার পাশে ছড়িয়ে থাকা গাছের পাতায় প্রায় বিশ ফুট গড়াগড়ি করার পর অবশেষে তার পিছলানো থামল। বাইকটা ততক্ষণে একটা ওক গাছের গোড়ায় বিকট শব্দে ধাক্কা খেয়ে থেমে গিয়েছে।

মুখ থুবড়ে পরা পাতার স্তুপ থেকে মাথা তুলে গ্রে পিছনে তাকাল, ভালুক দুটো রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে বনে হারিয়ে যাচ্ছে...সম্ভবত আজকের মতো যথেষ্ট ফাস্টফুড খাওয়া হয়ে গিয়েছে তাদের।

তখনই নতুন একটা শব্দ কানে এল তার।

বাইকের আওয়াজ... আস্তে আস্তে বাড়ছে।

প্রথম বাইকটা ঘুরে তার দিকে ফিরে আসছে।

বাহ... ভাল তো, ভাল না!

গ্রে হাতে মুখে লেগে থাকা পাতা ঝেড়ে ফেলে টান দিয়ে মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলল। তখনই বাইকটা তার সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল, গতির তীব্রতায় পেছনের চাকা মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল কিছুটা। বাইকের আরোহী আকারে খাটো হলেও সারা গায়ে ষাঁড়ের মতো পাকানো পেশি দেখা যাচ্ছে। হেলমেট খুলতেই ভেতর থেকে কামানো মাথা উঁকি দিল।

'আস্ত আছো তো?'

মঙ্ক কক্কালিস... সিগমায় গ্রের সহকর্মী, সেই সাথে ভাল বন্ধুও। কণ্ঠে উদ্বিগ্নতার সুর স্পষ্ট।

'আমি ঠিক আছি। হঠাৎ মাঝরাস্তায় ভালুকের উদয় হওয়াটা আশা করিনি।'

'তা কি কেউ করে নাকি?' বলতে বলতে বাইকটা স্ট্যান্ড করে নেমে দাঁড়াল মঙ্ক। 'কিন্তু তাই বলে বাজির কথা ভুলে গেলে চলবে না বন্ধু। শর্তে কোনও ভালুকের কথা ছিল না। কনফারেন্সের পর তাহলে ডিনার হচ্ছে... তোমার খরচায়। লেকের ওপারের রেস্টুরেন্টের স্টেকগুলো খুবই সুস্বাদু হয় বলে শুনেছি।'

'হাহ...রেসটা আবার হোক তাহলে। তুমি ভাগ্যের জোরে সুবিধা পেয়েছ এবার।'

'সুবিধা?, আমি?' মঙ্ক একহাতের গাভস খুলে ফেলতেই কৃত্রিম হাতটা বেরিয়ে এল। 'আমি আমার হাতটাকে মিস করছি... সেই সাথে হারিয়ে যাওয়া অনেক স্মৃতিও। একবছর অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকার পরও তুমি বলছ আমি সুবিধা পেয়েছি!' সে হাতটা গ্রের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে ধরল।

হাতটা ধরতেই ঠাণ্ডা ধাতব আঙুলগুলো যেন তার হাতটা পেঁচিয়ে ধরল, অসম্ভব জোর সেগুলোয়।

মঙ্ক কৃত্রিম হাতের একটানে তাকে দাঁড় করিয়ে ফেলল।

গ্রে পরনের কেভলার স্যুট থেকে পাতা ঝাড়তে ঝাড়তেই বুকপকেটে থাকা সেলফোনটা বেজে উঠল। সে ফোনটা বের করে স্ক্রিনে তাকাতেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তার।

'হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন এসেছে।' মঙ্কের উদ্দেশ্যে কথাটা বলেই ফোনটা কানে ঠেকাল সে।

'কমান্ডার পিয়ার্স বলছি।'

'পিয়ার্স? অবশেষে তুমি ফোন ধরলে। আমি তোমাকে গত এক ঘন্টায় চারবার ফোন করেছি। আমি কি জানতে পারি তুমি ভার্জিনিয়ায় জঙ্গলের ভেতর কি করছ?' গ্রের বস, সিগমার ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো কড়া গলায় বললেন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গ্রে তার বাইকের দিকে তাকাল। সেটার জিপিএস সিগন্যালই বসের কাছে তার গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে। সে বলার মতো শব্দ খোঁজার জন্য মাথার ভেতর হাতড়ানো শুরু করল কিন্তু কোনও অজুহাতই খুঁজে পেল না। তাকে আর মঙ্ককে কোয়ান্টিকোতে বায়োটেরোরিজম সংক্রান্ত একটা সেমিনারে যোগ দিতে পাঠানো হয়েছিল। আজ তার দ্বিতীয় দিন চলছে। তারা দুজনেই সকালের লেকচারটা না শোনার জন্য মনস্থির করেছিল।

'আমাকে অনুমান করতে দাও', পেইন্টার বলে চললেন। 'প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছ তাহলে?'

'স্যার...'

শব্দটা ডিরেক্টরের কণ্ঠটা একটু নরম করল যেন। 'ভ্রমণটা কি মঙ্কের কাজে এসেছে?'

পেইন্টার প্রতিবারের মতই সত্যিটা ধরে ফেললেন। মানুষের মনের কথা পড়তে পারার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার।

গ্রে তার বন্ধুর দিকে তাকাল। সে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। গত বছরটা মঙ্কের জন্য খুবই খারাপ ছিল। একটা অভিযানে শত্রুপক্ষের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে তার ব্রেইনের এক অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেক স্মৃতি তার মাথা থেকে হারিয়ে যায়। যদিও সময়ের সাথে সাথে এখন অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, তবে গ্রে জানে তাকে এখনো সেই দুঃস্বপ্ন তাড়া করে বেড়ায়।

গত দু মাস ধরে মঙ্ক আস্তে আস্তে সিগমায় তার কাজের ধারায় ফিরছে। তাকে ডেস্ক ডিউটিতে রেখে ছোট ছোট অপারেশন চালানোর দায়িত্ব দেয়া হত। সে তার স্ত্রীর পাশে থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের মতো কাজগুলো করত। তার স্ত্রী...ক্যাপ্টেন ক্যাট ব্রায়ান্ট, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে ডিগ্রীধারী। সেও সিগমার হেডকোয়ার্টারে কাজ করে।

গ্রে বুঝে পেরেছিল মঙ্কের এসব সহ্য হচ্ছে না। সে তার আগের উত্তেজনাময় জীবনে ফিরে যেতে চায়। সবাই তাকে সহানুভূতি দেখাত যা মঙ্কের কাছে তেতো মনে হত।

তাই গ্রে ক্রস কান্ট্রিতে এই রেসের আয়োজন করে যাতে মঙ্ক কিছুটা হলেও নিজের ভেতরের সাহসীকতা, উদ্যম আবার ফিরে পায়।

গ্রে একহাতে ফোনের মাউথপিস চেপে ধরে মঙ্কের কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল, 'পেইন্টার ক্ষেপে গিয়েছে...'

মঙ্কের ঠোঁটের দুই প্রান্ত আকর্ণ হাসিতে বিস্তৃত হলো।

'হুম', ডিরেক্টর বললেন। 'তোমাদের মজা নেয়া শেষ হয়ে থাকলে বিকেলে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসো। তোমাদের দুজনকেই আমার দরকার।'

'ঠিক আছে, স্যার। কিন্তু হঠাৎ এত জরুরী তলব... আমি কি জানতে পারি কেন?'

অন্যপাশের নীরবতায় মনে হলো পেইন্টার বলার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

'তোমার মোটরসাইকেলের আসল মালিকের ব্যাপারে...' তার কণ্ঠে সাবধানতার সুর।

গ্রে পড়ে থাকা বাইকের দিকে আড়চোখে তাকাল।

আসল মালিক!

গ্রের মনে পড়ল দুবছর আগের সেই রাত, হেডলাইট বন্ধ করা বাইকের সেই গর্জন, সেই আরোহী, রহস্যময়ী সেই আততায়ী...

'কি হয়েছে ওর?' গ্রে ব্যস্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল।

'ফিরে এস, তারপর বলছি।'

১:০০ পি.এম.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

কয়েক ঘন্টা পর, গ্রেকে জিন্স আর সোয়েটশার্ট পড়া অবস্থায় সিগমার হেডকোয়ার্টারে স্যাটেলাইট সার্ভেইলেন্স রুমে বসে থাকতে দেখা গেল। পেইন্টার আর মঙ্কও তার সাথে আছে। স্ক্রিনে একটা ডিজিটাল ম্যাপ দেখানো হচ্ছে। ম্যাপে থাইল্যান্ড থেকে ইটালি পর্যন্ত আঁকাবাঁকা লাল রেখা আঁকা।

সেইচানের পথ অবশেষে ভেনিসে এসে থেমেছে।

সিগমা তাকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্র্যাক করছিল। তার লোকেশন একটা ছোট লাল ত্রিভুজ দিয়ে ম্যাপে চিহ্নিত আছে। ভেনিসের বিল্ডিং, প্যাচানো অলিগলি আর জলপথে বিভিন্ন সময়ে তার অবস্থান একেবারে ল্যাটিচিউড, লঙ্গিচিউডসহ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

১০:৫২:৪৫ এগএ্র ভঈএ্র ৯
খঅএ্র ৪১ক্ক৫২৫৬.৯৭ঘ
খঙঘএ ১২ক্ক২৯৫.১৯উ

'সে কতদিন যাবত ভেনিসে আছে?' গ্রে জিজ্ঞেস করল।

'একমাসেরও বেশি।'

পেইন্টারকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। অফিস সংক্রান্ত জটিলতায় এক বছর যাবত তার উপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপ্টা যায়নি। নেটিভ আমেরিকান মসৃণ চামড়ায় কপালের ভাঁজগুলো গিরিখাতের মতো ফুটে আছে যেন।

গ্রে ম্যাপের দিকে চোখ সরু করে তাকাল, 'সে ভেনিসের কোনও এলাকায় আছে?'

পেইন্টার মাথা ঝাঁকালেন। 'সান্তা ক্রুস নামের একটা মহলায়, দর্শনীয় কোনও জায়গা না। ব্রিজ, অলিগলিতে গিজগিজ করছে, তবে লুকোনোর জন্য বলতে গেলে আদর্শ।'

'তো পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে সেইচান ওই চিপাগলিতে গেল কি করতে?' বিড়বিড় করে বলল মঙ্ক। সে গ্রে আর পেইন্টারের পেছনে বসে নিজের কৃত্রিম হাতের কানেকশন চেক করছে।

গ্রে মনিটরের কোনার দিকে তাকাল। সেখানে সেইচানের একটা ছবি ভেসে আছে। বিশের ঘরে বয়স, ব্রোঞ্জ রঙের ত্বক, চিকন গড়ন আর ভরাট ঠোঁটের চেহারাটা দেখতে ফ্রেঞ্চদের মতো দেখায়। বছর তিনেক আগে প্রথম দেখা হওয়ার সময় সে গ্রের বুকে পয়েন্ট ব্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে...মেরেই ফেলেছিল প্রায়। এখনও গ্রে চোখ বন্ধ করলে তার টার্টলনেক বডি স্যুট পড়া সেই নিষ্ঠুর মূর্তি দেখতে পায়।

গ্রে তাদের সর্বশেষ সাক্ষাতের কথা মনে করল। সেইচানকে ইউএস মিলিটারির আওতায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। একটা অভিযানে সে পেটে মারাত্মক আঘাত পায়, একটা অপারেশনও করা হয়েছিল।

নিজের জীবন বাঁচানোর প্রতিদান হিসেবে গ্রে তখন তাকে পালানোর সুযোগ করে দেয়। কিন্তু উপকারের প্রতিদানে পালানোর সুযোগের পাশাপাশি তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া হয়নি।

পেইন্টার ক্রো সেইচানের সার্জারীর সময় পেটে একটা পলিমারের তৈরী ট্র্যাকার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তার অবস্থান সম্পর্কে সিগমা সবসময় নজর রাখতে পারে।

তাকে ছেড়ে দেয়াটাও খুব জরুরী ছিল। সে যে অপরাধী সংগঠনের হয়ে কাজ করত, দ্য গিল্ড...এর উপর নজর রাখার জন্য এর চেয়ে ভাল মাধ্যম আর হয় না। সংগঠনটার মূল এতই গভীরে প্রোথিত যে গিল্ড এজেন্টরাও এর সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছুই জানে না।

সেইচান যদিও বলেছিল যে সে গিল্ডের ভেতর ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস করার মতো বোকামী গ্রে বা পেইন্টার কেউই করেননি। তাকে ট্র্যাকারটার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল।

গ্রে আন্দাজ করল, সেইচানের ভেনিসে যাওয়ার সাথে গিল্ডের কোনও সম্পৃক্ততা না ও থাকতে পারে। সে তার দিকে পেইন্টারের চোখের শীতল দৃষ্টি অনুভব করতে পারল, হয়তো তিনি মঙ্কের প্রশ্নের উত্তরটা গ্রের কাছেই আশা করছেন।

'সে তার করা কোনও এক পুরনো অপরাধের জায়গায় গিয়েছে।' গ্রে কথাটা বলেই চেয়ারে পিঠ টানটান করে বসল।

'কী?' মঙ্ক জিজ্ঞেস করল।

গ্রে মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাপের দিকে ইঙ্গিত করল। 'সান্তা ক্রুস এলাকাটাতে ভেনিস ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু পুরনো স্থাপনাও রয়েছে। দু বছর আগে সে ওখানেই জাদুঘরের একজন কিউরেটরকে খুন করেছিল। লোকটাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিল মেয়েটা। বলেছিল, কাজটা না করলে গিল্ড লোকটার পুরো পরিবারকে মেরে ফেলত।'

পেইন্টার তার কথায় সায় দিলেন। 'ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট কনফার্ম করেছে যে লোকটার স্ত্রী আর মেয়ে ওই এলাকাতেই থাকে। আমরা তার প্রকৃত অবস্থানটা বের করতে চাচ্ছি কিন্তু ট্র্যাকারটার পক্ষে শুধুমাত্র দু মাইল রেঞ্জের ভেতরের অবস্থানই চিহ্নিত করা সম্ভব। কিউরেটরের পরিবারকে আমরা নজরদারিতে রেখেছি কিন্তু তাতে কতখানি লাভ হবে তা বলা যাচ্ছে না। সেইচান লুকিয়ে থাকার জন্য অবশ্যই ছদ্মবেশ ব্যবহার করবে।'

গ্রে খুনের কথা বর্ণনা করার সময় সেইচানের মুখের আড়ষ্টতার ব্যাপারটা মনে করল। তার কিছুই করার ছিল না। গিল্ড নয়, হয়তো অনুশোচনাই তাকে আবার ভেনিসে টেনে নিয়েছে।

কিন্তু গ্রে'র অনুমান ঠিক না ও হতে পারে। হয়তো এটা তার কোনও নতুন চাল। সেইচানকে আর যাই হোক বোকা বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে তার মতো সুদক্ষ পরিকল্পনাকারী খুব কমই আছে।

গ্রে মনিটরের দিকে তাকাল।

তার মনে হলো কোথাও কিছু একটা ঘাপলা আছে।

'আপনি আমাদের এখন এটা দেখাচ্ছেন কেন?' গ্রে জিজ্ঞেস করল। সিগমা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাকে ট্র্যাক করছে, এতদিন তো এগুলো নিয়ে ভাবার প্রয়োজন পড়েনি...তাহলে আজ হঠাৎ!

'এনএসএ থেকে এ ব্যাপারে ডারপা-র নতুন প্রধানকে চাপ দেয়া হচ্ছে। এতদিন ধরে সেইচানের কাছ থেকে কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি। তাই উপরমহল এ ব্যাপারটা থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। নির্দেশ এসেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেইচানকে গ্রেফতার করে বসনিয়ায় ব্যাক অপস-এর আওতাধীন একটা ইন্টারোগেশন সেন্টারে পাঠাতে হবে।' পেইন্টার উত্তর দিলেন।

'মাথা খারাপ নাকি! টর্চার করেও তার মুখ দিয়ে কিছুই বের করা যাবে না। গিল্ড পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এই মুহূর্তে একটাই রাস্তা খোলা আছে, তার কাজের উপর নজর রাখা।'

'আমিও এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু আপাতত আদেশ পালন করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। যদি শন এখনও ডারপার দায়িত্বে থাকতেন তাহলে হয়তো...' পেইন্টারের বাক্যের বাকি অংশ যেন বিষাদের ভেতর হারিয়ে গেল।

ড. শন ম্যাকনাইট ছিলেন সিগমার প্রতিষ্ঠাতা। তারপর তাকে ডারপার প্রধান হিসেবে প্রমোশনও দেয়া হয়েছিল কিন্তু গত বছর সিগমার হেডকোয়ার্টারে এক কমান্ডো হামলায় তিনি মারা যান। ডারপার বর্তমান প্রধান, জেনারেল গ্রেগরী মেটকাফ নিজ অবস্থানে এখনো থিতু হতে পারেন নি। তার সাথে পেইন্টারের সম্পর্কও খুব একটা ভাল না। গ্রে অনুমান করল শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের সাপোর্টই এখনো পর্যন্ত পেইন্টারকে সিগমা ডিরেকটরের পদে টিকিয়ে রেখেছে। তবে সেই সাপোর্টেরও একটা সীমা আছে।

'মেটকাফ এ ব্যাপারে এনএসএ-র সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন।' পেইন্টার হতাশ কণ্ঠে বললেন।

'তার মানে, ওরা মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনবে!'

'যদি সাধ্যে কুলায় আর কি... তাদের কোনও ধারনাই যে তারা আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছে।' পেইন্টার শ্রাগ করলেন।

'আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিন। আমি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব।'

'কী সাহায্য করবে তুমি? তাকে খুঁজতে নাকি তাকে পালিয়ে যেতে?'

গ্রে চুপ করে রইল। তার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। 'আমাকে যা নির্দেশ দেয়া হবে আমি তাই করব', অবশেষে পেইন্টারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সে।

ডিরেক্টর মাথা নাড়লেন। 'না। যদি সেইচান তোমাকে সেখানে দেখে তাহলে সে ট্র্যাকারের ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলবে। আমরা শেষ সুযোগটুকুও হারাব।'

গ্রে উপলব্ধি করল তিনি ঠিকই বলছেন।

এমন সময় ডেস্কে থাকা ফোনটা বেজে উঠল। পেইন্টার রিসিভারটা কানে ঠেকালেন, 'কি হয়েছে ব্র্যান্ট?'

ফোনের অন্যদিকে থাকা নিজের অ্যাসিস্টেন্টের কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেল তার।

'লাইনটা এখানে ট্রান্সফার করে দাও।'

এক মহূর্ত পর, পেইন্টার রিসিভারটা গ্রে র উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে ধরলেন। 'লেফটেন্যান্ট র‍্যাচেল ভেরোনা, রোম থেকে ফোন করেছেন।'

গ্রে চোখেমুখে ফুটে ওঠা বিস্ময় লুকানোর চেষ্টা করতে করতে ফোনটা কানে ঠেকিয়ে বাকি দুজনের থেকে একটু পেছনদিকে ঘুরে গেল।

'র‍্যাচেল?'

ভেসে আসে ভাঙা ভাঙা নিশ্বাসগুলো তাকে বলে দিল যে র‍্যাচেল কাঁদছে।

'গ্রে... আমার তোমার সাহায্য দরকার।'

'কী হয়েছে? খুলে বল আমাকে।'

তাদের প্রায় কয়েকমাস পর কথা হচ্ছে। অনেকদিন ধরেই তাদের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক চলছিল, এমনকি বিয়ের কথাও উঠেছিল যদিও শেষপর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। র‍্যাচেলের পক্ষে তার ইটালিয়ান ক্যারাবিনিয়ারির চাকরিটা ছাড়া সম্ভব ছিল না। আর গ্রের পক্ষেও চাকরি আর পরিবারের সুবাদে স্টেটসের বাইরে থাকা সম্ভব হত না, তাই তারা নিজ নিজ কাজে ডুবে থাকার সিদ্ধান্তই নিয়েছিল।

'আঙ্কল ভিগর,' র‍্যাচেল বলল। তার কথাগুলো যেন কান্নার স্রোতের মাঝখান দিয়ে ভেসে আসছে, 'গত রাতে সেইন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। তিনি এখন কোমায় আছেন।'

'হে ইশ্বর! কীভাবে?'

'একজন প্রিস্ট খুন হয়েছেন, আঙ্কল ভিগরের সাবেক ছাত্র। সবাই মনে করছে সন্ত্রাসী হামলা...তবে আমার তা মনে হয় না। আমি বুঝতে পারছিলাম না কাকে ফোন করব। তখনই তোমার কথা মনে পড়ল।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল র‍্যাচেল।

'ঠিক আছে। তুমি চিন্তা কর না। আমি পরের ফ্লাইটেই পৌঁছাচ্ছি।' বলেই গ্রে অনুমতির উদ্দেশ্যে পেইন্টারের দিকে তাকাল।

পেইন্টার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলেন, লাউড স্পীকারের কল্যানে র‍্যাচেলের কথাগুলো তিনিও শুনেছেন।

মনসিগনর ভিগর ভেরোনা, আর্কিওলজী এবং খ্রিষ্টীয় ইতিহাস সম্পর্কে তার মতো জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। এছাড়াও সিগমার অন্যতম একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, দুটো অভিযানে তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তারা সকলেই উনার কাছে ঋণী।

'ধন্যবাদ গ্রে।' র‍্যাচেলের কণ্ঠ কিছুটা শান্ত হয়ে এল। 'আমি তোমাকে তদন্তবিষয়ক কিছু ফাইল পাঠাচ্ছি তবে সেগুলোতে খুব বেশি কিছু নেই। এখানে আসার পর আমি তোমাকে বিস্তারিত খুলে বলব।'

র‍্যাচেলের কথা শুনতে শুনতে মনিটরে সেইচানের ছবির দিকে নজর গেল গ্রের। কেমন একটা রাগ রাগ অনুভূতি হলো তার। র‍্যাচেল আর তার আঙ্কলের আথে সেইচানেরও কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

আর এখন সেও ইটালিতে!

দুটো ঘটনার ভেতর সম্পর্কের গন্ধ পেল গ্রে।

কিছু একটা রহস্য তো আছেই... সে অনুভব করতে পারল একটা ঝড় আসতে চলেছে। বাতাস কোনদিকে বইবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

'আমি আসছি র‍্যাচেল...' মনে মনে বলল সে।

৩

অক্টোবর ১০, ৭:২৮ পি. এম.
রোম, ইটালি

লেফটেন্যান্ট র‍্যাচেল ভেরোনা হাসপাতাল থেকে বের হয়ে রোমের বিষণ্ন বিকেলে গভীর শ্বাস নিল। শরতের স্নিগ্ধ হাওয়া যেন ভেতরের উদ্বিগ্নতা কিছুটা কমিয়ে দিল তার। জীবাণুনাশকের গন্ধে মাথা ধরে গিয়েছিল একেবারে, গন্ধটা নাকে এলেই আপনাআপনিই মনের ভেতর কেমন যেন ভয়ের অনুভূতি চলে আসে।

বেশ কয়েক বছর পর সিগারেটের তৃষ্ণা পাচ্ছে আজ। আঙ্কেলের ভিগরের জন্য ক্রমেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে, সিগারেটের ধোঁয়া হয়তো উদ্বেগ কিছুটা কমাতে পারবে।

ভদ্রলোকের হাতে আইভি লাইন লাগানো, মাথার সামনে রাখা মনিটর দেহের সার্বক্ষনিক অবস্থা বোঝাচ্ছে। এমনকি তার শ্বাস-প্রশ্বাসও কৃত্রিম যন্ত্রের সাহায্যে চালানো হচ্ছে! কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ দেখে মনে হয় এক মুহূর্তেই যেন বয়স অনেক বেড়ে গিয়েছে তার। ডাক্তারদের মতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরনের পাশাপাশি, খুলিতেও সামান্য আঘাত লেগেছে। যদিও এমআরআই রিপোর্ট বলছে, মস্তিস্কে তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি; তবে এখনো জ্ঞান না ফেরার ব্যাপারটাই বেশি চিন্তিত করে তুলছে ডাক্তারদের। হাসপাতাল আর পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, এখানে আনার সময় ভিগর অপ্রকৃতস্থের মতো আচরণ করছিলেন। কোমায় যাবার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিড়বিড় করে একটাই শব্দ বলছিলেন।

মোর্টে...

মৃত্যু।

এর মানে কি! অন্য প্রিস্টের সাথে কি হয়েছে তা কী ভিগর জানতেন? নাকি এটা শুধুই কাকতালীয়?

তবে কেউ তাকে এটা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়নি।

ব্যাপারটা র‍্যাচেলের মনে খচখচ করছে। সে প্রায় সারাদিনই ওনার হাত নিজের হাতে নিয়ে মালিশ করেছে... যদি কোনও সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতিই হয়নি। হাত পা জড় পদার্থের মতো ঠাণ্ডাই ছিল। যেন তার ভেতরের মানুষটা উধাও হয়ে গিয়েছে, শুধু খোলসটা পড়ে আছে।

র‍্যাচেলকে ছোটবেলা থেকে তিনিই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। তার পরিবার বলতে একমাত্র এই আংকেল। মানুষটার খারাপ কিছু ঘটে যাবার চিন্তা তাকে

সারাদিনই তাড়া করে ফিরেছে। শুধু ওয়াশিংটনে ফোন করা ছাড়া সে সারাদিনে এক মুহূর্তের জন্যও উনাকে চোখের আড়াল করেনি।

গ্রে সকালেই পৌঁছে যাবে।

গত চব্বিশ ঘন্টায় এটাই একমাত্র ভাল খবর। সে হয়তো ভিগরকে সেরে উঠতে মানসিকভাবে সাহায্য করতে পারবে না, কিন্তু ঘটনাটার পেছনের রহস্য তাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

ইন্টারপোল থেকে ইউরোপোল, প্রতিটা এজেন্সিই বর্তমানে ব্যাসিলিকায় বিস্ফোরনটার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। তবে সবার ধারনা প্রায় একই, সন্ত্রাসী হামলা। নিহত প্রিস্টের পোষ্টমর্টেম রিপোর্টও যুক্তিটাকে সমর্থন করছে। লাশের কপালে একটা অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা ছিল। এটা পরিস্কার যে খুনি কিছু একটা মেসেজ রেখে গিয়েছে। কিন্তু চিহ্নটার মানে কি? কাজটাই বা কাদের? এখনো পর্যন্ত কোনও সংগঠন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা প্রকাশ করেনি।

র‍্যাচেল ঠিক করেছে ব্যাপারটায় সে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করবে। এজেন্সিগুলোর গৎবাঁধা কাজে কিছুই ধরা পড়বে না। তাই সে গ্রে-কে ডেকেছে। তাছাড়া গ্রে সাথে থাকলে সিগমার ফোর্সও তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করবে। তার পক্ষে একা এই কাজে হাত দেয়া সম্ভব না, এমন কাউকে দরকার যাকে সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে। এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীতে এমন একজনই আছে...কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স।

ভাবতে ভাবতে র‍্যাচেল হাসপাতালের পার্কিং এরিয়ায় রাখা নিজের ছোট নীল রঙের মিনি কুপারটার কাছে পৌঁছে গেল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রোমের ব্যস্ত রাস্তায় বেড়িয়ে এল সে, খোলা উইন্ডশিল্ড দিয়ে আসা মৃদুমন্দ বাতাসে মাথাটা হালকা লাগছে। খোলা দোকানপাট, ক্যাফে, রেস্তোরাঁগুলো গাড়ির গতির সাথে পালা দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে যেন।

সে ভেবেছিল নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে বিশ্রাম নেবে, কিন্তু গাড়ির মুখ যেন আপনাআপনিই টাইবার নদীর দিকে ঘুরে গেল। কয়েকটা বাঁক ঘোরার পর সেইন্ট পিটার্সের উজ্জ্বল গম্বুজ নজরে এল তার। গাড়ির মিছিল অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে লাগল সে।

বিস্ফোরণের পর থেকে গোটা ভ্যাটিকানই জনসাধারণের জন্য বন্ধ। পোপকেও নিরাপত্তাজনিত কারণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবন ক্যাসেল গ্যান্ডোলফোয় সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে এত কিছুর পরও, কৌতুহলী লোকদেরকে জায়গাটা থেকে দূরে রাখা যায়নি।

ভিড়ের কারণে পার্কিং এরিয়ায় জায়গা পেতে র‍্যাচেলকে আরও আধা ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো। গাড়ি পার্ক করে প্রবেশপথ আগলে রাখা পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে পৌঁছতে পৌঁছতে রাতের গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। সেইন্ট পিটার্স স্কয়ারে এমনিতে সবসময়ই দর্শনার্থীদের ভীড় লেগে থাকে, কিন্তু আজকের পরিস্থিতি

আলাদা। অনাহূত কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। গেটের ভেতরেও কয়েক জায়গায় টহলরত সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী নজরে এল তার।

র‍্যাচেল ব্যারিকেডের সামনে গিয়ে তার পরিচয়পত্র বের করল।

দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য এগিয়ে গেল। মধ্যবয়সী, ভুড়িওয়ালা লোকটা র‍্যাচেলের সামনে এসে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল।

'আপনি এখানে?' যেন র‍্যাচেলকে দেখে অবাক হয়েছে। 'এই ঘটনায় ক্যারাবিনিয়ারির কালচালার ইউনিটের ভূমিকা কী? তারা তো কালচারাল ব্যাপারগুলো হ্যান্ডেল করে বলেই জানতাম!'

র‍্যাচেল আগেই জানত এই প্রশ্নটা উঠবে। তার এজেন্সি সাধারনত অ্যান্টিক আর্টিফ্যাক্ট চুরি আর কালোবাজারে বিক্রি সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোতে তদন্ত করে, খুন বা হামলা তাদের সেক্টর নয়। তবে সে তো এখানে অফিশিয়াল নির্দেশে আসেনি। প্রকৃতপক্ষে ভিক্টিমদের একজনের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক আছে জানার পর বিশেষভাবে তাকে ব্যাপারটা থেকে দূরে থাকতেও বলা হয়েছিল।

কিন্তু তাকে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে।

সে অল্প কেশে গলা পরিস্কার করে নিয়ে সামনে তাকাল। 'আমি বিস্ফোরণস্থলের নিদর্শনগুলোর তালিকা বানাতে এসেছি। সেখান থেকে কোনও কিছু চুরি হয়েছে কিনা বা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তাও আমার খতিয়ে দেখতে হবে।'

'ও...দেখাশোনার কাজ।' লোকটার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর স্পষ্ট। 'তাহলে এ কাজে একজন মেয়েমানুষকে পাঠিয়ে তারা ঠিকই করেছে।'

র‍্যাচেল তার কথায় পাত্তা না দিয়ে পরিচয়পত্রটা পকেটে ঢোকাল। 'চেকিং শেষ হয়ে থাকলে আমাকে যেতে দিন, অনেক কাজ আছে আর রাতও হয়ে গিয়েছে।'

লোকটা মাথা নেড়ে তাকে যাওয়ার জন্য অল্প একটু জায়গা ছেড়ে দিল। গা ঘেঁষাঘেঁষি না করে তাকে অতিক্রম করার সুযোগ থাকল না র‍্যাচেলের। সে এগোনো শুরু করতেই লোকটা যেন আরো চেপে আসতে শুরু করল, নিজের দৈহিক আকৃতি দিয়ে তাকে খর্ব করতে চাচ্ছে।

এ ব্যাপারটা সম্পর্কে ভালই জ্ঞান আছে র‍্যাচেলের। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোয় মেয়েদের খানিকটা অবজ্ঞার নজরেই দেখা হয়।

দুশ্চিন্তার পাশাপাশি তার মুখে রাগের ছাপও ফুটে উঠল। তবে রাগের ব্যাপারটা লোকটাকে হাবভাবে বুঝতে না দিয়ে সে তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। কিন্তু যাবার সময় হাইহিলের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়ে যত জোড়ে সম্ভব লোকটার পা মাড়িয়ে দিল।

পেছন থেকে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, যতটা না ব্যাথায় তার চেয়ে বেশি বিস্ময়ে।

'এস্কুজি,' র‍্যাচেল তার দিকে ফিরেই ইটালিয়ান ভাষায় লোকটার উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা গলায় ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

'জোকোলা,' লোকটা বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল। 'যান এখান থেকে।'

র‍্যাচেল ততক্ষণে খালি পিয়াজাটা অতিক্রম করা শুরু করেছে। পিয়াজার অন্যপ্রান্তে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকা বার্নিনির বানানো স্তম্ভগুলো যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রাঙ্গনের স্মৃতিস্তম্ভ আর ঝড়নাগুলো অতিক্রম করে ব্যাসিলিকার প্রধান প্রবেশপথের দিকে এগোনোর সময় তার উদ্বিগ্নতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। মাথার উপরে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ডোম রাতের আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাসলিকার বাইরে সেইন্ট পিটার আর সেইন্ট পলের মুর্তির মাঝখান দিয়ে এগোনোর সময় তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা পলের মুর্তির নিচে খোদাই করা হিব্রু লিপীর দিকে তার নজর গেল।

আমি তার জন্য সব করতে পারি, যিনি আমাকে শক্তিশালী বানিয়েছেন।

সে হিব্রু ভাষা পড়তে পারে না তবে ছোটবেলায় আঙ্কেল ভিগর তাকে কথাটুকুর অর্থ বলে দিয়েছিলেন। আঙ্কেলের স্মৃতি আর হিব্রু বাক্যটা, দুটোই তাকে সামনে এগোনোর সাহস যোগালো।

সে ব্যাসিলিকার প্রবেশপথের ধাপ বেয়ে উঠতে লাগল। দরজাটা খোলাই আছে। সে চার্চের চত্বর পার হয়ে ব্যাসিলিকার কেন্দ্রের দিকে এগোনো শুরু করল, প্রায় দুইশো মিটার সামনে জায়গাটা। ব্যাসিলিকার ভেতরটায় মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা। গোটা জায়গাটা জুড়ে আলো আঁধারীর খেলা। পোপের বেদীর উপর জ্বালানো সোডিয়াম বাতির আলো জায়গাটাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে।

র‍্যাচেল দূর থেকেই দেখল খুনের জায়গাটা ক্রাইম টেপ দিয়ে ঘিরে রাখা।

বিস্ফোরণটা একেবারে ব্যাসিলিকার কেন্দ্রে হয়েছে, প্রধান বেদীর পেছনে। সে চারপাশের অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর সৌন্দর্য্য অগ্রাহ্য করে সেদিকে এগোতে লাগল।

বেদির পেছনে পৌঁছে সে দেখতে পেল ইতিমধ্যেই জায়গাটা পরিস্কার করে ফেলা হয়েছে। গতকাল সারাদিনই জায়গাটায় তদন্তকারী আর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের ভিড় লেগে ছিল। জানা গিয়েছে বিস্ফোরকটা হেপ্টানিট্রোকিউবেন প্রজাতির, নতুন ধরনের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এক ধরনের বিধ্বংসী পদার্থ।

নিচে ঝলসে যাওয়া মার্বেলের মেঝের দিকে তাকাতেই র‍্যাচেলের গোটা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। বিস্ফোরণের শুধু এই একটা চিহ্নই রয়ে গেছে। মেঝে থেকে রক্ত মুছে ফেলা হলেও জায়গাটা টেপ দিয়ে চিহ্নিত করা, অন্যপাশে ফাদার মার্কো জিওভানির পড়ে থাকা দেহের কাঠামোটাও সাদা চক দিয়ে এঁকে রাখা হয়েছে। তিনি সেইন্ট পিটারের আসনের পায়ার সামনেই পড়ে ছিলেন, পবিত্র ঘুঘুর প্রতীক সম্বলিত স্ফটিকের জানালাটার ঠিক নিচে।

মার্কো জিওভানির উপর তৈরি করা রিপোর্ট র‍্যাচেল পড়েছে। তিনি আঙ্কেল ভিগরের ছাত্র ছিলেন, ভ্যাটিকান আর্কিওলজীতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। রিপোর্ট অনুসারে তিনি বেশ কয়েক বছর যাবত আয়ারল্যান্ডে বসবাস করছিলেন। সেখানে তিনি প্রাচীন

প্যাগান আচার অনুষ্ঠানের সাথে ক্যাথলিক বিশ্বাসের সমন্বয় সম্পর্কে গবেষণা করতেন।

সেই যুবক যাজককে নিয়ে করা প্রতিবেদনটি পড়েছে র‍্যাচেল। সে একজন ভ্যাটিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ, তার চাচার ছাত্র। নথিমতে, ওর গত এক দশক কেটেছে আয়ারল্যান্ডে। ওখানে কেল্টিক খ্রিস্টানদের মূল ও প্যাগান প্রথার সাথে ক্যাথলিক বিশ্বাসের সংমিশ্রণ নিয়ে গবেষণা করেছে ও। বিশেষত সে ব্যাক ম্যাডোনাকে নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল ওর। ব্যাক ম্যাডোনাকে ধরা হয় প্যাগান ধরণী মাতা, গায়ার সাথে কুমারী মেরির শংকর হিসেবে।

এমন একজনকে কেন টার্গেট করা হলো? নাকি ব্যাপারটা নিছকই কাকতালীয়? র‍্যাচেলের চাচা আর চাচার ছাত্র কি আসলে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিল কেবল?

কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাচেল। তারা তার চাচার অচেতন, কুঁকড়ে যাওয়া দেহটা খুঁজে পেয়েছে পাপাল বেদীতে। বোমার আঘাতে উড়ে গিয়ে সেখানে পড়েন তিনি।

ক্রাইম সিনের আলামত নষ্ট না করার জন্য সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে নজর রাখছে র‍্যাচেল। গির্জার খিলানের বাঁদিকে দু'ধাপ উপরে উঠে দাঁড়াল ও। খুব একটা জায়গা নেই ওখানে। পোপ তৃতীয় পল-এর মূর্তির কাছাকাছি দাঁড়াল ও।

ধীর হয়ে গেল ওর চলার গতি।

এখানে কী করছি আমি?

আচমকা জায়গাটির কবরের মতো নিঃস্তব্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল র‍্যাচেল। মৃত্যু ও বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়া সারি সারি সমাধি তার চারপাশজুড়ে। খিলানের ওপাশে ক্রাইম সিন থেক দূরে পোপ তৃতীয় আরবান-এর সমাধি। স্মৃতিস্তম্ভের উপর পোপের ব্রোঞ্জের মূর্তি, আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় হাত উঁচিয়ে আছেন পোপ। কিন্তু তার সমাধিটা তার পায়ের ঠিক নিচেই, আর সমাধির উপর থেকেই উঠে এসেছে ব্রোঞ্জের কঙ্কাল। সামনে বাড়িয়ে দেয়া হাড্ডিসার হাতখানায় ধরা স্ক্রোলে মৃত পোপের নাম লেখা।

র‍্যাচেলের গা শিউরে উঠল দৃশ্যটি দেখে।

এমনিতে সে কুসংস্কারে বিশ্বাসী না, তবে ভিগর চাচার মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে... যদি তিনি মারা যেতেন, তাহলে ওর কী হতো?

চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু মৃত্যুর প্রতীক এই ভয়ানক মূর্তিটার দিকে আটকে গেছে ওর দৃষ্টি। নজর সরাতে পারছে না কোনওভাবেই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল র‍্যাচেলের। ঠাণ্ডা হলকা বয়ে গেল ওর শরীরে, কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে।

মৃত্যু।

অচেতন অবস্থায় ভিগরের বারবার বলা শব্দটি জোরে আওড়ালো মেয়েটা, '*মর্তে*।'

সমাধির উপরের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা পরীক্ষা করে দেখল সে। ভিগর কি তাকে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন?

দ্রুত খিলানের অপর পাশে টেপ দিয়ে আলাদা করা ক্রাইম সিনে চলে এল র‍্যাচেল। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আরো ভালোভাবে তাকাল মূর্তিটার দিকে। সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলেও একটা জিনিস ওর চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল বার বার। বাদামী চামড়ার কর্ডটার রঙ অনেকটা তামার মতোই।

একজোড়া ল্যাটেক্স গাভস পরে সমাধির কিনার বেয়ে উপরে উঠল সে। কর্ডটা ধরে টেনে বের করে আনল যমদূতের হাড় জিরজিরে হাতের তালুর পেছনে অর্ধ-লুকায়িত একটা ঝোলা। নিচে নেমে এল ও জিনিসটা নিয়ে। আবিষ্কারটার কি আদতে কোনও গুরুত্ব আছে? নাকি কোনও পর্যটক ফেলে গেছে এটা?

চামড়ায় একটা চিহ্ন দেখতে পেল ও। চিহ্নটার কোনও তাৎপর্য নেই। জাদুর কবচের মতো প্যাঁচানো একটা স্পাইরাল।

হতাশ হয়ে চামড়ার ছোট ব্যাগটার অপর পাশটা দেখল র‍্যাচেল। অপর পাশের চিহ্নটা দেখে শ্বাস আটকে এল ওর। একটা বৃত্তের মাঝ বরাবর একখানা ক্রুশ।
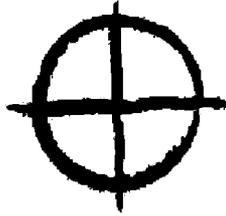
আগেও দেখেছে ও এই চিহ্নটা।

ফাদার মার্কো জিওভান্নির লাশের ফরেনসিক রিপোর্টে!

এই একই চিহ্ন মৃত যাজকের কপালে ছাপ মেরে দেয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই এর কোনও তাৎপর্য আছে, কিন্তু কী?

র‍্যাচেল একটা জায়গার কথা জানে, যেখানে এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। ব্যাগটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো বের করল ও। একটা জিনিসই বেরোল কেবল। দেখতে অনেকটা কালো ছোটখাটো গাছের ডালের মতো। জিনিসটা ভালোভাবে দেখার জন্য আরও কাছে আনল– তারপরই ধরতে পারল নিজের ভুলটা।

ডালের মতো জিনিসটার মাথায় নখ আছে!

আতঙ্কে জিনিসটা প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল ও।

কোনও গাছের ডাল না র‍্যাচেলের হাতের জিনিসটা।
ওটা মানুষের আঙুল।

দুপুর ২:৫৫
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

পেইন্টার তার জানালাবিহীন অফিসের ডেস্কে বসে হাতে এক বোতল অ্যাস্পিরিন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। মাথায় কেমন যেন ভোঁতা একটা ব্যথা, মাইগ্রেনের পূর্বাভাস। অ্যাস্পিরিনের থেকে শক্তিশালী কিছু দরকার ছিল, সাথে এক গ্লাস স্কচ।

সেই সাথে যদি তার গার্লফ্রেন্ডের কাঁধ ম্যাসাজ যোগ হয় তো বিনিময়ে সে সব দিয়ে দিতে প্রস্তুত। দুর্ভাগ্যবশত লিসা ওয়েস্ট কোস্টের ইয়োসেমাইটে তার পর্বতারোহী ভাইয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছে। সপ্তাহখানেকের মাঝে সে ফিরছে না। বেয়ার এক্সট্রা স্ট্রেংথ-বিয়ারের মধ্যেই তার শান্তি খুঁজে নিতে হবে।

গত এক ঘন্টা যাবৎ সে বিভিন্ন ডাটা ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ করছে। অধিকাংশই এখনও তার ডেস্কের চারপাশ ঘিরে থাকা এলসিডি মনিটরে দৃশ্যমান। পর্দার দিকে তাকিয়ে তার হাজারতম বারের মতো মনে হলো, ইস অফিসে যদি একটা জানালা থাকত! সম্ভবত তার শরীরে বয়ে চলা ইন্ডিয়ান রক্তের চাহিদা হলো এই নীল আকাশ, গাছপালা আর সহজ-সরল জীবনের প্রতি আকুতি।

কিন্তু তা তো আর হবার নয়!

তার ও সিগমা কমান্ডের অন্যান্যদের অফিস ন্যাশনাল মলের স্মিথসনিয়ান দুর্গের নিচে মাটির গভীরে। এই গোপন স্থাপনাটি আসলে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের বোমা থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। জায়গাটি বেছে নেয়া হয়েছে ক্ষমতাসীনদের সাথে সহজ যোগাযোগ রক্ষা আর স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউশনের রিসার্চ ফ্যাসিলিটির থেকে নৈকট্যের জন্য।

এই মুহূর্তে, একটা জানালার বিনিময়ে পেইন্টার এ সবই দিয়ে দিতো। তবে গত কয়েক বছর যাবৎ এটাই তার বাসা, এর প্রতি ভালবাসাও তার কম না। গতবছরের হামলার পর এখনও সিগমা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ক্ষয়ক্ষতি কেবল ফাটা দেয়াল আর ভাঙা যন্ত্রাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ওয়াশইংটনের রাজনীতি ক্ষমতা, উচ্চাশা আর তিক্ত শত্রুতার এক জটিল মায়াজাল। এখানে দুর্বলকে সবলেরা সমূলে উৎপাটন করে ফেলে। হামলার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স ফোর্সে সিগমার অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা হচ্ছে, পেইন্টারের ধারণা এই হামলার মূল হোতা এখনও মুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হামলা পরিচালনাকারী ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিভিশন চীফকে ডাবল এজেন্ট আখ্যা দিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে, কিন্তু পেইন্টার ঠিক নিশ্চিত না। এ হামলার পিছনে নিশ্চয়ই আরও কেউ আছে, যে কিনা ওয়াশিংটনের রাজনীতির মাঠে আরও গভীর জলের মাছ।

কিন্তু কে?

পেইন্টার মাথা ঝাঁকিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। প্রশ্নগুলোকে আপাতত অপেক্ষা করতে হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যের তাকে আরেক দফা অগ্নিবৃষ্টির মুখোমুখি হতে হবে। এখনই মাথা ঘামাতে সে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু ব্যাপারটা তার হাতে নেই। ঘন্টাদুয়েক আগেই গ্রে পিয়ার্সের সাথে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে। গ্রে মঙ্ক কক্কালিসকে তার সাথে ইতালি আনতে চেয়েছিল, কিন্তু পেইন্টার নিশ্চিত না যে মঙ্ক পুরোদস্তুর অপারেশনের জন্য প্রস্তুত। ডাক্তার ও সাইকিয়াট্রিস্টরা এখনও গ্রে'র পার্টনারকে সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করেনি।

তাছাড়া, রোম থেকে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। পেইন্টার অনিশ্চিত যে সিগমার কোনও সদস্য এ মিশনের জন্য পার্ফেক্ট, বায়োফিজিক্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞানের কোনও শাখা এতে ভূমিকা রাখতে পারবে। মঙ্কের বিশেষত্ব ফরেনসিক মেডিসিন আর এ মুহূর্তে এর কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে না। তা বুঝতে পেরে গ্রে শেষপর্যন্ত একমত হয়েছে, কিন্তু পেইন্টার তাকে সেখানে একা পাঠায়নি। বিস্তারিত না জানা পর্যন্ত পেইন্টারের এখানেই পেশী শক্তির প্রয়োজন ছিল।

আর তা সে পেয়েছে।

পেইন্টার আরেকটা অ্যাস্পিরিন খাবে কিনা ভাবছিল এমন সময় তার ডেস্কের ইন্টারকমটা বেজে উঠে। ব্র্যান্টের আওয়াজ ভেসে এল। 'ডিরেক্টর, জেনারেল মেটকাফ লাইনে আছেন।'

পেইন্টার এই টেলিকনফারেন্সের অপেক্ষায় ছিল। ডারপার প্রধানের পাঠানো ক্লাসিফায়েড ই-মেইলটা পড়েছে সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তার পিছনের ওয়াল মনিটরের দিকে চেয়ার ঘুরালো।

কালো পর্দায় রঙ ফুটলো। জেনারেল ডেস্কের পিছনে বসে ছিলেন। গ্রেগরি মেটকাফ একজন আফ্রিকান আমেরিকান, পাশ করেছেন ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে। মধ্যপঞ্চাশে পা দিলেও তিনি পয়েন্ট ফুটবল টিমের লাইনব্যাক থাকাকালীন যেমনটা শক্ত-সমর্থ ছিলেন তেমনটাই আছেন। বয়সের ছাপ বোঝা যাচ্ছে কেবল তার তামাটে বর্ণের চুল আর বাম হাতে ধরা চশমায়। মেটকাফ ডারপার প্রধান হবার পর পেইন্টার দ্রুতই বুঝে যায় যে এই লোকের বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করে দেখা যাবে না।

কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক সহজ হয়নি।

জেনারেল কিছুটা সামনে এগিয়ে কোনও ধরণের ভূমিকা ছাড়াই বললেন, 'আফ্রিকায় চলমান সংঘাতের যে রিপোর্টটা আমি পাঠিয়েছি তা কি পড়ে দেখেছেন?'

সামান্য ভদ্রতাও নেই বেটার!

পেইন্টার আরেকটা মনিটরের দিকে ইশারা করলেন। 'পড়েছি।পাশাপাশি রেড ক্রস ক্যাম্পে হামলার উপর ন্যাটোর রিপোর্ট পড়েছি। ওখানে পরীক্ষামূলক ফার্ম চালাচ্ছে যে কর্পোরেশন তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড-ও চেক করেছি।'

'খুব ভাল। তাহলে আমার আর আপনাকে বিস্তারিত জানার জন্য তাড়া দিতে হচ্ছে না।'

পেইন্টার তার হামবড়া ভাব দেখে কপাল কুঁচকাল। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এখানে সিগমার ভূমিকা কী?'

'কারণ আমি তা এখনও আপনাকে বলিনি, ডিরেক্টর।'

পেইন্টারের মাথা ব্যথাটা আরও বাড়ল।

জেনারেল তার সামনে থাকা কিবোর্ড চাপলেন। পর্দায় জেনারেলের পাশে আরেকটি ছবি ফুটে উঠল। ছবিতে এক তরুণ শ্বেতাঙ্গকে দেখা যাচ্ছিল অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় কালো, ধোঁয়াচ্ছন্ন মাঠের মাঝে একটা কাঠের ক্রুশের সাথে বাঁধা ছেলেটা। ছবিটা ক্রুসিফিকেশনের কম, কাকতাড়ুয়ার মতো বলে বেশি মনে হচ্ছিল। পিছনে পেইন্টার উষর আফ্রিকান প্রান্তর দেখা যাচ্ছিল।

'যুবকটির নাম জেসন গরম্যান,' নিস্পৃহস্বরে বললেন মেটকাফ।

পেইন্টারের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। 'গরম্যান। মানে সিনেটর গরম্যানের কেউ?'

ভায়াটাস কর্পোরেশন নিয়ে গবেষণার সময় উঠে আসে সিনেটর গরম্যানের নাম। সেবাস্টিয়ান গরম্যান কৃষি, পুষ্টি ও বন বিষয়ক সিনেট কমিটির প্রধান। তিনি ক্ষুধার্তদের অন্নসংস্থানের জন্য জেনেটিকালি মডিফাইড খাবারের উন্নয়ন ও নতুন জৈব জ্বালানির উৎস অনুসন্ধানে জোরালো অবদান রেখেছেন।

জেনারেল গলা খাঁকারি দিয়ে পেইন্টারের মনযোগ আকর্ষণ করলেন। 'সে সিনেটর গরম্যানের তেইশ বছর বয়সী ছেলে। প্যান্ট মলিকুলার বায়লজিতে মাস্টার্স করে পিএইচডি করছিল সে, কিন্তু মালিতে যায় সিনেটরের হয়ে প্রজেক্টে নজর রাখার জন্য।'

পেইন্টার ওয়াশিংটনের কাছে এই সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল। ক্ষমতাবান সিনেটর নিশ্চয়ই ছেলের মৃত্যুতে পাগলপারা হয়ে ক্যাপিটল হিল কাঁপিয়ে ফেলছেন। ন্যাটোর রিপোর্ট অনুযায়ী হামলাটা করেছে পশ্চিম আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের নিষ্ঠুর তুয়ারেগ বিদ্রোহীরা।

মেটকাফ বললেন, 'সিনেটর গরম্যান হামলার দিন সকালে তার ছেলের থেকে একটা ই-মেইল পান। তাতে অল্প কথায় হামলার বিবরণ দেয়া হয়েছিল। হেলিকপ্টার আর নাপাম বোমা হামলার থেকে বোঝা যায় যে হামলাটা সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বেশ বড় পরিসরেই হয়েছিল।'

পেইন্টার সোজা হয়ে বসল।

'ওই ই-মেইলের সাথে কিছু রিসার্চ ফাইল যোগ করা ছিল। সিনেটর বুঝতে পারেননি কেন তা তাকে পাঠানো হয়েছে, ভিতরের বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলির পাঠোদ্ধার-ও করতে পারেননি। নিরুপায় হয়ে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছেলের থিসিস প্রফেসর ডক্টর হেনরি মেলয়কে সব পাঠিয়ে দেন।'

'ফাইলগুলো আমি নিজে দেখতে চাই,' পেইন্টার বলল। বুঝতে পারছে কেন সিগমাকে ডাকা হয়েছে এ কাজে। আশ্চর্য হামলা, রহস্যময় গবেষণা, সিগমার জন্য সোনায়

সোহাগা। পেইন্টারের মাথায় পরবর্তী পরিকল্পনা কী হবে তা ইতোমধ্যেই ঘুরঘুর করছে। 'আমি চব্বিশ ঘন্টার মাঝেই কাউকে মালি পাঠিয়ে দিতে পারব।'

'না। এ ব্যাপারে আপনার ভূমিকা হবে সীমিত।' প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বললেন মেটকাফ। 'পুরো ব্যাপারটা রাজনীতির কারণে বাজে রূপ ধারণ করছে। সিনেটর গরম্যান দোষীর সন্ধানে মাঠে নেমেছেন, যাকে না তাকেই দায়ী সাব্যস্ত করার সুযোগ খুঁজছেন।'

'জেনারেল-' বলতে নিল পেইন্টার।

'সিগমা ইতোমধ্যেই দুর্বল অবস্থানে আছে। একটা ভুল চাল, তাহলেই আর দেখতে হবে না।'

পেইন্টার নিজেকে সংযত করল, তার দলের উপর আস্থার এই আপাত অভাবটাকে গায়ে লাগালো না। এই লোকের সাথে সমঝে কথা বলতে হবে। এখন তর্কের সময় না।

'তাহলে সিগমার কাজ কী হবে?'

'এই ফাইলগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে হবে, নির্ধারণ করতে হবে আরও অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন আছে কিনা। আর এ কাজ শুরুর জন্য আপনাদের যেতে হবে ডঃ মেলয়ের কাছে। তার সাক্ষাৎকার নিন, আর ফাইলটা রিভিউ করে দেখুন।'

'আমি একটা টিমকে আজ বিকেলের মাঝেই সেখানে পাঠাচ্ছি।'

'খুব ভাল। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে। বিষয়টা আপনি নিজে দেখলে খুশি হব।'

'কী সেটা?'

'একটা তথ্য সাময়িকভাবে গোপন রাখা হয়েছে। আমি চাই ব্যাপারটা আপনি দেখবেন।' জেনারেল কিবোর্ড চাপলেন। ছবিটা জেসন গরম্যানের মুখে জুম করল। 'যেই বেঁধে থাকুক না কেন, ছেলেটার দেহকে বিকৃত করেছে।'

পেইন্টার দাঁড়িয়ে মনিটরের আরও কাছাকাছি গেল। দুই ভ্রুর মাঝে একটা চিহ্ন পুড়িয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনেকটা ব্র্যান্ডিং আয়রন দিয়ে ব্র্যান্ড বসিয়ে দেয়ার মত। একটা বৃত্ত আর একটা ক্রস। 'আমি জানতে চাই তারা কেন এটা করেছে,' মেটকাফ বললেন। 'আর এর মানে কী।'

পেইন্টার আলতোভাবে মাথা নাড়ল।

সে-ও জানতে চায়।

রাত ৯টা ৩৫ মিনিট
রোম, ইতালি

র‍্যাচেল তার মিনি কুপার গাড়িটাকে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের পার্কিংয় লটে ঢুকিয়ে দিল। হুইলের পিছনে বসে এক মুহূর্তের জন্য ভাবল যে এই পর্যন্ত ও কী কী করেছে। প্যাসেঞ্জার সিটের পাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ছিল সেই পুরনো চামড়ার থলে আর তার অদ্ভুত জিনিসপত্র।

সেইন্ট পিটার'স থেকে সে কী পেয়েছে কাউকে না জানিয়েই চলে এসেছে।

দেরি হয়ে গেছে, নিজেকে মনে মনে প্রবোধ দিল সে। আমি সকালেই তদন্তকারীদের হাতে এগুলো তুলে দিব। তখন পুরো রিপোর্ট করব।

তবে র‍্যাচেল তার চৌর্যবৃত্তির পিছনের কারণ জানত। তার চাচার কথাই তাকে এই লুকানো থলের অনুসন্ধান দিয়েছে। তার মধ্যে এই আবিষ্কারের প্রতি এক ধরণের অধিকার চলে এসেছে। সে যদি কর্তৃপক্ষের কাছে থলেটা জমা দেয়, তাহলে তাকে কেবল অনধিকার প্রবেশের জন্য শাস্তিই দেয়া হবে না, বরং তাকে বাদ-ও দেয়া হতে পারে। এই থলের তাৎপর্য তখন আর জানা হবে না তার। আর সে ব্যাপারটা নিয়ে গর্বিত-ও ছিল। অন্য কেউ এটা খুঁজে পায়নি। এইসব আন্তর্জাতিক আর আন্তঃবিভাগীয় তদন্তের থেকে তার নিজের উপর বেশি আস্থা।

র‍্যাচেলে মনে হচ্ছে, তার সাহায্যের প্রয়োজন। সে সকালে গ্রে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এ ব্যাপারে তার মতামত জেনে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

পরিকল্পনা ঠিক করে র‍্যাচেল এভিডেন্স ব্যাগটা হাতে নিয়ে তার জ্যাকেটে ঢুইয়ে রাখল। গাড়ি থেকে বেড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। তার অ্যাপার্টমেন্টটা চতুর্থ তলায়। ছোট হলেও তার বারান্দা থেকে কলিসিয়াম বেশ সুন্দর দেখা যায়।

চারতলায় পৌছে সে সিঁড়ির দজায় ধাক্কা দিল। হলওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে যেতে দুটো ব্যাপার চোখে পড়ল তার। মিসেস রোজেলি আবারো অতিরিক্ত রসুন দিয়ে রান্না করছেন, আর তার বাসার দরজার নিচ দিয়ে উজ্জ্বল আভা দেখা যাচ্ছে।

র‍্যাচেল থমকে দাঁড়াল। সে সবসময় বাসা থেকে বেরোনোর আগে লাইট অফ করে বের হয়। তবে আজ সকালে সে বিষণ্ন ছিল। হয়ত বা ভুলে...

তারপরেও ঝুঁকি না নিয়ে সে তার পায়ের পাতার উপর ভর করে নিঃশব্দে হলওয়ে পেরোলো। শহরজুড়ে চোরছ্যাঁচড়ে ভরা, এই এলাকাতে চুরি ডাকাতিও একেবারে কম হয় না। তার চোখ নিবদ্ধ ছিল দরজার নিচ দিয়ে আসা আলোকরেখার উপর। কিছুটা কাছাকাছি যাবার পর সে একটা ছায়াকে পার হতে দেখল।

র‍্যাচেলের শরীর হিম হয়ে আসল।

কেউ একজন আছে তার অ্যাপার্টমেন্টে।

স্রষ্টার নাম নিয়ে সে পিছিয়ে আসে, সাথে নেই কোনও অস্ত্র। সে মিসেস রোজেলির দরজায় কড়া নাড়বে কিনা ভাবল একবার, কিন্তু ওই ছোট ঘরটায় ধোঁয়া সুবিধার চাইতে অসুবিধাই করবে বেশি। বদলে সে পকেট থেকে ফোন বের করল।

দরজার দিকে নজর রেখে, সিড়িঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল র‍্যাচেল। বাইরে পা রাখতেই তার উন্মুক্ত কাঁধের উপর ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ অনুভব করল সে।

পিস্তলের ব্যারেলের স্পর্শ চিনতে ভুল হলো না তার।

কর্কশ একটা কণ্ঠের হুমকি তা নিশ্চিত করল। 'একদম নড়বে না।'

৪

১০ অক্টোবর, বিকাল ৩ টা ২৮ মিনিট
রকভিল, মেরিল্যান্ড

মঙ্ক তার ছোট্ট মেয়েটিকে হাঁটুর উপর নিয়ে খেলছিল। পেনেলোপে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, তার হাসিটা অনেকটাই বাবার মতো। সৌভাগ্যবশত কেবল সে বাবার হাসিটাই পেয়েছে। তার কোঁকড়া চুল আর চেহারার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে।

'মঙ্ক, ও যদি বমি করে...!'

ক্যাট তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে তখনো তার কাজের পোশাক পরে রয়েছে। ঘন্টাখানেক আগেই ক্যাপিটল হিল থেকে ফিরেছে সে। সেখানে সিগমার হয়ে কিছু কন্ট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়েছিল, যাতে পেইন্টার ক্রো কে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে। বাসায় ফিরে সে কেবল চুল খুলে কাঁধের উপর ছড়িয়ে দেয়ার সময়টুকু পেয়েছে।

মঙ্ক সোয়েটপ্যান্ট আর টি-শার্ট পরে আছে। এয়ারপোর্টে গ্রে-কে ড্রপ করে সে সোজা মেইল্যান্ডের উপকণ্ঠে তাদের নতুন বাসায় চলে এসেছে। কী আর করার আছে? সে জানে গ্রে তাকে ইতালির তদন্তাভিযানে দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা বিফলে গিয়েছে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিল সে। 'আমি ওর দুধের বোতল গরম করেছি,' বলল ক্যাট, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসল পেনেলোপেকে কোলে নেয়ার জন্য। হঠাৎ সে পা হড়কাল, তবে দ্রুতই সামলে নিল সে। মেঝের দিকে তাকাল সে। 'মঙ্ক, কতবার তোমাকে বলেছি যত্রতত্র তোমার হাত ফেলে রাখবে না?'

মঙ্ক তার কবজি ডলছিল। 'নতুন নকল হাতটা বেশ জ্বালাচ্ছে।'

ক্যাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেনেলোপেকে কোলে তুলে নিল। 'তুমি জানো এগুলোর একেকটার কত দাম?'

কাঁধ ঝাঁকাল মঙ্ক। ডারপার ডিজাইন করা এই কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিজ্ঞানের এক বিস্ময়। অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ আর প্রকৌশল ব্যবহার করে চমৎকার ফিডব্যাক আর সূক্ষ্ম নড়াচড়া নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, মঙ্কের কব্জির ভিতরের দিকটা পলিসিনথেটিক কাফে মোড়া ছিল যার সাথে সার্জারির মাধ্যমে স্নায়ু ও পেশীর সংযোগ দেয়া হয়েছে।

মঙ্ক তার কব্জি বন্ধনীর টাইটানিয়ামের পাতে চাপ দিল। মেঝেতে তার বিদেহী হাত আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে গেল। দূর থেকেই পাতের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কৃত্রিম হাতটা কেবল দেহ, কিন্তু কব্জির কাফটা এর মস্তিষ্ক। মঙ্ক হাতটাকে কাউচের দিকে নিয়ে আসল, তুলে আবার তার কব্জির সাথে জোড়া লাগিয়ে দিল। আঙ্গুলগুলো নেড়েচেড়ে দেখল।

'আটকে আটকে আসছে,' বিড়বিড় করল সে।

ক্যাট রান্নাঘরের দিকে যেতে নিচ্ছিল কিন্তু মঙ্ক তাকে তার পাশে বসতে বলল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাট তার পাশে বসল। মঙ্ক তাকে কাছে টেনে নিল, একগুচ্ছ চুল থেকে জেসমিনের সুবাস নিল বুক ভরে। ক্যাট তার দিকে ঝুঁকে আসল। তারা দুজন চুপচাপ বসে রইল। পেনেলোপে চোখ বুঝে আছে, একটা ছোট্ট মুঠি এসে পড়ল তার ঠোঁটের উপর। পুরো পরিবারকে একবারে আলিঙ্গন করতে পেরে ভাল লাগছিল মঙ্কের।

ক্যাট ধীর স্বরে বলল, 'ইতালির জন্য দুঃখিত।'

মঙ্ক চোখ ফিরালো। সে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি তাকে। ব্যাপারটা বেশ স্পর্শকাতর। তার জানা উচিত ছিল ক্যাট জেনে যাবে। গোয়েন্দা সম্প্রদায়ে তার বন্ধু-বান্ধব আছে, তার কাছে কোনও কিছু গোপন রাখা কঠিন।

ক্যাট তার দিকে তাকাল। মঙ্ক তার চোখে উৎকণ্ঠা আর মিশ্র অনুভূতির খেলা দেখতে পেল। ক্যাট জানত সে ফিল্ডে নামতে চায় দ্রুত, কিন্তু তার ভয় ছিল যদি কিছু হয়ে যায়। মঙ্ক তার কৃত্রিম হাতের দিকে তাকাল। ভয়টা একেবারে অমূলক ছিল না।

তবুও, সে তার চাকরিকে ভালবাসে, জানে কাজটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

গত এক বছর যাবৎ, মানসিক ও শারীরিকভাবে সেরে ওঠার সময় সে ব্যাপারটা আরও ভালভাবে অনুধাবন করেছে। সে তার পরিবারকে ভালবাসত, দায়িত্বের প্রতিও সচেতন ছিল। কিন্তু মঙ্ক এটাও জানত পৃথিবীকে নিরাপদে রাখতে সিগমার গুরুত্ব কতটুকু। বসে বসে দেখার পাত্র মিসেস কক্কালিস জন্ম দেননি।

'শুনলাম তোমার নাকি নতুন অ্যাসাইনমেন্ট আছে আজ,' ক্যাট বলল।

'ওই পেপারওয়ার্ক আরকি,' গজগজ করে বলল সে। 'আমি নিউ জার্সির প্রিন্সটনে কিছু রিসার্চ ফাইল সম্বন্ধে এক আঁতেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাচ্ছি। মাঝরাতের আগেই ফিরব।'

ক্যাট তার ঘড়ির দিকে তাকাল। 'তাহলে তো তোমার রেডি হওয়া উচিত।'

'সময় আছে আমার হাতে। ডিরেক্টর ক্রো আমার সাথে আরেকজন এজেন্টকে দিচ্ছেন। জেনেটিক্সে জ্ঞান আছে যার। নতুন কেউ।'

'জন ক্রিড।'

মঙ্ক ঘুরে ওর মুখের দিকে তাকাল। 'এমন কিছু আছে যা তুমি জানো না?'

মেয়েটা হেসে ঝুঁকে চুমু খেল তাকে। 'এটা জানি যে পেনেলোপের দুধের বোতল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

মঙ্ক তার কৃত্রিম হাত দিয়ে তাকে শক্তভাবে চেপে ধরে উঠতে বাঁধা দিল। 'আর আমি জানি তা আবার গরম করা যাবে।' গলার স্বর গাঢ় করে বলল সে। 'আর আমার হাতে এখনও আধা ঘন্টা আছে।'

'পুরো আধা ঘন্টা?' ভ্রু নাচিয়ে জানতে চাইল ক্যাট। 'তুমি তো দিন দিন উচ্চাভিলাসী হয়ে উঠছো।'

মঙ্কের চেহারায় দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল। 'আমাকে ক্ষেপিয়ো না, সুন্দরী।'

সে তাকে চুমু খেয়ে ফিসফিস করে বলল,'কখনও না।'

বিকাল ৪ টা ৪৪ মিনিট
প্রিন্সটন, নিউ জার্সি

একাকী বেজমেন্টের গবেষণাগারে বসে ডঃ হেনরি ম্যালয় তৃতীয়বারের মতো কম্পিউটার সিমুলেশনটা চালালেন। অপেক্ষা করতে করতে মাথা নাড়লেন তিনি। কোনও মানেই হয় না। আড়মোড়া ভাঙলেন তিনি। গত চব্বিশ ঘন্টা যাবৎ তিনি সিনেটর গরম্যানের অফিস থেকে পাওয়া উপাত্তগুলো সাজাচ্ছেন। প্রচুর অগোছালো উপাত্ত থাকায় তার ডিএনএ স্টাডি ও অন্যান্য উপাত্ত বিশেষণের জন্য ল্যাবের অ্যাফিমেট্রিক্স অ্যারে স্টেশনের দরকার ছিল।

দরজায় ঠকঠক শব্দে ধ্যান ভাঙে তার। ল্যাব বন্ধ রাখা হয়েছিল ওজোন-মুক্ত রাখার জন্য। বিশেষ কি-কার্ডের দ্বারাই কেবল এই ফ্যাসিলিটিতে প্রবেশ করা যায়।

বিশেষণ শেষ হতে তখনও কয়েক মিনিট বাকি। তিনি গিয়ে দরজাটা খুললেন। তার ডক্টরাল শিক্ষার্থীদের একজন এসেছে, আন্দ্রেয়া সন্ডারিচ। হেনরি তাকে তার সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। লাস্যময়ী, ঝরঝরে ফিগার আর পিঙ্গল বর্ণের চুলের অধিকারিনী মেয়েটা। তবে অন্যান্যদের মতো বয়স উনিশ-কুড়ি না, পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই হবে। পেশা বদল করেছে মেয়েটা, আগে ডায়ালাইসিসে পারদর্শী একজন নার্স ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা সময় একসাথে কাটাতে হয় বলে প্রফেসর তার প্রজন্মের কাউকেই খুঁজছিলেন। তাদের দুজনের পছন্দের সঙ্গীতের ধরণও ছিল একই, প্রায়ই তিনি তাকে তা গুনগুন করতে শুনতেন।

এই মুহূর্তে যদিও মেয়েটাকে চিন্তিত মনে হচ্ছিল।

'কী ব্যাপার, আন্দ্রেয়া?' জানতে চাইলেন তিনি।

সে কতগুলো পোস্ট-ইট নোট উঁচিয়ে ধরল। 'সিনেটর গরম্যানের অফিস থেকে আপনার কাজের অগ্রগতি জানতে চেয়ে তিনবার ফোন এসেছে।'

হেনরি নোটগুলো হাতে নিলেন। তিনি তার ঘাড়ের উপর কারো বসে থাকা পছন্দ করতেন না, তবে সিনেটরের উৎকণ্ঠার কারণও বুঝতে পেরেছিলেন। জেসন গরম্যান

তার সামান্য ছাত্র হলেও ছেলেটার অকাল মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। এর পিছনে বিশেষত দায়ী যে নৃশংসতার সাথে তার মৃত্যু হয়েছে, তা।

'আমি আপনাকে আরও মনে করিয়ে দিতে এসেছি যে ওয়াশিংটনের ডঃ কক্কালিসের সাথে আপনার ঘন্টাখানেক পর অ্যাপয়েন্টমেট আছে। আপনি কি চান এর আগেই ক্যাফেটেরিয়া থেকে আমি আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসি?'

'আমি ঠিক আছি। কিন্তু তুমি যেহেতু এখানের এসেছই, এই উপাত্তগুলোর উপর নজর বুলিয়ে দেখ তো। বিশেষ করে ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলার আগেই। দেখে বল তোমার কী মনে হয়।'

আন্দ্রেয়ার অভিব্যক্তিতে খুশির ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠে।

'আর ছুটির দিনে অফিসে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ,' তাকে কম্পিউটার স্টেশনের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন তিনি। 'আমি তোমার সাহায্য ছাড়া এসব করতে পারতাম না।'

'কোন সমস্যা নেই, ডঃ মেলয়।'

কম্পিউটার তৃতীয়বারের মতো বিশেষণ শেষ করেছে। আফ্রিকায় পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা ভুট্টার ক্রোমোজোম ম্যাপ পর্দায় ভেসে উঠেছে। সবগুলো ক্রোমোজোমই কাল, কেবল একটার উপর সাদা হাইলাইট।

হেনরি পর্দায় আঙুল বোলালেন। 'এখানে তেজস্ক্রিয় ফরেন ডিএনএ টা দেখা যাচ্ছে যা আছে জেনেটিকালি মডিফাইড ভুট্টাতে।'

আন্দ্রেয়া সামনে ঝুঁকে আসলো। তার চোখে-মুখে কৌতূহল। 'এই ডিএনএ-র উৎস কী? ব্যাক্টেরিয়া?'

'সম্ভবত। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।'

তবে, আন্দ্রেয়ার অনুমান সঠিক। অধিকাংশ জেনেটিক মডিফিকেশন ব্যাক্টেরিয়া রিকম্বিনেশন আর জিন স্পাইসিংয়ের মাধ্যমে করা হয়, কতিপয় ব্যাক্টেরিয়া থেকে উপকারি গুণাবলি নিয়ে তা গাছের জিনে স্থাপন করা হয়। এ ধরণের সাফল্যের একটি নিদর্শন হলো ব্যাসিলাস থুরিজিয়েনসিসের জিন, তামাক গাছে স্থাপন। তারা

গাছগুলোকে আরও কীট নিরোধী করেছে, যাতে কীটনাশকের দরকার কম পরে। একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে ভুট্টাতে। গত দশ বছরে জৈবপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ভুট্টার এক-তৃতীয়াংশই হাইব্রিড।

'এটা ব্যাক্টেরিয়ার ডিএনএ না হলে, কিসের?' জানতে চাইল আন্দ্রেয়া।

'আমি জানি না। এর প্যাটেন্ট ভায়াটাসের। ফাইলে এর নাম ডিটি-২২২। ডিটি মানে 'ড্রট টলারেন্ট (খরা সহনশীল)'। কিন্তু তোমাকে আমি অন্য কিছু দেখাতে চাই।' হেনরি পর্দার দিকে ইশারা করল। 'এই গবেষণাপত্র আমাকে জেসন গরম্যান পাঠিয়েছিল প্রায় দুই মাস আগে।'

'দুই মাস আগে!'

'হ্যাঁ। ছেলেটা আফ্রিকায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করা নিয়ে খুবই উৎসাহী ছিল। তার এ তথ্য ফাঁস করার কথা না। এটা তার গোপনীয়তার চুক্তির পরিপন্থী। আমি ওকে আরও সাবধান হতে আর এ বিষয়ে চুপ থাকতে বলি। ধারণা করতে পারি শেষদিন সকালে সে হতাশ হয়ে পরেছিল। তবুও তার মাঝে যতটা সম্ভব তথ্য সংরক্ষণের দূরদৃষ্টি ছিল। '

আন্দ্রেয়া মাথা নাড়ল। 'সেদিন সকালে কী পাঠিয়েছিল সে?'

হেনরি কিবোর্ড চেপে সর্বশেষ উপাত্তগুলো বের করলেন। 'দেখাচ্ছি তোমাকে। তারা কেবল প্রথম প্রজন্মের ভুট্টাগুলোর আবাদ ঘরে তুলেছে। সে পুরো ফসলের বিশেষণ করে ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্টসহ পাঠিয়ে দেয়। এই দেখ ফলাফল।'

পর্দায় আরেক ব্যাচ ক্রোমোজোম দেখা গেল। আবারো, অধিকাংশই কালো বর্ণের যা দ্বারা স্বাভাবিক ভুট্টার ডিএনএ বোঝাচ্ছে। তবে সাদা ক্রোমোজোম একটার বদলে, আরেকটা সাদা-কালো ডোরাকাটা ক্রোমোজোম দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' আন্দ্রেয়া বলল।

'কাছ থেকে দেখ।'

হেনরি পরিবর্তিত ক্রোমোজোমের উপর ছবিটা জুম করলেন। সাদা-কালো ডোরাকাটা জিনটা আরো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল।

হেনরি ব্যাখ্যা করলেন, 'ফরেন ডিএনএটা অন্য আরেক ডিএনএ-র ঘাড়ে চেপে বসেছে, আর পাশের গুলোতেও হানা দিচ্ছে।'

' ছড়িয়ে পড়ছে?'

তিনি বসে আন্দ্রেয়ার দিকে তাকালেন। গলায় যৎসামান্য উত্তেজনা ফুটিয়ে বললেন, 'নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। তবে উপাত্তগুলো তিনবার বিন্যস্ত করেছি। হয়ত জেসন প্রথমে যে স্যাম্পলটা পাঠিয়েছিল তা অন্য কোনও হাইব্রিড জাতের ছিল। ওখানে তারা একটার বেশি ভুট্টার জাত পরীক্ষা করে দেখছে হয়ত। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে জেনেটিক মডিফিকেশনটা আনস্টেবল। এটা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে চলে গেছে। স্যাম্পলটা ভুট্টার বদলে অন্য কিছু হয়ে গেছে।'

'তার মানে কী?'

কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'আমার কোনও ধারণা নেই। তবে কারও না কারও তো ধারণা আছে। আমি ভায়াটাসের ক্রপ বায়োজেনিক্স বিভাগে এর মধ্যেই এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছি। আমি নিশ্চিত তারা এই উপাত্তগুলো চাইবে। হয়ত কর্পোরেশন থেকে আমি নতুন কোনও গবেষণার ফান্ডিং-ও পেতে পারি।'

আন্দ্রেয়া পায়ের উপর ভার বদল করল। 'তাহলে হয়ত আপনি আমার বেতন বাড়াতে পারবেন!' এক টুকরো হাসি ফুটল তার মুখে।

'দেখা যাবে।'

আন্দ্রেয়া ঘড়িতে সময় দেখল। 'আপনার যদি আর কোনও দরকার না থাকে, তাহলে আমি বাসায় যাই। আমার কুকুরগুলো সারাদিন বন্দী ছিল। তারা বাইরে বেরোনোর জন্য উতলা হয়ে থাকার কথা।'

হেনরি তাকে দরজার দিকে এগিয়ে দিল। 'আবারো ধন্যবাদ ছুটির দিনে আসার জন্য।'

আন্দ্রেয়া এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'আপনি নিশ্চিত আপনার খাবার জন্য কিছু আনতে হবে না?'

'না, আমি বিশেষণ শেষ করে তা সার্ভারে আপলোড করব আগে। বেশি সময় লাগার কথা না।'

হাত নেড়ে বিদায় নিল সে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

হেনরি কম্পিউটার স্টেশনে ফিরে এলেন। রিপোর্টটা প্রস্তুত করতে এক ঘন্টার কম সময় লাগার কথা। আফ্রিকা থেকে পাঠানো জেসনের ফাইল থেকে তার মৃত্যুর কারণ জানা না গেলেও, তার সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় যার জন্য তার পিতা গর্ব অনুভব করতে পারেন। 'তুমি দারুণ কাজ দেখিয়েছ, জেসন,' শেষবারের মতো ফাইলগুলো দেখতে দেখতে আপনমনে বললেন তিনি।

পরবর্তী পনেরো মিনিট ধরে তিনি কিছু নোট আর পর্যবেক্ষণ টাইপ করলেন। তিনি ভায়াটাসকে মুগ্ধ করতে চাইছেন। তাদের ক্রপ বায়োজেনিক্স বিভাগ বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গবেষণাগারের সাথে চুক্তি করে কাজ করার জন্য। তবে খরচ কম হওয়ায় এ মুহূর্তে তারা মূলতঃ ভারত আর পূর্ব ইউরোপেই বিনিয়োগ করছিল। প্রিন্সটনের জেনোমিক্স ল্যাবররেটরি বিশ্বের সেরাদের একটি। যদি তিনি কোনভাবে কর্পোরেশনকে পটাতে পারেন এদিকে কিছু বিনিয়োগ করতে...

কাজ করতে করতে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

দরজায় ঠকঠক শব্দ আবারো বিঘ্ন ঘটালো। তার হাসি বিস্তৃত হলো। তিনি যদি আন্দ্রেয়াকে ঠিক চিনে থাকেন, তাহলে সে নিশ্চয়ই তার কথা শোনেনি। ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে তার খাবার জন্য কিছু নিয়ে এসেছে। 'আসছি!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি। প্রক্সিমিটি কি-কার্ড দিয়ে দরজা খুললেন তিনি।

বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিট

রেলস্টেশনের বাইরে থেকে ক্যাবে চড়ে বসল মঙ্ক। তার পার্টনার পিছনের সিটে বসে এরই মধ্যে ড্রাইভারকে দিক নির্দেশনা দিতে শুরু করেছে।

'প্রিন্সটন ক্যাম্পাসের কার্ল আইকাহন ল্যাব। জায়গাটা ওয়াশিংটন রোডে।'

মঙ্ক তার পাশের সিটে বসে তার জ্যাকেটের ভাঁজ সমান করে গা এলিয়ে বসল। তার কোলের উপর ব্রিফকেস রাখা। সে হাতে বানানো ট্যানার ক্রোলের ব্রিফকেসটার দিকে তাকিয়ে চামড়ার উপর হাত বুলালো। তাদের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যাট মাস দুয়েক আগে দিয়েছিল এটা। তখন সে সীমিতভাবে ডিউটি করা শুরু করেছে। এই দামী উপহারের পিছনের গোপন বার্তাটি সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। ক্যাট তাকে

পেপারওয়ার্ক আর নিয়মিত ডিব্রিফিং আর ইন্টারভিউ নিতে দেখে ভীষণ খুশি হয়। বিপদ থেকে দূরে রাখার জন্য যে কোনও কিছু করতে রাজি সে।

মঙ্কের দীর্ঘশ্বাস তার পার্টনারের দৃষ্টি এড়ালো না।

জন ক্রিড তার সিটে কিছুটা ঝুঁকে বসল। ক্ষুধার্ত টেরিয়ারের মতো সতর্ক লোকটার উচ্চতা সাত ফিট থেকে এক আঙ্গুল কম। সিগমার নতুন রিক্রুটদের একজন সে। ক্লিন শেভড আর মাথার ঢেঙ্গা লালচে চুল ছড়িয়ে আছে মুখ জুড়ে। ছেলেমানুষি বৈশিষ্ট্যের পরও তার চেহারায় রয়েছে কাঠিন্য।

মঙ্ক ভ্রু কুঁচকে ছেলেটাকে একটা প্রশ্ন করল যা প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই তাকে খোঁচাচ্ছিল।

'বাছা, তোমার বয়স কত হে? চৌদ্দ? নাকি পনেরো?'

'পঁচিশ।'

মঙ্ক তার সন্দেহ লুকাতে চেষ্টা করল। অসম্ভব! তাদের দুজনের বয়সের ব্যবধান কেবল সাত বছর? মঙ্ক তার কৃত্রিম হাতটা নাড়লো, সে জানে যে সাত বছরে অনেক কিছুই হতে পারে। তবুও সে তার সঙ্গীকে প্রথমবারের মতো আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করল।

ওয়াশিংটন থেকে ট্রেনে আসতে আসতে, মঙ্ক ডঃ হেনরি মেলয় সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ে ফেলেছে, কিন্তু তার সহযাত্রী সম্বন্ধে সে তেমন কিছু জানে না। ক্রিডের বাড়ি ওহায়োতে। এক বছর পড়ার পর মেডিকেলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, দুই দফায় কাবুলে সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে। আইইডির শার্পনেল তাকে চিরতরে খোঁড়া করে দেয়। সে তৃতীয় দফায় যাবার চেষ্টা করে কিন্তু তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়, যদিও এর পিছনের কাহিনি পরিষ্কার নয়! তার পরীক্ষার স্কোর আর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে তাকে সিগমাতে নেয়া হয় এবং কর্নেলে জেনেটিক্স-এর উপর ট্রেইনিং দেয়া হয়।

তবুও ছেলেটাকে দেখলে মনে হয় সে এখনো হাই স্কুলে পড়ে।

'তো, বাছা,' মঙ্ক বলল, 'কতদিন ধরে কাজ করছ?'

ক্রিড মঙ্কের দিকে তাকাল, মানুষের তার বাচ্চাদের মতো চেহারা নিয়ে হাসি-তামাশায় সে অভ্যস্ত। 'কর্নেলের পাঠ চুকিয়েছি তিন মাস আগে,' দৃঢ়স্বরে বলল সে। 'ডিসিতে আছি দু'মাস ধরে। ধাতস্থ হচ্ছি সব কিছুর সাথে।'

'এটাই তোমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট?'

'যদি আপনি এটাকে অ্যাসাইনমেন্ট বলেন...,' বিড়বিড় করে বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

মঙ্কের অনুভূতি একই হলেও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সে। 'ফিল্ডওয়ার্ককে খাটো করে দেখো না। প্রতিটা তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তথ্য কেস সমাধানে কাজ লাগে। এসব শিখতে হবে তোমাকে বাছা।'

ক্রিড এক ঝলক তাকাল তার দিকে। তার কঠিন অভিব্যক্তিতে কিছুটা ভয় ফুটে উঠল। 'জ্বি, মনে থাকবে।'

মঙ্ক হাত ভাঁজ করে রাগে গজগজ করতে লাগল।

আজকালকাল পোলাপান। নিজেদের সবজান্তা ভাবে।

মাথা নেড়ে মঙ্ক ক্যাবের বাইরে তাকাল। প্রিন্সটন ক্যাম্পাসে ঢুকেছে তারা। নিউ জার্সির মাঝে যেন এক টুকরো ইংল্যান্ডকে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সবুজ লন জুড়ে শরতের ছাপ, গথিক আমলের পাথরের ভবন, এমনকি ডরমিটরিগুলোকেও মনে হচ্ছিল কুরিয়ার এন্ড ইভসের পাতা থেকে উঠে এসেছে।

গ্রাম্য এই পথ ধরে তাদের গন্তব্যে পৌছতে বেশি সময় লাগল না। ক্যাব থামতেই নেমে পড়ল তারা।

কার্ল আইকাহন ল্যাবরেটরিটি বিস্তৃত সবুজ প্রান্তরের এক কোণায় অবস্থিত। প্রিন্সটনের অধিকাংশ স্থাপনাই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর, কিন্তু আধুনিক স্থাপত্যের চোখ ধাঁধানো নিদর্শন এই ল্যাবরেটরিটি কেবল কয়েক বছর পুরনো। দুটো চতুর্ভুজাকৃতি ভবন একটা আরেকটার উপর উলম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানেই মেইন ল্যাব। তাদের যুক্ত করেছে পার্কল্যান্ডের দিকে মুখ করা দ্বিতল বাঁকানো সিঁড়ি।

ডঃ হেনরি মেলয়ের সাথে সেখানেই তাদের দেখা হবার কথা। 'রেডি?' মঙ্ক জানতে চেয়ে ঘড়ি দেখল। তাদের পাঁচ মিনিট লেট হয়েছে। 'কিসের জন্য রেডি?'

'ইন্টারভিউয়ের জন্য।'

'আমি ভেবেছিলাম প্রফেসর সম্বন্ধে আপনি আমাকে ব্রিফ করেবেন।'

'না। সব তোমারই করতে হবে, বাছা।'

ক্রিড দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ঠিক আছে।'

তারা ভবনে ঢুকে খোলা বারান্দাটুকু পেরোল। বাঁকানো দ্বিতল কাঁচের দেয়াল পার্কের উঠানের দিকে মুখ করে ছিল। চলিশ ফুট উঁচু খড়খড়ি দিয়ে জানালা ভাগ-ভাগ করা হয়েছিল, সূর্যের সাথে সাথে তারা নড়ছে, ছায়া পড়ছে চেয়ার-টেবিলের উপর। কিছু শিক্ষার্থী বসে গল্প করছিল, তাদের হাতে কফি কাপ।

মঙ্ক ডঃ মেলয়ের সাথে দেখা করার জায়গাটা খুঁজে বের করল। 'এদিকে,' বলে সে তার সঙ্গীকে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েক ধাপ সিঁড়ির উপর প্রায় এক তলা সমান উঁচু একটা ভাস্কর্য। অনেকটা অর্ধ গলিত শাঁখের মত। না জানলেও এই স্থাপত্য শৈলীকে ফ্র্যাঙ্ক গেহরি হিসেবে চিনে নিত মঙ্ক। এই শাঁখের মাঝে ছোট একটা দেখা করার জায়গা আছে। কয়েকজন এরই মধ্যে বর্গাকৃতির কনফারেন্স টেবিলে বসে আছে।

মঙ্ক তাদের সাথে যোগ দিতে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে সে বুঝতে পারল সবার বয়সই বেশ কম। মঙ্কের ব্রিফকেসে ডঃ মেলয়ের ছবি ছিল। লোকটা নিশ্চিতভাবেই এখানে নেই।

প্রফেসর এসে চলে গেছেন মনে হয়।

মঙ্ক সেখান থেকে বেরিয়ে ফোনটা বের করল। সে তার অফিসের নাম্বারে কল করলো। কয়েকবার বেজে ভয়েস মেইলে চলে গেল কলটা।

যদি তিনি চলে গিয়ে থাকেন, আমি তাহলে এতখানি পথ শুধু শুধুই এসেছি...

মঙ্ক দ্বিতীয় আরেকটি নাম্বারে কল করল। নাম্বারটি ডক্টরের সহকারীর।

অপরপাশ থেকে নারীকণ্ঠ জবাব দিল। মঙ্ক দ্রুত তাকে ডঃ মেলয়ের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করল।

'তিনি ওখানে নেই?' তার সহকারী জানতে চাইল।

'জুনিয়র হাই স্কুলে পড়ে এমন দেখতে কতগুলো বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।'

'আমি জানি,' হেসে বলল আন্দ্রেয়া। 'শিক্ষার্থীরা দিন দিন অল্পবয়সী হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আর দুঃখিত, ডঃ মেলয় সম্ভবত এখনও ল্যাবেই রয়ে গেছেন। সেখানেই শেষবারের মতো তাকে দেখেছিলাম আমি, আর তিনি কখনও ফোনের শব্দ শুনতে পান না। কাজের গভীরে এমনভাবে ডুবে যান যে ক্লাস-ও মিস করে ফেলেন। আজকেও তেমনটা করেন কিনা ভয়ে ছিলাম। তার আবিষ্কার নিয়ে তিনি বেশ উত্তেজিত।'

মঙ্ক তার শেষ কথায় আশাবাদী হয়ে উঠল। প্রফেসর কি এমন কিছু খুঁজে পেয়েছেন যা কেসটা সমাধানে কাজ লাগবে?

'শুনুন,' মহিলাটি বলতে থাকল, 'রাস্তার অপর পাশেই আমি আমার অফিসে বসে আমার ল্যাব পার্টনারের সাথে কাজ করছি। মাটির নিচ দিয়ে একটা রাস্তা আছে যা আমার আর আপনার ভবনের মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে। শিক্ষার্থীদের কাউকে জিজ্ঞেস করুন। আমি প্রশাসকের কাছ থেকে একটা কি-কার্ড ধার নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করছি। ডঃ মেলয়ের ল্যাব বেইজমেন্টে। আমার ধারণা তিনি ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল আপনাদের নিজেই দেখাতে চাইবেন।'

'ঠিক আছে। আমি ওখানে আসছি।' মঙ্ক তার ফোনটা পকেটে পুরে ক্রিডের দিকে ব্রিফকেস দুলিয়ে ইশারা করল। 'চল। আমরা সরাসরি ওই লোকের ল্যাবে যাচ্ছি।'

টাইট সোয়েটার পরা এক শ্যামসুন্দরীর থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে মঙ্ক বেইজমেন্টের দিকে এগোল। পাতালপথটি খুঁজে বের করা কঠিন কিছু ছিল না।

টানেলের প্রবেশদ্বারের দিকে এগোতেই মধ্যবয়সী এক নারী অপর পাশ থেকে তাদের দিকে হাত নাড়ল। মঙ্ক-ও পালটা হাত নাড়ল। সে দৌড়ে এসে হাত বাড়িয়ে ধরল। 'আন্দ্রেয়া সন্ডারিচ,' পরিচয় দিল সে।

পরিচয়পর্ব শেষে সে তাদের পাশের হলওয়ে ধরে নিচে নিয়ে গেল। অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল সে, বোঝাই যাচ্ছিল সে নার্ভাস।

'নিচে অল্প কয়েকটা ল্যাব আছে। তবে হারিয়ে যাওয়াটা বেশ স্বাভাবিক। বাকিগুলো সব গুদাম ঘর, কিংবা যন্ত্রাংশ রাখার জায়গা...আর বিল্ডিঙয়ের পশুশালা, পরীক্ষার জন্য আনা পশুদের সেখানেই রাখা হয়। জেনোমিকস বিভাগ মাইক্রোঅ্যারে ফ্যাসিলিটি ওজোনমুক্ত রাখার জন্য এখানে স্থাপন করে। এই যে এখানে।'

সে কি-কার্ডটা হাতে নিয়ে বন্ধ একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'বিভাগীয় প্রশাসক ল্যাবে ফোন করেছিলেন,' সে বলল। 'কিন্তু কেউ জবাব দেয়নি। ভেতরে এক নজর দেখছি, আমি নিশ্চিত যে তিনি ক্যাম্পাসের বাইরে যাননি।'

সে দরজার হাতল ধরে টান দিল। দরজা খুলতেই মঙ্ক বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ আর চুল পোড়ার উৎকট গন্ধ পেল। সে আন্দ্রেয়াকে ধরতে গেল কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। আন্দ্রেয়া ভিতরে কি হয়েছে দেখে ফেলেছে। তার চেহারায় ভয় ফুটে উঠল। হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে।

মঙ্ক তাকে টেনে পাশে ক্রিডের দিকে সরিয়ে দিল। 'মেয়েটাকে এখানেই রাখ।'

সে তার ব্রিফকেসটা ফেলে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে হাত বাড়ালো। বের করে আনলো তার হেকলার এন্ড কচ .৪৫। মহিলার চোখ বিস্ফারিত হলো। সে ক্রিডের কাঁধে মুখ লুকালো।

'তোমার সাথে কোনও অস্ত্র আছে?' মঙ্ক জানতে চাইল।

'না...আমি তো ভেবেছিলাম এটা সাদামাটা কোনও ইন্টারভিউ। '

মঙ্ক মাথা নাড়ল। 'কখনও বয় স্কাউটে ছিলে না বলে মনে হচ্ছে।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মঙ্ক ল্যাবে ঢুকলো। সম্ভাব্য সব জায়গায় দেখল সে। আততায়ী এরইমাঝে চলে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে, তবুও সে ঝুঁকি নিতে চাইল না। ডঃ হেনরি মেলয় ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারের সাথে বাঁধা। তার মাথা ঝুঁকে আছে বুকের উপর। চেয়ারের নিচে রক্তের বন্যা।

তার পিছনে কম্পিউটার স্টেশনে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে।

মঙ্ক চারপাশে তাকাল। স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রগুলোকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে।

সে প্রফেসরের কাছে গিয়ে পালস দেখল, নেই। তবে গা এখনও গরম। খুব বেশিক্ষণ আগে খুন হয়নি। মঙ্ক ডক্টরের হাতের ভাঙা আঙুলগুলো লক্ষ্য করল। সম্ভবত তথ্যের জন্য তাকে টর্চার করা হয়েছে।

ছুরির এক আঘাতে দক্ষতার সাথে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। দ্রুততার সাথে মৃত্যু দেখে মনে হচ্ছে, মেলয় মুখ খুলেছিল।

মঙ্ক নাক কুঁচকাল। পোড়া গন্ধটা লাশের পাশ থেকে বেশি আসছিল। পোড়া মাংসের গন্ধ চিনতে ভুল হয়নি তার। আংগুল দিয়ে সে আস্তে করে লোকটার থুতনি ধরে মাথা উঁচু করল। মাথাটা পিছনের দিকে হেলে পড়তেই চামড়া পোড়া গন্ধের উৎস খুঁজে পেল সে। তার কপালের মাঝ বরাবর এখনও কাঁচা রয়ে গেছে দাগটা, মাংস ভেদ করে হাড্ডিতে গিয়ে ঠেকেছে।

একটা বৃত্ত আর একটা ক্রস।

মোবাইলের রিংটোনের শব্দে দরজার দিকে ঘুরে তাকাল সে। ক্রাইম সিনকে অবিকৃত রাখতে হলে ফিরে গেল মঙ্ক।

আন্দ্রেয়া তার ফোনে কথা বলছিল। তার নাকের জল-চোখের জল মিশে একাকার। ওপাশের কথা শুনতে-শুনতে ফোঁপাচ্ছিল সে। 'কী?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে। 'না! কেন?'

দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে বসে পড়ল সে। হাত থেকে ফোনটা ছুটে গেল। মঙ্ক তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'কী হয়েছে?'

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'কেউ...' ফোনের দিকে ইশারা করল সে। 'আমার প্রতিবেশী ফোন করেছিল। সে আমার কুকুরদের ডাকতে শুনে, দেখে কেউ একজন আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে গিয়ে দেখতে পায় দরজা খোলা। ওরা... ওরা আমার কুকুরগুলোকে মেরে ফেলেছে।' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। 'কেন আমি সরাসরি বাড়ি ফিরলাম না?'

মঙ্ক ক্রিডের দিকে তাকাল। ক্রিডের ভ্রু কুঁচকে ছিল, ঘটনা কী বুঝতে পারছিল না সে। মঙ্ক ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। সে মহিলাকে দাঁড় করালো। 'আপনার প্রতিবেশী কতক্ষণ আগে অনুপ্রবেশকারীকে দেখেছে?'

মাথা নাড়ল সে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। 'আমি...আমি জানি না। সে তো বলেনি। পুলিশকে ফোন দিয়েছে সে।

মঙ্ক ডঃ মেলয়ের লাশের দিকে তাকাল আবার। প্রফেসর মুখ খুলেছেন। নাম-ধাম বলে দিয়েছেন। সম্ভবত তার সহকারীরটা সহ। ডঃ মেলয় ভেবেছিলেন আন্দ্রেয়া বাড়ি চলে গেছে। সম্ভবত নির্যাতনকারীকে তার বাসার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন। আর তারাও আন্দ্রেয়ার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে গিয়েছে।

আর ওকে না পেয়ে...

কয়েকটা ফোন কল আর কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

'আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে। এখনি!'

মঙ্ক যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে ইশারা করল। তারা একসাথে হলের ভিতর দিয়ে দ্রুত পাতাল পথের দিকে হাঁটতে থাকল। রাস্তাটা ইউনিভার্সিটির ভিতরের আরেক বিল্ডিং, যেখানে আন্দ্রেয়া কাজ করে সেখানে যায়।

'আপনি বলেছিলেন যে অফিসে বসে আপনার ল্যাব পার্টনারের সাথে কাজ করছিলেন,' মঙ্ক হলো ধরে যেতে যেতে বলল। 'আপনার পার্টনার কি জানত আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

টানেলের মুখে পৌছতেই উত্তরটা পেয়ে গেল সে। বাইরে বৃষ্টি না পরলেও কালো রেইনকোট পরা লম্বা এক লোক প্যাসেজওয়ে থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসল।

তাদের চোখে চোখ পড়ল।

অশুভ অনুভূতি হলো মঙ্কের। সে আন্দ্রেয়াকে পিছনে ঠেলে দিয়ে বন্দুক উঁচালো। একই সময়ে, লোকটাও তার হাত উঁচিয়ে কোটের ভিতর থেকে নাকবোঁচা একটা মেশিনগান বের করল, প্যাসেজওয়ের শেষপ্রান্তে গুলি করল সে। অদ্ভুতদর্শন অস্ত্রটা কেক মিক্সারের থেকে বেশি শব্দ করল না, কিন্তু বন্দুকের রাউন্ড এক মুহূর্ত আগেও যেখানে তারা ছিল সেখানে এসে বিঁধল। পলেস্তারা ও টাইলস খসে পড়ল।

'সিঁড়ি!' মঙ্ক নির্দেশ দিয়ে ঝুলবারান্দার দিকে ইশারা করল।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌছুতেই উপর থেকে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

মঙ্ক সবাইকে থামাল। উপরে তাকিয়ে প্রথমজনের মতো বুট আর কালো আলখেলা পরা এক লোককে নামতে দেখল সে। দ্বিতীয় আততায়ী। পিছিয়ে সে সবাইকে নিয়ে হলওয়ের গোলকধাঁধায় ফিরে গেল।

বের হবার বিকল্প রাস্তা খুঁজতে হবে।

মৃদু আলোয় আলোকিত হলওয়ে ধরে পালানোর সময় বেইজমেন্টের অপর পাশে কোথাও ভারী লোহার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

মঙ্ক আন্দ্রেয়ার দিকে ফিরল।

'সম্ভবত ইমার্জেন্সি এক্সিট থেকে শব্দটা এসেছে,' ভয়ে ফিসফিস করে বলল সে।

ঘটনা বুঝতে পারল মঙ্ক।

তৃতীয় আরেকজন আততায়ী!

৫

১০ অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬ টা ৩২ মিনিট
ওয়াশিংটন ডিসি

'চিহ্নটা ডাটাবেসে থাকা পরিচিত কোনও জঙ্গিগোষ্ঠীর নয়,' বলল পেইন্টার। তার সামনে কনফারেন্স টেবিল, পিছনের দেয়ালে পর্দা। মনিটরে ভাসছিল বৃত্ত ও ক্রসের একটা বড় ছবি।
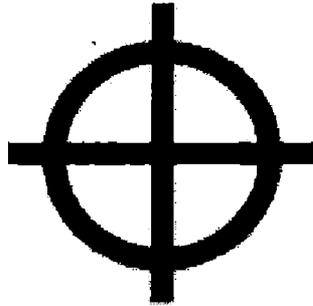
পেইন্টার টেবিলের দিকে ঝুঁকল। বোমা হামলার পর, কনফারেন্স রুমটি সিগমা কমান্ডের নতুন সংযোজন। এতে একটা গোল টেবিল ছিল, প্রতিটা চেয়ারের সামনে একটি করে কম্পিউটার। প্রায় বার জনের স্থান সংকুলান হয় এখানে, কিন্তু এ মুহূর্তে মাত্র তিনজন বসে ছিল এখানে।

ক্যাট বসে আছে পেইন্টারের একদম ডানে। তার আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্সের অভিজ্ঞতা এ কাজে দরকার ছিল। তার ডানদিকে ক্রিপ্টোগ্রাফি বিশেষজ্ঞ অ্যাডাম প্রোস্ট আর টেবিলের অপর পাশে সিগমার নতুন রিক্রুট বায়োইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ জর্জিনা রো। 'প্রথম থেকে শুরু করি,' বলে পেইন্টার কনফারেন্স টেবিলের চারপাশে পায়চারি করতে লাগল। সে রুমটাকে এভাবেই বানিয়েছে যাতে সে নড়তে-চড়তে পারে, জড়ো হওয়া সবাইকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। 'এই সিম্বলের মানে কী? এর সাথে রেড ক্রস ক্যাম্প ধ্বংস ও সিনেটরের ছেলের অঙ্গচ্ছেদের কী সম্পর্ক?'

অ্যাডাম গলা খাঁকারি দিয়ে মনিটরের দিকে ইশারা করল। বয়স চলিশের কোঠায়, পরনে জিনস, পাতলা একটা কালো সোয়েটার আর টুইডের স্পোর্টকোট। 'এই চিহ্নের বিশাল ইতিহাস আছে। মানবজাতির শুরু থেকে এর উৎপত্তি। একে মাঝে মাঝে চার ভাগে বিভক্ত বৃত্ত হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতিভেদে অর্থ অনেকটা

একই। বৃত্তটা পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করে। মাঝের ক্রস চিহ্নটা পৃথিবীকে চার ভাগে ভাগ করে। নেটিভ আমেরিকানদের কাছে, এই চার ভাগের মানে-'

'চার ধরণের বায়ু,' পেইন্টার বলল। তার বাবা এমনটাই শিখিয়েছিলেন তাকে।

'আলবৎ। অন্যান্য সংস্কৃতিতে তা চারটা উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে- মাটি, বায়ু, আকাশ আর অগ্নি। কখনও তাদের এভাবেও দেখানো হয়।' কম্পিউটারে চাপ দিতেই দৃশ্যটা পালটে গেল।
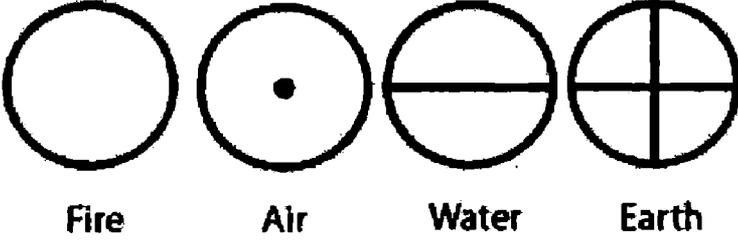
'দেখতে পাচ্ছেন যে, চারভাগে বিভক্ত বৃত্তটা নিজেই পৃথিবীর সিম্বল, যাতে চারটি উপাদান-ই আছে। এই চিহ্নটা পৃথিবীজুড়েই পাওয়া যায়। এর ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক, পাগানদের সময়ের কথা। বেশ কিছু নর্ডিক দেশে এই চিহ্নটা ফলক ও প্রস্তর খন্ডে খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর সাথে প্রায়ই আরেকটা চিহ্ন থাকেঃ পাগান স্পাইরাল। দুটো একটা আরেকটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'

'সম্পর্কিত?' পেইন্টার জানতে চাইল। 'কীভাবে?'

অ্যাডাম হাত উঁচিয়ে এক মুহূর্ত সময় চেয়ে কম্পিউটারে টাইপ করল। পর্দায় নতুন একটা ছবি ভেসে উঠল। 'এই দেখুন একটি পাগান জালিকা। এর বিভিন্ন রকমফের দেখা যায় পুরো উত্তর ইউরোপ জুড়ে।'

পরের ছবিতে স্পাইরালটিকে চারভাগে বিভক্ত বৃত্তের উপর স্থাপন করা হলো।
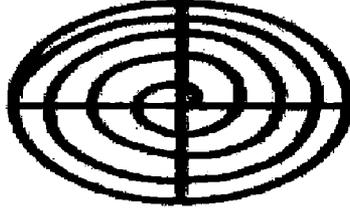
'দেখুন কীভাবে স্পাইরালটি ক্রসের কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পরে বৃত্তটিকে ভরে ফেলে। চারভাগে বিভক্ত বৃত্ত যেখানে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করে, সেখানে স্পাইরালটি বোঝায় জীবন, বিশেষত জন্ম থেকে মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম পর্যন্ত আত্মার যাত্রাকে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাট। 'সবই বুঝলাম। কিন্তু এর সাথে আফ্রিকায় সংঘটিত হওয়া নৃশংসতার সম্পর্কটা কোথায় বুঝতে পারছি না। আমরা কি টপিকের বাইরে চলে যাচ্ছি না?'

'মনে হয় না,' জর্জিনা রো চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। পেশীবহুল নারী তিনি, চুল ছেলেদের মতো করে ছাঁটা। 'আমি ন্যাটোর রিপোর্ট পড়েছি। নিশ্চিত না হলেও প্রাথমিকভাবে আমার ধারণা মালি সরকারের সাথে বিদ্রোহীদের নয় বরং এর পিছনে উদ্দেশ্য মূলতঃ সেখানে ভায়াটাস কর্পোরেশনের ফার্ম ধ্বংস।'

'সহমত,' ক্যাট বলল। 'টুয়ারেগ বিদ্রোহীরা এর আগে কখনও এত বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ দেখায়নি। তাদের আক্রমণের ধরণ ছিল মূলতঃ গেরিলা আক্রমণ। এরকম পাইকারি হারে নিধণ না।'

'আর ওই বেচারা ছেলেটাকে পুড়ে যাওয়া ভুট্টাক্ষেতের মাঝখানে ফেলে রেখে কপালে ছাপ্পড় মেরে দেয়া,' জর্জিনা দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল। 'এটা নিশ্চয়ই কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে, তাদের জেনেটিকালি মডিফাইড খাদ্য দ্রব্য নিয়ে গবেষণার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। যেহেতু আমি বায়োইঞ্জিনিয়ারিং এর লোক, আমি জিএম (জেনেটিকালি মডিফাইড) খাদ্যকে ঘিরে যে বিতর্ক চলছে তা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। প্রকৃতির নিয়মের এমন বিরুদ্ধাচরণের প্রতিবাদে জনমত গড়ে উঠছে। এর পিছনে মূলতঃ ভয়, কুসংস্কার ও সম্যক জ্ঞানের অভাব দায়ী হলেও, এই ক্রমবর্ধমান শিল্পের উপর সরকারের ঢিলেঢালা রক্ষণাবেক্ষণ-ও কম দায়ী নয়। আমি আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব...'

পেইন্টার তাকে থামাল। 'এখনকার জন্য, আমরা এই কেসের সাথে কীভাবে তা সম্পর্কিত সেদিকে আলোকপাত করি।'

'এতো বেশ সহজ। সরকারবিরোধী আন্দোলন আফ্রিকাতে বেশ শক্তিশালী। লাখো মানুষ ক্ষুৎপীড়িত হবার পরও সম্প্রতি জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে খাদ্য সাহায্য নিষেধ করেছে যদি তাতে জিএম খাদ্যদ্রব্য থাকে। মরব, তবু খাব না- এমন নির্বোধের মতো পলিসি নিয়েছে তারা। আর এ উন্মাদনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। রেড ক্রস ক্যাম্প ধ্বংস করাটা আসলে ভায়াটাসের উপর হামলার-ই নামান্তর।' পর্দায় সিম্বলটার দিকে

ইশারা করল সে। 'আর আমার ধারণা অ্যাডাম সিম্বলটার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা সেটাকেই ইঙ্গিত করছে।'

পেইন্টার ঘটনাটা বুঝতে পারল। 'সিম্বল যা পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করে।'

জর্জিনা দৃঢ় স্বরে বলল, 'যে-ই কাজটা করেছে তাদের বিশ্বাস তারা পৃথিবীকে রক্ষা করছে। সম্ভবত আমরা এক নতুন সহিংস ইকোটেরোরিস্ট গ্রুপের মুখোমুখি হয়েছি।'

ক্যাটের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। আমি আমার সোর্সদের সেদিকে নজর দিতে বলে দিব। দেখি এই সন্ত্রাসীরা কারা এবং কোথায় তাদের ভিত্তি।'

পেইন্টার অ্যাডাম প্রোস্টের দিকে ফিরে তাকাল। তার সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার দরুণ আলোর দিশা পাওয়া গেছে। 'আমরা তোমাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি কি কিছু যোগ করতে চাও?'

'আরেকটা জিনিস। চারভাগে বিভক্ত বৃত্ত আর স্পাইরালটার ব্যাপারে। দুটো সিম্বল উত্তর ইউরোপের পাগানদের জন্য প্রচুর গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বিশেষত ড্রুইডদের জন্য। এমনকি, নরডিকদের যখন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় তখন এই চিহ্নগুলো তাদের নতুন ধর্মমতেও জায়গা করে নেয়। ড্রুইড ক্রস পরিণত হয় আজকের সেল্টিক ক্রসে।'

অ্যাডাম নতুন একটা ছবি আনলো স্ক্রিনে। পাগান সিম্বলের উলম্ব লাইনটাকে টেনে পরিণত করা হয়েছে খ্রিস্টান ক্রসে।
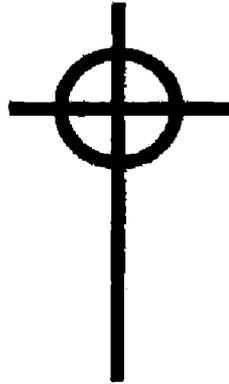
'একইভাবে,' বলতে থাকল অ্যাডাম, 'স্পাইরালটা যিশুখ্রিস্টের, তার জন্ম থেকে মৃত্যু হয়ে পুনর্জন্ম পর্যন্ত যাত্রাকে প্রতিনিধিত্ব করে।'

'এর মাহাত্ম্য কী?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল ক্যাট। জর্জিনার টপিকে ফিরে যেতে উদগ্রীব।

তবে পেইন্টার বুঝতে পারল অ্যাডাম কী বলতে চাচ্ছে। সে জানতে চাইল, 'তার মানে তোমার ধারণা এই ইকোটেররিস্ট গ্রুপ আফ্রিকা বেইজড না?'

মাথা নাড়ল সে। 'চারভাগে বিভক্ত বৃত্তটা খুব কমই আফ্রিকান সংস্কৃতিতে দেখা যায়, ওটা কিন্তু পৃথিবীর বদলে সূর্যের প্রতিনিধিত্ব করে। আমার মনে হয় আমাদের

তদন্তকার্য পরিচালনা করা উচিত উত্তর ইউরোপে। বিশেষত ভায়াটাস কর্পোরেশনের হেডকোয়ার্টার-ও যেহেতু নরওয়ের ওসলোতে।'

হাসল জর্জিনা। 'তাহলে, আমরা একদল ক্ষ্যাপা ড্রুইডের সন্ধানে আছি।'

অ্যাডাম পাল্টা না হেসে কাঁধ ঝাঁকাল। 'ইউরোপজুড়ে নব্য-পাগানদের পুনরুত্থান হচ্ছে। এদের মধ্যে কোনও কোন গ্রুপ বেশ পুরনো। দ্য ড্রুইড সার্কেল অফ দ্য ইউনিভার্সাল বন্ড, দ্য এনশিয়েন্ট অর্ডার অফ দ্য ড্রুইডস- দুটোর অস্তিত্ব পাওয়া যায় সেই ১৭০০ সাল থেকে। অন্য কারো কারো তো আরও লম্বা ইতিহাস আছে। যেভাবেই হোক না কেন, এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এদের কেউ কেউ সহিংসতায় বিশ্বাস ও করপোরেশনবিরোধী। আমার মনে হয় সেখানেই তদন্তের উপর জোর আরোপ করা উচিত। উত্তর ইউরোপে।'

ক্যাট নড করল। তার মাথায় ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা আঁটা শুরু হয়েছে।

পেইন্টার ঘুরে কনফারেন্স রুমের সম্মুখে চলে আসলেন। 'আমার মনে হয় আমাদের শুরুটা ভালই হয়েছে। এখন তোমরা সবাই যদি-'

তার কথার মাঝখানে ফোন বেজে উঠলো। পেইন্টার হাত উঁচিয়ে এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পকেট থেকে ব্যাকবেরি ফোনটা বের করে আইডি চেক করলেন। তার সহকারী ফোন দিয়েছে। খারাপ কিছুর আশঙ্কা পেয়ে বসল তাকে। অতীব জরুরি না হলে, বিরক্ত না করতে বলা হয়েছিল।

'কী ব্যাপার, ব্র্যান্ট?'

'স্যার, অপারেশন্স থেকে ফোন এসেছে। প্রিন্সটন থেকে ৯১১ এ অসংখ্য ফোন কল আসছে। ধারণা করা হচ্ছে কার্ল আইকাহন ল্যাবরেটরিতে বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে।'

পেইন্টারের চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না। ল্যাবের দিকে মঙ্ক কক্কালিস আর জন ক্রিড গিয়েছে। আরও ঘন্টাখানেক আগেই তাদের সেখানে পৌঁছে যাবার কথা। পেইন্টার ইচ্ছাকৃতভাবে মঙ্কের স্ত্রী কেটের দিক থেকে নজর সরিয়ে রাখল। 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ফোন দাও আর স্যাটেলাইট ফিড চালু করো,' ভয়ের থেকে বেশি বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন পেইন্টার। 'আমি এক্ষণি উপরে আসছি।'

ফোনটা রেখে সবার দিকে তাকাল সে। 'ঠিক আছে, তোমরা সবাই কী করতে হবে জানো। কাজ শুরু করো।'

পেইন্টার ঘুরে বাইরের দিকে এগোল।

পিছনে ক্যাটের শ্যেনদৃষ্টি অনুভব করলেন তিনি। ওর সন্দেহ হচ্ছে, কিন্তু বিস্তারিত না জানা পর্যন্ত ক্যাটকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছেন না তিনি।

বিশেষত যেহেতু সে আবার প্রেগন্যান্ট।

সন্ধ্যা ৬ টা ৪৫ মিনিট

মঙ্ক তার পিস্তল সামনে দিকে তাক করে বাকিদের নিয়ে বেজমেন্টে ঘুরছিল। তার বন্দুকে গুলি আছে কেবল দশটা...আর আততায়ী কমপক্ষে তিন। পরিস্থিতি সুবিধার না, ওদের হাতে আবার নাকবোঁচা মেশিন গান আছে। একটা গুলিও নষ্ট করা যাবে না। তার ব্রিফকেসে আরেকটা ম্যাগাজিন ছিল, কিন্তু সেটা মেলয়ের ল্যাবের বাইরেই ফেলে এসেছে।

'এখান থেকে বেরোনোর আর কোনও পথ আছে?' আন্দ্রেয়ার কাছে জানতে চাইল সে।

'না...কিন্তু...' মেয়েটা হলের উপরে-নিচে খুঁজল। জন ক্রিড ওর হাত ধরে রেখেছিল।

'কিন্তু কী?' তাড়া দিল মঙ্ক।

'ল্যাব বিল্ডিংটা এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে প্রয়োজনের রুম ছোট-বড় করা যায়,' দ্রুত বলেই উপরের দিকে ইশারা করল সে। 'প্রতি তলার উপরে বিশাল মেইনটেন্যান্স লেভেল আছে। আর শ্রমিকদের জন্য আছে ক্যাটওয়াক।'

মঙ্ক সিলিঙের দিকে তাকাল। এটা কাজে আসতে পারে। 'কাছাকাছি কোথায় অ্যাক্সেস পয়েন্ট আছে?'

মাথা নাড়ল আন্দ্রেয়া। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। 'আমি জানি না...'

মঙ্ক থেমে তার কৃত্রিম হাত আন্দ্রেয়ার কাঁধে রাখল। 'আন্দ্রেয়া,শান্ত হও, বড় করে শ্বাস নাও-'

মেশিন গান গুলিবর্ষণ করল। হলওয়ের দূরতম প্রান্তে বন্দুক হাতে দেখা গেল একজনকে। মঙ্ক আন্দ্রেয়াকে আড়াল করে অন্ধের মতো হলের দিকে গুলি ছুঁড়ল। কিছু অমূল্য গুলির অপচয় হলো। মুহূর্তের মাঝে গা ঢাকা দিল বন্দুকধারী। মঙ্ক সব থেকে কাছের দরজা দিয়ে মহিলাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, ক্রিডও ঢুকল তাদের পিছন পিছন।

দরজা দিয়ে তারা একটা খুপড়ি এসে উপস্থিত হলো ঘরে ওরা, অপরপাশে আরও দুটো দরজা।

'যাও!' চেঁচিয়ে উঠল মঙ্ক।

পরের রুমটাতে ঢুকল তারা। স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইট জ্বলে উঠতেই দেখতে পেল, স্টিলের খাঁচায় ভরা বিশাল এক জায়গা। পশুপাখির মূত্র আর গায়ের বোটকা গন্ধে আঁতকে উঠে মঙ্ক। আন্দ্রেয়ার বলা বেজমেন্টের লে-আউটের কথা মনে পড়ে যায় তার। ল্যাবের পশুখানা নিশ্চয়ই এটা, এখানেই গবেষণার নিমিত্তে আনা প্রানিদের রাখা হয়। পিছনের কোনও একটা সারি থেকে একটা কুকুর ঘেউ করে উঠল।

বড় খাঁচাগুলোর নিচের সারিতে কতগুলো শুকর ঘোঁতঘোঁত করে নাক দিয়ে বাতাস টানছিল, কয়েকটা আবার চিৎকার করতে করতে ঘুরছে! বয়স কম, ফুটবল সাইজের শুকরগুলো পিগস্কিন শব্দটার মানেই বদলে দিচ্ছে।

মঙ্ক বাকিদের নিচের দিকে বসিয়ে দিল। দরজাটা আটকানোর কোনও উপায় নেই। বন্দুকধারী যে কোনও মুহূর্তে চলে আসতে পারে।

'এখান থেকে বের হবার আর কোনও পথ আছে?' আন্দ্রেয়াকে জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

মাথা নাড়িয়ে রুমের অন্যপাশে ইশারা করল সে। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

মঙ্ক তার পিছনে খট করে একটা শব্দ শুনতে পেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল ক্রিড আসতে আসতে খাঁচার দরজাগুলো খুলে দিচ্ছে। ছোট কালো আর গোলাপি শুকরগুলো হুড়োহুড়ি করে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসছে। চিৎকার করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল তারা।

'কী করছ তুমি-?' মঙ্ক বলল।

'প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছি,' আরও খাঁচা খুলতে খুলতে ক্রিড বলল।

বুঝতে পেরে মাথা দোলালো মঙ্ক। চলার পথে চিৎকার করতে থাকা *জ্যান্ত ফুটবলের* মতো বাঁধা আর নেই। বন্দুকধারীদের গতি শথ হবে নিঃসন্দেহে।

তারা ভিভারিয়ামের শেষ প্রান্তে পৌছুতেই মঙ্ক পিছনের ডাবল দরজা সশব্দে খুলে যেতে শুনল। এক পশলা গুলিবর্ষণ হলো বটে, তবে হুট করেই তা আকস্মিক আর্তচিতকারে থেমে গেল। ধপ করে মাটিতে পড়ল কিছু দেহ।

পিগস্কিনের জয় হোক!

মঙ্ক আন্দ্রেয়াকে আরেক জোড়া দরজা দিয়ে অপর পাশে ঠেলে দিল। বেজমেন্টের আরেক হলওয়েতে ফিরে এসেছে তারা।

'কাছাকাছি মেইন্টেন্যান্সের কোনও অ্যাকসেস পয়েন্ট আছে?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'আমি নিশ্চিতভাবে যেটার কথা জানি, সেটা ডঃ মেলয়ের ল্যাবে।'

মঙ্ক হলওয়ে আর রুমের গোলকধাঁধায় চোখ বুলালো। কূল খুঁজে পাচ্ছে না সে। 'আপনি কি আমাদের সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, এদিক দিয়ে আসুন।'

আন্দ্রেয়া বিহবল ভাবটা কাটিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে। মঙ্ক তার পাশে পাশে চলল, ক্রিড পেছন পেছন। মঙ্ক তাকে উরু চেপে ধরে ল্যাংচাতে দেখল, প্যান্ট ভিজে গেছে রক্তে।

ক্রিড তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলল, 'পথভ্রষ্ট বুলেট। কেবল ছুঁয়ে গেছে। আপনারা ছুটতে থাকুন।'

তাদের হাতে আর কোনও উপায়ও নেই। আরেকটা বাঁক ঘোরার পর মঙ্কের হলওয়েটা চেনা চেনা ঠেকল। পুরো ঘুরে তারা আবার ডঃ মেলয়ের ল্যাবে ফিরে এসেছে। মঙ্ক খোলা দরজার সামনে হলে তার ব্রিফকেসটা পড়ে থাকতে দেখে নিশ্চিত হলো।

পুরোদমে সেদিকে ছুট লাগাল তারা।

হলের অপরপার্শ্বে কালো আলখেলা পরিহিত আরেক বন্দুকধারী উদয় হলো। ল্যাবের উন্মুক্ত দরজা এখনও দশ ইয়ার্ড দূরে।

মঙ্ক আততায়ীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল একটা গুলি। 'যেতে থাক!' আন্দ্রেয়া আর ক্রিডের গতি কমে আসতে চিৎকার করে বলল সে। 'ল্যাবের দিকে যাও!'

মেশিন গান হাতে থাকা ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়াটা পাগলামি। তবে পালানোর আশা কেবল ওই রুমটাতে যেতে পারলেই।

মঙ্ক আরও দু'দফা গুলি ছুঁড়ল। তার গুলি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, তবে গুলি ছোঁড়ায় আততায়ী বেশি একটি সুবিধা করে উঠতে পারছে না। দুর্ভাগ্যবশত, এই গোলাগুলি অন্যদের কান এড়ায়নি। তাদের পিছনের নতুন এক উপদ্রবের আগমন হলো- আরেক বন্দুকধারী। হামলাকারীরা তাদের ক্রসফায়ারে ফেলতে চাইছে!

কিন্তু ততক্ষণে ল্যাবে পৌছে গেছে মঙ্কের ছোট দলটা।

আন্দ্রেয়া আর ক্রিড দ্রুতবেগে ভিতরে ঢুকল। মঙ্ক ঝুঁকে তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক বুলেট এড়াল, চলার পথেই তুলে নিল ব্রিফকেসটা। ও ভেতরে ঢুকেছে কি ঢোকেনি, ক্রিড ধাম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'স্বয়ংক্রিয়ভাবে আটকে যায়,' জড়সড় হয়ে বলল আন্দ্রেয়া। ডঃ মেলয়ের লাশ যে চেয়ারে-বাঁধা ছিল সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে আছে সে।

মঙ্ক পায়ের উপর উঠে দাঁড়াল, তার এক হাতে পিস্তল, আরেক হাতে ট্যানার ক্রোল ব্রিফকেস। 'মেইনটেন্যান্স এক্সেসটা কোনও দিকে?'

আন্দ্রেয়া ঘুরে একটা ল্যাব টেবিলের উপর সিলিঙের দিকে ইশারা করল। বৈদ্যুতিক সতর্কতা সংকেত সম্বলিত একটা চারকোনা প্যানেল দেখা যাচ্ছে।

মঙ্ক ক্রিডের দিকে ঘুরল। 'ওকে উপরে তুলো... দ্রুত।'

'আপনি কী করবেন?'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। আমি তোমাদের পিছনেই আছি। যাও এখন!'

ক্রিড আন্দ্রেয়াকে টেবিলের উপর উঠাতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মঙ্ক। যতটুকু সম্ভব সময় আদায় করতে হবে ওদের পালানোর জন্য। মঙ্ক জানে ওই মহিলাকে নিরাপদ রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ মেলয় তাকে কিছু তো জানিয়েছেন, যেটার জন্য তাকে হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাই হোক না কেন, মঙ্ক তা জানতে চায়।

ক্রিড মেইনটেন্যান্স হ্যাচ খুলে এরই মধ্যে দুই হাত দিয়ে আন্দ্রেয়াকে উপরে ঠেলে দিয়েছে।

চেয়ারে থাকা মৃতদেহের পিছনে আড়াল নিয়ে মঙ্ক তার ব্রিফকেস খুলে মেঝেতে ফেলে রাখল। পুরো সময় দরজার দিকে নজর ছিল তার। দরজা লক থাকুক বা না থাকুক, টিস্যু পেপারের থেকে বেশি সুরক্ষা দিতে ওটা পারবে না। গোলাদের সাথে যে পরিমাণ গোলাবারুদ আছে, তাতে...

মঙ্কের বন্দুকে কেবলমাত্র দুটো গুলি বাকি। ব্রিফকেসে থাকা গুলি ভর্তি ম্যাগাজিনটা দরকার।

স্পেয়ার ম্যাগাজিনের জন্য হাত বাড়াতেই রুমের দরজা বিস্ফোরিত হলো!

মঙ্ক এক মুহূর্তের জন্য কালো আলখেলা দেখতে পেয়েই গুলি ছুঁড়ল, দুবার। গুলি শেষ হবার সাথে সাথেই তার পিস্তলের স্লাইডিং মেকানিজম লক হয়ে গেল।

বন্দুকধারী ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে।

মঙ্ক পুরনো ম্যাগাজিনটা ফেলে দিয়ে নতুনটার জন্য হাত বাড়াল। চোখের কোনা দিয়ে সে দরজার পিছনে একটা হাতকে নড়ে উঠতে দেখল। বেইসবলের সাইজের একটা ধাতব বস্তু উড়ে এসে পড়ল রুমে!

ওহ, হো...

গ্রেনেড।

মঙ্ক পিস্তল আর কার্ট্রিজ দুটোই হাত থেক ফেলে দিলো। এক হাঁটুর উপর ভর করে খোলা ব্রিফকেসের ভিতর গ্রেনেডটাকে ঢুকিয়ে দিল ও। তারপর দাঁড়িয়ে ডালা বন্ধ ব্রিফকেসটা ছুঁড়ে মারল খোলা দরজার দিকে।

ছোঁড়ার সাথে সাথেই ঘুরে ছুট লাগায় সে। টেবিলের উপর উঠে খোলা সিলিং হ্যাচের দিকে লাফ দিল সে। ক্রিড কেবল উপরে উঠেছে।

'যাও!'

অনেক দেরি হয়ে গেছে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চোখ ধাধিয়ে গেল, কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। বিস্ফোরণের ধাক্কায় মেইন্টেন্যান্স হ্যাচের ছাদে বাড়ি খেয়ে ক্রিডের উপর পড়ল সে। হাঁচড়েপাঁচড়ে একে উপরের থেকে সরলো তারা। মঙ্কের চোখের উপর এসে ক্রিডের কনুইয়ের বাড়ি লাগল।

গাল বকে উঠে মঙ্ক অন্যদের এগোতে বলল। ওর মনে হচ্ছে বন্দুকধারীরা তাদের অনুসরণ করতে পারে। প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সম্বলিত নিরাপদ কোনও জায়গায় না পৌছান পর্যন্ত সতর্কতায় ঢিল দিবে না সে।

অর্ধেক কানা,অর্ধেক কালা অবস্থায় হোঁচট খেতে খেতে সামনে এগোল তারা।

আন্দ্রেয়ার কথামতই, মেইনটেন্যান্স স্পেসে শ্রমিকদের কাজে সাহায্য করার জন্য ক্যাটওয়াক ছিল। পথটা ধরে উপরে উঠে আসতে বেশি সময় লাগল না। বিল্ডিং থেকে বাইরে বেরিয়ে এল তারা। পুলিশ ইতোমধ্যেই ঘটনাস্থলে চলে এসেছে। স্কোয়াড কার, সোয়াট ভ্যান আর মিডিয়ার কোলাহল তাদের স্বাগত জানাল।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতেই পুলিশ চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। মঙ্ক কোনও কিছু ব্যাখা করার আগেই একটা হাত তাকে টেনে একপাশে নিয়ে গেল। ব্যাজ দেখিয়ে পাহাড়সম লোকটা বলল, 'হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। ডঃ কক্কালিস, আপনাকে নিরাপদে ওয়াশিংটন পৌছে দেয়ার নির্দেশ পেয়েছি আমরা।'

মঙ্ক বাঁধা দিল না। নির্দেশটা তার বেশ পছন্দ হয়েছে। তবে তাদের নিয়ে যাবার সময় বিল্ডিংটার দিকে অভাগার দৃষ্টিতে তাকাল সে।

ক্যাট ওকে মেরেই ফেলবে।

ব্রিফকেসটা অনেক দামী ছিল যে!

৬
অক্টোবর ১১, ভোর ৬ টা ২৮ মিনিট
ফিউমিচিনো, ইতালি

কোথায় সে?

গ্রে রোমের প্রধান বিমানবন্দরের টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগোল। হর্নের শব্দে কান তালা লেগে যাবার উপক্রম, ট্যুরিস্ট বাসগুলো জটলা পাকিয়ে আছে। এই সাত-সকালেও বিমানবন্দরে গাড়ির চাপ, রাস্তায় ভ্রমণকারীদের আনাগোনা।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে গ্রে তার ফোনটা কানে চেপে ধরে ছিল। তার পথচলা আরও সহজ করে দিয়েছিল সামনের দশাসই বিশালদেহী, যেন কোনও মহিষ বানের পানি কেটে সামনে এগোচ্ছে। গ্রে তার বডিগার্ডের পিছন পিছন ছুটছে। জো কোয়ালস্কি অবশ্য এই ভ্রমণে তেমন একটা আনন্দ পাচ্ছে না। সাবেক এই নাবিক বাণিজ্যিক ফ্লাইটের থেকে সমুদ্রভ্রমণ-ই বেশি পছন্দ করে। গজগজ করতে করতে ট্যাক্সি লাইনের দিকে এগোল সে।

'সিটগুলো এর থেকে বেশি চাপা হওয়া সম্ভব কি?' হাল্ক সদৃশ লোকটা তার ঘাড় ফুটালো, চেহারায় বিবমিষার ছাপ স্পষ্ট। 'আমার হাঁটু তো প্রায় আমার কানে লেগে গিয়েছিল। মনে হয় এয়ারলাইন্সের লোকেরা আমার প্রোস্টেট পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল। আমিও আপত্তি করতাম না যদি বিমানবালা নারী হতো।' কোয়ালস্কি গ্রে'র দিকে ফিরে তাকাল। 'তবে ওই মোচওয়ালা মহিলা কিন্তু হিসাবের বাইরে থাকবে!'

'তোমার স্বেচ্ছায় আসার দরকার ছিল না,' গ্রে ফোনে অপেক্ষা করতে করতে বলল।

'স্বেচ্ছায়?' কোয়ালস্কি ক্যাঁক করে উঠল। 'এ সময়ে আধা বেতনে? আমার পিঠে বন্দুক ধরে পাঠানো হয়েছে। আমার গার্লফ্রেন্ডকে দেখভাল করতে হয়, ভুলে গেলে?'

গ্রে এখনও এই সাবেক নাবিক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকার সম্পর্কের ধরণটা বুঝে উঠতে পারেনি, তবে তার বদৌলতে অন্তত কোয়ালস্কি নিয়মিত গোসল তো করছে! কোয়ালস্কির মাথার চুলগুলোও আজকাল পরিপাটিভাবে ছাঁটা থাকে।

গ্রে হাত নাড়িয়ে তাঁকে সামনে যেতে ইশারা করল। ফোনে সে কমান্ডো ক্যারাবিনিয়েরি টুটেলা ডেল প্যাট্রিমনিও কালাচারালে-র অফিসে সংযোগের অপেক্ষা করছে। ওখানে র‍্যাচেল কাজ করে। ওয়াশিংটন ছাড়ার আগে পরিকল্পনা ছিল আন্তর্জাতিক টার্মিনালের বাইরে সাক্ষাতের, কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সে তার বাসায় আর মোবাইলেও ফোন দিয়েছে, কিন্তু কেউ ধরছে না। জ্যামে আটকে আছে ভেবে গ্রে আরও আধঘন্টা টার্মিনালে অপেক্ষা করেছে।

ওই সময়ে সে সিগমাতে খোঁজ নিয়েছে। ওয়াশিংটনে তখন মধ্যরাত পেরিয়েছে। ডিরেক্টর নিউ জার্সির ভেস্তে যাওয়া অপারেশন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়েছেন। মঙ্ক গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়েছিল। এ সবের পিছনে সম্ভবত কোনও ইকোটেররোরিস্ট গ্রুপ দায়ী, বিস্তারিত যদিও জানা যায়নি এখনও।

সব শুনে, গ্রে ফিরতি ফ্লাইটে চেপে বাড়ি ফিরতে চায়। কিন্তু পেইন্টার জানাল যে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আছে। গুরুত্বপূর্ণ একজনকে নিরাপদ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গ্রেকে তার নিজের কাজ করে যেতে বলা হয়।

শেষপর্যন্ত অপর প্রান্ত থেকে এক নারী দ্রুত ইতালিয়ান ভাষায় কিছু বলল। র‍্যাচেলের সাথে বছরখানেক প্রেম করে গ্রে-ও এই ভাষায় কিছুটা স্বচ্ছন্দ। 'লেফটেন্যান্ট ভেরোনা আজ টিসিপিতে আসেননি। রোস্টার অনুযায়ী আজ তার ছুটি। সম্ভবত অন্য কোনও অফিসার আপনাকে সাহায্য-'

'না, অনেক ধন্যবাদ।'

গ্রে ফোন কেটে পকেটে পুরে রাখল। সে জানত র‍্যাচেল ছুটি নেয়ার পরিকল্পনা করছিল, কিন্তু গ্রে আশা করেছিল আজ সে স্টেশনেই থাকবে। দুশ্চিন্তা ভর করে তার মাথায়। কোথায় আছে র‍্যাচেল?

কোয়ালস্কি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ভিতরে উঠে পড়ল।

গ্রে'র দিকে তাকাল সে। 'ওই হাসপাতালের কী খবর?' বলল সে। 'যেখানে ওর আঙ্কেলের চিকিৎসা চলছে?'

'ঠিক।' মাথা নাড়ল গ্রে। এই কথাটা ওর মাথায় আসা উচিত ছিল। হয়ত তার আঙ্কেলের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এ ধরণের জরুরি অবস্থার কারণে র‍্যাচেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। দুশ্চিন্তায় সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে থাকতে পারে সে।

গ্রে অনুসন্ধানে ফোন করে হসপিটালের অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করল। ভিগরের রুমে ফোন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে ওই একই তলার এক নার্সের সাথে কথা বলতে সমর্থ হয় সে।

'মসিয়ে ভেরোনা নিবিড় পরিচর্যায় আছেন,' মহিলা তাকে জানাল। 'এর বাইরে কোনও কিছু জানতে হলে তার পরিবার অথবা পুলিশের সহায়তা নিন।'

'আমি কেবল জানতে চাচ্ছিলাম যে তার ভাতিজি সেখানে আছেন কিনা। লেফটেন্যান্ট র‍্যাচেল ভেরোনা।'

মহিলার কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে উঠল। 'আহ, তার ভাতিজি র‍্যাচেল। দারুণ মেয়ে। এখানে অনেক সময় কাটিয়েছে সে। কিন্তু সে তো গতরাতে চলে গিয়েছে, আজ সকালে আর আসেনি।'

'যদি সে আসে,তাহলে আপনি কি দয়া করে তাকে জানাবেন যে আমি ফোন করেছিলাম?' বলে গ্রে তার নাম্বার দিল।

ফোনটা পকেটে রেখে সিটে বসে পড়ল সে। ডাউনটাউন রোমের দিকে গাড়ি ছুটছিল দ্রুত। বাইরে তাকিয়ে আছে গ্রে। র‍্যাচেল তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল একটা ছোট ইটালিয়ান সরাইখানায়। গ্রে আগেও সেখানে থেকেছে।

সে ভেবে পাচ্ছিল না কেন র‍্যাচেল আসেনি। কোথায় ও? চিন্তা ধীরে ধীরে শঙ্কায় পরিণত হলো। ট্যাক্সিটা আরেকটু জোরে ছুটতে পারে না!

হোটেলে তার জন্য কোনও মেসেজ আছে কিনা দেখে সে সোজা তার অ্যাপার্টমেন্টে যেতে পারে। হোটেল থেকে কেবল কয়েক বক দূরেই ওর বাসা।

তবুও, তাতে বেশ সময় লেগে যাবে।

হয়তো একটু বেশিই...

প্রতি মাইল পেরোনোর সাথে সাথে তার হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে যাচ্ছে, বাম হাত শক্তভাবে চেপে বসছে হাঁটুর উপর। পুরনো আমলের একটা সিটি গেট পেরিয়ে সেন্ট্রাল রোমের দিকে এগোনর সাথে সাথে রাস্তাগুলো ক্রমশ সরু হয়ে আসতে থাকে।

পথচারীরা রাস্তা ছেড়ে দিতে থাকে; একটা বাইসাইকেল দুটো গাড়ির মাঝ দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে যায়।

শেষপর্যন্ত ট্যাক্সিটা একটা গলিতে ঢুকে ছোট্ট সরাইখানাটার সামনে এসে থামে। গ্রে লাফিয়ে তার ব্যাগ নিয়ে নামে আর কোয়ালস্কিকে ভাড়া মেটাতে বলে।

বাইরে থেকে দেখে হোটেলটাকে বৈশিষ্ট্যহীন মনে হয়। দেয়ালে ঝুলান গ্রে'র হাতের তালুর সমান এক পিতলের ফলকে লেখা 'কাসা ডি কার্টিনা।' অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনটি ভবনকে জুড়ে দিয়ে হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। আধপাক সিঁড়ি পার হয়ে নিচে ছোট্ট লবিতে পৌঁছাতে হয়।

গ্রে নিচে নামল। ভিতরে ঢুকেই হোটেলের নামকরণের কারণ অনুধাবন করতে পারল গ্রে। রুমের চারপাশের দেয়াল জুড়ে প্রাচীন মানচিত্র আর তা অঙ্কনের সামগ্রীর ছড়াছড়ি। এখানকার মালিকেরা পর্যটক ও নাবিক, তাদের ইতিহাস-ও বেশ পুরনো, ক্রিস্টোফার কলম্বাসের-ও আগের।

ওয়েস্টকোট পরিহিত এক প্রবীণ ব্যক্তি কাঠের ফ্রন্ট ডেস্কের পিছন থেকে তাদের অভিবাদন জানালেন। তার চেহারায় উষ্ণ হাসি ফুটে উঠল। 'অনেকদিন হয়ে গেছে, সিনর পিয়ার্স,' ব্যবস্থাপক গ্রে-কে চিনতে পেরে ইংরেজিতে বললেন।

'আসলেই, ফ্র্যাঙ্কো।'

গ্রে কোয়ালস্কি আসা পর্যন্ত তার সাথে কুশল বিনিময় করল। বিশালদেহী কোয়ালস্কি চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছিল। নেভীর লোক হওয়ায় সাজসজ্জা তার বেশ মনঃপুত হলো।

'ফ্র্যাঙ্কো, তুমি কি র‍্যাচেলের কোনও খবর জানো?' গ্রে তার গলায় উদ্বেগ না ফুটানোর চেষ্টা করল। 'আমি তার কাছ থেকে একটা বার্তা আশা করছিলাম।'

লোকটার চেহারায় দ্বিধা ফুটে উঠল। 'বার্তা?'

গ্রে তার বুকে চাপ অনুভব করল। নিশ্চিতভাবে কোনও বার্তা আসেনি। হয়ত সে তার-

'সিনর পিয়ার্স, সিনোরিনা ভেরোনা আপনাকে মেসেজ পাঠাবেন কেন? তিনি তো আপনার অপেক্ষায় আপনার রুমে আছেন।'

গ্রে'র শরীরজুড়ে স্বস্তির শীতল আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। 'উপরে?'

ফ্র্যাঙ্কো তার ডেস্কের পিছনের কুঠুরি থেকে একটা চাবি নিয়ে গ্রে'র হাতে দিল। 'পঞ্চম তলায়। আমি আপনাকে দারুণ ব্যালকনিওয়ালা রুম দিয়েছি। কলিসিয়ামের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় সেখান থেকে।'

মাথা দুলিয়ে চাবিটা নিল গ্রে। 'ধন্যবাদ।'

'আমি কি আপনাদের ব্যাগ উপরে উঠানোর জন্য কাউকে পাঠাব?'

কোয়ালস্কি মেঝে থেকে গ্রে'র ডাফল ব্যাগটা তুলে নিল। 'আমি নিতে পারব।' সে গ্রে'র পশ্চাদদেশ ব্যাগ দিয়ে বাড়ি দিয়ে এগোতে বলল।

গ্রে ফ্র্যাঙ্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। সিঁড়িটা সরু, প্যাঁচানো। সিঁড়ি না বলে মই বলাই ভাল। একজন একজন করে উপরে উঠতে হবে। কোয়ালস্কি সন্দিহান দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকাল।

'লিফট কোথায়?'

'লিফট নেই।' গ্রে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

কোয়ালস্কি পেছন পেছন উঠতে উঠতে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে মজা করছ!' ব্যাগগুলো ও নিজেকে নিয়ে উপরে উঠতে বেশ সংগ্রাম করতে হলো তাকে। দুই তলা উঠার পরে তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল। মুখ দিয়ে অবিরাম গালাগালির তুবড়ি ছোটাল সে।

পঞ্চম তলায় পৌঁছে গ্রে দেয়ালের সাইনগুলো অনুসরণ করল তার রুম খুঁজে বের করতে। লেআউটে গোলকধাঁধার মতো শাণিত বাঁক আর কানাগলি আছে।

শেষপর্যন্ত সে সঠিক দরজায় পৌঁছে। যদিও রুমটা তার, তবুও দরজা খোলার আগে নক করল সে। সে র‍্যাচেলকে দেখার জন্য তার আগ্রহের আতিশয্যে নিজেই বিস্মিত হলো। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল সে। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে... সম্ভবত একটু বেশিই দীর্ঘ।

'র‍্যাচেল? আমি গ্রে।'

বিছানায় বসে ছিল সে, জানালার পাশে সকালের সূর্যালোকে স্নাত। গ্রে দ্রুত রুমে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সে। 'ফোন করনি কেন?' জানতে চাইল গ্রে।

সে কিছু বলার আগেই, আরেক নারী জবাব দিল। 'কারণ আমি তাকে মানা করেছি।'

তখন গ্রে লক্ষ্য করল যে র‍্যাচেলের হাত হাতকড়া দিয়ে বিছানার মাথার সাথে বাঁধা। ঘুরে তাকাল গ্রে।

বাথরুম থেকে রোব পরিহিত একহারা গড়নের একটা অবয়ব বেরিয়ে এল। তার কালো চুল ভেজা, সদ্য আঁচড়ে কাঁধের উপর ছড়িয়ে রাখা। জেড পাথরের ন্যায় শীতল বাদামী চোখ দুটো একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বাথরুমের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ানো তার পা দুটো উরু পর্যন্ত উন্মুক্ত।

অপর হাতে তার দিকে পিস্তল তাক করল সে।
'সেইচান...'

রাত ১ টা ১৫ মিনিট
ওয়াশিংটন ডিসি

'তার থেকে আর কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না,' মঙ্ক ডেস্কের অপর পাশের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল পেইন্টারকে। 'সে ক্লান্ত, এখনও ঘোরের মধ্যে আছে।'

পেইন্টার মঙ্কের দিকে তাকালেন। ওকেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল। 'জেনেটিক ডাটা পরীক্ষা করে দেখা শেষ হয়েছে ক্রিডের?'

'ঘন্টাকয়েক আগেই। তবুও সে পরিসংখ্যানবিদকে দেখিয়ে নিশ্চিত হতে চায়। তবে এ মুহূর্তে তা আন্দ্রেয়া সন্ডারিচের বলা কাহিনিকেই সমর্থন করছে। অন্তত যতটুকু আমরা যাচাই করতে পেরেছি।'

পেইন্টার স্ট্যাটাস রিপোর্ট সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। ডঃ মেলয়ের সহকারী তার সাথে প্রফেসরের মৃত্যুর এক ঘন্টা আগের কথোপকথন বর্ণনা করেছে। জেসন গরম্যানের তার পিতাকে মেইল করা এক গাদা ডাটা বিন্যস্ত করছিলেন প্রফেসর। আফ্রিকায় চাষ করা ভুট্টার জেনেটিক ম্যাপ তুলে ধরেছে তা। রেডিওঅ্যাক্টিভ মার্কারের দ্বারা ফরেন জিনটাকে দেখানো হয়েছে।

দুটো ক্রোমোজোম।

'আর আসল ফাইলটা কোথায়?' পেইন্টার জানতে চাইল। 'যেটা জেসন গরম্যান প্রফেসরকে দুমাস আগে পাঠিয়েছিল? ওটাতে প্রথমে বপন করা বীজগুলোর জেনেটিক ডাটা ছিল।'

মঙ্ক তার টাক মাথায় হাত বুলাল। 'প্রিন্সটনের প্রযুক্তিবিদরা সে তথ্য উদ্ধারে কাজ করছে। প্রতিটি সার্ভার চেক করেছে তারা। প্রফেসর সম্ভবত ফাইলটা কেবল তার কম্পিউটারেই রেখেছিলেন যেটা আততায়ীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেইসাথে সব প্রমাণ মিটে গেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেইন্টার। কানাগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে তারা। বন্দুকধারীরাও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আততায়ীরা কোনভাবে বিস্ফোরণ এড়িয়ে ল্যাবরেটরির কর্ডন পেরিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'যদিও আমাদের হাতে শক্ত প্রমাণ নেই, তবে আন্দ্রেয়ার কাহিনি আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে,' বলে চলল মঙ্ক। 'তার মতে, প্রফেসর আসল বীজে কেবল একটা ফরেন ক্রোমোজোম পেয়েছিলেন। ফাইল দুটো দেখে তার বিশ্বাস যে ওই শস্যের জেনেটিক মডিফিকেশন অস্থিতিশীল।'

'তবে প্রথম ফাইলটা ছাড়া আমরা তা প্রমাণ করতে পারব না।' বলল পেইন্টার।

'তথাপি, এ কারণেই সম্ভবত প্রফেসরকে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। আততায়ীদের উপর নিশ্চয়ই প্রথম ফাইলের সব প্রমাণ ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ ছিল... সেই সাথে এ ব্যাপারে যারা জানে তাদেরও। আর এ কাজে তারা প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল।'

পেইন্টার ভ্রূ কুঁচকাল। 'মিস সন্ডারিচের মুখের কথা ছাড়া আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। আর তার মতে, প্রফেসর নিজেও অস্থিতিশীলতা নিয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন না। স্যাম্পল দুটো ভিন্ন জেনেটিক হাইব্রিডের হতে পারে। তাদের মধ্যে হয়ত কোনও সম্পর্কই নেই।'

'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তাহলে?'

'এখন সময় সব সমস্যার মূলে অনুসন্ধান করার।'

মঙ্ক পেইন্টারের ডেস্কের উপর ফাইলে প্রিন্ট করা বীজাকৃতির লোগোটার দিকে তাকাল। 'ভায়াটাস।'

'সবই নরওয়েজিয়ান কর্পোরেশনের দিকে নির্দেশ করছে। তুমি ওই ছেলে আর প্রফেসরের গায়ে পুড়িয়ে বসানো চিহ্নটার ব্যাপারে ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট নিশ্চয়ই পড়েছ?'

মঙ্কের চেহারা বিতৃষ্ণায় কঠিন হয়ে উঠল। 'ওই চারভাগে বিভক্ত বৃত্ত...আর পাগান ক্রস।'

'প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটা কোনও ইকোটেররিস্ট গ্রুপের কাজ। হতেও পারে। কতিপয় উন্মাদের হয়ত ভায়াটাসের সাথে ব্যক্তিগত বোঝপড়া আছে। আর প্রথম ফাইলটাতেই এ সব সম্বন্ধে তথ্য ছিল।' পেইন্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আড়মোড়া ভাঙলেন। 'যাই হোক না কেন, আমাদের এ মুহূর্তেই উচিত ভায়াটাস ইন্টারন্যাশনালের সিইও আইভার কার্লসেনের সাথে কথা বলা।'

'সে যদি কথা বলতে না চায়?'

'দুই মহাদেশ দুটো খুন- কথা বলাই উচিত তার। পত্রিকায় খারাপ রিপোর্ট আয়ের রিপোর্টের থেকেও দ্রুত শেয়ার বাজারে ধ্বস নামায়।'

'আপনি কখন চান-'

দরজায় নকের শব্দে মঙ্ক থেমে গেল। তারা ঘুরতেই দরজা খুলে গেল। ক্যাট দ্রুতবেগে রুমে ঢুকে ডেস্কের কাছে চলে আসল। মঙ্ক হাত বাড়াল কিন্তু তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হলো!

পেইন্টার সোজা হয়ে বসল। অবস্থা সুবিধের ঠেকছে না।

ক্যাটের চোখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট, তার গাল রক্তবর্ণ হয়ে আছে যেন সে পুরোটা পথ দৌড়ে এসেছে। 'ঝামেলা!'

'কী?' জানতে চাইল পেইন্টার।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।' মেয়েটার কণ্ঠস্বর হতাশায় তিক্ত হয়ে গেল। 'ইন্টারপোলের তদন্ত আর আমাদেরটা আটলান্টিকের কোথাও মিলে জগাখিচুড়ি

পাকিয়েছে। কেউই বুঝতে পারেনি যে আমরা দুটো আলাদা ঘটনার কথা বলছি। গর্দভ। কুকুর যেন নিজের লেজের পিছনেই ছুটছে।'

'কী?' পেইন্টার আবার জানতে চাইল।

মঙ্ক তার স্ত্রীর হাত ধরে বলল, 'আস্তে আস্তে, হানি। শ্বাস নাও।'

এতে রাগ আরও বেড়ে গেলেও, হাতটা ধরে থাকল সে। 'আরেকটা খুন। ক্রস আর বৃত্তের ছাপওয়ালা আরেকটা লাশ।'

'কোথায়?'

'রোমে,' বলল ক্যাট। 'ভ্যাটিকানে।'

তার আর কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল না।

সকাল ৭ টা ৩০ মিনিট
রোম, ইতালী

'সবাই শান্ত থাকি,' পিস্তলটা শক্ত করে ধরে রেখে বলল সেইচান।

গ্রে পিছনে কোয়ালস্কি ব্যাগ দুটো ফেলে হাত উপরে উঠাল। তার কণ্ঠে তিক্ততা। 'তোমার সাথে ভ্রমণ ঘৃণা করি আমি গ্রে। সত্যিই ঘৃণা করি।'

গ্রে তাকে অগ্রাহ্য করে গিল্ডের সাবেক আততায়ীর মুখোমুখি হলো...

কে জানে, আসলেই মেয়েটা সাবেক কিনা!

'সেইচান, কী করছ তুমি?'

তার কথায় আসলে একাধিক প্রশ্ন ছিল। রোমে কী করছে সে? র‍্যাচেলকে কেন আটকে রেখেছে? তার দিকে বন্দুক তাক করে আছে কেন? আর কিভাবেই বা সে এখানে আসলো?

তার ইমপ্ল্যান্ট থেকে প্রাপ্ত স্যাটেলাইট ফিড মোতাবেক সে ভেনিসে ছিল। সে সেখান থেকে অন্য কোনদিকে গেলে পেইন্টার গ্রে কে জানাত।

সেইচান তার প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে জানতে চাইল, 'তোমাদের সাথে অস্ত্র আছে?'

'না।'

সেইচান গ্রে'র দিকে তাকিয়ে তার কথা সত্য কিনা বোঝার চেষ্টা করল। কথাটা সত্য ছিল। তারা বাণিজ্যিক এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করেছে। অস্ত্র সংগ্রহের সময় পায়নি তারা।

সেইচান শেষপর্যন্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তল পকেটে পুরে ঘরে ঢুকল। তার চালচলনে ছিল সিংহীর ক্ষিপ্রতা। গ্রে'র কোনও সন্দেহই নেই যে সে তার পিস্তল চোখের পলকে আবার বের করে ফেলতে পারবে।

'তাহলে আমরা বন্ধুর মতো আলাপ আলোচনা করতে পারব,' বলে গ্রে'র দিকে ছোট্ট একটা চাবি ছুঁড়ে দিল সে। চাবিটা র‍্যাচেলের হাতকড়ার।

সে চাবিটা লুফে নিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে ঝুঁকে হাতকড়া খুলে দিল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' হাতকড়া খুলতে খুলতে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সে। গালে গাল ঠেকে আছে তাদের। র‍্যাচেলের ঘাড়ের সুবাসটা অনেক পরিচিত তার, পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল তার, কিন্তু সেসব দিন গত হয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে সে খেয়াল করল র‍্যাচেলের চুল লম্বায় কাঁধ ছাড়িয়েছে। শুকিয়েছেও কিছুটা সে, তার গালের হাড়গুলো আরও দৃশ্যমান হয়েছে। যুবতী অড্রে হেপবার্নের সাথে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মুক্ত হয়ে কবজি ডললো র‍্যাচেল। তার কণ্ঠস্বর ক্রোধে কঠিন আর লজ্জায় কর্কশ। 'আমি ভাল আছি। অবশ্য, মেয়েটা কী বলতে চায় তা তোমার শোনা উচিত।' গলার আওয়াজ নিচু করে বলল ও, 'তবে সাবধান থেকো। ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে সে।'

গ্রে সেইচানের দিকে ঘুরে তাকাল। সেইচান জানালার দিকে এগিয়ে গেল, তার দৃষ্টি বাইরে রোমের বাসাবাড়ির ছাদগুলোর দিকে নিবদ্ধ। দিগন্তে কলিসিয়ামের আবছায়া দেখা যাচ্ছে।

'কোথা থেকে শুরু করতে চাও, পিয়ার্স?' তার দিকে না তাকিয়েই বলল সেইচান। 'আমাকে রোমে আশা করছিলে না তাই না?' একটা হাত সে তার বামদিকে নিচে রাখল। অভ্যাসবশত না, ইচ্ছাকৃতভাবেই। ট্র্যাকারটা গত বছর পেটের সার্জারী করার সময় বসানো হয়েছিল। ঠিক সে জায়গাটাতেই।

গ্রে যা আশঙ্কা করছিল তাই নিশ্চিত করল সে। 'ব্যাংকক থেকে কীভাবে আমি এত সহজে পালাতে পেরেছিলাম তা আমার মনে তা আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। আমাকে ধরার জন্য তেমন কোনও চেষ্টা না করায় আমি নিশ্চিত হয়ে যাই কোথাও একটা ঘাপলা আছে।' ঘুরে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে ভ্রু উঁচালো সে। 'একজন গিল্ড এজেন্ট বন্দীদশা থেকে পালিয়েছে, কিন্তু তাকে ধরার জন্য তেমন কোনও খোঁজখবর করা হচ্ছে না। ভাবা যায়?'

'ইমপ্যান্টটা খুঁজে পেয়েছ তুমি।'

'কৃতিত্বটা আসলে তোমার। খুঁজে পাওয়াটা কঠিন ছিল। এমনকি সেইন্ট পিটার্সবার্গে করা ফুল বডি এমআরআই-ও তা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। পাঁচ মাস আগে, একজন চিকিৎসক আমার অনুসন্ধানমূলক সার্জারী করেন, যেখানে তোমরা আমার উপর ছুরিকাঁচি চালিয়েছিলে সেখান থেকে।'

পেইন্টারের পরিকল্পনার দুর্বল দিক ছিল এটা। তারা তাদের টার্গেটের বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করে দেখেছে।

'সার্জারীটা প্রায় তিন ঘন্টা সময় নেয়,' বলতে থাকল সে। তার কণ্ঠস্বর আরও চড়া হচ্ছে। 'পুরো সময়টা আমি আয়নায় সার্জারী দেখেছি। ইমপ্যান্টটা ওরা খুঁজে পায় আমার শুকনো ক্ষততে- যে ক্ষতটা আমি তোমার জীবন বাঁচাতে গিয়ে পেয়েছিলাম পিয়ার্স।'

তার চেহারায় রাগ ফুটে উঠলেও, তার দু'চোখে দুঃখের ছটা গ্রে'র নজর এড়াল না। 'তুমি ট্র্যাকারটা শরীর থেকে সরিয়ে ফেলেছ তাহলে।' সার্ভেইলেন্স মনিটরে গ্রে তার গতিবিধির কথা স্মরণ করল। 'কিন্তু সেটা তোমার সাথেই রেখেছ।'

'জিনিসটা বেশ কার্যকর কিনা! এর ফলে আমি সবার চোখের সামনেই লুকিয়ে ছিলাম। ট্র্যাকারটা কোথাও রেখে, ইচ্ছামত যেকোন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম।'

'যেমনটা ভেনিসে করেছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'সেই শহরে যেখানে তোমার হাতে নিহত কিউরেটর বাস করত, যেখানে তার পরিবার এখনও বাস করে।'

সেইচান আলতো করে মাথা ঝাঁকিয়ে অন্য দিকে তাকাল। তার চেহারায় আবেগের ছটার পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে গ্রে বেশ বিপাকেই পড়ে গেল।

'মেয়েটার একটা বিড়াল ছিল,' শান্তস্বরে বলল সেইচান। 'বাদামী ডোরাকাটা গলায় কলার বসানো বিড়াল।'

গ্রে জানত মেয়েটা নিশ্চয়ই কিউরেটরের মেয়ে না হয়ে পারে না। তাই সেইচান পরিবারটার খোঁজ নিতে যায়, তাদের প্রাত্যহিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে, একজন পিতা, একজন স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়া এক পরিবার। সম্ভবত সে ট্র্যাকারটা ওই বিড়ালটার কলারে পরিয়ে দিয়েছে। বেশ চতুর চাল। আশেপাশের রাস্তাঘাট আর ছাদে বিড়ালটার ঘুরে বেড়ানোর কারণে ট্র্যাকারটা সচল ছিল। এ কারণেই এজেন্টরা মর্ত্যে তার টিকির নাগাল পাচ্ছিল না। হাউন্ডগুলো মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছিল, আসল বিড়াল তো কবেই পগারপার।

গ্রে আরও কিছু প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। একটা প্রশ্ন তো খুবই দরকারি, তাদের সেই কথোপকথন যা শেষ হয়নি। 'তোমার সেই দাবীর কী হলো যে তুমি ডাবল-'

সেইচান ধারালো দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তার চেহারার অভিব্যক্তি একই ছিল, কিন্তু চোখে কাঠিন্য, যেন সাবধান করছিল তাকে পিছু হটতে। গ্রে জানতে চাইছিল যে সে আসলেই গিল্ডে ওয়েস্টার্ন ফোর্সেস-এর ডাবল এজেন্ট ছিল কিনা, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সেইচান এ ব্যাপারে সবার সামনে কথা বলতে আগ্রহী নয়। অথবা গ্রে হয়ত তাকে বুঝতে ভুল করেছে। সম্ভবত তার চোখের তিক্ততা আসলে গ্রে'র ছেলেমানুষিকে ব্যঙ্গ করছে। ব্যাংককে সেইচানের বলা শেষ কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার।

বিশ্বাস কর আমায় গ্রে, একটু হলেও!

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, গ্রে প্রশ্ন করা থেকে ক্ষান্ত দিল।

আপাতত।

'তাহলে তুমি রোমে কী করছ? এভাবে দেখা করার কারণ কী?' গ্রে র‍্যাচেলকে দেখিয়ে জানতে চাইল।

'কারণ আমার দর কষাকষির জন্য কাউকে দরকার।'

'আমার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য?' গ্রে র‍্যাচেলের দিকে তাকাল।

'না। গিল্ডের হাতে কিছু তুলে দেয়ার জন্য। কম্বোডিয়ার ওই ঘটনার পর আমার বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ বেড়ে গিয়েছে। যতদূর বলতে পারি, সাম্প্রতিক সময়ে সেইন্ট পিটার্সে বোমা হামলার ঘটনায় ছোঁক ছোঁক করছে গিল্ড। কিছু একটা ওদের মনোযোগ কেড়েছে। তারপর আমি জানতে পারি মসিয়ে ভেরোনা এর সাথে সম্পৃক্ত-'

'ঘটনা?' ফেটে পড়ল র‍্যাচেল। 'তিনি কোমায় আছেন।'

সেইচান অগ্রাহ্য করল তাকে। 'তাই আমি এখানে এসেছি। মনে হয় এই ঘটনার ফায়দা নিতে পারব আমি। যদি এই বোমা হামলার গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য হাসিল করতে পারি, তাহলে সহজেই গিল্ড কর্তাদের পূর্ণ আস্থা নিয়ে আবারও দলে ঢুকতে পারব।'

গ্রে সেইচানকে বুঝার চেষ্টা করল। তার শব্দচয়ন যথার্থ না হলেও দুই বছর আগে করা তার দাবির সাথে সামঞ্জস্য আছে। সম্ভবত তাকে গিল্ডে পাঠানো হয়েছিল এর নেতাদের সমূলে উৎখাতের জন্য। এই ছায়া সংগঠনে উপরে ওঠার একমাত্র উপায় কাজ দেখানোর মাধ্যমে।

'আমি র‍্যাচেলকে জিজ্ঞাসবাদ করব ভাবছিলাম,' ব্যাখ্যা করল সে। 'কিন্তু যখন আমি এখানে পৌঁছাই, তখন কেউ একজন তার অ্যাপার্টমেন্ট তছনছ করছিল।'

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে ঘুরতেই সম্মতিতে মাথা ঝাঁকাল সে। কিন্তু তার চোখে রাগের ছাপ।

'গিল্ডের ধারণা আততায়ীরা নিহত যাজকের কাছে থাকা কোনও কিছুর সন্ধানে ছিল যা পাবার জন্য তারা মরিয়া। ঘাতকরা লোকটার দেহ তলাশী করে, কিন্তু বিস্ফোরণের কারণে তাদের হাতে সময় কম ছিল। মসিয়ের দেহ তলাশী করতে পারেনি।'

'তাই তারা ভেবে বসে ভিগরের কাছে নিশ্চয়ই তা আছে,' বুঝতে পেরে র‍্যাচেলের দিকে ঘুরল গ্রে। 'আর তার ভাতিজি হাসপাতাল থেকে জিনিসপত্র বুঝে নেয়ার পর সেগুলো হয়ত এখন তার কাছেই আছে।'

সেইচান নড করল। 'সেটা খোঁজার জন্যই এসেছিল তারা।'

ভয়ে পেটের চামড়া শক্ত হয়ে গেল তার। র‍্যাচেলকে খুঁজে পেলে নির্মমভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে মেরে ফেলত তাকে। আর তার বাসায় কিছু খুঁজে না পেয়ে এখন তারা সম্ভবত তার শিকারে নেমেছে। সম্ভাব্য সব জায়গায় নজরদারি করছেঃ তার বাসা, কর্মস্থল এমনকি হাসপাতালে।

র‍্যাচেলকে রক্ষা করার কেবল একটা উপায় আছে। 'আমাদের জানতে হবে ওরা কী খুঁজে বেড়াচ্ছে,' গ্রে উপসংহারে আসলো।

র‍্যাচেল আর সেইচান দৃষ্টি বিনিময় করল। 'আমার কাছে আছে সেটা,' র‍্যাচেল বলল।

গ্রে তার বিস্ময় লুকাতে পারল না। 'কিন্তু এর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই নেই,' বলল সেইচান। 'দেখাও ওকে।'

র‍্যাচেল তার জ্যাকেটের পকেট থেকে সাইজে কয়েন পার্সের চেয়ে ছোট একটা চামড়ার থলে বের করল।সে তার আবিষ্কার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল, কীভাবে সে সেইন্ট

পিটার্স ব্যাসিলিকায় জিনিসটাকে পেয়েছে ব্রোঞ্জের কংকালের আঙ্গুলে ঝুলে থাকা অবস্থায়।

'ভিগর আংকেল আমাকে এর সন্ধান দেখিয়েছেন,' বলে থলেটা বাড়িয়ে দিল সে। 'কিন্তু সেইচান আর আমি এর বাইরে কিছু জানতে পারিনি। বিশেষত ভিতরে কী আছে সে ব্যাপারে।'

সেইচান আর আমি...?

তাদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল যে তারা একে অপরের সঙ্গী, কিডন্যাপার আর ভিক্টিম না। গ্রে বাথরুমের দিকে তাকাল। র‍্যাচেল যখন কথা বলছিল তখন সেইচান তোয়ালে মাটিতে ফেলে দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছে। সে তাকে কাপড় পড়তে শুনল, সে নিশ্চিত যে সেইচান-ও তাদের কথায় কান পেতে রেখেছে। দরজার দিকে এগোলেই তেড়ে আসবে সে।

'তুমি কি আসলেই ঠিক আছ?' গ্রে র‍্যাচেলের কাছে ফিসফিস করে জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল সে। 'সে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে কেবল গোসল করতে গিয়েছিল। আমাকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি।'

সেই মুহূর্তে গ্রে সেইচানের সতর্কতাকে সাধুবাদ জানাল। র‍্যাচেল তার মতই ঠাণ্ডা মাথার। সুযোগ পেলে র‍্যাচেলও মুক্ত হবার চেষ্টা করত। যার পরিণাম ভাল হত না। আততায়ীরা ওর নাগাল পেয়ে গেলে, তাদের ব্যবহার খুব একটা ভদ্র হত না।

সেইচান দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকায় কোয়ালস্কি কাছে আসল। ব্যাগটা দেখিয়ে বলল সে, 'ওতে কী আছে?'

গ্রে এর মধ্যে চামড়ার ফিতাটা খুলে ফেলেছে। ভিতরের জিনিসটা হাতে নিল সে। সে বুঝতে পারছে র‍্যাচেল তার মতামতের অপেক্ষা করছে।

'এটা কি-?' কোয়ালস্কি গ্রে'র ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে পিছিয়ে গেল। 'জঘন্য!'

গ্রে অমত করল না। 'এটা মানুষের আঙুল।'

'মামিফাইড আঙুল,' যোগ করল র‍্যাচেল।

কোয়ালস্কির চেহারায় তিক্ততা ফুটে উঠল। 'আর এটা নিশ্চয়ই অভিশপ্ত।'

'কোথা থেকে এসেছে এটা?' জানতে চাইল গ্রে।

'আমি জানি না, কিন্তু ফাদার জিওভানি তখন উত্তর ইংল্যান্ডের পার্বত্য এলাকায় কাজ করছিলেন। সেখানকার এক খনিতে। পুলিশ রিপোর্ট থেকে এর বেশি বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।'

গ্রে আঙুলটা আবার ব্যাগে রেখে দিল। ব্যাগে রাখার সময় সে চামড়ায় পোড়ানো চিহ্নটা দেখতে পায়। আগ্রহবশত সে ব্যাগটা উলটে অপর পাশেও একই চিহ্ন দেখতে পায়। একটা বৃত্ত আর একটা ক্রস। সে সাথে সাথে তা চিনতে পারে। ডিসিতে ঘটে যাওয়া ঘটনায় পেইন্টারের বলা চিহ্নের সাথে মিলে যায়। দুই উপমহাদেশ আরও দুটো খুনের ঘটনা ঘটেছে। দুটো লাশেই এই একই চিহ্ন ছিল।

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে ফিরল। 'এই চিহ্ন। তুমি বলেছিলে যে এই ব্যাগের বোমা হামলার সাথে সম্পৃক্ততা আছে বলে জানো তুমি। এত নিশ্চিত হলে কীভাবে?'

আশানুরূপ উত্তর পেল সে। 'হামলাকারীরা ফাদার জিওভানির-' কপাল ছুঁল সে- 'এই একই চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। এই তথ্যটা প্রেসকে জানানো হয়নি। ইন্টারপোল এর তাৎপর্য তদন্ত করে দেখছে।'

গ্রে তার হাতে ধরে রাখা ব্যাগটার দিকে তাকাল।

তিন উপমহাদেশ তিন খুন।

কিন্তু একটার আরেকটার সাথে যোগসূত্রটা কোথায়?

র‍্যাচেল তার মুখ দেখে কিছু একটা বুঝতে পেরেছিল। 'কী ব্যাপার, গ্রে?'

উত্তর দেবার আগেই হোটেলের ফোনটা বেজে উঠল। সবাই এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। সেইচান কালো স্ল্যাক্স আর বারগ্যান্ডি বাউজ পরে রুমে ঢুকল। আর গায়ে চাপাল কালো লেদার জ্যাকেট।

'ফোনটা কি কেউ ধরবে?' আবার ফোনটা বেজে উঠলে জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

গ্রে টেবিলের দিকে এগিয়ে রিসিভারটা তুলল। 'হ্যালো?'

হোটেলের মালিক ফ্র্যাঙ্কো ফোন দিয়েছে। 'আহ সিনর পিয়ার্স, আমি কেবল জানাতে চাচ্ছিলাম যে আপনার তিন অতিথি আপনার রুমের দিকে যাচ্ছেন।'

গ্রে'র ব্যাপারটা ধরতে এক মুহূর্ত সময় লাগল। ইউরোপে অতিথিদের আগমনের কথা জানানোটা ভব্যতা, যদি তাদের মেহমান অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন তো? আর ফ্র্যাঙ্কো জানে র‍্যাচেল এবং গ্রে সাবেক প্রেমিক-প্রেমিকা। সে চায় না যে তারা উলঙ্গ অবস্থায় ধরা পড়ুক!

কিন্তু গ্রে তো কাউকে আশা করছিল না। এর মানে একটাই। সে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে সবার মুখোমুখি হলো। 'আমাদের সঙ্গীরা আসছে।'

'সঙ্গী?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

সেইচান সাথে সাথে বুঝতে পারল। 'তোমাদের কি অনুসরণ করা হচ্ছিল?'

গ্রে ভাবল। র‍্যাচেলের অনুপস্থিতি তাকে এতটাই চিন্তামগ্ন করে ফেলেছিল যে ট্রাফিকের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার কথা তার মাথায় আসেনি। তার কিছুক্ষণ আগের ভাবনার কথাটা মাথায় খেলে গেল, কীভাবে তারা র‍্যাচেলের সাথে সম্পৃক্ত সবার উপর নজরদারি করতে পারে। গ্রে কয়েকটা ফোন করেছিল।

তার চিন্তার কথাটা নিশ্চয়ই অন্য কারো কানে পৌঁছেছে।

সেইচান তার চেহারায় নিশ্চয়তার ছাপ দেখতে পেয়ে দরজা খুলল। সে তার পিছন থেকে পিস্তলটা বের করে বলল, 'আর্লি চেকআউটের সময় হয়ে গেছে, বাছারা।'

৭

১১ অক্টোবর, সকাল ৮ টা ৪ মিনিট
অসলো, নরওয়ে

আইভার কার্লসেন সমুদ্রে ঝড় উঠতে দেখলেন, রুক্ষ আবহাওয়া ভাললাগে তার। হেমন্তকে হটিয়ে শীতের আগমনটা উপভোগই করছিলেন তিনি। হিমশীতল রাতে বয়ে যাচ্ছিল শিলাবৃষ্টি আর তুষারপাতের ঝাপটা। প্রতিটি সকাল ঢাকা কুয়াশার চাদরে। এমনকি এখনও, পুরনো পাথরে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকার সময় তার গালে ঠাণ্ডা অনুভব করছিলেন।

মাস্ক টাওয়ারের শীর্ষে পাহারা রেখেছিল তিনি। জায়গাটা ওসলোর অন্যতম স্থান অ্যাকারশাস পয়েন্টের সর্বোচ্চ চূড়ায়। এই বিশাল প্রস্তর স্থাপনাটি প্রথম নির্মিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। রাজা পঞ্চম হাকন পূর্ব উপকূলে এটি নির্মাণ করেন শহরের সুরক্ষার জন্য। সময়ের সাথে সাথে আরও পরিখা, প্রাচীর ও মিনার যুক্ত করা হয়। যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেই মাস্ক টাওয়ার নির্মিত হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। তখন প্রাসাদ ও দুর্গের প্রতিরক্ষায় কামান যোগ করা হয়।

আইভার সোজা হয়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক কামানের উপর হাত রাখলেন। শীতল লোহা তাকে তার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিল- এই দেশকে না বরং সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষার দায়িত্ব। এ কারণেই তিনি এই প্রাচীন দুর্গে এ বছরের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড ফুড সামিট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ঘাঁটি। বিশ্বজুড়ে একশ কোটি লোক খাদ্যের অভাবে ভুগছে, আর সে জানে এটা কেবল শুরু। সামিটটা পৃথিবী ও তার প্রতিষ্ঠা ভায়াটাস ইন্টারন্যাশনালের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কোন কিছুকেই তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না- না আফ্রিকাতে যা হয়েছে তা, না যা ওয়াশিংটন ডিসিতে ঘটছে। তার উদ্দেশ্য বিশ্ব নিরাপত্তা ও তার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য।

সেই ১৮০২ সালে, যখন অসলোকে ক্রিশ্চিয়ানিয়া বলা হত, দুই ভাই নাট ও আর্থার কার্লসেন মিলে একটা কাঠের কোম্পানি ও গানপাউডার মিল চালু করে। তাদের অর্থ-সম্পদের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পায় যে তারা ইন্ডাস্ট্রির ব্যারনে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও, এই যুগল তাদের অর্থ-সম্পত্তিকে মানব কল্যাণে কাজে লাগাতেন। তারা স্কুল স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, জাতীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন আর দ্রুত বর্ধমান দেশগুলোতে উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ কারণেই তারা তাদের কোম্পানির

নাম দিয়েছে ভায়াটাস। ল্যাটিন শব্দ 'ভায়া'র মানে 'পথ' আর 'ভিটা'র মানে 'জীবন।' কার্লসেন ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য ভায়াটাস ছিল জীবন যাপনের পথ। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ইন্ডাস্ট্রির উদ্দেশ্য হলো বিশ্বকে উন্নততর করা আর অর্থসম্পদ দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যয় করা উচিত।

আইভার-ও সেই পথেই চলতে চান, যে পথে একদিন নরওয়ে গড়ে উঠেছিল। কথিত আছে কার্লসেন পরিবারের জন্ম সেই প্রথম ভাইকিং সেটলারদের সময়ে। এর উৎস জড়িয়ে আছে নর্স মিথলজির ওয়ার্ল্ড ট্রি'র ইগদ্রাসিলের সাথে। কিন্তু আইভার জানে, তার দাদা-দাদীর বলা এসব কেবল রঙ চড়ানো গল্প যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসছে।

যাই হোক না কেন, আইভার তার পরিবারের ইতিহাস ও নরওয়ের সমৃদ্ধ ভাইকিং ধারা নিয়ে গর্বিত। এই তুলনাটাকে তিনি স্বাগত-ই জানান। ভাইকিংরাই সত্যিকার অর্থে উত্তর বিশ্বকে বিনির্মাণ করেছে ইউরোপ ও রাশিয়া, এমনকি আমেরিকায় তাদের বিশাল জাহাজে সওয়ার হয়ে।

তাহলে কেন আইভার কার্লসেন গর্ববোধ করবে না?

মাস্ক টাওয়ারের সুবিধাজনক স্থান থেকে তিনি ঝড়ের মেঘমালাকে আকাশে জড়ো হতে দেখলেন। সকাল বাড়তে থাকলে মুষলধারে বৃষ্টি নামবে, বিকেলের মাঝে শিলাবৃষ্টি, আর সন্ধ্যার মাঝে সম্ভবত মৌসুমের প্রথম প্রকৃত তুষারপাত। তুষারপাত এবার তাড়াতাড়িই শুরু হয়ে গিয়েছে। মানুষের আত্মঘাতী আচরণে বদলে যাওয়া আবহাওয়ার প্রমাণ এটা... বেড়ে যাওয়া বিষাক্ত রাসায়নিক আর বাতাসে কার্বনের ফল। এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নে মানবজাতির হাত কতটুকু সেটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু আইভার হিমবাহের এলাকায় থাকেন। সত্যটা জানে তিনি। স্নোপ্যাক আর পার্মাফ্রস্ট গলছে রেকর্ড গতিতে। ২০০৬ সালে নরওয়েজিয়ান গেসিয়ার হারিয়ে গেছে স্মরণকালের সব থেকে দ্রুতগতিতে।

পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনে। কাউকে না কাউকে তো মানবজাতির রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

আর সেই একজন ভাইকিং হলেই বা কি যায় আসে? ক্রূঢ় হাসি হেসে ভাবলেন তিনি।

মানুষের বোকামি নিয়ে ভাবতে ভাবতে আপন মনে মাথা নাড়লেন। আশ্চর্যের বিষয়, কীভাবে বয়সের সাথে সাথে মানুষের মনে ইতিহাসের ভার আরও চেপে বসতে থাকে। আইভার দ্রুত তার পয়ষট্টিতম জন্মদিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তার লালচে চুল অনেক আগেই ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও তার চুল ছিল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। তিনি প্রচুর ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে ফিট রাখতেন, তা সে স্টিম লজে হোক অথবা বাইরের বরফশীতল আবহাওয়ায় হোক যেমনটা আজ সকালে করেছেন তিনি এই উচ্চতায় উঠতে। বছরের পর বছর ধরে চলা এ রুটিন তাকে শক্ত-সমর্থ করেছে।

তিনি তার ঘড়িতে সময় দেখলেন। অফিশিয়ালি ইউনেস্কো সামিট আগামীকালের আগে শুরু হচ্ছে না, তবে বেশ কিছু অর্গানেইজেশনের সাথে তার বৈঠক আছে।

সাগরে ঝড় উঠতে আইভার টাওয়ার থেকে নিচে নেমে আসলেন। কোর্টইয়ার্ডে সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। বৃষ্টির আশংকা থাকার পরও টেবিল আর বুথ বসানো হচ্ছিল। সৌভাগ্যবশত, অধিকাংশ আলোচনা আর লেকচার অ্যাকারশাস ক্যাসেলের উপরের বিশাল রুম আর ব্যাংকোয়েট হলে হবে। এমনকি দুর্গের প্রাগৈতিহাসিক গীর্জাতেও সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন কোরাল গ্রুপ পরিবেশনা করবে। পাশাপাশি, দুর্গের সাথে সংযুক্ত মিলিটারি মিউজিয়াম- দ্য নরওয়েজিয়ান রেজিস্ট্যান্স মিউজিয়াম এবং দ্য আর্মড ফোর্সেস মিউজিয়াম- প্রস্তুত করা হচ্ছিল দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য। সাথে দুর্গের নিচের অংশগুলোও যেখানে গাইডেরা দর্শনার্থীদের প্রাচীন অন্ধকূপ আর অন্ধকার গলি দিয়ে এখানে ঘুরে বেড়ানো ভূত আর পেত্নীর গল্প শোনাতে শোনাতে নিয়ে যাবে।

অ্যাকারশাসের বাস্তবতা অবশ্য নৃশংস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্গটা ছিল জার্মানদের দখলে। এই চার দেয়ালের ভিতরে অসংখ্য নরওয়েজিয়ানকে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়েছে। আর পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও তা কার্যকর করা হয়েছে এখানে, যাদের মধ্যে ছিল কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক ও নাজি কোলাবরেটর ভিডকান কুইস্লিং।

টাওয়ারের নিচে পৌছে কোর্টইয়ার্ডে গেলেন আইভার। অতীত আর বর্তমানের দোলাচলে তিনি তার সামনে পথ আটকে থাকা ভুঁড়িবহুল লোকটার গায়ের উপর না পরা পর্যন্ত খেয়াল-ই করলেন না। আইভার সাথে সাথে অ্যান্টনিও গ্র্যাভেলকে চিনতে পারলেন। ক্লাব অফ রোমের বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেলকে প্রসন্ন মনে হচ্ছিল না।

আর আইভার জানতেন কেন। তিনি লোকটাকে আরও কয়েক ঘন্টা এড়িয়ে চলতে চাইছিলেন, কিন্তু পরিষ্কারভাবেই তা এখন আর সম্ভব না। আইভার অর্গানাইজেশনে যোগ দেয়ার পর থেকেই তাদের বনিবনা হচ্ছে না।

ক্লাব অফ রোম একটি আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংগঠন যা গড়ে উঠেছে নামজাদা শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, বিশ্বনেতৃবৃন্দ, এমনকি রাজাদের নিয়ে। ১৯৬৮ সালের এর প্রতিষ্ঠার পর সংগঠনটি পাঁচটি উপমহাদেশের ত্রিশটি দেশে ছড়িয়ে পরেছে। সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলে, এমন জরুরি পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। আইভারের পিতা সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন।

বাবার মৃত্যুর পর, আইভার তার অবস্থান নেন এবং আবিষ্কার করে যে ক্লাব অফ রোম তার ব্যক্তিত্ব আর তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কয়েক বছরে তিনি সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে নেতৃস্থানীয়দের একজনে পরিণত হন। ফলে, অ্যান্টনিও গ্র্যাভেল নিজেকে হুমকির সম্মুখীন মনে করেন। বিগত কয়েক মাস যাবৎ আইভারের পথের কাঁটায় পরিণৎ হয়েছেন তিনি।

তথাপি, আইভার তার চেহারায় উষ্ণ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললেন। 'আহ, অ্যান্টনিও, আমার হাতে বেশি সময় নেই। কেননা আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি?'

অ্যান্টনিও তাকে অনুসরণ করলেন। 'তোমাকে সময় বের করতে হবে, আইভার। আমি এ বছরের কনফারেন্স অসলোতে অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছি। অন্তত আমার কথায় কান দেয়াটা তোমার কর্তব্য।'

আইভার তার চেহারা অভিব্যক্তিহীন রাখলেন। গ্র্যাভেল কিছুরই অনুমতি দেননি, বরং প্রতি পদে আইভারকে বাধা দিয়েছেন। লোকটা চেয়েছিল যে এ বছরের সামিট যাতে জুরিখে ক্লাবের নতুন আন্তর্জাতিক সচিবালয়ে হয়। কিন্তু আইভার সেক্রেটারি জেনারেলের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে সামিট অসলোতে করেন। কারণ ছিল মূলতঃ আইভার কনফারেন্সের শেষদিন সংগঠনের শীর্ষ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ এক প্রমোদভ্রমণের আয়োজন করেছেন।

'ক্লাব অফ রোমের সেক্রেটারি-জেনারেল হিসেবে,' অ্যান্টনিও বলে চললেন, 'আমি মনে করি, স্পিটসবার্গেনে গমনকারী ভিআইপিদের সঙ্গ দেয়া উচিত আমার।'

'আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু দুঃখিত যে তা সম্ভব না অ্যান্টনিও। তুমি তো জানোই যে ব্যাপারটা স্পর্শকাতর। যদি সব আমার হাতে থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতাম, কিন্তু নরওয়ে সরকার সালবার্ডে দর্শনার্থীদের সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছে।'

'কিন্তু...' কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না অ্যান্টনিও, তার চেহারায় ইচ্ছা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

আইভার তাকে জ্বলতে দিলেন। কর্পোরেট জেটের এ বছর আয়োজন করে কনফারেন্সের অভিজাত গোষ্ঠীকে আর্কটিক মহাসাগরে নরওয়ের দ্বীপ স্পিটসবার্গেনে নিতে ভায়াটাসের অনেক খরচ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সালবার্গ গোবাল সিড ভল্টে প্রাইভেট ট্যুর। মাটির তলদেশের এই বীজ ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে পৃথিবীর তাবৎ বীজ, বিশেষত শষ্যের বীজ সংরক্ষণের জন্য। এগুলো ওখানে হিমায়িত রাখা হয়েছে কোনও প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের আশংকায়। যদি এমন কিছু কখনও ঘটে, তাহলে হিমায়িত ও প্রোথিত বীজগুলো ভবিষ্যত পৃথিবীর কাজে লাগবে।

এজন্য সালবার্ডের ডাকনাম রাখা হয়েছে দ্য ডুমসডে ভল্ট।

'কিন্তু...আমি মনে করি এ ধরণের যাত্রায়,' অ্যান্টনিও বললেন, 'ক্লাব অফ রোমের নির্বাহী বোর্ডের উচিত ঐক্যবদ্ধ থাকা। খাদ্য নিরাপত্তা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

আইভার অনেক কষ্টে চোখ পাকানো থেকে নিজেকে সংযত করলেন। তিনি জানেন অ্যান্টনিও'র খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। তার চিন্তা চেতনায় কেবল পরবর্তী প্রজন্মের বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে ঘষাঘষি করা।

'খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে তুমি সঠিক,' আইভার বললেন। 'আসলে এটাই আমার বক্তব্যের মূল আলোচ্য বিষয়।'

আইভার এই বিষয়টিকে ক্লাব অফ রোমকে নতুন দিকে ধাবিত করার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সময় এখন কিছু করে দেখাবার। অ্যান্টনিওর চেহারায় মেঘের ছাপ। ক্রোধ তার গলার বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরকে প্রতিস্থাপন করছে।

'তোমার বক্তব্যের ড্রাফট কপি আমি পড়েছি।' তিক্তস্বরে বললেন অ্যান্টনিও।

আইভার থেমে তার দিকে ঘুরে তাকালেন। 'তুমি আমার বক্তব্য পড়েছ?' কারও তো তা জানার কথা না। 'কোথায় পেয়েছ এটা তুমি?'

অ্যান্টনিও প্রশ্নটাকে যেন হাত দিয়ে উরিয়ে দিল। 'ব্যাপারটা তা না। ব্যাপার হচ্ছে এমন বক্তব্য দিয়ে তুমি ক্লাব অফ রোমের প্রতিনিধিত্ব করার কথা ভাবতে পার না। ব্যাপারটা আমি কো-প্রেসিডেন্ট বোথার কানে তুলেছি। তিনিও একমত। এখন আসন্ন বৈশ্বিক বিপর্যয়ের সতর্কতা বাণী প্রচারের সময় না। এটা কান্ডজ্ঞানহীন কাজ।'

আইভারের চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল। 'তাহলে কখন সময় হবে?' মুখ শক্ত করে জানতে চাইলেন তিনি। 'যখন বিশ্বজুড়ে কোলাহল শুরু হবে আর মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ মারা পরবে?'

মাথা নাড়লেন অ্যান্টনিও। 'এটাই বলতে চাচ্ছি আমি। তুমি ক্লাবটাকে পাগল প্রতিপন্ন করবে। তা আমরা সহ্য করব না।'

'সহ্য করবে না? আমার বক্তব্যের মূল এসেছে ক্লাব অফ রোমের প্রকাশিত নিজস্ব রিপোর্ট থেকে।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। দ্য লিমিটস টু গ্রোথ। প্রায়ই তুমি তোমার বক্তব্যে এর কথা বল। এটা তো লেখা হয়েছিল সেই ১৯৭২ সালে।'

'আর তা এখন আরও সময়োপযোগী। রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বিস্তারিত লেখা হয়েছে বিশ্ব সোজা কীভাবে বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

আইভার দ্য লিমিটস টু গ্রোথ এর খুঁটিনাটি পড়েছেন, সব ধরণের চার্ট ও ডাটাসহ। রিপোর্টে এমন এক ভবিষ্যতের কথা বলা হয় যেখানে জনসংখ্যা বাড়বে জ্যামিতিক হারে, কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়বে গাণিতিক হারে। একসময় জনসংখ্যা তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য উৎপাদনের সক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাবে। এবং তা হবে আকস্মিক। যখন এমনটা ঘটবে, বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ শুরু হবে, যার চূড়ান্ত ফলাফল হবে মানবজাতির বিনাশ। গবেষণায় জানা গেছে কম করে হলেও বিশ্বের ৯০ শতাংশ লোক মারা যাবে এর ফলে। পুনঃনিরীক্ষণ করেও একই ফল পাওয়া গেছে।

অ্যান্টনিও শ্রাগ করে পুরো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলেন। আইভার মুঠো পাকিয়ে লোকটার নাক ফাটিয়ে দেয়ার উপক্রম করলেন।

'ওই ভাষণ,' বিপদ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল অ্যান্টনিও বললেন। 'সামগ্রিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কথা বলছ তুমি। এটা কেউ সহজে হজম করবে না।'

'অবশ্যই করবে,' আইভার তর্কে লিপ্ত হলেন। 'যা ঘটতে যাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের আর কোনও উপায় নেই। বিশ্বের জনসংখ্যা কেবল দুই দশকে চারশ কোটি থেকে ছয়শ কোটিতে পরিণত হয়েছে। আর তার গতিহ্রাসের কোনও সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। আর

বিশ বছরের মাঝে জনসংখ্যা বেড়ে নয়শ কোটিতে ঠেকবে। আর এখন, আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা চারদিকে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, আমাদের সমুদ্রগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে যাব।'

আইভার আবেগের আতিশয্যে অ্যান্টনিও'র হাত ধরে বসলেন। 'কিন্তু আমরা এর ক্ষয়হ্রাস করতে পারি এখন থেকেই পরিকল্পনার মাধ্যমে। বিশ্বজুড়ে বিপর্যয় ঠেকানোর একটাই উপায় আছে কেবল- আর তা হলো ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছানোর আগেই ধীরে-সুস্থে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানো। মানবজাতির ভবিষ্যত এর উপর নির্ভর করছে।'

'আমরা ব্যবস্থা নিতে পারব,' অ্যান্টনিও বললেন। 'নাকি তোমার নিজের গবেষণার উপর আস্থা নেই? তোমার কর্পোরেশনের প্যাটেন্ট করা জিএম ফুড না নতুন আবাদী জমি, অধিক আবাদ নিশ্চিত করবে না?'

'কিন্তু তাও কেবল স্বল্প সময়ের জন্য।'

অ্যান্টনিও তার ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'আমার যাবার সময় হয়েছে। বোথার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি আমি তোমাকে। তোমাকে তোমার বক্তব্যে পরিবর্তন আনতে হবে যদি তুমি মূল বক্তব্য দেয়ার ইচ্ছা পোষণ কর তো।'

আইভার লোকটাকে কিরকেগাতার প্রবেশমুখের ড্রব্রিজের অভিমুখে ছুটে যেতে দেখলেন।

কোর্ট ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে রইলেন আইভার। আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তিনি বরফশীতল পানিকে তার উত্তেজিত হৃদয়কে শান্ত করতে দিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে ক্লাবের কো-প্রেসিডেন্টের সাথে পরে কথা বলবেন তিনি। সম্ভবত তার বক্তব্যে পরিবর্তন আনা উচিত। বিশ্বের নিয়তির মাস্তুলে হাতটা আরেকটু নমনীয়ভাবে রাখা উচিত।

শান্ত হয়ে, দৃঢ় পদক্ষেপে অ্যাকারশাস গির্জার দিকে পা বাড়ালেন তিনি। মিটিং এর জন্য দেরি করে ফেলেছেন। ক্লাব অফ রোমের ভিতরে, আইভার সমমনা কিছু নারী-পুরুষকে এক করেছেন যারা প্রয়োজনে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে কার্পণ্য করে না। অ্যান্টনিও আর দুই কো-প্রেসিডেন্ট ক্লাব অফ রোমার মাথা হতে পারেন, কিন্তু আইভার কার্লসেন আর তার সমর্থকরা চলেন নিজেদের মতো করে। ক্লাবের ভিতরে আরেক ক্লাব- যাদের লৌহহৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে ধরণীর আশায়।

গির্জায় ঢুকে আইভার দেখতে পেলেন, অন্যরা এরই মধ্যে গির্জার ছোট মূল অংশে জড়ো হয়েছে। চেয়ার সরিয়ে এক পাশে রাখা হয়েছে, আর কোরাল স্টেজ বসানো হয়েছে বেদীর বাম পাশে। আবছা আলো ঢুকছে জানালা বেয়ে, আর উজ্জ্বল একটা ঝাড়বাতি ঘরময় আলো ছড়াচ্ছে।

আইভার ঢুকতেই সবাই ঘুরে তাকালেন।

মোট বারো জন।

ক্লাবের পিছনের চালিকাশক্তি তারাইঃ শিল্পনেতা, নোবেল বিজয়ী বৈজ্ঞানিক, বিভিন্ন বড় বড় দেশের সরকারি প্রতিনিধি, এমনকি একজন হলিউড সেলেব্রিটি যার মাধ্যমে দল সবার মনোযোগ আকর্ষণ ও অর্থপ্রাপ্তি দুদিকেই লাভবান হয়েছে।

প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন।

এমনকি আইভারের দিকে এ মুহূর্তে এগিয়ে আসছিলেন যিনি তিনিও। তার পরনে কালো স্যুট আর চেহারায় ভয়ার্ত অভিব্যক্তি।

'সুপ্রভাত, আইভার,' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'সিনেটর গরম্যান, আপনার ক্ষতির জন্য আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন। মালিতে যা হয়েছে...ক্যাম্পটাকে সুরক্ষিত করার পিছনে আমার আরও সময় ব্যয় করা উচিত ছিল।'

'নিজেকে দোষী ভাববেন না।' সিনেটর আইভারের কাঁধে হাত রাখলেন। 'জেসন ঝুঁকি সম্পর্কে জানত। আর আমি গর্বিত আমার ছেলে এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ছিল বলে।'

আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও সিনেটর পরিষ্কারভাবেই তার ছেলের মৃত্যুর বিষয়টা নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন। দূর থেকে দেখে তাদের দুজনকে ভাই মনে হয়। সেবাস্টিয়ান গরম্যান আইভারের সমান লম্বা, কিন্তু তার সাদা চুল খাটো করে ছাঁটা, আর স্যুট নিভাঁজ।

আইভার সিনেটরকে এখানে পেয়ে অবাক হলেন, কিন্তু না হওয়াটাই মনে হয় উচিত ছিল। অতীতেও গরম্যান তার লক্ষ্যে অটল প্রমাণিত হয়েছেন। পশ্চিমা বিশ্বে জৈবজ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের এই সিনেটর সক্রিয় ছিলেন। এই সামিট তার ইস্যুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর সামনে নির্বাচন আছে, সিনেটরকে ছেলের মৃত্যুর জন্য শোক পালনের সময় পরে করে নিতে হবে।

তথাপি, আইভার তার কষ্ট অনুধাবন করতে পারছিলেন। তার বয়স যখন ত্রিশ তখন তার স্ত্রী ছেলে প্রসব করতে গিয়ে মারা যান। এই বিয়োগান্তক ঘটনায় তিনি সে সময় প্রায় ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছিলেন, আর কোনদিন বিয়ে করেননি।

'আমরা কি শুরু করতে পারি?' সরে যেয়ে জানতে চাইলেন সিনেটর।

'হ্যাঁ, আমাদের শুরু করা উচিত। আমাদের অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে হবে।'

'বেশ।'

সিনেটর সবাইকে চেয়ারে বসার আমন্ত্রণ জানাতে এগিয়ে গেলে, আইভার তার পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তার মাঝে কোনও অনুশোচনা কাজ করছে না। ভায়াটাসের মানে হচ্ছে জীবন চালনার পথ। আর মাঝে মাঝে সে পথ কঠিন, আত্মত্যাগ চায় সে।

জেসন গরম্যানের মৃত্যুর মত।

আইভারের নির্দেশেই ওই তরুণকে মারা হয়েছে।

দুঃখজনক একটি ঘটনা, কিন্তু পরিতাপের কোনও সুযোগ নেই তার।

৮

অক্টোবর ১১, সকাল ৮ টা ১৪ মিনিট
রোম, ইতালী

তাদের হাতে সময় এক মিনিটেরও কম। হোটেল মালিকের সাবধান করে দেয়া অনাহূত অতিথিরা উপরে উঠে আসছে। তারা যখন এখানে পৌছবে তখন গ্রে সেখানে থাকতে চায় না।

সে সবাইকে তাড়াহুড়ো করে হোটেলের ফায়ার এস্কেপের দিকে নিয়ে গেল। জানালার কাছে পৌছে সে র‍্যাচেলের জন্য খুলে ধরল।

'সোজা নিচে যাও,' আদেশ দিল সে। 'দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবে না।'

র‍্যাচেল জানালা দিয়ে বেরিয়ে লোহার মই বেয়ে নামতে থাকল।

গ্রে কোয়ালস্কির বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল। 'ওর সাথে থাকবে।'

'আর বলতে হবে না,' বলেই সে তাকে অনুসরণ করল।

সেইচান দুই পা পিছনের হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে, তার পা ছড়ান, হাত প্রশস্ত, হাতে কালো সিগ সয়ার পিস্তল। সে হলের দিকে তাক করে ছিল বন্দুকটা।

'তোমার সাথে আর কোনও অস্ত্র আছে?' জানতে চাইল গ্রে।

'আমি সবদিক কাভার করছি। তুমি এগোও।'

হলে কথার আওয়াজ পাওয়া গেল, মেঝের কাঠের বোর্ডগুলো ক্যাঁচ করে উঠছে। আততায়ীরা এ তলায় পৌছে গেছে আর তাদের রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হোটেলের জটিল নকশা তাদের জীবন রক্ষা করেছে, অ্যাম্বুশ এড়ানোর সুযোগ দিয়েছে।

গ্রে ঝুঁকে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেইচান এল তার পিছুপিছু। না ঘুরেই সে খোলা জানালা দিয়ে উলটো বেরিয়ে এল, হলওয়ে থেকে নজর সরায়নি এক মুহূর্তের জন্যও।

র‍্যাচেল আর কোয়ালস্কি এরই মধ্যে নিচে নেমে গিয়েছে প্রায়। এক তলা বাকি থাকতেই তাদের উপর গুলি শুরু হয়। গ্রে বিস্ফোরণের আওয়াজ না শুনলেও দেয়াল থেকে খসে পরা ইটের গুঁড়ো আর পথভ্রষ্ট বুলেট ছুটে যাওয়ার *পিং* শব্দ শুনতে পায়।

গাল বকে কোয়ালস্কি টেনে র‍্যাচেলকে নিয়ে ফায়ার এস্কেপ বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে।

গ্রে গুটারকে ডাস্টবিনের পিছনে অর্ধেক লুকিয়ে থাকতে দেখে। বাস্টার্ডগুলো পিছনের বাইরে বেরোনোর পথ কাভার করে রেখেছে। সেইচান পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। বন্দুকধারী সাথে সাথে আড়াল নিয়ে নিল, তবে সেইচানের পিস্তলে সাইলেন্সার লাগান নেই। বিস্ফোরণে গ্রে'র কানে তালা লেগে গেল, নিশ্চিত ভাবেই ভিতরের আততায়ীরা এ জোরালো শব্দ শুনতে পেয়েছে।

'ছাদের দিকে যাও!' আদেশ করল সে।

নিচের বন্দুকধারী তাদের দিকে গুলি ছুঁড়ল কিন্তু সেইচান তাকে দমিয়ে রাখল আর ফায়ার এস্কেপের লোহার খাঁচাও তাদের রক্ষা করল। সৌভাগ্যবশত, তাদের বেশিদূর উপরে উঠতে হলো না। হোটেলটা কেবল পাঁচ তলা উঁচু।

উপরে পৌঁছে গ্রে সবাইকে ছাদের কিনার থেকে সরিয়ে আনল। সে কবুতরের পায়খানা, ভেন্ট পাইপ আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উপরের গ্রাফিটি স্প্রে'র দিকে তাকাল। তাদের নিচে নামার বিকল্প রাস্তা দরকার। ফায়ার এস্কেপের লোহার রেলিংয়ে বুটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা তাদের পিছনে পিছনে উপরে উঠে আসছে।

গ্রে হোটেলের দূরবর্তী কোনার দিকে ইশারা করল। পাশেই আরেকটা ভবন। সেটা এক তলা খাটো অবশ্য। তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে হবে, অন্তত সরাসরি গুলির আওতার বাইরে।

দুই ভবনকে আলাদা করা নিচু দেয়ালটার উদ্দেশ্যে ছুট লাগাল ওরা। গ্রে প্রথমে পৌঁছে ঝুঁকে দেখল। একটা সাদা রঙের লোহার সিঁড়ি পাশের নিচু ভবনের ছাদ পর্যন্ত লাগানো। 'যাও!'

র‍্যাচেল পাঁচিল ডিঙিয়ে মই বেয়ে নামতে লাগল। কোয়ালস্কিও সময় নষ্ট না করে কিনার ধরে ঝুলে পড়েছে, এক মুহূর্ত পরেই আলকাতরা লাগানো ছাদে পিঠ দিয়ে পড়ল বিশালদেহী লোকটা।

বন্দুকের গুলির শব্দে ফিরে তাকাল গ্রে।

কালো মুখোশ পরিহিত একটা মাথা ফায়ার এস্কেপের মুখ থেকে হারিয়ে গেল।

'হয় এখন নয়তো কখনই না, পিয়ার্স!' সাবধান করল সেইচান।

সে আরও দুইবার গুলি ছুঁড়ে অন্যদের চেহারা দেখানো থেকে নিরুৎসাহিত করল। তার আড়ালে থেকে গ্রে ছাদের কিনার ঘেঁষে লাফিয়ে মইটা ধরল। ধাপ বেয়ে না নেমে ফায়ারফাইটারদের মতো পিছলে নেমে পড়ল সে।

উপর থেকে আরও গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো।

আলকাতরার কাগজে মোড়া ছাদের উপর পা পরতেই উপরে তাকাল সে। সেইচান দেয়ালের উপর দিয়ে লাফিয়ে এসে এক হাতে মইটা ধরে ফেলল, অন্য হাতে তখনও ধোঁয়া উদ্গীরণ করতে থাকা বন্দুক। তাড়াহুড়োয় হাত মই থেকে ছুটে গেলে, হোঁচট

খেল সে। বন্দুক ফেলে মই ধরতে গেল সে। এক মুহূর্তের জন্য হাত লাগল মইয়ে। তার পিস্তল গ্রে'র পায়ের কাছে পড়ল। কিন্তু সেইচানের হাত ছুটে গেল আবার।

নিচে পড়তে শুরু করল মেয়েটা।

গ্রে লাফিয়ে তার নিচে চলে আসল। সেইচান তার হাতের উপর পড়ল। শরীরের ভারে এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেও সেইচানকে ধরতে সমর্থ হলো সে। বিস্মিত সেইচান শ্বাস টেনে গ্রে'র কবজি চেপে ধরল।

কোয়ালস্কি তার বন্দুকটা উদ্ধার করে দুজনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

সেইচান রুক্ষভাবে গ্রে'র বাহুডোর থেকে বেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘুরে সে কোয়ালস্কি বুঝে উঠার আগেই তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

'আরে...' কোয়ালস্কি তার খালি হাতের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন তার হাত তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!

'ওইদিকে আরেকটা ফায়ার এস্কেপ আছে,' র‍্যাচেল বলল। তার চোখ এক মুহূর্তের জন্য গ্রে আর সেইচানকে ছুঁয়ে গেল যেন।

সবাই দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে। ফায়ার এস্কেপের উপরিভাগ বিশাল এক ভেন্টিলেশন ইউনিটের আড়ালে ঢাকা পরে ছিল। লাফিয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল ওরা, এই এস্কেপটা শেষ হয়েছে আরেক গলিতে। এতে তারা অতিরিক্ত কিছু সময় পাবে, তবে গ্রে জানে হোটেলের চারপাশে আততায়ীরা ছড়িয়ে আছে, পরিধিও নিশ্চয়ই আরও বাড়বে। রাস্তা বন্ধ হবার আগেই পালাতে হবে।

গলির শেষ মাথায় একটা রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেল। তারা সেদিকেই ছুটল। তাদের জীবন এখনও ঝুঁকিতে, যেহেতু আততায়ীদের চেনার কোনও উপায় নেই। যেকোন মুহূর্তে নিজের অজান্তেই তাদের মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। তাদের এখান থেকে দূরে শহরের বাইরে চলে যেতে হবে।

গ্রে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে র‍্যাচেল ও সেইচানের দিকে তাকাল। 'কারও কাছে গাড়ি হবে?'

'আমার আছে,' জবাব দিল র‍্যাচেল। 'কিন্তু তা হোটেলের এক কোণে পার্ক করা।'

মাথা নাড়ল গ্রে। ফিরে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ। আর সকাল সকাল জ্যামের কারণে রাস্তাগুলোই পার্কিং লটে পরিণত হয়েছে, গাড়ি তাদের কোনও কাজে আসবে কিনা সন্দেহ আছে।

বামদিক থেকে ভেসে আসা গোঁ গোঁ শব্দে সাবধান হয়ে গেল গ্রে। লাফিয়ে পিছিয়ে আসল সে, একজন মোটরসাইক্লিস্ট জ্যাম ঠেলে দ্রুতবেগে গাড়ী সরু ফুটপাতে তুলে দিয়েছে প্রায়। কোয়ালস্কি অবশ্য এক সেকেন্ড দেরি করে ফেলল। সাইক্লিস্ট প্রায় তাকে চাপা দিচ্ছিল। রাগান্বিত হয়ে কোয়ালস্কি দুহাতে লোকটাকে ধাক্কা দিল।

চালক উড়ে গিয়ে পরল সিট থেকে। সাইকেলটা পার্ক করা একটা গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে পাশে পরে গেল। তার পিছু পিছু আরেকটা মোটরসাইকেল আরোহীর পরিণতিও হলো একই। সে বাইক ফেলে রাস্তার ড্রেন ধরে কিছুদূর পিছলে গেল।

সেইচান গ্রে'র দিকে তাকিয়ে ভ্রু উঁচাল।

চলে, নিঃশব্দেই উত্তর দিল সে।

সেইচান প্রথম বাইকের দিকে দৌড়ে গেল; গ্রে দ্বিতীয়টার দিকে।

তাদের বাহন দরকার।

সেইচানের পিস্তল দেখে প্রথম আরোহী কোনও উচ্চবাচ্য করল না। র‍্যাচেল বুঝতে পেরে দ্রুত গ্রেকে অনুসরণ করে। সে তার ক্যারাবিনিয়েরি আইডি দেখিয়ে ইতালিয়ানে আদেশ দেয়। দ্বিতীয় আরোহীও তার পরে থাকা মোটর সাইকেল থেকে দূরে সরে যায়।

গ্রে বাইকটা সোজা করে চেপে বসে। র‍্যাচেল তার পিছনে উঠে এক হাত দিয়ে কোমর পেঁচিয়ে ধরে।

সেইচান এর মধ্যে অন্যটায় চড়ে বসেছে। কোয়ালস্কি কি করবে বুঝতে না পেরে স্থানুর মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেইচান তার পিছনের সিটটা দেখিয়ে দেয়।

'তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে মশকরা করছ,' বলল সে। 'আমি কারও পেছনে বসি না।'

সেইচানের হাতে তখনও তার সিগ সয়ারটা ছিল। সে বন্দুকটা কোয়ালস্কির দিকে বাড়িয়ে দিল। সে মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে গুলি ছুঁড়তে পারবে না।

যেন কুকুরের মুখে হাড্ডি তুলে দেয়া হয়েছে! কোয়ালস্কি নিজেকে সামলাতে পারল না। সে বন্দুকটা নিয়ে সেইচানের পিছনে চড়ে বসল। 'এবার ঠিক আছে।'

গাড়ি ছাড়ল তারা। দূর থেকে পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছিল। সামনে থাকল গ্রে। ট্রাফিকের মাঝখান দিয়ে সে গাড়ি ও বাইসাইকেল এড়িয়ে জায়গা করে নিল। র‍্যাচেল চিৎকার করে তাকে প্রশস্ত রাস্তার দিক-নির্দেশনা দিল যেখানে জ্যাম তুলনামূলকভাবে কম। ধীরে ধীরে গতিবেগ বাড়ল তাদের।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না।

পিছনে গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে গ্রে'র মনোযোগ ঘুরে গেল।

একটা কালো ল্যাম্বোর্গিনি পাশের রাস্তা থেকে বেরিয়ে সোজা ছুটে আসছে সেইচান আর কোয়ালস্কির দিকে। টায়ার থেকে পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। স্পোর্টস কারটার প্যাসেঞ্জার সিটের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল কালো জ্যাকেট পরা এক লোক। তার কাঁধে মোটা ব্যারেলের একটা অস্ত্র। মোটরসাইকেলটার দিকে তাক করল সে।

গ্রে এম৩২ গ্রেনেড লঞ্চারটা চিনতে পারল।

সেই সাথে সেইচানও।

সে তার সিটে আরও ঝুঁকে বসে ইঞ্জিনের উপর জোর বাড়াল। কিন্তু জ্যামের মাঝে কোনদিকে যাবার জায়গা নেই!

আটকা পড়া টার্গেটের উপর গুলি ছুঁড়ল বন্দুকধারী।

রাত ২টা ২২ মিনিট
ওয়াশিংটন ডিসি

সিগমা কমান্ডে স্ত্রী'র সাথে তার অফিসে বসে আছে মঙ্ক। চামড়ার সোফায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে দুজনে। মঙ্ক উপভোগ করছিল ক্যাটের শরীরের উষ্ণতা, স্পর্শের কোমলতা। সিগমা কমান্ডের একাধিক অতিরিক্ত রুম আছে। কিন্তু তারা কেউই গ্রে'র খবর না পাওয়া পর্যন্ত ঘুমোতে পারবে না।

'আমার ওর সাথে থাকা দরকার ছিল,' বলল মঙ্ক।

'কোয়ালস্কি আছে ওর সাথে।'

মঙ্ক তার দিকে তাকাল।

'মানছি,' সম্মত হলো ক্যাট। 'তাতে অবস্থা আরও বিগড়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা তো নিশ্চিতভাবে জানি না যে খারাপ কিছু হয়েছে।'

'সে ফোন ধরছে না।'

ক্যাট তাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। 'গ্র র‍্যাচেলের সাথে দেখা করতে গিয়েছে,' বলে ভ্রু উঁচাল সে।

মঙ্কের অবশ্য ব্যাখ্যাটা মনঃপুত হলো না।

তারপর বেশ অনেকক্ষণ নীরবতায় কাটল, দুজনেই যার যার চিন্তায় মশগুল। পেইন্টার রোমে কী হচ্ছে তা জানার জন্য কাঠখড় পোড়াচ্ছে। ক্যাট ভ্যাটিকানে বোমা হামলা নিয়ে আরও কিছুদূর তদন্ত করেছে, এই মুহূর্তে ইন্টারপোলের বিশদ রিপোর্টের অপেক্ষায় আছে। এই নিস্তরঙ্গ সময়টুকু ঝড়ের পূর্ববর্তী সময়।

তথাপি, মঙ্ক যতটুকু সম্ভব এ মুহূর্তটুকু উপভোগ করে নিল।

সে একটা হাত রাখল ক্যাটের পেটের উপর। ক্যাট তার হাতের উপর হাত রাখল।

'আচ্ছা ছেলে হবে আশা করাটা কি খারাপ?' জানতে চাইল মঙ্ক।

অন্য হাত দিয়ে আলতো করে পায়ে ঘুষি দিল ক্যাট। 'হ্যাঁ...'

মঙ্ক তাকে বাহুডোরে শক্তভাবে চেপে ধরে খোঁচানোর জন্য বলল, 'কিন্তু ছেলে হলে আমি তার সাথে ক্যাঁচ খেলতে পারব, শুটিংয়ে যেতে পারব, মাছ ধরতে যেতে পারব...'

ক্যাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে তাকে হেসে বলল, 'এসব তুমি তোমার মেয়ের সাথেও করতে পারবে, সেক্সিস্ট পিগ!'

'তুমি কি আমাকে সেক্সি পিগ বললে?'
'সেক্সিস্ট...আহ, বাদ দাও।'
মঙ্ক ঝুঁকে তার ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে বলল। 'আমার সেক্সি শব্দটাই পছন্দ।'
ক্যাট চুমু খেতে খেতে কিছু একটা বলল। মঙ্ক বুঝতে না পারলেও এক মুহূর্ত পর সব নীরব হয়ে গেল। দরজায় ধাক্কার শব্দ বিঘ্ন ঘটাল তাদের, আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে উঠে বসল। ক্যাট দাঁড়িয়ে স্যুট ভাঁজ করতে করতে দরজার দিকে গেল। সে ঘুরে মঙ্কের দিকে তাকাল যেন এসবই তার দোষ।
ক্যাট দরজা খুলে দেখতে পেল পেইন্টার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।
'ডিরেক্টর-'
পেইন্টার তাকে থামিয়ে দিয়ে হলের দিকে ইশারা করল।
'আমি স্যাটেলাইট রুমের দিকে যাচ্ছিলাম। রোমে ঝামেলা হয়েছে।'
মঙ্ক উঠে দাঁড়াল। 'গ্রে?'
'আর কে?' বলেই হলের দিকে ছুটল পেইন্টার।

সকাল ৮ টা ২১ মিনিট
রোম, ইতালী

ল্যাম্বোর্গিনিটা সোজা মোটরসাইকেলটার পিছু পিছু ছুটে এল।
বন্দুকধারী যে সময়ে গ্রেনেড ছুঁড়ল, ঠিক সেই সময়েই কোয়ালস্কি তার পিস্তল দিয়ে পাগলের মতো পিছনের গাড়ির দিকে গুলি করল। গাড়ির উইন্ডশিল্ড গুড়োগুড়ো হয়ে গেল। গাড়ি হালকা নড়ে ওঠায়- বন্দুকধারীর নিশানা সরে গেল।
গ্রেনেড লঞ্চার থেকে রকেটের মতো ধোঁয়ার রেখা কোয়ালস্কির মাথার উপর দিয়ে গিয়ে বিঁধল সামনের মোড়ের এক ভবনের কোনায়।
আগুন, ধোঁয়া আর ইটের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।
আতংকিত পথচারীরা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। মোড়ে এক গাড়ি অন্য গাড়ির সাথে ধাক্কা খেল। গ্রে ক্রসরোডে পৌছে গেল আগে। এঁকেবেঁকে কোনভাবে ধোঁয়া আর হই-হট্টগোলের ভিতর দিয়ে জায়গা করে পালানোর উপায় খুঁজছে।
সেইচান আর কোয়ালস্কি তাদের একটু পিছনেই আসছে।
তাদের পিছনে রাস্তায় আটকে পড়া ল্যাম্বোর্গিনিটা ফুটপাতে উঠে এল। পথচারীদের তোয়াক্কা না করেই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল তারা।
মোড় পেরোতেই ফাঁকা রাস্তা পাওয়া গেল। গ্রে থ্রটল ছেড়ে দিয়ে গতি বাড়াল, সেইচান তার ডান দিকে।

'গ্রে!' কানের কাছে চিৎকার করে উঠল র‍্যাচেল। কোমর থেকে এক হাত সরিয়ে সামনের দিকে ইশারা করল ও।

রাস্তার অপর পাশ থেকে আরেকটা ল্যাম্বোর্গিনি সোজা তাদের দিকে ধেয়ে আসছিল। আর পিছনের গাড়িটাও অনেক কাছে চলে এসেছে।

র‍্যাচেল বাঁদিকে দেখিয়ে বলল, 'সিঁড়ি।'

গ্রে দুই ভবনের মাঝে একটা বাঁকানো সিঁড়িপথ দেখতে পেল। সে দ্রুত বাঁক ঘুরে সোজা সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল।

গ্রে কোয়ালস্কির মুখে গালাগালির ফুলঝুরি শুনতে পেল, থেমে থেমে দুই গাড়িকে লক্ষ্য করে তার বন্দুকের গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গ্রে বাইকটাকে কসরত করে সিঁড়ির উপর উঠাল। সৌভাগ্যবশত কয়েক ধাপ সিঁড়ির পর সামনে সোজা রাস্তা। কিন্তু পথটা বেশ সরু আর আঁকাবাঁকা।

গ্রে বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে ছুটে চলল। আশা করল মোটরসাইকেলের শব্দে পথচারীরা রাস্তা ছেড়ে সরে যাবে। তবুও এক নজর পিছন ফিরে চাইল সে। রাস্তা দেখা না গেলেও নিশ্চিত দুয়েকজনকে নিশ্চয়ই তাদের পিছু ধাওয়া করতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গাড়িগুলো ঘুরে সম্ভবত এর অন্য মাথায় আসছে।

কিন্তু এই রাস্তার শেষ কোথায়?

গ্রে তার উত্তর পেয়ে গেল যখন তারা বিশাল এক পাজার সামনে এসে হাজির হলো। প্রাচীন এ স্থাপনাটি তার সামনের খালি জায়গার কেন্দ্র জুড়ে বসে আছে।

কলিসিয়াম!

কিন্তু তার হাতে দৃশ্য উপভোগের সময় নেই।

'ওরা আসছে!' কোয়ালস্কি চিৎকার করে ডানদিকে নির্দেশ করল।

গ্রে ঘুরল। ল্যাম্বোর্গিনি দুটো ঘুরে এপাশে চলে এসেছে।

'গ্রে!' র‍্যাচেল বামদিকে ইশারা করল।

তৃতীয় আরেকটা ল্যাম্বোর্গিনি এসে দৃশ্যপটে হাজির হয়েছে।

খরচ করার মতো বেশ ভালই টাকা আছে কারও!

উপায়ান্তর না দেখে সোজা ছুট লাগাল সে। সব ট্রাফিকের লেন পাশ কাটিয়ে কলিসিয়ামের পথচারী পাজায় উঠে এল। পার্কটাতে সিমেন্টের হাঁটার রাস্তা আর বিস্তৃত ঘাসের লন। ক্ষিপ্রতা আর গতিই তাদের পালানোর একমাত্র পন্থা।

দুর্ভাগ্যবশত, একই কথা খাটে ল্যাম্বোরগিনির ক্ষেত্রেও।

তিনটা স্পোর্টস কারই তাদের দিকে ছুটে এল।

গ্রে'র হাতে আর কোনও উপায় নেই।

তারা যদি রেস-ই করতে চায়...

রাত ২ টা ২৩ মিনিট
ওয়াশিংটন ডিসি

এক ঝাঁক মনিটরের মাঝে আয়েশ করে বসে ন্যাশনাল রিকনেস্যান্স অফিসের স্যাটেলাইট ফিডের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল পেইন্টার। তাতে রোমের প্রাণকেন্দ্রে এক উন্মুক্ত আঙিনার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মাঝে প্রাচীন এক অ্যাম্ফিথিয়েটার। কলিসিয়ামটা তার দিকে তাকিয়ে থাকা বিশাল পাথরের কোনও চোখের ন্যায় ঠেকছিল।

'আরও জুম করো,' পেইন্টার টেকনিশিয়ানকে নির্দেশ দিল।

'আপনি কি নিশ্চিত ওটা গ্রে?' জানতে চাইল মঙ্ক। সে আর ক্যাট মনিটরের দুদিক থেকে পেইন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে তার হোটেল থেকে এক বক দূরে। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী কলিসিয়ামের বাইরে ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।'

পর্দার ছবিটা আরও বড় হয় এবং পাজার দিকে ফোকাস করে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু পরিষ্কারভাবে দুটো কালো গাড়ি পাথরের অ্যাম্ফিথিয়েটারের আশেপাশে ঘুরছে। সামনেই, একজোড়া মোটরসাইকেল হাঁটার রাস্তা আর ঘাসের লন মারিয়ে ছুটে যাচ্ছে। একটা বাইক সিঁড়ির উপর থেকে লাফিয়ে পিছনের চাকায় ভর করে নিচে নামে, তারপর গতি বাড়িয়ে ছুটতে থাকে।

'ইয়েস,' সপ্রশংস কণ্ঠে বলে উঠল সে। 'ওটা গ্রে না হয়ে পারে না।'

গাড়ি দুটো দ্রুত ব্যবধান কমিয়ে আনছিল।

'ওদিকে!' বলে ক্যাট পর্দার দিকে ইশারা করল।

বিপরীত দিক থেকে তৃতীয় আরেকটা গাড়ি সোজা বাইক দুটোর দিকে ছুটে আসছে। একটা বাইকের কাছাকাছি ছোটখাট এক বিস্ফোরণে একটা ময়লার ঝুড়ি আর ইটের দেয়ালের অংশবিশেষ উড়ে যায়।

'গ্রেনেড,' বিড়বিড় করে বলল পেইন্টার।

এসব কী হচ্ছে?

তিনদিক থেকে ঘেরা বাইক দুটো ঘুরে তাদের সামনে খোলা একমাত্র পথ দিয়ে পালাল।

ক্যাটের গলায় অবিশ্বাস। 'ওরা নিশ্চয়ই...এই বুদ্ধি।'

মঙ্ক আরও ঝুঁকে আসলো। 'ওহ, ইয়েস, ওই ব্যাটা নিঃসন্দেহে গ্রে।'

৯

১১ অক্টোবর, সকাল ৮ টা ২৩ মিনিট
রোম, ইতালি

গ্রে মোটরসাইকেলের হাতলের উপর ঝুঁকে বসল। তাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল র‍্যাচেল। সে সোজা পাথরের স্থাপনাটার দিকে ছুটে গেল। প্রায় পনের তলা সমান উঁচু, অসংখ্য কলাম আর আর্চের সমন্বয়ে তৈরি স্থাপনাটি। একদম নিচতলায়, প্রতিটি আর্চওয়ের প্রবেশপথ বিশাল স্টিলের দরজা দিয়ে আটকানো। কিন্তু মূল প্রবেশপথ একদম সোজা, যেদিক দিয়ে সচরাচর পর্যটকরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গ্রে সোজা সেদিকেই ছুটে গেল।

কলিসিয়াম এই সাতসকালে জনসাধারণের প্রবেশের জন্য তখনও খুলেনি। তবে দরজা খোলাই ছিল। মানুষজনও আশেপাশে ভিড় করতে শুরু করেছে। গোলাগুলি আর বিস্ফোরণের শব্দে অনেকেই সরে গিয়েছে। বাকিরা যে যেখানে পারে আশ্রয় নিল। গ্যাডিয়েটরের সাজে দুই লোক তো পাজার গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল।

পর্যটক ও পথচারীরা থাকার কারণে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত সশস্ত্র পুলিশ অফিসাররাও সাবধান হয়ে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি থেকে বিরত, বরঞ্চ প্রবেশদ্বার খালি করার কাজেই তাদের বেশি মনোযোগ।

রাস্তা ফাঁকা থাকায়, গ্রে সোজা মূল দরজার দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

একজন গার্ড দৃষ্টির গোচরে আসে, প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত। বন্দুক উঁচিয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে সে। র‍্যাচেল পাল্টা চিৎকার করে তার উদ্দেশ্যে। তার ক্যারাবিনিয়েরির ব্যাজটা উঁচিয়ে হাত নাড়ায়।

লোকটা দ্বিধায় পড়ে ইতস্তত করে পাশে লাফ দেয়।

এই সুযোগে গ্রে সোজা তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। সেইচান তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তারা সেন্ট্রাল অ্যারেনাকে ঘিরে বৃত্তাকৃতির হাঁটার রাস্তাটায় গিয়ে পড়ল। তোরণ আর কলামে ঘেরা ছায়া ঢাকা জায়গাটা অনেকটা গুহার ন্যায়। বাইকগুলোর গর্জন দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম।

গুলিবর্ষণের শব্দ বামদিকে মনোযোগ কাড়ে তার। একটা ল্যাম্বোর্গিনি পাজার চারপাশ জুড়ে ঘুরছিল। বন্দুকধারী জানালা দিয়ে বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু পাথরের দেয়াল আর স্টিলের দরজার কারণে তারা রক্ষা পায়। স্টিল থেকে স্ফুলিঙ্গের উদগীরণ হচ্ছে।

পিছনে সশব্দে কিছু ভেঙে পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

গ্রে এক নজর ফিরে তাকাল। আরেকটা ল্যাম্বোর্গিনি দরজা ভেঙে এসে সোজা ভিতরে ঢুকে ধাওয়া করছে তাদের। দুর্ভাগ্যবশত, ছোট স্পোর্টস কারটা এঁটে যাবার মতো জায়গা আছে ভিতরে।

বিস্ফোরণের শব্দে আবার সামনে মনোযোগ দেয় গ্রে। স্টিলের দরজাগুলোর একটা বিস্ফোরিত হয়ে পাশের চলাচলের রাস্তায় পরে। তৃতীয় ল্যাম্বোর্গিনিটা ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে বাঁধার সৃষ্টি করেছে।

কালো একটা প্রতিকৃতি জানালা দিয়ে বেরিয়ে তার ধোঁয়া ওঠা অস্ত্রটা সোজা তাদের দিকে তাক করে।

'ডানে যাও!' চেঁচিয়ে উঠে পাথরের একটা র‍্যাম্পের দিকে ইশারা করল র‍্যাচেল।

হাঁটুতে ঝুঁকে ডানে ঘুরল গ্রে। বাইকটা কিছুদূর স্কিড করে ভয়ংকরভাবে দুলতে লাগল। বাইক পড়ে যেতে নিলে হাঁটুর বাটিতে ঘষা খায় সে। দাঁতে দাঁত চেপে বাইকটাকে আবার খাড়া করে গ্রে।

ঝুঁকে পড়ার কারণে জীবন রক্ষা হয় তার। বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে আসে, আর গ্রেনেডটা তার মাথার কেবল কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে ছুটে যায়। গালে তার গরম হলকা টের পায় সে।

গ্রেনেডটা সোজা গিয়ে লাগে সামনের ল্যাম্বোর্গিনির উইন্ডশিল্ডে। আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসে জানালা দিয়ে আর গাড়িটা উল্টে যায়।

প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্য দিয়ে গ্রে র‍্যাম্পের দিকে ছুটে যায়। সেইচান আর কোয়ালস্কি এর মধ্যেই তাদের কাছাকাছি চলে এসেছে। বাইক দুটো একসাথেই র‍্যাম্পে উঠে আসে। ছোট অন্ধকারাচ্ছন্ন প্যাসেজওয়েটা পেরিয়ে তারা আবার সূর্যালোকে বেরিয়ে আসে।

র‍্যাম্পের শেষ মাথায় অ্যারেনা। চার স্তরবিশিষ্ট বিশাল অ্যারেনার বিস্তার প্রায় ছয় একর জুড়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী আগুন, ভূমিকম্প আর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও কালের সাক্ষী হয়ে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে ছিল তা। সামনেই সেই রণক্ষেত্র যেখানে লড়া হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ, যেখানে মৃত্যু ছিল খেলা। অনেক আগেই কাঠের মেঝেটা পচে গিয়ে তলার পাথরের গোলকধাঁধা আর পশু, দাস আর গ্ল্যাডিয়েটর থাকার প্রকোষ্ঠগুলো উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

একটা আধুনিক চলার পথ এই খোলা গহবরের উপর স্থাপন করা হয়েছে যা গিয়ে শেষ হয়েছে অপর পাশের মঞ্চে। গ্রে সুযোগটা নিল। গতি না কমিয়ে সে সোজা সরু রাস্তাটার উপর উঠে পড়ল। বাইক দুটোর গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সেখানে, যেন প্রাচীন দর্শকদের ভূত আবার জেগে উঠে রক্তের নেশায় চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে।

সেই ভূতেরা আজও নিরাশ হবে না।

তাদের পিছন থেকে নতুন করে গোলাগুলি শুরু হলো। রিয়ারভিউ মিররে গ্রে দুই বন্দুকধারীকে পজিশন নিতে দেখল। তাদের কাঁধে কমব্যাট অ্যাসল্ট রাইফেল। প্রথম দফা এলোপাথাড়ি গোলাগুলির পর সেইচানের বাইকের পিছনের চাকায় গুলি লাগে। বাইক ফেলে সেইচান আর কোয়ালস্কি জড়াজড়ি করে গড়িয়ে পড়ে তক্তার উপর।

কোয়ালস্কি দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে সেইচান ধাক্কা দিয়ে তাকে নিচে ফেলে দেয়। অল্পের জন্য একটা গুলি তারা মাথা মিস করে। দুজন মিলে তারা সেখান থেকে নিচের গহ্বরে পতিত হয়।

এটাই একমাত্র পথ ছিল তাদের জন্য।

বাইরে খোলা জায়গায় গ্রে আর র‍্যাচেলের পক্ষে কোনভাবেই অপর প্রান্তে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। আততায়ীরা পজিশন নিয়ে লক্ষ্য স্থির করলে, শিকারকে বাগে পাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। গ্রে হার্ডব্রেক কষল। সে জানে তার হাতে এক সেকেন্ডের-ও কম সময় আছে। সে ঘুরে র‍্যাচেলের কোমর ধরে বাইক ফেলে গড়াতে থাকল বোর্ডের উপর।

বুলেট সোজা তাদের দিকে ছুটে এসে তক্তায় বিঁধল।

গ্রে গড়াতে থাকল। তারা বোর্ডের কিনার থেকে গড়িয়ে নিচের গর্তে পড়ে গেল।

রাত ২ টা ৩৫ মিনিট
ওয়াশিংটন ডিসি

পেইন্টার মনিটরের দিকে আরও ঝুঁকে আসল।

'তুমি কি আরেকটু পরিষ্কারভাবে জুম করতে পারবে?'

স্যাটেলাইট টেকনিশিয়ান মাথা নাড়ল। 'স্যাটেলাইট থেকে এর থেকে ভাল রেজোল্যুশন পাওয়া সম্ভব না। আমি সাম্প্রতিক উপাত্তগুলোকে একটা হাই-রেজ ফিল্টারে চালনা করতে পারব, কিন্তু তা করতে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে।'

পেইন্টার ক্যাটের দিকে তাকাল। সে ফোনে কথা বলছে, তার চোখে চোখ পড়ল।

'ইতালিয়ান মিলিটারির কথা শুনেছে,' বলল ক্যাট। 'তাদের দশ মিনিট লাগবে। স্থানীয় পুলিশ এলাকা বন্ধ করে দিয়েছে।'

পেইন্টার পুনরায় স্ক্রিনের দিকে তাকালেন। কলোসিয়ামে ঢোকার পর থেকে তারা বাইকগুলোকে আর দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরই আবার হাজির হয় তারা রণক্ষেত্রের কেন্দ্রে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু দেখতে দেখতে একটা বাইক হঠাৎ ঘুরপাক খেয়ে থেমে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর অন্যটাও থমকে গেল। ঝাপসাভাবে নড়াচড়া দেখা গেল আশেপাশে, তারপর সব স্থির।

র‍্যাম্পে কোনও দেহ পরে আছে কিনা বোঝার জন্য রেজোল্যুশনটা যথেষ্ট না।

মঙ্ক টেকনিশিয়ানের কাঁধের উপর ঝুঁকে পরল। 'স্যার...' সে পর্দার দিকে পেইন্টারের মনোযোগ আকর্ষণ করল। 'আমি মনে হয় আবার কিছু একটা দেখতে পারছি। ব্রিজের উপর।'

টেকনিশিয়ান মাথা নাড়ল। 'দুটো অবয়ব দেখা যাচ্ছে, তিনটাও হতে পারে।'

পর্দায় বোঝা যায় না, এমন একটা বিন্দুর উপর আঙুল তাক করল সে। তারা পরে থাকা মোটরসাইকেলগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এত খারাপ রেজোল্যুশনেও পেইন্টার সত্যিকারের শিকারীদের চালচলন অনুধাবন করতে পারছিল।

পর্দার দিকে তাকিয়ে আধা প্রার্থনা, আধা অনুযোগের সুরে বলল, 'পালাও ওখান থেকে, গ্রে...'

সকাল ৮ টা ৩৬ মিনিট
রোম, ইতালি

র‍্যাচেল গ্রে'র কাঁধে মাথা রাখল। প্রতি পদক্ষেপে তার ডান পায়ে চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছিল। কলিসিয়ামের ভূ-গর্ভস্থ অংশে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছে সে। গ্রে'র পাশে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে আশপাশ দেখছিল।

সূর্য তখনও মাথার উপর উঠেনি। ছায়ার আড়ালে আছে তারা। আঙ্কেল ভিগর র‍্যাচেলকে বলেছিলেন যে এই নিম্নাংশের অপর নাম হাইপোজিয়াম, সোজা বাংলায় বলতে গেলে 'পাতাল'। এখানেই সবধরনের পশু-পাখিকে রাখা হত- সিজ্ঝ,হাতি,বাঘ,জিরাফ- সাথে দাস আর গ্যাডিয়েটরদেরও। হাতে টানা লিফটে করে খাঁচাগুলো উপরে-নিচে উঠানামা করানো হত।

তবে এখন কেবল দেয়ালের ধ্বংশাবশেষ, ভাঙা খাঁচা আর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলো অবশিষ্ট আছে। ছাদ না থাকায় উপরিভাগ রোদ-বৃষ্টির কবলে পড়ে। ঘাস আর আগাছায় ছেয়ে গেছে মেঝে, দেয়ালজুড়ে মসের ঘন আচ্ছাদন। প্রাচীন এ পুরাকীর্তির ভঙ্গুর দশা ও আকস্মিক ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় তা পর্যটকদের আওতার বাইরে রাখা হলেও প্রত্নতত্ত্ববিদদের জন্য কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। আঙ্কেল ভিগর একবার ছোট্ট র‍্যাচেলকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইস তখন যদি এর মর্ম বুঝতাম...

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল গ্রে। পা টিপেটপে তাদের পিছনে পিছনে কেউ আসছিলঃ পাথরের খসখসে শব্দ, ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ। ওরা একটা প্রকোষ্ঠে গিয়ে লুকাল। দুটো অবয়ব হাজির হলো দৃশ্যপটে।

র‍্যাচেল গ্রেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখল।

'সেইচান...'

হিসিয়ে উঠে ঠোঁটে আঙুল দিল সেইচান। তার পিছনে কোয়ালস্কি। তার মুখের অর্ধেক জুড়ে রক্তের ছাপ। চোখের উপরের গভীর ক্ষত থেকে আসছে রক্ত। সে-ও হাত উঁচিয়ে তাদের চুপ থাকতে বলল।

র‍্যাচেল তখন শুনতে পেল শব্দটা।

মাথার উপরের বোর্ডওয়াকে বুটের থপথপ।

বন্দুকধারীরা র‍্যাচেলকে নিরাশ করে তখনও বিদায় নেয়নি। তারা শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেইচান উপরে নির্দেশ করে তারপর জায়গাটা দেখাল। তার ইঙ্গিত পরিষ্কার। ওরা যদি সোজা বোর্ডওয়াকের নিচে থাকে তাহলে তাদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে তাদের নিঃশব্দে চলাফেরা করতে হবে।

গ্রে মাথা নেড়ে হাইপোজিয়ামের অন্য মাথার দিকে এগোল। র‍্যাচেল হাত ধরে থামাল তাকে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ফিরে তাকাল সে। এই জায়গার নকশা র‍্যাচেলের নখদর্পণে। বোর্ডওয়াক বরাবর গেলে তারা সোজা দেয়ালে গিয়ে ঠেকবে। অল্প কিছু রাস্তা এখনও আছে হাইপোজিয়াম থেকে বেরোনোর।

সে রাস্তাটাকে দেখিয়ে হাত দিয়ে কাটার ইঙ্গিত করে মাথা নাড়ল। মিলিটারি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে এর মানে সামনে কানাগলি। ঘুরে মেয়েটা অল্প কিছু লোক জানে, এমন একটা বহির্গমন পথের দিকে ইশারা করল। আঙ্কেল অনেকদিন আগে তাকে এটা দেখিয়েছিল। কিন্তু সে জায়গায় পৌঁছতে হলে তাদের বোর্ডওয়াকের আশ্রয় ছেড়ে খোলা গোলকধাঁধায় নামতে হবে।

গ্রে মুখ শক্ত করে তাকে পর্যবেক্ষণ করল, তার চোখে রাজ্যের শীতলতা।

তুমি কি নিশ্চিত?

নড করল র‍্যাচেল। গ্রে'র আঙুল তার কাঁধে শক্তভাবে চেপে বসল, ধন্যবাদ জানিয়ে আশ্বস্ত করল সে। ক্ষণিকের জন্য র‍্যাচেলের মনে হলো এই হাত দুটো যদি শক্তভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখত। কিন্তু গ্রে তাকে ছেড়ে দিয়ে কোয়ালস্কির সাথে হামাগুড়ি দিয়ে বসল। তারা দুজনে নিচু গলায় ফিসফিস করতে লাগল।

সেইচান র‍্যাচেলের কাছে আসল। তার মনোযোগ-ও দুই আমেরিকানের দিকে ন্যাস্ত। র‍্যাচেলের সন্দেহ নেই যে ওই মহিলা ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে কথা বুঝতে পারে। সে তার মুখের একপাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তার গাল বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে। র‍্যাচেল লক্ষ্য করল যে বছর কয়েক আগে তাদের প্রথম সাক্ষাতের পর তার ওজন-ও বেশ কমেছে। চেহারা হয়ে গেছে আরও রোগা, চোখ কোটরীভূত, ভূতুড়ে। অনেকটা পাথরের তৈরি যেন, কঠিন, একরোখা। তবে তার গাঢ় সবুজ চোখে যেন ঠাণ্ডা আগুন।

গ্রে পিছিয়ে তাদের সবাইকে বোর্ডওয়াকের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে বসতে বলল। সে উপরে তাকিয়ে শিকারীদের একজনকে মাথার উপর দিয়ে যেতে শুনল। বন্দুকধারীরা হাইপোজিয়ামের উভয় পাশ তলাশী করে দেখছে। কোনও নড়াচড়া দেখলেই হামলে

পড়বে তাদের উপর। আর তাদের অবস্থান থেকে তা হবে অনেকটা ব্যারেলে মাছ ধরার মত।

আততায়ী সরে যেতেই, গ্রে ফিসফিস করে বলল, 'ওদের মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে হবে। কোয়ালস্কির পিস্তলে কেবল একটা গুলি আছে। খুব বেশি কিছু না কিন্তু-

বুটের সতর্ক পদক্ষেপ হঠাৎ দিক পালটে তাদের দিকে দৌড়ে ছুটে আসতে লাগল।

গ্রে কথা নিশ্চয়ই তাদের কানে গিয়েছে।

কোয়ালস্কি গুলি ছোঁড়ার জন্য বন্দুক উঁচাল। কিন্তু সেইচান তার কাঁধে হাত রেখে নিরস্ত করল।

বুটের থপথপ শব্দ তাদেরকে ছাড়িয়ে সোজা বোর্ডওয়াকের অন্যপাশে চলে গেল। পালিয়ে যাচ্ছে তারা। কিছু একটা তাদের চমকে দিয়েছে।

'পুলিশ হয়ত...' গ্রে অনুমান করল।

'সময় হয়েছে এতক্ষণে,' বলল কোয়ালস্কি।

সেইচান অবশ্য অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। তার চেহারায় বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল। ইন্টারপোলসহ বিভিন্ন সংগঠনের সন্ত্রাসীদের তালিকায় তার নাম আছে।

কোন সিদ্ধান্তে পৌছার আগেই উপর থেকে আকস্মিকভাবে আরেকটা শব্দ ভেসে আসলো। হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ। গ্রে বোর্ডওয়াকের নিচ থেকে বেরিয়ে উপরের দিকে তাকাল। র‍্যাচেল-ও তার সাথে যোগ দিল।

ভিমরুলের আকৃতির কালো একটা হেলিকপ্টার কলিসিয়ামের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

'এরা তো পুলিশ না,' র‍্যাচেল বলল।

এমনকি ওটার গায়ে কোনও মার্কিং-ও নেই।

স্টেডিয়ামের উপর ভেসে থাকতে থাকতে হেলিকপ্টারের একটা দরজা খুলে যায়।

গ্রে র‍্যাচেলের কাঁধ খামচে ধরে বলে উঠে, 'দৌড়াও!'

বন্দুকধারীদের পালানোর কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল। পুলিশের থেকে পালায়নি তারা। হামলার ধরণ পাল্টেছে কেবল। ব্যারেলের মাছ ধরে কি লাভ, যখন ডেপথ চার্জ আরও বেশি কার্যকরী?

'এই দিকে!' চেঁচিয়ে বলল র‍্যাচেল।

হাঁটুর ব্যাথাকে অগ্রাহ্য করে ছুট লাগাল সে। পাথরের প্রকোষ্ঠগুলোকে ঘিরে রাখা বাঁকা একটা দেয়ালের দিকে গেল সে। বাকিরা তাকে অনুসরণ করল।

'কী হচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি।

র‍্যাচেল প্রথমে ডানে গিয়ে তারপর আবার বামে যেতেই একটা কানাগলির মুখে পৌছুল।

'ফিরে যাও!'

তারা জটলা পাকিয়ে দাঁড়াল। র‍্যাচেল গ্রে'র কাঁধে ভর দিয়ে **লাফাচ্ছে। সে** জানতো বাইরে যাবার রাস্তা কোথায়, কিন্তু এই গোলকধাঁধা তার মুখস্থ না। **ফিরে** গিয়ে সে সঠিক রাস্তাটা খুঁজে পেল। সামনে রাস্তাটা সোজা একটা সরু বাঁকানো রাস্তায় গিয়ে *ঠেকেছে*। এটাই! বাঁকের সম্মুখে একটা সিঁড়ি চলে গেছে হাইপোজিয়ামের নিচের অংশে।

সেদিকেই যাচ্ছিল এমন সময় পিছন থেকে গ্রে ওকে জাপটে ধরে পাশের একটা প্রকোষ্ঠে *ঠেলে* দেয়। অন্যরাও তাতে ঢুকে যায়। গ্রে তাকে আঁকড়ে ধরতেই বজ্রপাতের মতো শব্দে দেয়াল আর পায়ের নিচের পাথর কেঁপে ওঠে। কিয়দক্ষণ পরেই, মাথার উপর দিয়ে আগুনের হলকা, ধোঁয়া আর বিষাক্ত রাসায়নিকের বাষ্প উড়ে যায়।

গ্রে তাকে ঠেলে বাইরে নিয়ে এল। সে হোঁচট খেল, কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে, চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। মাথার উপর দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টারটা। খোলা হ্যাচের মুখে কালো স্টিলের ব্যারেল দেখা গেল।

হায় হায়,না...

ভীত র‍্যাচেল জানত কী ঘটতে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যথা নিয়েও পাথর আর ভাঙা দেয়াল ডিঙিয়ে প্যাসেজওয়ে ধরে ছুট লাগাল সে। উন্মুক্ত দরজাটা আরও দশ গজ দূরে। হঠাৎ তার পা হড়কাল মস আচ্ছাদিত পাথরে। পা মচকে গেল তার। হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়তে নিল সে।

কিন্তু গ্রে তার কোমর চেপে ধরে শেষ কয়েক ধাপ বয়ে নিয়ে চলল তাকে। আর্চওয়ে ধরে একসাথে ঢুকে পড়ল তারা। পিছন থেকে এসে ধাক্কা খেল কেউ। সবাই একসাথে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

নিচে ধ্বংসাবশেষের উপর পড়তেই তাদের উপরে সবকিছু বিস্ফোরিত হলো।

দরজার মুখের কাছের বিস্ফোরণে তাদের কান তালা লেগে গেল। র‍্যাচেলের কানে চাপ পড়ে মনে হচ্ছে খুলি ফেটে যাবে। পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ছে। আগুনের হলকা বয়ে গেল তাদের মাথার উপরের ছাদ জুড়ে। চামড়া পুড়ে গেল তার। শ্বাস নিতে পারছে না সে।

তারপর হঠাৎ করেই বাতাসের চাপ কমতে শুরু করল, আগুনটা যেন কেউ টানেলের ভিতর থেকে শুষে নিল বাতাস, ঠাণ্ডা একটা হলকা নিচ থেকে উপরের দিকে বয়ে গেল।

হাত দিয়ে কেউ ধাক্কাল তাকে। সিঁড়ি থেকে নিচের সরু প্যাসেজের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল তারা। কয়েক ইয়ার্ড পর তারা পায়ের উপর দাঁড়াতে পারল। র‍্যাচেল দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল, হাপরের মতো ওঠানামা করছিল তার বুক। কোনমতে বমি ঠেকাল সে, বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিল।

'যেতে থাক,' অনুরোধ করল গ্রে।

হোঁচট খেয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কিন্তু তাদের থেমে পড়লে চলবে না। বারবার কম্পন আর আগুনে উপরের অংশটা ধ্বসে পড়তে পারে। তাদের এখান থেকে সরে যেতে হবে।

'বের হবার রাস্তাটা কি তুমি খুঁজে বের করতে পারবে?'

কাশল র‍্যাচেল। 'সম্ভবত...আশা করি...'

গ্রে তার কনুই ধরল। 'র‍্যাচেল।'

নড করে ভারসাম্য রক্ষা করল সে। 'হ্যাঁ, এই দিকে।' মোবাইল ফোনটা বের করে আলো জ্বালাল সে। খুব একটা বেশি আলো আসছে না, তবে নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল।

গ্রে'র কাঁধ চেপে ধরে সামনের দিকে এগোল সে। জায়গাটা বেশি দূরে না, কিন্তু এখানে অসংখ্য গলি-ঘুপচি। অতীত আর বর্তমানের খেয়ালে হারিয়ে এগিয়ে চলল সে।

তার মনে আছে আঙ্কেল ভিগর তাকে বীর আর পিশাচদের চমকপ্রদ কাহিনি শুনিয়ে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতেন। তিনি তাকে সেই বিশাল অনুষ্ঠানের কথাও বলেছিলেন, কদাচিৎ যা কলিসিয়ামে মঞ্চস্থ করা হত। তার নাম ছিল নোমাকিয়া।

জোরে জোরে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল সে, 'রোমান শাসনের শুরুর দিকে, পাতালের এই স্তর নির্মাণের আগে, তারা এই জায়গায় পানির বন্যা বইয়ে দিত। ফলে কলিসিয়ামের মাঝে সৃষ্টি হত বিশাল এক লেক। বিখ্যাত সমুদ্রযুদ্ধগুলো সামুদ্রিক ঘোড়া আর ষাঁড়সহ মঞ্চস্থ করা হত এখানে।'

রক্তাক্ত, ধূলিধূসরিত, পোড়া কোয়ালস্কি তার ঠিক পিছনেই। 'এ মুহূর্তে সাঁতার কাটতে আমার বেশ ভালই লাগবে।'

'অনুষ্ঠান শেষে এই পানিগুলো কী করত?' জানতে চাইল গ্রে।

'দেখাচ্ছি তোমাকে,' বলল র‍্যাচেল।

আরও দুই বাঁক ঘোরার পর তারা একটা দেয়ালের সামনে এসে পড়ল। সরু পথের মাথায় একটা লোহার দরজা দিয়ে আটকানো। ম্লান আলোতেও বোঝা যাচ্ছে তা খাড়া নিচে নেমে গিয়েছে।

'গতবছর তারা এটা পরিষ্কার করে,যা আঙ্কেল ভিগরের তথ্যের সাথে মিলে যায়।' র‍্যাচেল দরজাটা খুলে টেনে ধরল।

আরও কিছু ব্যাখ্যা করার আগেই, উপর থেকে কিছু একটা ধ্বসে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। পাথর আর ধুলোর মেঘ তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল।

'বোমাগুলো গুহাধ্বস ঘটাচ্ছে,' র‍্যাচেল বলল।

তাদের কাছেই, ছাদ থেকে এক টুকরো বড় আকারের মার্বেল এসে মাটিতে পড়ল। পাথরের আর্তনাদ ভেসে আসছে। পুরো অংশটাই তাদের উপর ধ্বসে পড়তে চলেছে!

'এদিকে,' বলল র‍্যাচেল। 'জলদি।'

সে সরু প্যাসেজটা দিয়ে ঢুকে অন্যদের পথ দেখাল। বাকিরা এক সারিতে তাকে অনুসরণ করল। পাঁচ কদমও যায়নি তারা এমন সময় বিকট আওয়াজে মেঝেটা কেঁপে উঠল। বাতাসে ধূলো বেড়ে গিয়ে তাদের দম আটকে আসছে, চোখেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না ।

র‍্যাচেল হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সামনে এগিয়ে চলল। মেঝে আরও খাড়া হচ্ছে ক্রমশ। র‍্যাচেল এক হাতে ভারসাম্য রক্ষা করে আরেক হাতে তার টিমটিম করতে থাকা মোবাইল ফোনটা বাড়িয়ে ধরে আছে।

'আর কতদূর?' চিৎকার করে জানতে চাইল গ্রে।

জবাব দিল না সে, উত্তর জানা নেই।

এক মিনিটের দীর্ঘ নীরবতার পর ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো প্যাসেজে। দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল সে। তাড়াহুড়ায়, পা পিছলে পড়ে কিছুদূর গড়িয়ে গেল। মোবাইলটা হাত থেকে ছুটে গেল ওর।

ন্যাচেল নিজেই ওটার পিছে পিছে গেল, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন পায়ের নিচে মাটি নেই। উপর থেকে নিচে পড়ছে সে! চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। পরক্ষণেই বুঝতে পারল, অগভীর একটা জলাশয়ে পড়ে গিয়েছে। উপর থেকে কেবল এক মিটার নিচে।

'সাবধান!' গ্রে বলল।

র‍্যাচেল সরে গেল। অন্যরাও পিছলা খেয়ে এসে ঝপ করে পানিতে পড়ল। র‍্যাচেল জলাধারের কিনার থেকে তার ফোনটা উদ্ধার করল। এখনও আলো জ্বলছে ওটায়। ফোনটা উঁচিয়ে ধরল সে।

তারা মানুষের তৈরি লম্বা একটা গোলাকৃতির নলের ভিতর আছে। যার তলদেশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু পানির ধারা।

'কোথায় আমরা?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'শহরের পুরনো নর্দমার ভিতরে,' উত্তর দিয়ে পানির ধারাটাকে অনুসরণ করতে শুরু করল সে। 'এভাবেই প্রাচীন রোমানরা স্টেডিয়াম থেকে পানি বের করে দিত।'

অন্যরা তার পিছন পিছন চলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোয়ালস্কি। 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, পিয়ার্সের সাথে রোমভ্রমণ নর্দমাতেই শেষ হবে!'

১০

১১ অক্টোবর, বিকাল ৩ টা ১২ মিনিট
ওয়াশিংটন ডিসি

পেইন্টার আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তবে নিজের ডেস্কে বসেই। এর থেকে বেশি প্রস্তুত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। দীর্ঘরাত্রির পর, ছোটখাটো একটা ঘুম দিয়ে গোসল সেরে পরিষ্কার এক প্রস্থ কাপড় পরেছে।

ঘন্টাখানেক আগেই জানতে পেরেছে, গ্রে আর কোয়ালস্কি নিরাপদে রোম থেকে সরে এসেছে। কমান্ডার পিয়ার্স ইতালিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার সম্পর্কে আভাস দিলেও সে চলার উপর আছে। পুরো ঘটনা জানাতে হলে তাকে শহরের বাইরে আরও নিরাপদ কোনও স্থানে থিতু হতে হবে।

অফিসের ইন্টারকমটা বেজে উঠল। ব্র্যান্টের গলা শোনা গেল। 'স্যার, জেনারেল মেটকাফ আপনার অপেক্ষা করছেন।'

পেইন্টার জানতেন যে ডারপার প্রধান সিগমায় আসছেন। কালেভদ্রে এক-আধবার দেখা মেলে তার। এবং কখনওই তা শুভ কোনও বার্তা বয়ে আনে না।

পেইন্টার ইন্টারকমের বাটন চেপে বললেন। 'ব্র্যান্ট, জেনারেলকে সোজা ভিতরে নিয়ে আস।'

কয়েক সেকেন্ড পর দরজাটা খুলে গেল। জেনারেল গ্রেগরি মেটকাফ অফিসে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন ও। জেনারেলের হ্যাট তার বগলের নিচে, চেহারায় ভ্রূকুটি।

পেইন্টার হাত মেলানোর জন্য এগিয়ে গেল, কিন্তু মেটকাফ সোজা হ্যাটটা রেখে চেয়ারে বসে তাকেও বসতে ইশারা করলেন।

'আপনার কি কোনও ধারণা আছে ইতালি থেকে কতটা রাজনৈতিক চাপের মুখে আছি আমরা?' মেটকাফ শুরু করলেন।

ঘুরে ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারে বসল পেইন্টার।

'পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছি আমি, জেনারেল। বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স চ্যানেলে সব ধরণের কথাবার্তার উপর নজরদারি রাখা হচ্ছে।'

'প্রথমে, একটা হোটেলে গোলাগুলি, তারপর রাস্তায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া আর শেষে বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটায় বোমাবর্ষণ। আর আপনি কিনা বলছেন এর মূলে আমাদের...আপনার একজন অপারেটিভ?'

পেইন্টার নিঃশ্বাস ফেলল। তার হাতের আঙুলগুলো ডেস্কের কিনারে। 'জ্বি স্যার। আমাদের সেরা ফিল্ড এজেন্টদের একজন।'

'সেরা?' মেটকাফ ব্যঙ্গের সুরে বললেন। 'আপনার সবথেকে বাজে অপারেটর তাহলে কী দশ করবে, ভাবতেও গলা শুকিয়ে আসছে!'

পেইন্টার তার গলায় কিছুটা তিক্ততা ফুটিয়ে তুলল। 'ওকে অ্যাম্বুশ করা হয়েছে। সে একজন অ্যাসেটকে রক্ষার জন্য যা প্রয়োজনীয় তা করেছে। সবাইকে বাঁচানোর স্বার্থে।'

'আর তার জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে? যতদূর আমি জানি, সে ইতালির আভ্যন্তরীণ কোনও বিষয়ে কাজে গিয়েছিল। যা তাদের নিজেদের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ইন্টারপোলের সহায়তায় গুছিয়ে এনেছিল। যদি আপনার এজেন্টের সম্পৃক্ততার খবরে ক্ষয়ক্ষতি-'

পেইন্টার কথার মাঝখানেই তাকে থামিয়ে দিল। 'জেনারেল, কেসটার ডালপালা ইতালি ছেড়েও বহুদূর ছড়িয়ে আছে। এ কারণেই আমি সামনাসামনি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। এখন পর্যন্ত কেউ জানে না যে এর সাথে সিগমা জড়িত, আর আমি তা সেভাবেই রাখতে চাই।'

মেটকাফ আরও কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করলেন। পেইন্টার-ও চুপচাপ বসে রইল। খুব কম লোকই এমন বজ্রদৃষ্টি উপেক্ষা করতে পারে। চোখের পাতাও ফেললেন না পেইন্টার।

মেটকাফ শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'কী ঘটেছে, আমাকে বলুন।'

পেইন্টার স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়ল। ডেস্ক থেকে ফাইল খুলে একটা ছবি বাড়িয়ে দিলেন জেনারেলের দিকে। 'ভ্যাটিকানে নিহত ব্যক্তির ফরেনসিক ফটো।'

মেটকাফ ছবিটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। কুঞ্চিত হলো তার ভ্রুজোড়া, চেহারায় নিখাদ বিস্ময়ের ছাপ। 'এটা তো সেই চিহ্ন,' বললেন তিনি। 'মাথায় ব্র্যান্ড করা, সিনেটর গরম্যানের ছেলের মতো।'

'আর প্রিন্সটনের ওই প্রফেসরের মতও,' পেইন্টার বলল। জানে, এর মধ্যেই মেটকাফ ইউনিভার্সিটিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার রিপোর্টটা পড়েছেন।

'কিন্তু এই যাজকের সাথে আফ্রিকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার যোগসূত্রটা কোথায়? জেসনের সাথে প্রফেসরের সম্পৃক্ততা নাহয় বুঝতে পারলাম, কিন্তু এটা?' ছবিটা আবার পেইন্টারের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। 'কোন মানেই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'এই ধাঁধা সমাধানের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সূত্র ইতালিতে থাকা ফিল্ড এজেন্ট কমান্ডার গ্রে পিয়ার্সের হেফাজতে আছে। যা অর্জনের জন্য কেউ রোমান কলিসিয়াম পর্যন্ত ধ্বংসে দ্ব্যর্থহীন।'

'সূত্রটা এখন আমাদের হাতে?'

নড করল পেইন্টার।

'কী সেটা?'

'আমরা তা বোঝার চেষ্টা করছি এখনও। এটা পুরনো একটা আর্টিফ্যাক্ট যার সাথে সম্ভবত ইংল্যান্ডের একটা প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকার যোগসূত্র আছে। বিস্তারিত এখনই জানাতে চাচ্ছি না আমি। দরকার হলে জানাব।'

'আর আপনার কি ধারণা আমার জানার প্রয়োজন নেই?'

পেইন্টার তার দিকে তাকাল। 'আপনি কি আসলেই জানতে চান?'

মেটকাফের চোখে রাগ ফুটে উঠল, তবে পরে তার চেহারায় দুষ্টুমি খেলা করল। 'ঠিক বলেছেন। রোমে যা ঘটে গেছে তারপরে তো না-ই। এখনকার জন্য অস্বীকার যাওয়াটাই সম্ভবত সেরা পন্থা।'

'আমিও তাই মনে করি,' বলল পেইন্টার, মন থেকেই বলল। এবারই প্রথম এতটুকু স্বাধীনতা পেয়েছে সে এই লোকের থেকে।

আর তার আরও প্রয়োজন।

'যা-ই ঘটছে তার ব্যাপ্তি ইতালির সীমানা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর,' বলে চললেন পেইন্টার। 'আর সত্য খুঁজে বের করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে আমাদের সম্পৃক্ততার কথা গোপন রাখা।'

মেটকাফ সম্মতি দিলেন।

'ইতালির ঘটনার আগে, আমি সিদ্ধান্ত নিই যে রেড ক্রস ক্যাম্পে চলমান জেনেটিক প্রজেক্ট সম্পর্কে আমাদের আরও তথ্য দরকার।'

'ভায়াটাস কর্পোরেশন যে ফার্মটা চালায়, সেটা সম্পর্কে তো?'

'এখন পর্যন্ত- জেসন আর তার প্রফেসর- দুজন আমেরিকানের মৃত্যু এর সাথে যুক্ত। কীভাবে এবং কেন তা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু আমাদের তদন্তটা সেদিকেই করতে হবে। আমাদের আরও বিস্তারিত তথ্য দরকার। সেসব তথ্য কেবল এক জায়গায়ই পাওয়া সম্ভব।'

'হুম, ভায়াটাসে।'

'আগামীকাল অসলোতে একটা কনফারেন্স শুরু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ফুড সামিট। ভায়াটাসের সিইও আইভার কার্লসেন তাতে বক্তব্য রাখবেন। আফ্রিকায় গবেষণার প্রকৃত ধরণ সম্পর্কে জানতে হলে, তাকে ধরে কথা বলাতে হবে।'

'কার্লসেনের খ্যাতি সম্পর্কে শুনেছি আমি। সে যেনতেন লোক না। তাকে জোরজবরদস্তি করে কিছু আদায় করতে পারবেন না আপনি।'

'বুঝতে পারছি।'

'তার অনেক ক্ষমতাবান বন্ধু আছে- এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও।'

'তাও আমি জানি।'

পেইন্টারের হাতে লোকটার ও তার কোম্পানির পুরো খতিয়ান আছে। ভায়াটাস আমেরিকায় পসার জমিয়েছে মূলতঃ মিডওয়েস্টে একটা জীবাশ্ম জ্বালানির কনসোর্টিয়ামের পৃষ্ঠপোষকতা, সার ও আগাছানাশক উৎপাদনকারী একটি বড়

পেট্রোকেমিকাল কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব আর মোসান্টোর সাথে বেশ কিছু জেনেটিকালি মডিফাইড বীজের স্ট্রেইনের লোভনীয় পেটেন্ট ভাগাভাগি করে।

মেটকাফ বলতে থাকলেন। 'আসলে, আমি অসলোতে তাদের সম্মেলনের খবর জানি। আমাদের এক বন্ধু তাতে অংশ নিচ্ছেন। যিনি তার ছেলের মৃত্যুর উত্তরের খোঁজে ডারপাকে ব্যাতিব্যস্ত করে রেখেছেন।'

'সিনেটর গরম্যান?' বিস্মিত হলো পেইন্টার।

'তিনি ইতোমধ্যেই অসলোতে আছেন। ছেলের মৃত্যুর পরও তার সাথে আইভার কার্লসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের কাউকেই নিশ্চয়ই রাগাতে চান না আপনি। কার্লসেনের জিজ্ঞাসাবাদ অত্যন্ত গোপনে করতে হবে।'

'বুঝতে পারলাম। তাহলে তো তার সাথে আমার সাক্ষাতের কারণ আরও পোক্ত হলো।'

'কী কারণ?'

'ব্যাপারটার স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় আর আন্তর্জাতির সন্ত্রাসবাদের হুমকি থাকায়, কার্লসেনের ইন্টারভিউটা আমি নিজে নিব।'

মেটকাফ এটা আশা করেননি। ব্যাপারটা হজম করতে তার এক মুহূর্ত সময় লাগল। 'আপনি নিজে মাঠে নামতে চান? অসলোতে যেতে চান?'

'জ্বি, স্যার।'

'আপনি চলে গেলে সিগমাকে দেখে রাখবে কে?'

'ক্যাথেরিন ব্রায়ান্ট। সে আমার ডান হাত। নেভাল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে সে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে তার যোগাযোগ আছে। সে কমান্ড নিয়ন্ত্রণ ও ফিল্ড এজেন্টদের চালনা করার জন্য যোগ্য।'

মেটকাফ হেলান দিয়ে বিষয়টা নিয়ে ভাবলেন।

পেইন্টার জানত লোকটার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার ব্যাপারে আপোষহীন। এ কারণেই তিনি এত দ্রুত উপরে উঠে এসেছেন। পেইন্টার তাতেই জোর দিল।

'আপনি এর মধ্যেই বলেছেন সিগমা গ্যাঁড়াকলে আছে,' গলায় দুঃখ ফুটিয়ে বলল সে। 'এই একটাবার আমাদের নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ দিন। আর যদি ব্যাপারটা কেঁচে যায়, এর সব দায়ভার আমার।'

মেটকাফ নীরবে বসে রইলেন। তিনি আবার সেই ক্ষুরধার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। পেইন্টারও তাকিয়ে রইল সমান তেজে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আলতো করে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এবার হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। পেইন্টার ডেস্কের ওপার থেকেই হাত মেলাল।

হাত ছেড়ে দেবার আগে চাপটা আরেকটু বাড়ালেন মেটকাফ। 'বেশি চাপ দিবেন না, ডিরেক্টর ক্রো। আর নরম স্বরে কথা বলবেন।'

'চিন্তা করবেন না। আমার পূর্বসূরীরা এর জন্যই সুপরিচিত। আমরা সবকিছু হালকাভাবে নিই।'

কথা শুনে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল মেটকাফের মুখে। হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'হয়ত। কিন্তু এই কেসের ক্ষেত্রে, আমি টেডি রুসভেল্টের দিকে ইশারা করছিলাম।'

জেনারেল চলে যাবার পরও দাঁড়িয়ে রইল পেইন্টার। লোকটার প্রশংসা না করে পারা যায় না। টেডির ব্যাপারে তার ধারণা সঠিক। মূলমন্ত্রটা যে কোনও ফিল্ড এজেন্টের সাথে যায়।

নরম স্বরে কথা বল- কিন্তু সাথে বড় একটা লাঠি রেখ।

বিকাল ৪ টা ১০ মিনিট

'আর এই শব্দগুলোই ডিরেক্টর ক্রো ব্যবহার করেছিলেন?' জানতে চাইল ক্যাট।

মঙ্ক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাট তার অফিসে সোফায় বসা। 'একদম এ কথাই। তার নাকি বড় একটা লাঠি দরকার।'

'কিন্তু তোমাকেই কি তার হাতের লাঠি হতে হবে?'

মঙ্ক তার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার স্ত্রীর চোখে চোখ রাখল। সে জানত ব্যাপারটা সহজ হবে না। পেইন্টারের সাথে কথা বলেছে আরও আধঘন্টা আগে। ডিরেক্টর মঙ্ককে ফিল্ডে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে, তার সাথে নরওয়ের অসলোতে যেতে বলেছে। ক্যাটের কাছে বিষয়টা তোলার জন্য তার এতখানি সময় লেগেছে। 'এটা আসলে নিছক ইন্টারভিউ ছাড়া আর কিছু না,' প্রতিশ্রুতি দিল মঙ্ক। 'যেমনটা গত কয়েক মাসে ধরে আমি এখানে করে আসছি। এই অ্যাসাইনমেন্টটা কেবল একটু দূরে, এই যা।'

ক্যাট তার চোখের দিকে তাকাল না। সে কোলের উপর পড়ে থাকা তার হাতের দিকে তাকাল। তার গলার স্বর নিচু। 'হ্যাঁ, দেখ না, তোমার শেষ অ্যাসাইনমেন্টটাও তো অনেক সোজা ছিল!'

মঙ্ক তার হাঁটু ঘেঁষে বসে বলল, 'আমরা সবাই নিরাপদেই বেরিয়ে এসেছি।'

কিছুক্ষণ আগেই সে আন্দ্রেয়া সন্ডারিচের খোঁজ নিয়েছে। তাকে এর মধ্যেই সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নিয়েছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটিজ। তার দেখভাল করছে মঙ্কের বিশ্বস্ত এজেন্ট স্কট হার্ভাথ।

'ব্যাপারটা তা না,' বলল ক্যাট।

মঙ্ক বুঝতে পারছে। সে সামনে এগিয়ে তার হাত ক্যাটের বাউজের নিচ দিয়ে তার পেটের উপর আলতোভাবে রাখল। চামড়ার উষ্ণতা অনুভব করল সে। তার স্পর্শে কেঁপে উঠল ক্যাট।

'আমি জানি ব্যাপারটা কী,' গাঢ়স্বরে বলল মঙ্ক। 'আমার স্মৃতিশক্তি সুইস চিজের মতো হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে যা গুরুত্বপূর্ণ তার কথা আমি ভুলি না, এক

মুহূর্তের জন্যও না। আর সে কারণেই আমি নিশ্চিত করার চেষ্টা করব যাতে কিছু না ঘটে।'

'সবকিছু তো আর তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই।'

মঙ্ক তার দিকে তাকাল। 'তোমারও নেই, ক্যাট।'

ক্যাটের চোখে ব্যথা ফুটে উঠল। মঙ্ক জানে তার সেরে ওঠার সময় ক্যাটকে কতটা কষ্ট পোহাতে হয়েছে। দূরে থাকার ব্যথা সে অনুভব করতে চায় না। এমনকি এখনও। তার এই রক্ষণশীলতার উৎপত্তি আসলে নিখাদ ভীতি থেকে। মাসের পর মাস তার বিশ্বাস ছিল যে মঙ্ক মৃত। মঙ্ক সে অনুভূতির কথা কেবল কল্পনাই করতে পারে। তাই, যেহেতু বিষয়টা তাদের কারও জন্যই সুখকর নয়, সেহেতু সে আর চাপাচাপি করল না।

এমনকি এখনও সে তার হাত সরিয়ে নিল না।

যদি ক্যাট চায় সে না যাক, তাহলে সে যাবে না।

'আমার ভাবতেই অসহ্য লাগে যে তুমি ফিল্ডে যাচ্ছ,' বলল ক্যাট। সে তার শার্টের ভিতর থেকে মঙ্কের হাত বের করে শক্তভাবে চেপে ধরল। 'কিন্তু তোমাকে মানা করলে আমি নিজেকে আরও বেশি ঘৃণা করব।'

'তোমাকে আর বলতে হবে না,' শান্তস্বরে বলল মঙ্ক, হঠাৎ নিজেকে স্বার্থপর মনে হলো তার। 'তুমি জান তা। আমি বুঝি। আরও মিশন আসবে। যখন আমরা দুজন প্রস্তুত থাকব।'

ক্যাট কড়াচোখে তার দিকে তাকাল। তারপর হেলে পড়ে চোখ নাচিয়ে মঙ্কের মাথার পিছনটা ধরে তার দিকে টানল। তার ঠোঁট চেপে বসল মঙ্কের ঠোঁটের উপর।

'শহীদ হবার খুব শখ, তাই না, কঙ্কালিস?'

'কী-?'

ঠোঁটের পরশে মঙ্ককে থামিয়ে দিল র‍্যাচেল। শক্তভাবে চেপে ধরে অধরের স্বাদ আস্বাদন করল সে। তারপর মঙ্কের মনে অতৃপ্তি রেখে তাকে দূরে সরিয়ে দিল।

'কেবল এবার অক্ষত ফিরে আসাটা নিশ্চিত কর,' আঙুল দিয়ে কৃত্রিম হাতটা দেখিয়ে বলল ক্যাট।

হতবুদ্ধি মঙ্ক বুঝে উঠতে পারছিল না। 'তুমি কি বলতে চাইছ-'

'উফ মঙ্ক! হ্যাঁ, তুমি যেতে পার।'

আনন্দ আর একরাশ স্বস্তি বয়ে গেল তার মনে। বিশাল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সেই সাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল দুষ্টুমি।

ক্যাট তার মনের খবর পড়তে পেরে ওর মুখের উপর আঙুল রাখল। 'না, তোমার বড় লাঠি হওয়া নিয়ে কোনও জোক না।'

'আরে বেইবি...আমি কি অমনটা বলতে পারি?'

ক্যাট আঙুল সরিয়ে ঝুঁকে চুমু খেল তার ঠোঁটে। মঙ্ক তার পিছনে হাত ঢুকিয়ে টেনে তার কোলের উপর এনে বসাল।

ফিসফিস করে কানে কানে বলল, 'বলার কী দরকার, যখন আমি করেই দেখাতে পারি?'

রাত ১০ টা ১৫ মিনিট
তার্নি, ইতালি

গ্রে জানালার সামনে পাহারায় দাঁড়াল, পুরনো গ্রাম্য ফার্মহাউজটা থেকে বাইরের অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। তার ওখান থেক পার্কিং লট আর ভায়া তিবেরিনা রোড দেখা যাচ্ছে। প্রায় আশি মাইল ভ্রমণ করে আম্ব্রিয়া অঞ্চলের এই ছোট্ট শহরটায় পৌঁছেছে তারা। শহরটা বিখ্যাত এর প্রাচীন রোমান ধ্বংসাবশেষের জন্য।

র‍্যাচেল-ই জায়গাটার কথা বলেছে। দ্বিতল ফার্মহাউজটাকে হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। তবে এর প্রকৃত আবেদন এক বিন্দুও কমেনি। সেই বাদাম কাঠের থাম, সেই ইট বিছানো পথ আর লোহার ঝাড়বাতি। জায়গাটা রাস্তা থেকেও বেশ দূরে দুর্গম স্থানে অবস্থিত।

তথাপি, গ্রে সতর্কতায় ঢিল দিতে অস্বীকৃতি জানায়। রোমে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর সে আর কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি না।

নিচে বাগানে লাল একটুকরো আলো দেখা গেল। সে জানত না সেইচান ধূমপান করে- সে আসলে মেয়েটার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানে না। সেইচান এক অপরিচিত সত্ত্বা, অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি। ওয়াশিংটনের স্পষ্ট নির্দেশঃ যেকোন মূল্যে তাকে গ্রেফতার কর।

তবুও সে আজ তাদের পিঠ বাঁচিয়েছে, আর এর আগে বাঁচিয়েছে তার জীবন।

গ্রে তাকে মাটিতে টহল দিয়ে বেড়াতে দেখতে পায়। পাশের বাথরুমে পাইপে থপ শব্দ করে পানি বন্ধ হয়ে যায়। র‍্যাচেলের গোসল নেয়া শেষ। একঘণ্টা নর্দমায় কাটানোর পর তাদের সবারই সাবার আর গরম পানির সাথে একান্তে কিছু অময় কাটানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। এক মুহূর্ত পর, র‍্যাচেল খালি পায়ে গায়ে শুধু তোয়ালে পেঁচিয়ে ধোঁয়াচ্ছন্ন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। তার চুল থেকে তখনও পানি পড়ছে।

'বাথরুম খালি,' বলল সে, তারপর চারপাশে তাকাল। 'তোমার পার্টনার কোথায়?'

'কোয়ালস্কি নিচে গিয়েছে, রান্নাঘর থেকে রাতের খাবার আনতে।'

'ওহ।' সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, হাত বুকের উপর ভাঁজ করা, পরিস্থিতিটা হঠাৎ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রে'র চোখের দিকে তাকাচ্ছে না সে। তারা দুজন

সত্যিকার অর্থে একাকী সময় কাটায়নি অনেকদিন। গ্রে জানে তার চোখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত, তাকে কিছুটা প্রাইভেসি দেয়া উচিত, কিন্তু সে পারছে না।

র‍্যাচেল ধীরে ধীরে বিছানার দিকে হেঁটে গেল, বাম পায়ে ভর চাপাচ্ছে না সে। পেইনকিলার আর ব্রেস তার আহত হাঁটুকে সাহায্য করেছে, কিন্তু তার একদিনের সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। বিছানায় তার জন্য নতুন এক প্রস্থ কাপড় পড়ে আছে, এখনও প্যাকেটে মোড়ানোঃ জিন্স, নীল বাউজ আর একটা কোট।

হাঁটার সময় সে তোয়ালেটাকে বর্মের মতো ধরে ছিল। এর আসলে কোনও প্রয়োজন নেই। গ্রে খুব ভালভাবেই জানে ওই তোয়ালের নিচে কী আছে। ওর হাত যেখানে বিচরণ করেনি, সেখানে ওর ঠোঁট বিচরণ করেছে। তবে এখন রক্তমাংসের মানুষটাই কেবল তাকে আলোড়িত করছে না- সাথে আছে সেই উষ্ণতার স্মৃতি, রাতের সেই কথোপকথন আর অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো!

শেষপর্যন্ত জানালার দিকে ঘুরে গেল সে- লজ্জায় কিংবা ভদ্রতাবশত নয়। কী হারিয়েছে, কী হতে পারত তা ভেবে।

সে বিছানার পাশে র‍্যাচেলের নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পেল, শুনল কাপড়ের মোড়ক খোলার খচখচ শব্দ। র‍্যাচেল কাপড় বদলাতে বাথরুমে গেল না। তোয়ালে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার পিছনেই কাপড় বদলাল। তার এই কান্ডে কামোত্তেজনা অনুভব করল না গ্রে, যেন তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। র‍্যাচেল জানে যে এতে সে ব্যথিত, লজ্জিত হবে।

আবার এসব গ্রে'র কল্পনাও হতে পারে।

কাপড় পরে র‍্যাচেল জানালার কাছে গ্রে'র পাশে এসে দাঁড়াল। 'এখনও নজর রেখেছ দেখছি,' মৃদুস্বরে বলল সে।

কোনও জবাব দিল না গ্রে।

সে এক মুহূর্ত নীরবে গ্রে'র পাশে দাঁড়িয়ে রইল। নিচে বাগানে ম্যাচের ঝলকানিতে সেইচানের অবয়বটা দৃশ্যমান হলো। আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে মেয়েটা। গ্রে অনুভব করল র‍্যাচেলের শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে। সে একনজর গ্রেকে দেখে ঘুরে বিছানার দিকে চলে গেল।

কেউ কোনও কথা বলে ওঠার আগেই দরজায় নকের শব্দে তাদের মনোযোগ সেদিকে সরে গেল। কোয়ালস্কি একটা চওড়া কাঠের ট্রেতে আর দুই বোতল ওয়াইন হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'রুম সার্ভিস,' বলল সে।

ভিতরে ঢুকতেই মাটিতে পড়ে থাকা তোয়ালেটা নজরে পড়ল তার। তার চোখ র‍্যাচেল আর গ্রে'র উপর নেচে বেড়াল। সে শিষ বাজাতে বাজাতে রুমের টেবিলে ট্রেটা রাখল।

তবে বোতল দুটো তার হাতেই রইল। 'আমাকে কোনও দরকার পড়লে জেনে রাখ, আমি লম্বা সময় ধরে গরম পানিতে গোসল সারতে যাচ্ছি। লম্বা মানে লম্বা। কমপক্ষে কয়েক ঘন্টা তো বটেই।'

সে তাৎপর্যপূর্ণভাবে গ্রে'র দিকে তাকাল।

র‍্যাচেলের ফ্যাকাসে মুখে রক্তিম আভা ফুটে উঠল।

এমন সময় একটা ফোন এসে বিব্রতকর পরিস্থিতির হাত থেকে গ্রেকে বাঁচিয়ে দিল। ঘড়ি দেখল সে। নিশ্চয়ই পেইন্টার ফোন করেছেন। ফোনটা হাতে নিয়ে জানালার পাশে চলে গেল সে।

'পিয়ার্স বলছি,' ক্লিক শব্দ করে কানেকশনটা সিকিউর হয়ে গেল।

'তুমি কি সাময়িকভাবে থিতু হতে পেরেছ?' জানতে চাইলেন ডিরেক্টর।

গ্রে আবার মূল বিষয়ে ফিরে আসতে পারাটাকে সমাদর করল। কোয়ালস্কি দুই বোতল ওয়াইন নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। র‍্যাচেল বিছানায় বসে গ্রে কী বলে শুনছে। পরবর্তী পনের মিনিট ধরে গ্রে আর পেইন্টার তাদের তথ্য মিলিয়ে দেখলেনঃ তিন উপমহাদেশে তিনটা খুন, কিছু একটা লুকানোর জন্য খুনগুলো করা হচ্ছে, এসবের সাথে সম্ভবত সম্পর্কযুক্ত পাগান সিম্বলের গুরুত্ব।

পেইন্টার তার নরওয়েতে গিয়ে ভায়াটাস ও এর সিইওকে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা খুলে বললেন।

'মঙ্ক আপনার সাথে যাচ্ছে?' জানতে চাইল গ্রে। একাধারে বিস্মিত ও বন্ধুর জন্য গর্বিত সে।

'সাথে আমাদের নতুন আবাসিক জীনবিজ্ঞানী জন ক্রিড-ও থাকছে। সে-ই জেসন গরম্যানের ইমেইল থেকে ডাটাগুলোর পাঠোদ্ধার করেছে।' পেইন্টারের গলায় গাম্ভীর্য ফুটে উঠল। 'লেফটেন্যান্ট ভেরোনার প্রসঙ্গে আসি, কী খুঁজে পেয়েছে সে, যা কেউ ধ্বংস করতে চাইছে?'

'একটা মমি করা আঙুল।'

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে তাকাল। রোম থেকে ট্রেনে চলে আসার সময় তাদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ফাদার মার্কো জিওভানি উত্তর ইংল্যান্ডের একটা খনিতে কাজ করছিলেন। জায়গাটা স্কটল্যান্ড সীমান্তের পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। তবে ওই খনন কাজের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তারা কেবল জানত যে ভিগরের প্রাক্তন ছাত্র সেল্টিক ক্রিশ্চিয়ানিটির মূল সম্পর্কে গবেষণা করছে, যেখানে ক্যাথলিসিজমের সাথে পাগান প্রথার মিশেল ঘটেছে।

গ্রে এর মধ্যেই পেইন্টারকে কিছু তথ্য জানিয়েছে। কিন্তু ট্রেনে র‍্যাচেলের থেকে পাওয়া তথ্যগুলো এখনও জানানো হয়নি।

'ডিরেক্টর, আপনি এ ব্যাপারে সরাসরি লেফটেন্যান্ট ভেরোনার থেকে শুনলে মনে হয় ভাল হয়। কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ জানি না, তবে তথ্যগুলো কাজে লাগতে পারে।'

'বেশ। তাকে ফোনটা দাও।'

গ্রে বিছানার কাছে গিয়ে ফোনটা তার হাতে ধরিয়ে দিল। 'ভাবলাম পেইন্টারকে তুমি যা জানো তা বলা উচিত।'

নড করল সে। গ্রে বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। কুশল বিনিময়ের পর র‍্যাচেল সরাসরি যাজকের অদ্ভুত অবসেশনের প্রসঙ্গে চলে আসল।

'রোমে নরক গুলজারের আগে,' ব্যাখ্যা করল র‍্যাচেল। 'আমি ফাদার জিওভানির সব প্রকাশিত কাজ আর নিবন্ধের তালিকা সংগ্রহ করেছি। এর কিছু কিছু তার ছাত্রজীবনের সময়কার। এটা পরিষ্কার যে, তিনি ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের একটা নির্দিষ্ট পুরাণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, ভার্জিন মেরির ব্যাক ম্যাডোনা হিসেবে আবির্ভাবের।'

গ্রে তার ব্যাখ্যাটা কান পেতে শুনছে। বিষয়টা তার পরিচিত। সে সিগমাতে ঢোকার আগে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছে। ব্যাক ম্যাডোনার কাল্টের ইতিহাস ও এঁকে ঘিরে রহস্য সম্পর্কে অবগত আছে সে। শতাব্দীকাল ধরে, সেই খ্রিস্টধর্মের শুরু হতে, বিভিন্ন মূর্তি ও চিত্রকর্মে দেখানো হয়েছে যীশুর মা কৃষ্ণবর্ণের। পরম শ্রদ্ধার সাথে এদের সংরক্ষণ করা হয়। ইউরোপে এখনও এ ধরণের চারশর-ও বেশি ছবি আছে যার কিছু কিছু আবার সেই একাদশ শতাব্দীর। এবং সেগুলোর অনেকগুলোকেই এখনও পুজা করা হয় যেমন- পোল্যান্ডের যেস্তচাওয়ার ব্যাক ম্যাডোনা, ম্যাডোনা অফ হারমিটস সুইজারল্যান্ড, দ্য ভার্জিন অফ গুয়াডালুপ ইন মেক্সিকো। তালিকা আরও দীর্ঘ।

এই পূজা চলার পরও, এই অনন্য ম্যাডোনাগুলোকে ঘিরে বিতর্কের অন্ত নেই। কেউ কেউ অত্যাশ্চর্য দাবি করলেও অন্যরা ঘোষণা দেয় যে চামড়ার কালো রংটা আসলে মোমের কালি অথবা কাঠের মূর্তি আর পুরনো মার্বেলের সময়ের সাথে স্বাভাবিক কালো বর্ণে পরিণত হবার কারণে। ক্যাথলিক চার্চ এগুলোকে কোনও ধরণের গুরুত্ব দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

র‍্যাচেল ফাদার জিওভানির শখ নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। 'মার্কোর বিশ্বাস সেল্টিক ক্রিশ্চিয়ানিটির ভিত্তি গড়ে উঠেছে ব্যাক ম্যাডোনাকে ঘিরে। এই ছবিটা প্রাচীন পাগান ধরণী মাতার সাথে নতুন ভার্জিন মেরির পূজার মিশেলকে প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এই যোগসূত্র খুঁজে বেরিয়ে, এই মিথলজির পিছনের সত্য উদঘাটন করতে গিয়ে।'

থামল র‍্যাচেল, ওপাশ থেকে কোনও প্রশ্ন করছেন পেইন্টার। উত্তর দিল সে, 'আমি জানি না তিনি তা খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা। কিন্তু তিনি এমনকিছু খুঁজে পেয়েছিলেন যার জন্য জীবন খোয়ানো যায়।'

র‍্যাচেল আবার থেমে ওপাশের কথা শুনল। 'ঠিক, সহমত। আমি ফোনটা আবার কমান্ডার পিয়ার্সকে দিচ্ছি।'

গ্রে ফোনটা কানে ধরে আবার জানালার কাছে চলে এল। 'স্যার?'

'র‍্যাচেলের কাহিনি থেকে তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা স্পষ্ট।'

গ্রে'র এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। 'ইংল্যান্ডের ওই খনিটায় গিয়ে অনুসন্ধান করা।'

'ঠিক। আমি জানি না ফাদার জিওভানির গবেষণার সাথে আফ্রিকা আর প্রিন্সটনে ঘটে যাওয়া হত্যাকান্ডের যোগসূত্র কী। কিন্তু কিছু একটা তো আছে। আমি অসলোতে যাচ্ছি জীন গবেষণার দিকটা দেখার জন্য- তোমরা বের কর ওই মমি করা আঙুলটা কী বোঝাতে চাচ্ছে তা।'

'জ্বি, স্যার।'

'এই মিশনের জন্য তোমাদের অতিরিক্ত কাউকে দরকার আছে? নাকি তুমি জোসেফ কোয়ালস্কি আর লেফটেন্যান্ট ভেরোনাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেবে?'

'আমার মনে হয় যত কম লোক হয় তত ভাল।'

তার সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও, গলায় কিছু একটা যেন আটকে আসতে চাইছিল। একটা ব্যাপার সে পেইন্টার ক্রো'র কাছে খোলাসা করেনি। গ্রে বাগানে সিগারেটের লালচে আভার দিকে তাকাল। ডিরেক্টরকে মিথ্যা বলতে বাঁধছে তার, কিন্তু এখন যদি সে সিগমাকে তাদের নতুন বন্ধুর কথা বলে দেয়, তাহলে বাধ্য হয়ে পেইন্টারকে টিম পাঠাতে হবে সেইচানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তুলে আনার জন্য।

গ্রে তা হতে দিতে পারে না।

তবুও, দ্বিধায় ভুগছে সে।

সে কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে? নাকি অযথা পুরো মিশনটাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে?

গ্রে জানালা থেকে ঘুরে দেখল র‍্যাচেল তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দেখে সে বুঝতে পারল, এই সিদ্ধান্তে কেবল তার না, আরও অনেকের জীবনই ঝুঁকিতে। তথাপি, দু'বছর আগে করা সেই আশা আর প্রয়োজনে ভরা অনুরোধটা মনে পড়ে গেল তার।

বিশ্বাস কর আমায় গ্রে। একটু হলেও।

অন্ধকার জানালার দিকে মুখ করে গ্রে তার নিজের প্রতিবিম্বকে দেখতে পেল। লম্বা করে শ্বাস টেনে সে ফোনে কথা বলল।

'আমরা নিজেরাই নিজেদের দেখভাল করতে পারব।'

অধ্যায় ১১

১১ অক্টোবর, রাত ১১ টা ২২ মিনিট

অসলো, নরওয়ে

আইভার কার্লসেন ভারী ওকের দরজাটা ধরে টান দিলেন। এর পালাগুলো লোহার সাথে লাগানো। তুষারকণা ভেসে বেড়াচ্ছে চাঁদহীন রাতের আকাশে, অকস্মাৎ সরু প্রবেশপথে দমকা বাতাস ভেসে এসে তার গালে শীতের পরশ বুলিয়ে গেল। দরজার লোহার হাতলটা এতই ঠাণ্ডা যে মনে হচ্ছে যেন তার হাত জমে যাবে। দিনের বেলার ঝড়টা সন্ধ্যার মধ্যে মৌসুমের প্রথম সত্যিকার তুষারপাতে পরিণত হয়েছে।

রুক্ষ আবহাওয়ায় আন্দোলিত হলেন আইভার, হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল তার, শ্বাস-প্রশ্বাস হলো দ্রুততর। সম্ভবত তার দাদার দাবি অনুসারে আসলেই তার শিরায় ভাইকিং রক্ত বইছে।

দরজা দিয়ে ঢুকে জমে থাকা তুষার ছাড়ানোর জন্য পা ঝাড়লেন তিনি। সামনেই অন্ধকার একটা সিঁড়িপথ চলে গেছে অ্যাকারশাস ক্যাসলের অভ্যন্তরে। আইভার তার কোটের হুডটা মাথার উপর থেকে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করলেন। তারপর টর্চটা জ্বালিয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে শুরু করলেন।

পাথরের এই ধাপগুলো বানানো হয় সেই মধ্যযুগে যখন দুর্গটা প্রথম নির্মিত হয়। তার পদক্ষেপ নিচু দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ছাদে বাড়ি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য ঝুঁকে চলতে হচ্ছে তাকে। নিচেরস্তরে, সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেই পুরনো গার্ড রুমে এখনও দেয়ালের আসল লোহার হুক আর মশালের তাকগুলো অক্ষত আছে। ভারী থাম ছাদটাকে ধরে রেখেছে।

দূরবর্তী পার্শ্বে, আরেকটা ইট বিছানো রাস্তা গিয়েছে ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হলঘরে যেখানে, সমাজচ্যুত বিশিষ্ট ব্যক্তি আর সব ধরণের বড় বড় অপরাধীদের মানবেতর অবস্থায় রাখা হত। এখানেই নাৎসিরা আইভারের স্বদেশীদের নির্যাতন করেছে। আইভার তার একজন দাদাকেও এখানে হারিয়েছেন। সেই আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ভায়াটাস অ্যাকারশাস ক্যাসলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বড় অংকের টাকা দান করে চলেছে।

আইভার ফ্ল্যাশলাইটের টিমটিমে আলোয় তলদেশের রাস্তাটা দেখলেন। এই অংশটা দুর্গ পরিভ্রমণের আওতার বাইরে ছিল। গুটিকয়েক মানুষ কেবল এর অস্তিত্ব এবং অন্ধকার ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। এখানেই রাজা ও দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের রাখা হয়েছিল। নাৎসিদের সহযোগী ভিক্টর কিসলিংকে

মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আগপর্যন্ত এখানেই রাখা হয়। শতাব্দীকাল ধরেই আরও অনেকের এ জায়গাতে মরণের দেখা পেয়েছে।

আইভার আঙুল তার কোটের পকেটে থাকা একটা প্রাচীন মুদ্রার উপর পড়ল। এটাকে তিনি সবসময় তার সাথেই রাখেন। কয়েনটি ১৭২৫ সালের চতুর্থ ফ্রেডারিকের সময়কার চার মার্ক, তৈরি করেছিলেন হেনরিক ক্রিস্টোফার মেয়ার। মেয়ার-ও এখানে চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মারা গিয়েছেন। তার অপরাধ ছিল রুপার পরিবর্তে মুদ্রা তৈরিতে তামার ব্যবহার করে অর্থ আত্মসাতের।

রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিককে একজন উদার ও দয়ালু নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও তিনি কঠোরভাবে সম্মানবিধি মেনে চলতেন। গুজব আছে তার শরীরে ভাইকিং রক্ত ছিল। আর ভাইকিংদের অনুরসরণে, যেকোন ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা কঠোর হস্তে দমন করতে হত।

রাজার আদেশে, মেয়ারকে শুধু চাবুকপেটাই করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডই দেয়া হয়নি, তাকে চিরতরে বিশ্বাসঘাতক উপাধিও দেয়া হয়। মেয়ারকে গরম লোহার দন্ড দিয়ে কপালের মাঝ বরাবর ব্র্যান্ডিং করে দেয়া হয়। রাজা মেয়ারের তৈরি একটা নিম্নমানের কয়েন দিয়ে ব্র্যান্ডিং করেন, চিহ্নটা তার চামড়ায় বসে যায়।

আইভার পকেটের কয়েনটা সেগুলোরই একটা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার পরিবারের কাছে এটা আছে, কাহিনিটা চলে আসছে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। কার্লসেন পরিবারের মূল মন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে এটাঃ দয়া ও উদারতার মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে, তবে কখনওই বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করা যাবে না।

উপরের দরজা খুলে আবার বন্ধ করার শব্দে আইভারের তন্দ্রা টুটে গেল। দ্রুত নেমে আসার পদশব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

কৃশকায় এক নারী গার্ড রুমে প্রবেশ করল। তার সাথে করে কিছুটা শীতের হিমেল হাওয়া বয়ে এনেছে সে। তার আগুনরঙা চুলে তুষার জমে আছে, সোনালী চোখে ফ্ল্যাশলাইট প্রতিফলিত হলো। কালো পোশাকের উপর লম্বা ধূসর কোট পরেছে সে।

'দেরির জন্য দুঃখিত আইভার,' বলল সে। মাথা থেকে গ্রীক দেবীদের মতো করে তুষার ঝাড়ল সে।

বয়স বিশের কোঠায় হলেও ক্রিস্টা ম্যাগনাসেন ভায়াটেস্রের ক্রপ বায়োজেনিক্স ডিভিশনের প্রধান জেনেটিসিস্ট। তার উত্থান হয়েছে দ্রুত, বুদ্ধি আর কর্মদক্ষতার মিশেল প্রদর্শন করে। গত বছর আইভার তার উপযোগিতা বুঝতে পারেন। তার সতর্কতার সাথে তৈরি প্যান ভেস্তে যেতে বসেছিল। সুচারুরূপে তৈরি তাসের ঘর ভেঙে পড়তে নেয়।

এমন সময় ক্রিস্টা এগিয়ে আসে। আইভার আবিষ্কার করে বিস্মিত হন যে ক্রিস্টাকে যেমনটা মনে হয় আদতে সে তেমনটা না। কর্পোরেট এস্পিওনাজ ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কিছু না, কিন্তু সে তরুণী, সুন্দরী মেয়েটিকে মোটেও সন্দেহ

করেনি। আর তার দৌড় সম্পর্কেও তার কোনও ধারণা ছিল না। সে এমন একটা ছায়া সংগঠনের হয়ে কাজ করে যা একাধিক নামে পরিচিত। তারা তাদের সেবার বিনিময়ে কোম্পানির লভ্যাংশ চেয়ে প্রস্তাব দেয়। গত কয়েক বছরে তারা তার পরিকল্পনাকে তীরে ভেড়াতে সহযোগিতা করেছে।

আর ক্রিস্টা নিজে সিনেটর পুত্রের স্পর্শকাতর ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টা দেখভাল করেছে।

সে এগিয়ে এসে আইভারকে আলিঙ্গন করে গালে আলতো করে চুমু খেল। তার ঠোঁট এখনও ঠাণ্ডা।

'আমি আরও দুঃখিত,'বলল সে ,'যে এমন সময়ে আপনাকে হঠাৎ ডেকে পাঠাতে হলো।'

'যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়...'

'গুরুত্বপূর্ণই।' ক্রিস্টা তার লম্বা কোটটা ঝেড়ে তুষার সরালো। 'এইমাত্র জানতে পারলাম যে রোমে আমাদের টার্গেট এখনও বেঁচে আছে।'

'ওরা জীবিত? তুমি না বললে ওরা মারা গিয়েছে।'

'ওদের আন্ডারএস্টিমেট করেছি আমরা,' শ্রাগ করে বলল ক্রিস্টা। সে দায় এড়ানোর জন্য কিছু বলল না। বরাবরের মতই আইভার তার অকপট স্বীকারোক্তিকে সম্মান করলেন।

'আর্টিফ্যাক্টটা কি এখনও ওদের হাতে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'এসব তোমরা কীভাবে জানো?' ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন তিনি।

ক্রিস্টা কাষ্ঠহাসি হাসল। 'আমাদের হামলা কারও নজর কেড়েছে, কিছু একটা প্রমাণ করতে চায় সে। রোমের ঘটনার পর আমাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এখন ওদের ভিতরে আমাদের একজন আছে।'

' বিশ্বাস করা যায়?'

'আমি এ ধরণের বিষয় নিছক বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিই না, আইভার। আমাদের সংগঠন তাদের কাছে কাছে থাকবে।'

'আমি বুঝতে পারছি না। যদি ভিতরে তোমাদের একজন থেকেই থাকে তাহলে সে আর্টিফ্যাক্টটা দখল বা ধ্বংস করে ফেলছে না কেন?'

'সেটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।' তার চোখে বুদ্ধির ঝিলিক দেখা গেল।

'মানে?'

'ফাদার জিওভানি আপনার সাথে প্রতারণা করেছে। আপনার টাকা নিয়ে তার গবেষণায় লগ্নি করিয়েছে। আর যখন সে আর্টিফ্যাক্টটা খুঁজে পেয়েছে, সেটা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।'

আইভারের আঙুল কয়েনের উপর চেপে বসল। যাজককে তার অপরাধের শাস্তি দেয়া হয়েছে। ক্রিস্টার যোগাযোগের কথা জানতে পেরে আইভার তাকে হেনরিক মেয়ারের কাহিনিটা শুনিয়েছিলেন, তাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য। বদলে, সে কাহিনিটাকে কাজে লাগিয়ে হত্যাগুলোকে এমনভাবে সাজিয়েছে যেন তা কোনও ইকোটেররিস্ট গ্রুপের কাজ বলে মনে হয়। আইভার অবশ্য শাস্তির এ ধরণে এক অন্যরকম পরিতৃপ্তি পেয়েছেন। বিচারের আদিম এক ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া, যেখানে বিশ্বাসঘাতককে সবার নজরে চিহ্নিত করে রাখা হয়।

ক্রিস্টা বলতে থাকল। 'আর্টিফ্যাক্টটা নিরাপদে থাকায় এটাই আমাদের সুযোগ, জিওভানি যেটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল সেটা খুঁজে বের করার।'

আইভার পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলেন। তার কণ্ঠে আশার ছাপটা লুকাতে পারলেন না।

'দ্য ডুমসডে কী...'

ওটা খুঁজে বের করা গেলে কেবল তার পরিকল্পনাই পাকাপোক্ত হত না, বরং এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হত। ডুমসডে কী সহস্রাব্দ পুরনো এক রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি।

ক্রিস্টা তার পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করল। 'আর্টিফ্যাক্টটা যাদের কাছে আছে তারা অতীতে বেশ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ঠিকমত এগোলে তারা ফাদার জিওভানির অসমাপ্ত কাজ শেষ করে ফেলতে পারে।'

আইভার তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে বাস্তববাদী হলো। 'আর তুমি কি নিশ্চিত পরিস্থিতি তোমার আয়ত্তে আছে?'

'কেবল আমি না।' আশ্বাসভরা উষ্ণ হাসি হাসল ক্রিস্টা। 'শুরু থেকে যেমনটা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, গিল্ডের পূর্ণ সমর্থন আপনি পাবেন।'

সে তার দিকে এগিয়ে আসল। 'আমরা আপনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেব না। অন্তত আমি না।'

বাহুডোরে এসে তাকে আবার চুমু খেল সে। এবার আর আলতো করে নয়, পরিপূর্ণভাবে ঠোঁটে। তার ভেজা, ঠাণ্ডা চুল আইভারের শরীরে শিহরণ বইয়ে দেয়, কিন্তু তার ঠোঁট, মুখ আর জিহ্বা যেন তরল আগুন।

আইভার কয়েনের কথা ভুলে তাকে কাছে টেনে নিলেন। তিনি বুঝতে পারেন সে তাকে উত্তেজিত করে তুলছে। তার সন্দেহ যে সে বুঝতে পেরে গিয়েছে যে তাকে বোকা বানানো যায়নি। কিন্তু কেউই সরে গেল না।

তারা জানে সামনে কী অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

মানবজাতির ভবিষ্যত।

আর তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

দ্বিতীয়

আগুন ও বরফ

১২

১২ অক্টোবর, সকাল ১০ টা ১২ মিনিট
হকশেড, ইংল্যান্ড

এমন শান্ত-মনোরম শহরতলীতে হত্যাকান্ড হতে পারে ভাবাই যায় না!

গ্রে পাহাড়েঘেরা রাস্তাটা ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি মাইল পেরনোর সাথে সাথে রাস্তা আরও সরু হয়ে যাচ্ছে। শেষে ভাড়া নেয়া ল্যান্ডরোভারটা কোনমতে রাস্তায় এঁটে ছিল। রাস্তার মাথার উপর ঘন কাঠের জঙ্গল। গাছের শাখাপ্রশাখা মিলে টানেলের মতো তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে বেরোতেই আবার পাহাড়ের দেখা মিলল। গতকাল রাতে শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তুষারঝড়ের কারণে পাহাড়গুলো শুভ্র চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

কাছেই বাদামী ঘাসে আচ্ছাদিত তৃণভূমি। জলাধারগুলোয় আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। সবগুলোর কিনারে বরফ জমে আছে। আর বাতাসে ভেসে থাকা তুষারে ছবির মতো সুন্দর ঠেকছে সবকিছু।

এই অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল।

'পথ হারিয়েছ তুমি, তাই না?' পিছনের সিট থেকে বলল কোয়ালস্কি।

'আমি হারাইনি,' মিথ্যে বলল গ্রে।

র‍্যাচেল তার রোডম্যাপের উপর চোখ বুলিয়ে সন্দিহানভাবে গ্রে'র দিকে তাকাল।

আচ্ছা, হয়ত তারা মূল রাস্তা থেকে কিছুটা সরে এসেছে...

ঘন্টা দুয়েক আগে লিভারপুল ছেড়েছে তারা। উত্তর ইংল্যান্ডের এই লেক ডিস্ট্রিক্ট পর্যন্ত তারা দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সহজেই চলে এসেছে। হাইওয়েতে পথের নির্দেশনা ছিল, কিন্তু গ্রে বড় রাস্তা থেকে সরে আসতেই সে এই অসংখ্য গলি, চিহ্নবিহীন রাস্তা, পাহাড়, জঙ্গল আর হ্রদে ভরা এই শহরতলীতে এসে পৌছে।

জিপিএস ব্যবহার করেও কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও রাস্তাই এর সফটওয়্যারের সাথে মিলছে না। কোনও ওপেন কান্ট্রিতে চলে আসার সম্ভাবনাও আছে।

তাদের গন্তব্য ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্টের অসংখ্য মধুর গ্রামের একটি, হকশেড। ফাদার জিওভানির সহকর্মী ডাঃ ওয়ালেস বয়েলের

সাথে দেখা করার কথা তাদের। তিনি এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির একজন ইতিহাসবেত্তা। বয়েল এই দুর্গম এলাকায় খনন কাজ পরিচালনা করছেন। তিনি হকশেডের এক হোটেলের পানশালায় তাদের সাথে সাক্ষাতে সম্মত হয়েছেন।

কিন্তু তার আগে তো গ্রেকে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে।

র‍্যাচেল ম্যাপটা দেখে জায়গাটা চেনার চেষ্টা করছে। র‍্যাচেলের পিছনেই, কোয়ালস্কির পাশে বসে সেইচান নীরবে পাহাড়ি উপত্যকায় চোখ বুলাচ্ছে। ইতালি ছাড়ার পর থেকে সে কোনও কথা বলেনি। তাদের থেকেও সচেতনভাবে দূরত্ব বজায় রেখে চলছে সে।

'খুব তাড়াতাড়ি কোথাও না পৌছলে,' বলল কোয়ালস্কি, 'সামনে কোনও এক গাছ বা ঝোপের গোড়ায় থেম। আমার উটকে আসছে।'

গ্রে পরের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। 'লিভারপুলে ওই চার পিপা বিয়ার না খেলে কী হত-'

'আমার কোনও দোষ নেই। কী সব আজব আজব নাম। ব্যাকওয়াটার ব্রিওয়ারিস বাক্কানিয়ার। কেইন্স ডাবল বক। বডিংটন'স বিটারস। টেটলিস কাস্ক। না খাওয়া পর্যন্ত বোঝার উপায় নেই কী জিনিস। ভালটা খুঁজে পেতে একটু সময় লেগে গেছে।'

'কিন্তু তুমি তো সব গিলে ফেলেছ।'

'অবশ্যই। না গিললে খারাপ দেখাত না!'

র‍্যাচেল হাল ছেড়ে দিয়ে ম্যাপ ভাঁজ করে রেখে দিল। 'আর খুব বেশ দূরে হবার তো কথা না,'গলায় বিশ্বাসের রেশ নেই তেমন। 'সম্ভবত আমাদের উচিত থেমে দিক নির্দেশনা জানতে চাওয়া।'

তবে কয়েক মুহূর্ত পর তার প্রয়োজন ফুরোলো। ল্যান্ড রোভারটা পরের পাহাড়ের চূড়োয় পৌছুতেই সামনের উপত্যকায় ছড়িয়ে থাকা একটা ছোট্ট গ্রাম এসে হাজির হলো দৃশ্যপটে।

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে তাকাল। তার চেহারায় স্বস্তি। এটাই নিশ্চয়ই হকশেড। বেড়া দেয়া বাগানের বাইরে পাথরের রাস্তা ছড়িয়ে আছে জালের মত। বাড়িগুলো কাঠের তৈরি। স্লেটের ছাদগুলোতে জমে আছে তুষার। চিমনি থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়ার সরু রেখা। পথে একটা টিলার উপর আছে পুরনো পাথুরে একটা চার্চ, যেন কোনও বৃদ্ধ কঠোর যাজকের মতো নিচের শহরটাকে চোখ রাঙাচ্ছে।

গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে রাস্তার পাশে দেখা মিলল জমে থাকা পাথরের সারির। শহরে প্রবেশের জন্য ল্যান্ডরোভারটাকে একটা গ্রানাইট পাথরের ব্রিজ পেরোতে হলো। বাসাবাড়িগুলো কোনরকম জোড়াতালি দিয়ে বানানো যেমনটা

যেকোন ছোট শহরে হয়। সামনের ছোট বাগান আর উইন্ডো বক্সগুলো থেকে গ্রীষ্ম আর বসন্তে এখানকার রূপ-মাধুর্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু গতকালকের ঝড়ের পর তুষার জমে চারপাশে বড়দিনের আমেজ দেখা যাচ্ছে।

গ্রে ল্যান্ডরোভারের গতি কমানোতে গাড়ির চাকার নিচে বরফ কুচকুচ করে ভাঙা পড়ল। সে শহরের প্রাণকেন্দ্র দ্য কিংস আর্মস হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল যেখানে মিটিংটা হবার কথা। এর মধ্যেই প্রায় বিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে তারা। ঠিকানামত পৌছে গ্রে এসইউভি টাকে ছোট পার্কিং লটে ঢুকিয়ে রাখল।

গাড়ি থেকে বেরোতেই তাদের শরীরের উন্মুক্ত অংশে এসে কামড় বসাল কনকনে শীত। লিভারপুলের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া আর তারপর গাড়িতে উষ্ণতায় লং ড্রাইভের পর তারা এমন ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বাতাসে কাঠ পোড়ার গন্ধ। তাদের মোটা কোটে জবুথবু হয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেল তারা।

কিংস আর্মস হোটেল শহরের প্রাণকেন্দ্রের দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই হোঁতকা, স্লেটের ছাদের দালানটা সেই রাণী এলিজাবেথের যুগ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে পর্যটকদের মনোরঞ্জন করে আসছে। নিচু পাথরের ওয়াল দিয়ে সামনে বয়ার গার্ডেনটা ঘেরা, এর টেবিল-চেয়ার এখন অবশ্য তাজা তুষারের আবরণে ঢেকে আছে। তবে নিচু জানালা দিয়ে ভিতর থেকে আসা আগুনের আভা উষ্ণতা আর গরম পানীয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। তারা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল।

কোয়ালস্কি তাদের একদম পিছনেই। 'দেখ, কত কত বিয়ার...' তার গলার স্বর হঠাৎ বেমানান লাগল, যেন কোনও ষাঁড়ের কণ্ঠে অপেরা শোনা যাচ্ছে।

গ্রে তার দিকে ফিরে তাকাল। কোয়ালস্কির দৃষ্টি নিবদ্ধ একটা দোকানের জানালার দিকে নিবদ্ধ। তুষারআবৃত কাঁচের পিছনে বাদামী আলোতে দেখা যাচ্ছে নানা রঙের, নানা আকৃতির টেডি বিয়ার। উপরের সাইনে লেখা সিক্সপেনি বিয়ার।

'ওটাকে দেখ। কুস্তিবিদদের মতো কাপড় পড়ানো!' কোয়ালস্কি সেদিকে এগোতে নিল।

গ্রে তাকে ধরে ফিরিয়ে আনল। 'আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যেই।'

কোয়ালস্কির কাঁধ ঝুঁকে পড়ল। দোকানের দিকে শেষ একবার তাকিয়ে সে তাদের পিছন পিছন আসতে থাকল।

র‍্যাচেল অবাক বিস্ময়ে বিশালদেহী লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী?' কোয়ালস্কি ক্ষুব্ধ হয়ে বলল। 'এটা আমার গার্লফ্রেন্ড লিজার জন্য নিতে চেয়েছিলাম। ওর বিয়ার সংগ্রহের বাতিক আছে।'

র‍্যাচেল আরও কিছুক্ষণ সন্দিহান দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল।

কোয়ালস্কি আপনমনে গজগজ করতে করতে দ্রুত হোটেলের দিকে এগোল।

সেইচান গ্রে'র কাছে দাঁড়িয়ে তার কনুই ধরে বলল, 'তোমরা যাও। ইতিহাসবিদের সাথে দেখা কর। আমি বাইরে নজর রাখছি।'

গ্রে তার দিকে তাকাল। এ ধরণের কোনও পরিকল্পনা তাদের ছিল না। সেইচানের চেহারায় শান্ত-নিরুদবিগ্ন ভাব থাকলেও তার চোখ অনবরত এলাকা পর্যবেক্ষণ করে চলেছে স্নাইপার রুট, এস্কেপ রুট আর কভার নেবার জায়গার সন্ধানে। অথবা হয়ত সে গ্রে'র চোখ এড়াতে চাইছে কেবল। সেইচান কি আসলেই তাদের গার্ড দিতে চাইছে না কেবল সচেতনভাবে দূরত্ব বজায় রাখছে?

'কোন সমস্যা?' হাঁটার গত কমিয়ে জানতে চাইল গ্রে।

'না,' সেইচানের চোখে যেন রাগ ফুটে উঠল। 'আমি এমনটাই চাচ্ছি।'

গ্রে'র তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না। আর ইতালিতে যা হয়েছে তারপর বাইরে প্রহরায় থাকাটাই ভাল। কোয়ালস্কি আর র‍্যাচেল ভিতরে ঢোকার পর সেইচানকে রেখে সেও অনুসরণ করল।

দরজার সম্মুখে পৌঁছে একটা সাইন দেখতে পেল সে। 'ভাল কুকুর আর বাচ্চাদের স্বাগতম।' কোয়ালস্কিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি তারা! গ্রে অবশ্য তাকে সেইচানের সাথে বাইরে থাকার আদেশ দিবে কিনা ভাবল, কিন্তু এতে সেইচান আরও রেগে যেতে পারে।

দরজা খুলে ধরল গ্রে। ভিতর থেকে মল্ট আর হপ্সের সুবাসে ভরা উষ্ণ বাতাস ভেসে এল। পানশালাটা হোটেল লবিতেই। মানুষের কথোপকথন আর অট্টহাসির আওয়াজ ভেসে এল। গ্রে কোয়ালস্কিকে অনুসরণ করে পানশালায় ঢুকল। তার পার্টনার সোজা দ্রুতপায়ে রেস্টরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

গ্রে প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে রুমটা পর্যবেক্ষণ করল। কিংস আর্মসের পানশালা আকারে ছোট, একটা পাথুরে ফায়ারপেসকে ঘিরে কতগুলো কাঠের টেবিল আর বুথ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঠাণ্ডা দূরীভূত করার জন্য গনগনে আগুন জ্বলছে। তার সামনেই হোটেলের নামের সাথে সঙ্গতি রেখে একটা প্রমাণ সাইজের মুকুট পরিহিত রাজার কাঠের মডেল।

আরেক দফা অট্টহাসির শব্দে গ্রে'র মনোযোগ চলে গেল আগুনের কাছে এক কোণে এক বুথের দিকে। শিকারের পোশাক আর হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট পরিহিত এক জোড়া স্থানীয় লোক টেবিল আর তার একমাত্র দখলদারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'একদম জায়গামত গিয়ে পড়েছে, কি বল, ওয়ালেস!' শিকারীদের একজন এক হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে আরেক হাতে গাস উঁচিয়ে হাসল।

'কেতলির উপর পাছা! সোজা ভিতরে,' বুথে বসা লোকটা সম্মত হত, তার উচ্চারণে স্কটিশ টান।

'ইশ, আমিও যদি দৃশ্যটা দেখতে পারতাম!'

'আহ, কিন্তু এর পরে যে দুর্গন্ধটা বেরোল, তাতে তোমরা কাছে থাকতে চাইতে না। একেবারেই না।' আরেকদফা হাসির রোল বয়ে গেল।

গ্রে এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে দেখা ছবি থেকে ডঃ ওয়ালেস বয়েলকে চিনতে পারল। কিন্তু ছবিতে প্রফেসরের চেহারা ছিল ক্লিন-শেভড আর ফর্মাল জ্যাকেট পরিহিত। কিন্তু এখানে লোকটার চেহারায় ধূসর দাড়ি আর পরনে তার সঙ্গী শিকারিদের মতো পোশাক। টেবিলে একটা সবুজ টুপি, আঙুলবিহীন দস্তানা আর একটা মোটা স্কার্ফ। তার সামনে উপরের দিকে মুখ করে একটা শটগান গানস্লিপে ভরে রাখা আছে।

ডঃ বয়েল গ্রেকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। 'টাভিশ, ডাফ, আমার সাথে দেখা করতে আসা সাংবাদিকরা মনে হয়ে এসে পড়েছে।'

ছদ্মপরিচয়ে এসেছে তারাঃ দুজন আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ভ্যাটিকানে বোমা হামলা আর ফাদার জিওভানির মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চান। কোয়ালস্কি তাদের ফটোগ্রাফারের চরিত্রে অভিনয় করছে।

শিকারী দুজন গ্রে'র দিকে তাকাল। তাদের চেহারায় সন্দেহের অভিব্যক্তি। সচরাচর স্থানীয়দের বহিরাগতদের প্রতি যেমনটা থাকে। কিন্তু তারা সম্ভাষণ জানিয়ে নড করল। শেষবার পানীয়ে চুমুক দিয়ে তারা টেবিল থেকে সরে গেল।

'চিয়ার্স, ওয়ালেস,' যেতে যেতে বলল একজন।

'আমাদের এমনিতেও যাওয়া দরকার ছিল। বাইরে ঠাণ্ডা বেড়ে গিয়েছে এর মধ্যেই।'

'আর আরও বাড়বে,' একমত পোষণ করলেন ওয়ালেস। তারপর গ্রে আর র‍্যাচেলকে তার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে বললেন।

কোয়ালস্কি রেস্টরুম থেকে ফিরলেও, পানশালা পেরোতে পারেনি। তার চোখ ফায়ারপেসের উপর চকবোর্ডে লেখা স্থানীয় পানীয়ের তালিকার উপর সেঁটে আছে। 'কপার ড্রাগন'স গোল্ডেন পিপিন?এটা কি বিয়ার না কোনও ফলের জ্যুস? আমি ফল আছে এমন কিছু চাই না। অবশ্য তোমরা যদি জলপাইকে ফল বল...'

গ্রে ওয়ালেসের টেবিলের দিকে যেতে যেতে তার পার্টনারের দিকে তাকাল। প্রফেসর তার ছয় ফুটি দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ষাটের কোঠায় বয়সে হলেও এখনও শক্ত-সমর্থ দেখায় তাকে। যেন শন কনরির তরুণ রূপ। হাত মেলালেন

তিনি, তার দৃষ্টি র‍্যাচেলের উপর কিয়দক্ষণ বেশি স্থায়ী হলো। লোকটার চেহারায় কিছু একটা ফুটে উঠতে গিয়েও ফুটল না।'

র‍্যাচেল বুথে বসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল। তার ওখানে এরই মধ্যে কেউ বসে আছে। পশমে ঢাকা একটা মাথা উদয় হয়ে কাঠের টেবিলের উপর থুতনি রাখল। তার সামনেই আধ-খাওয়া খাবার।

'রুফাস, নাম ওখান থেকে,' হালকা চলে বকা দিলেন ওয়ালেস। 'আমাদের অতিথিদের জায়গা দে।'

শ্যামলা-কৃষ্ণ বর্ণের টেরিয়ারটা হতাশায় নাক দিয়ে বাতাস ছেড়ে টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এল। সে আগুনের কাছে গিয়ে দু'দফা চক্কর মেরে তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধপ করে বসে পড়ল।

'আমার শিকারী কুকুর,' ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর। 'আদরে বিগড়ে গিয়েছে বলতে পার। কিন্তু এটা আসলে ওর অর্জন। এখানকার সেরা শিয়াল ধাওয়াকারী। আর কেন নয়? ওর জন্ম, বেড়ে ওঠা তো এখানেই। সত্যিকার লেকল্যান্ড টেরিয়ার সে।'

তার গলায় গর্বের ছাপ স্পষ্ট। প্রফেসর খুব সহজে অবসরে যাওয়ার মানুষ না বোঝা যায়। তার বায়ো থেকে দেখা যায় যে তার সাফল্যের সংখ্যাও নেহাত কম না। ডঃ ওয়ালেস ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে নিওলিথিক যুগ থেক শুরু করে রোমান আগ্রাসন পর্যন্ত।

তারা সবাই বুথে বসল। গ্রে সাংবাদিকদের মতো একটা ছোট ডিজিটাল রেকর্ডার টেবিলের উপর রাখল। আবহাওয়া ও রাস্তার অবস্থা নিয়ে টুকটাক কথা বলার পর ওয়ালেস দ্রুত কাজের কথায় চলে আসলেন।

'তাহলে, তোমরা এতদূর এসেছ আমরা খনিতে কী পেয়েছি জানার জন্য,' বললেন ওয়ালেস। 'ফাদার জিওভানির মৃত্যুর পর, গত দুদিন ধরে আমি অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিল। তবে কেউই স্বশরীরে এতদূর আসেনি। অবশ্য, ফাদার জিওভানি নিজেও কয়েক মাস ধরে এখানে আসেননি।'

'মানে?' র‍্যাচেল জানতে চাইল।

'ফাদার জিওভানি গত গ্রীষ্মের শেষ দিকে এখান থেক চলে যান। প্রথমে উপকূলের দিকে, তারপর শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি আয়ারল্যান্ডে ছিলেন।' ওয়ালেস দুঃখের সহিত মাথা নাড়লেন। তারপর তার বিয়ারের গ্লাসে টোকা দিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিমা করলেন। 'মার্কো ছেলেটাও বেশ বুদ্ধিমান। আসলেই অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। সেল্টিক ক্রিশ্চিয়ানিটির উৎস নিয়ে তার গবেষণা ও ফিল্ডওয়ার্ক আমাদের ইতিহাস দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিতে পারত।'

'শুরুতে এখানে কেন এসেছিল সে?' জানতে চাইল গ্রে।

'এখানে তাকে আসতেই হত আমার ধারণা। যদি আমি তাকে পাহাড়ে আবিষ্কারের পর ডেকে না পাঠাতাম তবুও তাকে আসতে হত।'

'কেন?'

'মার্কোর আসক্তি- অথবা তার ধ্যান-জ্ঞান যাই বল না কেন- তাকে নিয়ে গিয়েছে সেসব স্থানে যেখানে পাগানিজম আর ক্রিশ্চিয়ানিটি জড়িত।' ওয়ালেস হাত উঁচিয়ে পুরো এলাকাটাকে বোঝাতে চাইলেন। 'আর এই ডিস্ট্রিক্টের ইতিহাস পাথরে আর ধ্বংসাবশেষে লেখা সেই সংঘাতের ইতিহাস। নর্সরা প্রথম এ এলাকায় আসে নবম শতাব্দীতে। আয়ারল্যান্ড থেকে তারা আসে মূলত চাষাবাদের জন্য তাদের সব ধরণের কৃষ্টি নিয়ে। এমনকি পাহাড়ের প্রতিশব্দ 'ফেল'-ও নর্স শব্দ। এমনকি, হকশেড গ্রামের প্রতিষ্ঠাতাও একজন নর্সম্যান যার নাম হকর। এতে করে এই এলাকার সুবিশাল ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছ তোমরা।'

ওয়ালেস জানালা দিয়ে বাইরে গীর্জাটার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু সময় বদলায়। দ্বাদশ শতাব্দীর সময় এই পুরো এলাকা ফার্নেস অ্যাবের সাধুদের অধীনে চলে যায়। তার ধ্বংসাবশেষের দেখা মিলবে একটু সামনেই। সাধুরা এখানে চাষাবাদ করতেন, পশম আর ভেড়ার ব্যবসা করতেন আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের কঠোর শাসন করতেন। শত শত বছর ধরে প্রাচীন পাগান ধারা আর এই নতুন ধর্মবিশ্বাসের মাঝে দ্বন্দ্ব চলে। পুরনো আচার-অনুষ্ঠান গোপনে গোপনে পালন করা হত বিভিন্ন দুর্গম প্রাগৈতিহাসিক জায়গায়।'

'প্রাগৈতিহাসিক জায়গা বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছেন?' জানতে চাইল র‍্যাচেল।

'প্রায় পাঁচ হাজার বছর পুরনো নিওলিথিক পিরিয়ডের স্থাপনা,' ওয়ালেস কড় গুনে গুনে বললেন। 'প্রাচীন পাথরের বৃত্ত,মঞ্চ, ঠেলা, পাথরের টেবিল, পাহাড়ি দুর্গ। এর মধ্যে পাথরের মঞ্চগুলো সবথেকে জনপ্রিয়, তবে এটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এমন অসংখ্য স্থাপনার একটি কেবল।'

'তাহলে ফাদার জিওভানি কেন এই নির্দিষ্ট খনন কার্যে আগ্রহী হলেন?' প্রফেসরকে তাদের তদন্তের মূল বিষয়ের কাছাকাছি আনার জন্য জানতে চাইল গ্রে।

ওয়ালেস ভ্রু কুঁচকালেন। 'আসলে, তা তোমাদের নিজ চোখে দেখতে হবে। তবে আমি বলতে পারি কেন আমি এই এলাকায় এসেছি।'

'আর তা হলো?'

'প্রাচীন পুস্তকে একবার মাত্র উলেখ আছে তার। একাদশ শতাব্দীর একটি বই যার নাম ডুমসডে বুক।'

কোয়ালস্কি তাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। তার দু'হাতে পিলস্নারের লম্বা দুটো গ্লাস, দুটো থেকেই পান করছে সে। সে চুমুক দিতে দিতে মাঝপথে থেমে গেল ওয়ালেসের কথা শুনে। 'ডুমসডে,' সে বলল। 'দারুণ। আমাদের সমস্যার কমতি ছিল যেন!'

সকাল ১১ টা ৫ মিনিট

সেইচান পুরো স্কয়ারটা জুড়ে হাঁটল। তার মাথায় পুরো এলাকার একটা ম্যাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রতিটা ইট, প্রতিটা রাস্তা, গলি-ঘুপচি, বিল্ডিং আর পার্ক করা গাড়ির ম্যাপ। সব তার মাথায় আছে।

সে শিকারের পোশাক পরিহিত দুটো লোককে পানশালা থেকে বেরোতে দেখে তাদের পিছু পিছু গেল। পার্কিং লটে থাকা একটা ট্রাকে চড়ে বসল তারা। সেইচান নিশ্চিত হলো যে তারা চলে গিয়েছে।

পরে সে কিংস আর্মস হোটেলে নজর রাখার জন্য একটা ভাল জায়গা খুঁজে পেল। জায়গাটা একটা বন্ধ গিফটশপের দরজা। উপরে আচ্ছাদন থাকায় সে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষা পেল আর সরাসরি কারও নজর থেকেও লুকিয়ে থাকতে পারল। ডানদিকে দোকানটার জানালায় ছোট ছোট জামা পরিহিত সিরামিকের প্রাণির মডেল রাখাঃ শুয়োর, গরু, হাঁস আর অবশ্যই ছোট্ট খরগোশ...অনেক অনেক খরগোশ। লেক ডিস্ট্রিক্ট বিয়েট্রিক্স পটার আর তার সৃষ্টি পিটার র‍্যাবিটের আবাসস্থল।

হোটেলের উপর নজর রাখার দরকার থাকলেও সেইচানের মনোযোগ বারবার শপের জানালার দিকে সরে যাচ্ছে। ছোটবেলার কথা খুব কমই মনে আছে তার। আর যেটুকু মনে আছে সেটুকু সে ভুলে যেতে চায়। তার বাবা-মা কে সে জানে না। দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে একটা এতিমখানায় বড় হয়েছে সে। জায়গাটা নোংরা, আরাম-আয়েশের বন্দোবস্ত-ও তেমন ছিল না। কিন্তু সেখানে বই ছিল। তার মধ্যে ছিল অনেক বছর আগে ক্যাথলিক মিশনারির আনা বিয়েট্রিক্স পটারের বই। ওই বইয়ের মাঝেই ছিল তার শৈশব, ক্ষুধা, অপমান আর নিগ্রহ থেকে লুকোনোর একমাত্র স্থান। ছোটবেলায় এমনকি সে বাতিল চটের ব্যাগের ভিতর চাল ভরে একটা খেলনা খরগোশ-ও বানিয়েছিল। চুরি হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সে এটাকে দেয়ালের একটা খোলা বোর্ডের পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু একটা ইঁদুর তা খুঁজে পেয়ে ভিতরের চালগুলো খেয়ে ফেলে। সারাদিন ধরে কেঁদেছিল সে, যতক্ষণ না একজন মেট্রন এসে মারধোর করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে দুঃখ-ও এখানে বিলাসিতা।

সেইচান দোকানের জানালার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। তবে কেবল অতীত-ই তাকে দুঃখ দেয় না।

জানালা দিয়ে সে টুইডের পোশাক পড়া এক বৃদ্ধের সাথে কথা বলতে দেখল সে গ্রেকে। লোকটাই মনে হচ্ছে ডঃ ওয়ালেস বয়েল। সেইচান গ্রেকে পর্যবেক্ষণ করল। গ্রে'র কাল চুল আরও লম্বা হয়ে তার কপালের উপর এসে পড়েছে। তার চেহারায় কঠোর একটা ভাব, গালের হাড়গুলো দৃশ্যমান। তার বরফনীল চোখের নিচেও ভাঁজ পড়েছে, হাসার কারণে নয়, বরং কঠিন কয়েকটি বছর অতিবাহিত করার কারণে।

ঠাণ্ডায় তুষারাবৃত হয়ে সেইচানের তার ঠোঁটের কথা মনে পড়ল। এক দুর্বল মুহূর্তে তাকে কিস করে বসছিল সেইচান। কোনও আবেগ ছিল না তার পিছনে, কেবল ছিল বেপরোয়া চাহিদা। তবুও সে ওই উষ্ণতা, গ্রে'র আলিঙ্গনের কাঠিন্য ভুলতে পারেনি। তবে শেষপর্যন্ত এসবের কোনও মানেই ছিল না তাদের কাছে।

কোটের পকেটের ভিতরে থাকা হাতটা দিয়ে পেটের কাটা জায়গাটা স্পর্শ করল সেইচান।

তারা আসলে বিশ্বাসঘাতকতার খেল খেলেছে।

এখনকার মত।

পকেটের ভাইব্রেশন জানান দিল ফোন এসেছে।

অবশেষে!

তার বাইরে ঠাণ্ডার মাঝে থাকার পিছনের এটাই মূল কারণ। সে ফোনটা বের করে কল রিসিভ করল।

'বল,' বলল সেইচান।

'তাদের কাছে কি এখনও প্যাকেজটা আছে?' অপরপাশের কণ্ঠটায় আমেরিকান টান। সেইচানের কন্টাক্ট সে, নাম ক্রিস্টা ম্যাগনাসেন।

সেইচান কারও কারও আদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক, কিন্তু তার কোনও উপায়ও নেই। নিজেকে প্রমাণ করতে হবে তার। 'হ্যাঁ, আর্টিফ্যাক্টটা নিরাপদে আছে। তারা এখন কন্টাক্টের সাথে কথা বলছে।

'খুব ভাল। তারা পাহাড়ে খনিতে পৌঁছা মাত্রপই আমরা কাজ শুরু করব। আমাদের দল জায়গামত চার্জ বসিয়ে দিয়েছে। তুষারপাতে সব প্রমাণ মুছে যাবার কথা।'

'আর উদ্দেশ্যটা কী হবে?'

'সেই একই। তাদের নিচে আগুন লাগিয়ে দেয়া। তবে এবার সত্যিসত্যি। প্রত্নতাত্ত্বিক ওই জায়গাটা এখন সম্পদ কম, বোঝা বেশি। তবে এর ধ্বংসটাকে প্রাকৃতিক দেখাতে হবে।'

'আর সেদিকটা দেখছ তোমরা।'

'অবশ্যই। তোমাকে পুরোপুরি তোমার কাজের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ দিচ্ছি।'

সেইচান কথার পিছনের প্রচ্ছন্ন হুমকিটাও টের পেল। ব্যর্থতার সপক্ষে কোনও অজুহাত হবে না। যদি সে বেঁচে থাকতে চায়।

মিশনের বিস্তারিত শুনতে শুনতে সে জানালার দিকে নজর রেখে চলেছে। তবে তার মনোযোগ এখন গ্রে'র দিকে নয়, তার পাশে বসে থাকা ওই ইতালিয়ান মহিলা র‍্যাচেলের দিকে। র‍্যাচেল প্রফেসরের কোনও কথায় হেসে উঠল, এত দূর থেকেও তার হাসির উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে।

র‍্যাচেল ভেরোনার বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ নেই, তবে কোনকিছুই তাকে এই মহিলাকে বিষ দেয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

সকাল ১১ টা ১১ মিনিট

র‍্যাচেল তাদের আলাপচারিতা শুনতে থাকল। প্রফেসরের ইতিহাস ক্লাস বেশ আকর্ষণীয় লাগলেও তার মনে হলো এর মাঝে আরও গভীর কিছু লুকিয়ে আছে ফাদার জিওভানিকে ঘিরে, যা এখনও বলা হয়নি। লোকটার নজর খালি তার উপর পড়ছে, ঠিক খারাপভাবে না, যেন তিনি তাকে মাপার চেষ্টা করছেন। তার চোখে চোখ মেলাতে গিয়ে বেশ কষ্টই হচ্ছে র‍্যাচেলের।

কী হচ্ছে এখানে আসলে?

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না,' পাশ থেকে বলে উঠল গ্রে। 'পাহাড়ে আপনাদের আবিষ্কারের সাথে এই ডুমসডে বুকের কী সম্পর্ক?'

ওয়ালেস হাত উঁচিয়ে ধৈর্য ধরতে বললেন। 'প্রথমে বইটার নাম ডুমসডে (Doomsday) ছিল না, ছিল ডোমসডে (Domesday)। আদি ইংরেজি উৎস অনুযায়ী, ডোম শব্দটির অর্থ হলো 'গণনা করা' বা 'হিসেব করা'। বইটা লেখার কাজ দিয়েছিলেন রাজা উইলিয়াম মূলত তার অধিগ্রহণকৃত জমির মোট মূল্য নিরুপণের জন্য। এতে তিনি জমির উপর খাজনা আরোপ করতে পারতেন। এতে পুরো ইংল্যান্ডের সব শহর, গ্রাম,ম্যানরের উলেখ ছিল। সাথে স্থানীয় সম্পদ যেমন

গবাদিপশু, ক্ষেতের লাঙল থেকে শুরু করে জলাধারগুলোতে মাছের সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করা হয়। এখন পর্যন্ত, বইটি সেসময়কার জীবনযাত্রার সেরা প্রতিরূপ।'

'সেসব তো বুঝলাম,' গ্রে তাড়া দিল তাকে। 'কিন্তু আপনি বলেছেন কেবল একটা শব্দের উলেখ আপনাকে এই খননে উৎসাহী করেছে। সেটা কী'

'সেটাই তো ঝামেলা! দেখ, ডুমসডে বুকটা লেখা হয়েছিল ল্যাটিনের ক্রিপ্টিক ফর্মের, লেখক ছিলেন একজনই। কেন এত নিরাপত্তা গৃহীত হয়েছিল তা অবশ্য একটা রহস্য। কোনও কোন ইতিহাসবিদের মতে এই সংকলনের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই তো? কোনও গোপন গণনা! এর মধ্যে কিছু কিছু জায়গাকে বইয়ে মার্ক করা হয়েছে ল্যাটিন একটা শব্দ দিয়ে যার অর্থ 'ক্ষয়প্রাপ্ত।' এই জায়গাগুলোর অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডে অবস্থিৎ যার সীমানা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।'

র‍্যাচেল জানতে চাইল, 'উত্তর-পশ্চিম বলতে কী আপনি লেক ডিস্ট্রিক্টের মতো জায়গাকে বোঝাতে চাইছেন?'

'বিলকল। কাম্ব্রিয়া দেশটা সীমান্ত সংঘাতে জর্জরিত ছিল। আর এসব ক্ষয়প্রাপ্ত চিহ্নিত জায়গাগুলোর অধিকাংশে রাজার সেনাবাহিনী একটা শহর বা গ্রাম ধ্বংস করেছে। এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এজন্য যে যা নেই তা থেকে তো আর কর আদায় করা যাবে না।'

'আসলেই?' কোয়ালস্কি তার দুই গাস বিয়ার গলধঃকরণ করতে করতে বলল। 'তাহলে আপনি কখনও মৃত্যুকরের নাম শোনেননি?'

ওয়ালেস কোয়ালস্কি থেকে গ্রে'র দিকে তাকাল।

'ওকে অগ্রাহ্য করুন।' গ্রে পরামর্শ দিল।

ওয়ালেস গলা খাঁকারি দিলেন। 'ডুমসডে বুকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে উঠে আসে এক চিলতে রহস্য। সব ক্ষয়প্রাপ্ত জায়গাই যুদ্ধের ফসল ছিল না। কিছু কিছুর কোনও ব্যাখ্যা নেই। সেগুলোকে লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়, যেন কেউ একজন গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে প্রায় দশ বছর লাগিয়ে দেই তেমনি এক এন্ট্রির পিছনে, হাইল্যান্ড ফেলসের একটা ছোট্ট গ্রাম যার এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই। আমি সে জায়গার নথির সন্ধান করি, কিন্তু সব যেন মুছে ফেলা হয়েছে। হাল ছেড়েই দিচ্ছিলাম এমন সময় মার্টিন বোর নামে এক রয়্যাল করোনারের ডায়েরিতে আমি একটা অদ্ভুত তথ্য পাই। তার বইটা আমি পেয়েছিলাম সেইন্ট মাইকেলসে।'

তিনি শহরের কিনারে পাহাড়ের উপরের গীর্জাটাকে দেখালেন। 'বইটা খুঁজে পাওয়া যায় গীর্জাটা নতুন করে সংস্কারের সময় এক বদ্ধ সেলারে। বোরকে সেইন্ট

মাইকেলসের সমাধিতে কবর দেয়া হয়। তার সব সম্পদ গীর্জার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তার জার্নালে গ্রামে ঠিক কী হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে তিনি আরও ভয়ংকর কিছুর আভাস দেন। তার মতে বইটার যথার্থ নাম ডুমসডে। তার ডায়েরিতে এমনকি একটা পাগান সিম্বল-ও আঁকা ছিল যা শুরুতে আমাকে এই বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।'

'পাগান সিম্বল?' র‍্যাচেলের হাত তার কোটের পকেটে ঢুকে গেল যেখানে সে চামড়ার ব্যাগটাকে কিম্ভূতকিমাকার বস্তুটিসহ রেখেছে।

গ্রে তার আঙুলের উপর হাত রেখে আলতো করে চাপ দিল। তার নিয়ত পরিষ্কার। এই লোকের সম্পর্কে বিস্তারিত না জানা পর্যন্ত সে চায় না র‍্যাচেল কী খুঁজে পেয়েছে তা দেখাক। র‍্যাচেল ঢোক গিলল। সে তার হাতটা আবার টেবিলের উপর রাখল।

ওয়ালেস তাদের এই নীরব যোগাযোগ অনুধাবনে ব্যর্থ হলেন। 'সিম্বলটা নিশ্চিতভাবেই পাগান ছিল। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাদের।' তিনি একটা আঙুল তার বিয়ারে চুবিয়ে কাঠের টেবিলের উপর একটা বৃত্ত আর একটা ক্রস আঁকলেন। পরিচিত একটা চিহ্ন।

'চারভাগে বিভক্ত বৃত্ত,' বলল গ্রে।

ওয়ালেস ভ্রু উঁচালেন। কিছুটা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন গ্রে'র দিকে। 'একদম ঠিক। এই চিহ্নটাকে বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনায় খোদাই করা দেখা যায়। কিন্তু একজন খ্রিস্টানের ডায়েরিতে এ চিহ্নের উপস্থিত আমার মনোযোগ কাড়ে।'

র‍্যাচেল অনুভব করল তারা রহস্য সমাধানের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছে। 'আর সেই ডায়েরির সহায়তায় আপনি পাহাড়ে ওই হারানো গ্রামটা খুঁজে পান?'

'আসলে না।' হাসলেন ওয়ালেস। 'আমি যা খুঁজে পাই তা আরও এক্সাইটিং।'

'মানে?' জানতে চাইল র‍্যাচেল।

ওয়ালেস হেলান দিয়ে হাত ভাঁজ করে বসে তাদের দিকে তাকালেন। 'তা বলার আগে, আমাকে বল তো আসলে কী হচ্ছে? আর তোমরা এখানে কী করছ?'

'আমি বুঝতে পারছি না,' গলায় দ্বিধা ফুটিয়ে বলল গ্রে। তাদের সাংবাদিক পরিচয়টা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছে সে।

'আমাকে বোকা মনে কর না। তোমরা সাংবাদিক হলে, আমি আস্ত বলদ।' ওয়ালেসের দৃষ্টি এখন পুরোপুরি র‍্যাচেলের উপর নিবদ্ধ। 'আর তাছাড়া, তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি সুন্দরী। তুমি মসিয়ে ভেরোনার ভাতিজি।'

বিস্মিত র‍্যাচেল গ্রে'র দিকে তাকাল। গ্রেকে দেখে মনে হচ্ছিল তার পেটে কেউ কষে ঘুষি মেরেছে। কোয়ালস্কি চোখ নাচিয়ে তার গাস থেকে বাকি বিয়ারটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিল।

র‍্যাচেল আর ছদ্মবেশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখল না। সে প্রফেসরের দিকে তাকাল। এবার সে বুঝতে পারল কেন প্রফেসর বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

'আপনি আমার চাচাকে চিনেন?'

'হ্যাঁ। অত ভালভাবে না যদিও। আর তিনি কোমায় জানতে পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বছরখানেক আগে একটা সিম্পোজিয়ামে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকেই আমাদের পরিচয়। তোমার চাচা তোমাকে নিয়ে অনেক গর্বিত- অ্যান্টিক চুরি সংক্রান্ত অপরাধের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন পুলিশ তুমি। তিনি আমাকে তোমার ছবি পাঠিয়েছেন। আর আমার বয়সই এমন, কোনও সুশ্রী চেহারা দেখলে সহজে ভুলি না।'

র‍্যাচেল গ্রে'র দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে তাকাল। সে এ ব্যাপারে জানত না।

ওয়ালেস বলতে থাকলেন। 'আমি এই প্রতারণার কারণটা বুঝতে পারছি না। তাই আরও কিছু বলার আগে, আমি ব্যাখ্যা চাই।'

কেউ কিছু বলার আগেই প্রফেসরের টেরিয়ারটা গড়গড় করে উঠল। কুকুরটা আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে হোটেলের প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকল। দরজাটা খুলে যেতেই, তার গড়গড় আওয়াজ বেড়ে গেল।

একটা অবয়ব হোটেলে ঢুকে তার জুতা থেকে তুষার ঝাড়ছে।

সে হলো সেইচান।

১৩
১২ অক্টোবর, দুপুর ১ টা ৩৬ মিনিট
অসলো, নরওয়ে

দুপুরের খাবার শেষ হলো এক সতর্কবাণীর মধ্য দিয়ে। 'মানবজাতি এমন গুরুতর সংকটে আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না,' ডাইনিং হলের দূরতম প্রান্তে স্থাপন করা পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে বললেন আইভার কার্লসেন। 'এই প্রজন্ম বা তার পরবর্তী প্রজন্মে বিশ্বব্যাপী পতন অবশ্যম্ভাবী।'

হলের পিছন দিকে একটা টেবিলে বসে আছে পেইন্টার, সাথে মঙ্ক আর জন ক্রিড। কেবল এক ঘন্টা আগেই অসলোতে পৌঁছেছে তারা, কোনমতে এসে হাজির হয়েছে ওয়ার্ল্ড ফুড সামিটের উদ্বোধনী লাঞ্চে।

অ্যাকারশাস ক্যাসলের ডাইনিং রুমটা যেন কোনও মধ্যযুগের কোনও কাহিনি থেকে উঠে আসা। হাতে বানানো কাঠের বিম ছাদটাকে ধরে রেখেছে। আর ওকে কাঠের মেঝেটা সাজানো হয়েছে মাছের কাঁটার মতো। মাথার উপর ঝাড়বাতিগুলো আলো বিলিয়ে যাচ্ছে লিনেনে মোড়া লম্বা টেবিলগুলোর উপর।

পাঁচ কোর্সের লাঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। দুনিয়ার খাদ্য সমস্যা যেখানে আলোচনা করতে বসা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বেমানানই বটে। লাঞ্চে প্রাধান্য পেয়েছে নরওয়ের রন্ধনশৈলী যার মধ্যে আছে মাশরুমের সসে হরিণের মাংস আর নরওয়ের বিশেষ এক ধরণের রূপালী আঁশযুক্ত মাছের ঝাঁঝালো এক ডিশ। মঙ্ক তখনও ডেসার্ট নিয়ে ব্যস্ত, হুইপড ক্রিম থেকে শেষ ক্লাউডবেরিটা মুখে পুড়ল সে। ক্রিড এক কাপ কফ হাতে নিয়ে মূল বক্তার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনছে।

বক্তার মঞ্চটা দূরে থাকায়, পেইন্টার আইভার কার্লসেনের অভিব্যক্তি পড়তে পারছিলেন না। তবে এতদূর থেকেও তার আবেগ আর আকুতিটুকু ছিল পরিষ্কার।

'বিভিন্ন দেশের সরকার সাড়া দিতে দেরি করে ফেলবেন,' বলতে থাকলেন আইভার। 'কেবল প্রাইভেট সেক্টরের-ই প্রয়োজনীয় গতি আর উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে এ সংকট মোলাবেলার জন্য।'

পেইন্টার একমত না হয়ে পারলেন না যে কার্লসেন যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে তা আসলেই ভীতিকর। সব মডেলের পরিণতি একই। অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যখন

খাদ্য সরবরাহকে বাধাগ্রস্ত করবে, তখন সৃষ্ট বিশৃঙ্খলায় বিশ্বের ৯০ শতাংশ লোক মারা পড়তে পারে। কেবল একটাই সমাধান আছে, হিটলারের চূড়ান্ত সমাধান থেকে তা খুব একটা ব্যতিক্রম না।

এখন থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই, আরও ভাল হয় গতকাল থেকে নিতে পারলে। এই বিপর্যয় এড়ানোর একমাত্র উপায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিবেগ শিথিল করা, দেয়ালে পিঠ ঠেকার আগেই ব্রেক কষা। তবে খুশির কিছু নেই। দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকবেই। তা অনিবার্য। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি সব যাত্রীকে নিয়ে মরব, না কেবল কাটা-ছেঁড়ার উপর দিয়ে যাব। মানবজাতির স্বার্থে, ভবিষ্যতের স্বার্থে, আমাদের এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে।'

বিদায় সম্ভাষণের পর কার্লসেন হাত উঁচিয়ে দর্শকদের হাততালির জবাব দিলেন। সামিটের শুরুটাই কেমন যেন বিষাদমাখা।

সামনের টেবিলে বসা একটা লোক উঠে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনটা হাতে তুলে নিলেন। পেইন্টার একগুঁয়ে চেহারার দক্ষিণ আফ্রিকান অর্থনীতিবিদকে চিনতে পারল। ডঃ রেনার্ড বোথা, ক্লাব অফ রোমের কো-প্রেসিডেন্ট। বোথা পোডিয়ামের দিকে এগোতে এগোতে কার্লসেনের দিকে নড করলেও, কো-প্রেসিডেন্টের চেহারায় চিন্তা আর বিরক্তির ছাপটা পেইন্টারের নজর এড়াল না। মূল বক্তব্য নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট না।

পেইন্টার বোথার কথা শুনলেনই না বলতে গেলে। তার অধিকাংশ কথাই বন্ধুত্বপূর্ণ, উচ্চাভিলাষী আর দুনিয়ার ক্ষুধার্তদের খাদ্য সংস্থানে তাদের অর্জনের বয়ান। পেইন্টারের মনোযোগ কার্লসেনের দিকে। লোকটার চেহারা অভিব্যক্তিহীন, কিন্তু পানির গাসটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছেন তিনি। সচেতনভাবেই চোখ সরিয়ে রেখেছেন বোথার থেকে, যেন তার আশার বাণীগুলো শুনতে আগ্রহী নন তিনি।

মঙ্কের পর্যবেক্ষণ-ও তাই বলছে। 'লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেকোন কিছুতে ঘুষি মেরে বসবে।'

বোথার বিদায় সম্ভাষণে লাঞ্চ শেষ হলো। পেইন্টার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। মঙ্ক আর ক্রিডের দিকে ঘুরে বললেন, 'হোটেলে ফিরে যাও। আমি কার্লসেনের সাথে একটু কথা বলে তোমাদের সাথে দেখা করছি।'

জন ক্রিড উঠে দাঁড়াল। 'আমি তো ভেবেছিলাম কালকে সকালের আগে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই,' বললেন পেইন্টার। 'কিন্তু হ্যালো বলতে দোষ কী।'

তিনি লাঞ্চ সেরে বেরোতে থাকা জনস্রোতকে ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। গুটিকয়েক প্রশংসক কার্লসেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে, হাত মেলাচ্ছে, প্রশ্ন করছে। পেইন্টার আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। আরেক পাশে, তিনি বোথাকে বাজপাখির মতো নাকের বেমানান স্যুট পড়া এক লোকের সাথে কথা বলতে শুনলেন।

'অ্যান্টনিও, আমি ভেবেছিলাম তুমি এমন উত্তেজক বক্তব্য দিতে কার্লসেনকে মানা করেছিলে।'

'মানা করেছি তো,' অন্যজন জবাব দিল, তার চেহারা লাল ছোপছোপ। 'সে কি আর কথা শুনে? অন্তত সে কিছুটা সংযত হয়েছে। তার আগের বক্তব্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের আহবান ছিল। আপনি ভাবতে পারছেন এর প্রতিক্রিয়া কী হত?'

বোথা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটাকে নিয়ে চলে গেলেন। 'অন্তত সে কালকের কনফারেন্স থেকে তো দূরে থাকবে।'

'তাতে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। সে আমাদের অন্যতম দাতা আর পৃষ্ঠপোষকদের সাথে ভ্যালবার্ডে থাকবে। সে তাদেরকে একা পেলে কী বলতে পারে তা আমি কেবল কল্পনাই করতে পারছি। সম্ভবত আমিও যদি সাথে যাই...'

'তুমি জানো অ্যান্টনিও যে আর জায়গা নেই। আর তাছাড়া, আগুন নেভাতে আমি তো আছিই।'

পেইন্টারের দিকে না তাকিয়ে চলে গেল তারা। পেইন্টার কার্লসেনের দিকে এগিয়ে গেল। দুহাত দিয়ে প্রধান নির্বাহীর সাথে হাত মেলাল সে, এক হাত তার তালুতে আর আরেক হাত তার কব্জিতে।

'মিঃ কার্লসেন, নিজের পরিচয় দেবার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছিলাম না আমি। আমি ক্যাপ্টেন নিল রাইট, ইউএস অফিস অফ দ্য ইন্সপেক্টর জেনারেল থেকে।'

হাত সরিয়ে নিলেন আইভার, তবে তার হাসি মলিন হলো না। 'আচ্ছা, ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের তদন্তকারী অফিসার আপনি? আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি মালির দুঃখজনক ঘটনা বিষয়ে আপনি আমার পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।'

'অবশ্যই। আমি জানি আমাদের ইন্টারভিউ কালকে। কিন্তু আমি কেবল বলতে চেয়েছিলাম যে আপনার কথাগুলো আমার দারুণ লেগেছে।' পেইন্টার চাতুর্যের আশ্রয় নিল। 'তবে আমার মনে হচ্ছে যে আপনি ঠিক মন খুলে কথা বলেননি।'

'যেমন?' তার চেহারায় আগ্রহ ফুটে উঠল।

'জনসংখ্যা কমাতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আপনি আরও বিস্তারিত বলবেন এ ব্যাপারে।'

'হয়ত আপনি ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা বিতর্কিত। সাবধানতার সাথে হ্যান্ডেল করা উচিত। প্রায়ই লোকজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আর প্রজননবিদ্যার মাঝে পার্থক্যটা ভুলে যায়।'

'যেমন কারা সন্তান জন্মদান করতে পারবে আর কারা নয়?'

'ঠিক। এটা আসলে যাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা জনতার সমর্থন আছে তাদের বিষয় নয়। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার তা সমাধানে কখনও এগিয়ে আসবে না। ব্যাপারটা ইচ্ছার আর সময়ের।' কার্লসেন তার ঘড়ি দেখলেন। 'আর সময়ের ব্যাপারে যদি বলি, দুর্ভাগ্যবশত আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। তবে এ ব্যাপারে আপনার সাথে আরও কথা বলতে ভাল লাগবে. আগামীকাল আমার অফিসে।'

'বেশ। আর ধন্যবাদ আবারও আপনার জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের জন্য।'

নড করে চলে গেলেন তিনি, তার মনোযোগ সরে গেছে পরের কাজে।

পেইন্টার তাকে চলে যেতে দেখল। কার্লসেন হলের প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি যেতেই পকেট থেকে সেলফোনটা বের করল সে, পাশের বোতামটা চেপে দিল। সরু রেডিও তরঙ্গ বেরিয়ে এল তার ফোন থেকে। কানের ভিতরে বসানো পলিসিন্থেটিক রিসিভারটা চালু হয়ে গেল।

সাথে সাথে তার কানে ভেসে এল কথাবার্তার আওয়াজ, সাথে টেবিল থেকে থালাবাসন সরানোর শব্দ। শব্দটা আসছে আইভার কার্লসেনের সাথে হাত মেলানোর সময় তার জ্যাকেটের হাতায় বসানো বাগ থেকে। এই ইলেক্ট্রনিক সার্ভেইল্যান্স ডিভাইসটা আকারে চালের দানা থেকে বড় হবে না। ডারপার তৈরি এই ডিভাইসটা পেইন্টারের ডিজাইন করা। ও এখন সিগমার ডিরেক্টর হতে পারে, কিন্তু তার শুরুও হয়েছিল ফিল্ড এজেন্ট হিসেবেই। তার বিশেষত্ব হচ্ছে মাইক্রোইঞ্জিনিয়ারিং আর সার্ভিল্যান্স।

পেইন্টার লক্ষ্য করল কার্লসেন ব্যাংকোয়েট হলের বাইরে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছেন। তার সমান লম্বা রুপালী চুলের এক ব্যক্তির সাথে হাত মেলালেন তিনি। পেইন্টার সিনেটর গরম্যানকে চিনতে পারল। তাদের কথোপকথন শোনার জন্য পেইন্টার পিছনের অতিরিক্ত শব্দকে অগ্রাহ্য করে কার্লসেনের কথার দিকে মনোনিবেশ করল।

'-আপনি, সিনেটর। মূল বক্তব্যটা ধরতে পেরেছিলেন?'

'কেবল শেষটা। তবে আমি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। কেমন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন?'

কার্লসেন কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কেউ তেমন একটা কানে নেয়নি আমার ধারণা।'

'অবস্থা বদলাবে।'

'দুর্ভাগ্যবশত সত্যি,' কার্লসেন কিছুটা আক্ষেপের সুরে বললেন। তারপর তিনি সিনেটর গরম্যানের কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন,'যাই হোক, আমি কেবলমাত্র ডিসি থেকে আসা তদন্ত কর্মকর্তার সাথে কথা বললাম। বেশ যোগ্য লোক মনে হলো।'

পেইন্টারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। প্রথম দর্শনেই বাজিমাত...

সিনেটর চোখ বলরুমে ঘুরে আসল। পেইন্টার উলটো ঘুরে একদল লোকের ভিতর সেঁধিয়ে গেল। সিগমা সম্পর্কে সিনেটরের জানার এখতিয়ার নেই। সিনেটর যতদূর জানেন, পেইন্টার ডিপার্টেমেন্ট অফ ডিফেন্সের একজন গোয়েন্দা। তবে, আপাতত অজ্ঞাত থাকার ইচ্ছা তার। জেনারেল মেটকাফ লোকটাকে ক্ষেপাতে মানা করেছেন। সিনেটরের সহজে রেগে যান, ধৈর্য-ও কম তার। যার প্রমাণ তিনি দিয়ে দিলেন।

'কাউকে এতদূর পাঠানোটা কেবল অর্থের অপচয় বৈ কিছু নয়,' গরম্যান অভিযোগ করলেন। 'তদন্তকার্য চালানো উচিত মালিতে।'

'আমি নিশ্চিত তারা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছে না। আর এতে সমস্যারও কিছু দেখছি না।'

'সবই আপনার দয়া।'

এ কথা বলে তারা দুজন একসাথে চলে গেল।

পেইন্টার তার কানের ভিত মাইক্রোরিসিভারটাকে চালু রেখে বের হবার দরজার দিকে এগোলেন। আলাপচারিতাটা গোপনে শুনতে থাকলেন তিনি।

একবারের জন্য হলেও, সুবিধাজনক অবস্থানে আছে তারা।

ব্যাংকোয়েট হলের বাইরে একটা রুমে খোলা ল্যাপটপের সামনে বসে আছে ক্রিস্টা ম্যাগনাসেন। স্ক্রিনে ফ্রিজ করা লোকটার ছবির দিকে কিছুটা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সে। দারুণ হ্যান্ডসাম লোকটা, পেটানো শরীর, কালো চুল আর গাড় নীল চোখ। লাঞ্চের সময় আইভার কার্লসেনের সংস্পর্শে আসা সবাইকে সে পর্যবেক্ষণ করেছে। রুমের এক কোণায় একটা ছোট ওয়্যারলেস ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তা দিয়ে হলের সামনের দিকটা দেখা যায়। কোনও শব্দ শোনা না গেলেও এতে করে সে প্রতিটা ছবিকে ফেসিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যারে পাঠাতে পারছে। ফলে গিল্ডের ডাটাবেসের সাথে পরিচয় মিলিয়ে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

লোকটার ছবি একশর মতো রেফারেন্স পয়েন্টে ভাগ হয়ে আপলোড হয়ে গেল। অপেক্ষায় আছে সে। কিয়দক্ষণ পরই, পর্দায় লাল কালিতে কেবল একটা শব্দ ফুটে উঠল। নিচে একটা অপারেটিভ কোড।

শব্দটা দেখে জমে গেল সে।

সিগমা।

অপারেটিভ কোডটাও সে ভালভাবেই জানত।

দেখামাত্রই হত্যা কর।

ক্রিস্টা ক্যামেরা ফিডটা আবার সচল করল। মনিটরের দিকে আরও ঝুঁকে বসল সে। লোকটা উধাও হয়ে গিয়েছে।

অ্যান্টনিও গ্র্যাভেলের দিনটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।

হলওয়েতে আইভার কার্লসেনকে শেষবারের মতো ভ্যালবার্ড ট্রিপে তাকে নেয়ার জন্য মানানোর চেষ্টা করতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। প্রয়োজনে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করে নিজেকে অনুগ্রহভাজন করতেও রাজি আছেন। কিন্তু পথিমধ্যে সিনেটরের সাথে দেখা হয়ে গিয়েছে আইভারের। অ্যান্টনিও পরিচিত হবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বরাবরের মতই বাস্টার্ডটা তাকে অগ্রাহ্য করেছে। গল্পে মশগুল হয়ে তারা দুজন প্রস্থান করল।

এমন অপমানে দম আটকে আসছে অ্যান্টনিওর। রাগে-ক্ষোভে চোখে অন্ধকার দেখছেন তিনি। রাগের সাথে ঘুরতে গিয়ে পাশের দরজার দিকে এগোতে থাকা এক মহিলার সাথে ধাক্কা খেলেন। মহিলার গায়ে ফারের লম্বা কোট, চুল স্কার্ফে ঢাকা। এত জোরে সে ধাক্কা খেল মহিলার সাথে যে তার ভারসাচির চশমা খুলে আসল মুখ থেকে। কিন্তু মহিলাটি ক্ষীপ্রতার সাথে ধরে তা আবার তার নাকের উপর বসিয়ে দিল।

'দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন অ্যান্টনিও। ঘটনার আকস্মিকতায় সে সুইস জার্মান ভাষায় কথা বলে উঠেছেন। মেয়েটাকে চেনা চেনা ঠেকল তার।

কে হতে পারে...?

তাকে পাত্তা না দিয়ে মেয়েটা ব্যাংকোয়েট রুমে চোখ বুলিয়ে তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কোটটা উড়িয়ে হলওয়ের দিকে ছুটে গেল। তার সম্ভবত তাড়া আছে।

অ্যান্টনিও তাকে নিকটবর্তী সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নেমে যেতে দেখলেন। বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে আরেকদিকে হাঁটা ধরলেন তিনি।

তারপরই হঠাৎ তার মনে পড়ল।

বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকালেন।

অসম্ভব!

নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে তার। আফ্রিকায় ভায়াটাসের রিসার্চ সংক্রান্ত একটা মিটিংয়ে কেবল একবার এই জেনেটিসিস্টের সাথে দেখা হয়েছে। মেয়েটার নাম মনে পড়ছে না যদিও, কিন্তু সে নিশ্চিত এই সেই মেয়ে। ওই বিরক্তিকর মিটিংয়ের অধিকাংশ সময় তিনি মেয়েটাকে চোখ দিয়ে গিলেছেন, তাকে নিরাভরণ করেছেন, তার মাঝে প্রবেশ করার পুলক কল্পনা করেছেন।

নিশ্চয়ই এই মেয়েই সে।

কিন্তু সে তো মালি ম্যাসাকারে মারা গিয়েছে। কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারেনি সেখান থেকে।

অ্যান্টনিও সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। অক্ষত অবস্থায় সে এখানে কী করছে? আর কেন সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে, তার দেহবলরী ঢেকে রেখেছে?

ঘটনা বুঝতে পেরে অ্যান্টনিওর চোখ সরু হয়ে গেল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, যে ব্যাপারে কারও কোনও ধারণাও নেই, যার সাথে ভায়াটাসের সম্পর্ক আছে। অনেকদিন ধরেই, তিনি আইভারকে বাগে আনার উপায় খুঁজছিলেন।

অবশেষে সেই সুযোগটা তার হাতে ধরা দিয়েছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু কীভাবে ব্যাপারটা তার অনুকূলে কাজে লাগানো যায়?

অ্যান্টনিও মাথায় ছক কষতে শুরু করলেন। তিনি জানেন প্রথম পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত। ওই ম্যাসাকারে একজন তার সন্তানকে হারিয়েছে- সিনেটর গরম্যান। ইউএস সিনেটরের প্রতিক্রিয়া কী হবে যখন তিনি জানতে পারবেন আইভার ওই হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া একজনকে লুকিয়ে রেখেছে?

শয়তানি হাসি হেসে এগোলেন।

হঠাৎ করে দিনটা বেশ উপভোগ্য লাগছে তার।

বিকাল ৩ টা ১৫ মিনিট

পেইন্টার অ্যাকারশাস দুর্গের দেয়ালের উপর ইটের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বিকাল তিনটার থেকে সামান্য বেশি বাজলেও সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে। রাস্তার শেষ মাথায় জর্ড পোতাশ্রয়। তুষার জমে আছে তামাটে বর্ণের কামানগুলোর উপর। সারিবদ্ধভাবে সেগুলো তাক করা সমুদ্রের দিকে। যুদ্ধজাহাজের হাত থেকে শহরকে

বাঁচাতে সদা প্রস্তুত। যদিও এই মুহূর্তে কেবল একটা প্রমোদতরী ভিরানো আছে ঘাটে।

ডিজেল পোড়া বাতাসে ভেসে আসছে সিগালের চিৎকার। পেইন্টার প্রমোদতরীর উঁচু মাস্তুলের পাশ দিয়ে মূল শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গত এক ঘন্টা ধরে, আইভার কার্লসেনের আলাপচারিতা গোপনে শুনে যাচ্ছেন সে। বাগটার সাহায্যে সিইও সম্পর্কে আরও জানার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে, যা কালকের ইন্টারভিউয়ে কাজে আসতে পারে।

কথোপকথনগুলো গুরুত্বহীন হলেও এটা পরিষ্কার যে লোকটা ক্ষুধা আর জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ইস্যুতে সত্যিকার অর্থেই নিবেদিতপ্রাণ। কার্লসেন সময়োচিত সমাধান আর বাস্তবতার নিরিখে কথা বলেন। এটাই তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পেইন্টার ভায়াটাসের খরানিরোধী ভুট্টার জাত নিয়ে আলাপচারিতার অংশবিশেষ শুনতে পেরেছে। ভুট্টাটি মালি রিসার্চ ফার্মে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। গত সপ্তাহে, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বীজ পাঠানো হয়েছে যাতে করে শেয়ারবাজারে ভায়াটাসের দর বেড়ে যায়। তবুও আইভার সন্তুষ্ট নন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে তার কোম্পানির ক্রপ বায়োজেনিক্স ডিভিশন আরও নিত্যনতুন বৈশিষ্ট্যসম্বলিত ফসল আনবে। যেমনঃ পোকা-নিরোধী গম, ঠাণ্ডা-নিরোধী সাইট্রাস, আগাছা নির্মূলকারী সয়াবিন। তালিকা আরও দীর্ঘ, এর মধ্যে আবার সরিষার একটা জাত আছে যা মাটিতে মিশে যায় এমন প্লাস্টিকের জন্য অপরিহার্য তেল উৎপাদন করবে।

কিন্তু আলাপচারিতাটা শেষ হয়েছে অশুভ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে। কার্লসেন হেনরি কিসিঞ্জারের একটি উক্তি ব্যবহার করেন। পেট্রোকেমিক্যাল থেকে তার কোম্পানির মনোযোগ বীজ প্রকৌশলে সরে যাওয়া নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। কিসিঞ্জারের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, 'তেলের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকলে গুটিকয়েক দেশের নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে থাকবে, কিন্তু খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকলে পুরো পৃথিবী তোমার মুঠোয় থাকবে।'

কার্লসেন কি আসলেই তা বিশ্বাস করেন?

তার কয়েকমিনিট পর, লোকটা লিমুজিনে চড়ে অসলোর বাইরে অবস্থিত তার রিসার্চ কমপেক্সে চলে যায়। লুকানো মাইক্রো-ট্রান্সমিটারের আওতা সীমিত হওয়ায় পেইন্টারকে এযাত্রা গোয়েন্দাগিরি ক্ষ্যান্ত দিতে হয়। ক্রপস বায়োজেনিক্স ডিভিশন নিয়ে কার্লসেনের কথায় চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে পেইন্টার, ফিরে আসার সময় ঠাণ্ডা মোটেও লাগছিল না।

তাকে আরেক দফা তদন্ত কার্যের প্রস্তুতি নিতে হবে, তবে একাজের জন্য সন্ধ্যায় আরও ক্ষীপ্রতা দেখাতে হবে।

লোকজনদের মাঝ দিয়ে জায়গা করে যেতে যেতে হঠাৎ পার্কা পরিহিত শক্ত-সমর্থ এক লোক এসে ধাক্কা খেল তার সাথে। এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময়ের মধ্যে তা টের পেয়ে পেইন্টার সাইডে সরে গেল। কিন্তু তার দেহের এক পাশে অবর্ণনীয় ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল।

ছিটকে সরে গেল ও। লোকটার হাতে নিচু করে ধরা রুপালি ছুরিটা এক ঝলক তার নজরে পড়ল। শেষ মুহূর্তে সরে না দাঁড়ালে ছুরিটা সোজা তার পেটে ঢুকে যেত। পুনরায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবার আশা করছে না। লোকটা আবার তার দিকে ছুটে এল।

এখন পর্যন্ত আর কেউ হামলাটা খেয়াল করেনি।

পেইন্টার পর্যটকদের একজনের গলা থেকে টান দিয়ে ক্যামেরা কেড়ে নিল। শোল্ডার স্ট্র্যাপটা ধরে ভারী নাইকন এসএলআরটা হামলাকারীর কানের উপর বসিয়ে দিল সে। লোকটা পাশে পড়ে যেতেই পেইন্টার লাফিয়ে তার কাছাকাছি গেল। চামড়ার স্ট্র্যাপটা তার কব্জি দিয়ে গলিয়ে দিয়ে পিঠের উপর বসে শক্ত করে মাটির সাথে চেপে ধরল।

লোকটার মুখ মেঝেতে বাড়ি খেল। হাতের হাড্ডি মটমট করে ফুটে উঠল। ছুরিটা পড়ে গেল তার হাত থেকে মেঝেতে।

চারপাশে শোরগোল পরে গেল। পেইন্টার পড়ে থাকা দেহটাকে ডিঙিয়ে অস্ত্রটার দিকে ছুটল। কিন্তু পৌছানোর আগেই হঠাৎ একটা ঝাঁকুনির সাথে সাথে হিসহিস আওয়াজ তুলে বরফশীতল মেঝেতে রকেটের মতো হুটোপুটি খেতে থাকল। পেইন্টার এই মারণঘাতী অস্ত্র দেখে দ্বিধায় ভুগছিল।

ছুরিটা ওয়াস্প ইঞ্জেক্টর নাইফ।

ছুরিটার হাতলে থাকা বাল্বে কমপ্রেসড গ্যাস আছে যা এটাকে দ্বিগুণ বিপদজনক করে তুলেছে। একবার শিকারের দেহে ঢুকিয়ে দিয়ে বাটনে চাপ দিলেই, ঠাণ্ডা বাতাস বেড দিয়ে ভিক্টিমের পেটে ঢুকে সবধরণের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর এক আঘাতে বিশালাকৃতির ভালুকও মারা যেতে পারে।

গ্যাস বার্স্টের কারণে ছুরিটা রকেটের মতো মানুষের বুট আর পায়ের মাঝ দিয়ে ছুটছিল। হাঙ্গামা শুরু হয়ে গিয়েছে সর্বত্র। কেউ কেউ সেখান থেকে পালাল, বাকিরা আরও ঘন হয়ে এল। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই লোকটা আমার ক্যামেরা চুরি করেছে।'

জাহাজের নিরাপত্তারক্ষীদের কয়েকজন গ্যাংওয়ে ধরে ছুটে এল। আরও কয়েকজন জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে।

পেইন্টার তার একপাশ হাত দিয়ে চেপে ধরে জনতার ভিড়ে মিশে গেল। ভারি কোট আর শেষ মুহূর্তে আঘাতটা এড়িয়ে যাওয়ার দরুণ জীবন বেঁচেছে তার। তবে তার হাতের আঙুল বেয়ে উষ্ণ তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে চারপাশে থাকা জনতার দিকেও লক্ষ্য রাখল সে।

হামলাকারী কি একাই এসেছে?

মনে হয় না।

যাত্রী আর পর্যটকদের মাঝ দিয়ে হোঁচট খেয়ে যেতে যেতে সে আশেপাশের সবার মুখ আর হাত খেয়াল করে দেখল। কে জানে, প্রথমজনের মতো আরও কেউ ছদ্মবেশে আছে কিনা?

একটা ব্যাপার সে নিশ্চিতভাবে জানে, এটা কোনও সাধারণ ছিনতাইয়ের ঘটনা নয়। তার উপর হামলাকারীর হাতে ছিল ওয়াস্প ইঞ্জেক্টর। কোনও না কোনভাবে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছে। দুর্গের ভিতর জাল বিছানো হয়েছে।

তাকে ডক থেকে পালাতে হবে, অ্যাম্বুশ আর তার মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। ডকের কাছে উদ্যানে পা রাখতেই আশপাশে লোকজনের ভিড় কমে আসল। বরফশীতল তুষার তার পায়ের নিচে পড়ে মচমচ করে ভাঙছিল। টকটকে লাল ফোঁটা পড়ছে তুষারে। অনুসরণের জন্য সহজ ট্রেইল রেখে যাচ্ছেন সে।

পঞ্চাশ ইয়ার্ড দূরে, আরেক পার্কা পরিহিত ব্যক্তি বেড়া ডিঙিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। এখন আর ধীরেসুস্থে আগাচ্ছে না তারা। লোকটার সাথে বন্দুক আছে কিনা কে জানে! পেইন্টার ঘুরে পিছনের পাইনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

তাকে লুকাতে হবে।

আততায়ী তুষারে টাটকা রক্তের ধারাটা অনুসরণ করল। সে কিছুটা ঝুঁকে দৌড়াচ্ছে, বাম হাতে ছুরিটা ধরা। গাছের সারির কাছাকাছি চলে আসল সে। তার এক চোখ ট্রেইলের উপর,আরেক চোখের সতর্ক দৃষ্টি ঘুরছে চারপাশে। গাছের নিচে ট্রেইলের উপর ছায়া পড়লেও পুরোপুরি মুছে যায়নি। বিগত তুষারপাতের পর কেউ আর এ পথ মাড়ায়নি। তুষারের উপর কেবল এক প্রস্থ পায়ের ছাপ।

সাথে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ধারা।

রাস্তাটা গাছপালার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে। পরিষ্কারভাবেই টার্গেট বন্দুকের ভয়ে প্রতিরক্ষামূলক পন্থা অবলম্বন করেছে। যদিও এই চেষ্টা বিফলে যাবে। আততায়ী টার্গেটের চলার পথের সমান্তরালে সোজা বনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল।

সামনে একটু ফাঁকা জায়গা। ট্রেইলটা সোজা চলে গেছে। তার শিকার সাবধানতা ছেড়ে পার্কের পিছনের রাস্তায় পৌছার চেষ্টা করছে। ছোরাটা শক্তকরে ধরে দূরত্ব কমাতে ছুট লাগাল সে।

খোলা জায়গাটার কিনারে পৌছুতেই পাশের একটা পাইন গাছের নিচু ডাল ছুটে এল তার দিকে। জোরসে বাড়ি খেল তার হাঁটুর নিচে। পা হড়কে পড়ে গেল সে। তুষারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, নড়তে পারার আগেই ভারী কিছু একটা চেপে বসল তার উপর। ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেড়িয়ে গেল এক নিমিষে।

ভুলটা অনুধাবন করতে পারল সে। লোকটা ব্যাকট্র্যাক করে পিছনে এসে পাইন গাছের পিছনের লুকিয়ে ছিল। ডালটা টেনে ধরে রেখে অ্যাম্বুশ করে তাকে।

এবং এটাই ছিল তার শেষ ভুল।

একটা হাত নেমে এসে তার থুতনি ধরল। আর আরেক হাত চেপে বসল তার ঘাড়ের উপর। জোরসে এক টান আর কেলা ফতে...

না ফেরার দেশে চলে গেল সে।

বিকাল ৫ টা ৩৪ মিনিট

'স্থির থাকুন,' ধমকে উঠল মঙ্ক। 'আর একটা সেলাই দিতে হবে কেবল।'

পেইন্টার বক্সার পরে বাথটাবের কিনারে বসে আছে। চামড়ায় সুঁইয়ের খোঁচাটা ভালই টের পাচ্ছে সে। চেতনানাশক স্প্রেটা কেবল ব্যথার মাত্রাটা কমিয়ে রেখেছে। তবে মঙ্ক দ্রুততার সাথে কাজ করছে। সে এরইমধ্যে ক্ষতটা পরিষ্কার করে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিয়েছে। শেষ একটা সেলাই দিয়ে সে পেইন্টারের বক্ষ পিঞ্জরের বাঁপাশের চার ইঞ্চি ক্ষতটা ঢেকে দিল।

মঙ্ক সবকিছু একটা স্টেরাইল সার্জিপ্যাকে ভরে বাথরুমের মেঝেতে রাখল। তারপর গজ আর অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে পেইন্টারের বুকটা মুড়ে দিল।

'এখন কী?' জানতে চাইল মঙ্ক। 'আমরা কি আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাব?'

হামলার পর শহরে পালিয়ে গিয়েছিল পেইন্টার। তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে না নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত কিছু সময় ব্যয় করে সে, তারপর মঙ্ককে ফোন দেইয়।

সাবধানতার অংশ হিসেবে তাকে হোটেল বদলে নতুন নামে অন্য হোটেলে উঠতে বলে। পরে নিজেও সেখানে তাদের সাথে যোগ দেয়।

'বদলানোর তো কোনও কারণ দেখছি না,' বলল পেইন্টার।

মঙ্ক ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে নড করল। 'আমি তো চার ইঞ্চি লম্বা কারণ দেখতে পাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল পেইন্টার। 'ওরা সতর্ক ছিল না। যেই হামলাটার পরিকল্পনা করেছে সে খুব তাড়াহুড়োয় ছিল। আমাকে চিনতে পেরেছে হয়ত কোনভাবে, কিন্তু এর বেশি কিছু তারা জানে বলে মনে হয়না।'

'তবুও, সেটাই যথেষ্ট।'

'এর মানে হচ্ছে এখন থেকে আমাদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। আমার সম্মেলনে যাওয়া চলবে না। সবার নজর থেকে দূরে থাকতে হবে। তোমার আর ক্রিডের উপর চাপ পড়ে গেল বেশি।'

'আমরা তাহলে ওই রিসার্চ ফ্যাসিলিটিটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি?'

নড করল পেইন্টার। 'আমি রেডিও দিয়ে তোমাদের মনিটর করব। বেশি কিছু করার দরকার নেই। ভিতরে যাবে, সার্ভারে ঢুকবে তারপর বেরিয়ে আসবে।'

সহজ একটা অপারেশন। ক্যাট ব্রায়ান্টের সোর্সের সহায়তায় তাদের হাতে আইডি কার্ড, ইলেক্ট্রনিক চাবি আর ভায়াটাসের ফ্যাসিলিটির পুরো নক্সাটা আছে। মাঝরাতে যখন জায়গাটা খালি থাকবে তখন তারা সেখানে যাবে।

জন ক্রিড দ্রুত বাথরুমে ঢুকল। ভায়াটাসের লোগো সম্বলিত ল্যাব কোট পরনে তার। নিজের ছদ্মবেশটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল সে। 'স্যার আপনার ফোনটা ভাইব্রেট করছে।'

পেইন্টার হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিল, ডিসপেতে কলার আইডি দেখে ভ্রু কুঁচকে গেল তার। জেনারেল মেটকাফ! তিনি কেন ফোন দিচ্ছেন? পেইন্টার আরও বিস্তারিত না জানা পর্যন্ত ওয়াশিংটনকে এড়িয়ে চলছিলেন। অপারেশন শুরুর আগেই থেমে যাওয়াটা কারও জন্যই সুফল বয়ে আনত না।

বিশেষ করে পেইন্টারের জন্য।

ফোনটা ধরলেন তিনি। 'জেনারেল মেটকাফ?'

'ডিরেক্টর ক্রো। আমার ধারণা আপনি এখনও গুছিয়ে উঠতে পারেননি, তাই আমি সংক্ষেপে সারছি। সিনেটর গরম্যানের ফোন পেয়েছি আমি কেবল। তিনি বেশ তেতে আছেন।'

পেইন্টার বুঝে উঠতে পারল না। সে তো আর সিনেটরকে ক্ষেপায়নি।

'গরম্যান আধা ঘন্টা আগে অদ্ভুত একটা ফোনকল পেয়েছেন। কেউ একজন আফ্রিকায় হামলা সম্পর্কে তথ্য জানে বলে দাবি করেছে। কলার বলেছে সে হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া একজনকে চেনে।'

'বেঁচে যাওয়া?' পেইন্টার তার বিস্ময় লুকাতে পারল না।

'কলার সিনেটরের হোটেলের বারে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছে আরও বিস্তারিত জানানোর জন্য। সে গরম্যানের সাথে একা দেখা করতে চায়।'

'আমার মনে হয় না কাজটা সমীচীন হবে।'

'আমাদেরও তা মনে হচ্ছে না। সে কারণেই আপনিও বারে থাকবেন। সিনেটর জানেন, প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন গোয়েন্দা অসলোতে আছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করেছেন। আপনাকে সন্দেহের উদ্রেক না করে গোপনে সেখানে থাকতে হবে। প্রয়োজনে পদক্ষেপ নিতে হবে।'

'সাক্ষাতের সময়টা কখন?' জানতে চাইল পেইন্টার।

'আজ মধ্যরাতে।'

অবশ্যই, কেন নয়!

পেইন্টার কথা শেষ করে ফোনটা ক্রিডের দিকে ছুঁড়ে দিল।

'কী?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

পেইন্টারের ব্যাখ্যায় মঙ্কের কপালে ভাঁজ পড়ল।

ক্রিড সবাই যা ভয় করছে সেটাই বলে দিল। 'এটা ফাঁদ-ও হতে পারে। আপনাকে উন্মুক্তস্থানের পাবার একটা চাল হয়ত।'

'ভায়াটাসের অপারেশনটা বাদ দেয়া উচিত আমাদের,' বলল মঙ্ক। 'আপনার ব্যাকআপ হিসেবে থাকা উচিত।'

পেইন্টার-ও তা ভেবে দেখেছেন। মঙ্ক ফিল্ডে নেই বেশ অনেকদিন, আর ক্রিডের তো এখনও হাতেখড়ি-ই হয়নি। ওদেরকে একা রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে পাঠানোটা ঝুঁকিপূর্ণ। পেইন্টার ভেবে চিন্তে দেখছিল।

মঙ্ক তার ভাবনার ধরণটা ধরতে পারে।

'আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই স্যার। ছেলেটা নতুন হতে পারে, কিন্তু আমরা পারব।'

পেইন্টার তার কণ্ঠে নিশ্চয়তার আভাস পেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতিরিক্ত গবেষণা বাদ দিল সে। এটা ফিল্ডওয়ার্ক। এখানে নিজের অনুভূতিকে বিশ্বাস করতে হয়। আর তার মন বলছে সবকিছুই দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

দেরি করার কোনও সুযোগ নেই।

'আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোব,' কোনও তর্কের সুযোগ না দিয়ে জোরপূর্বক বলল সে। 'সার্ভারে অ্যাক্সেস দরকার আমাদের। আজকের হামলা থেকে প্রতীয়মান যে শত্রুপক্ষ ক্ষেপে গিয়ে মরিয়া হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা ইতিবাচক না। আমরা তাদের হাতে বন্দী হতে পারি না। তাই আজ রাতে আমাদের আলাদা কাজ করতে হবে।'

ক্রিডের চেহারায় দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল, তবে নিজের জন্য নয়। 'স্যার, ওরা যদি আবার আপনার উপর হামলা করে?'

'চিন্তা কর না। ওদের সুযোগ ওরা পেয়েছে।'

পেইন্টার সিঙ্ক থেকে পার্কে ধৃত আততায়ীর থেকে পাওয়া ওয়াস্প ড্যাগারটা হাতে তুলে নিল।

'আজ রাতে, শিকার আমি করব।'

সন্ধ্যা ৬ টা ১ মিনিট

শেয়ালের ফারের কোট আর হুডে ঢাকা ক্রিস্টা অসলোর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ফ্রগনার পার্কের কেন্দ্রীয় রাস্তাটা ধরে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। তুষারাবৃত পার্কের সম্মুখেই তার অ্যাপার্টমেন্ট, কিন্তু তার পক্ষে আর ঘরে বসে থাকা সম্ভব না। তার সাথে কেবল তার ফোন আছে।

সূর্য ডুবে গিয়েছে, তাপমাত্রাও নিচে নেমে গিয়েছে।

পুরো পার্কে একমাত্র সে আছে।

ভাস্কর্যের বাগানের মাঝের পথ ধরে এগোল ও, তার উষ্ণ প্রশ্বাস বাতাসে জমে যাচ্ছে। চলার মাঝে থাকতে হবে তাকে, কিন্তু আশঙ্কা জেঁকে বসছে।

নরওয়ের জাতীয় সম্পদ প্রায় দুইশ ভাস্কর্য তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে, নির্মাতা গুস্তাভ ভাইগল্যান্ড। এদের বেশিরভাগই পাথরের নগ্ন ভাস্কর্য। এখন অবশ্য এগুলো তুষারে ঢাকা। দেখে মনে হচ্ছে যেন সাদা আলখেলায় ঢাকা।

সামনেই সুউচ্চ কেন্দ্রীয় ভাস্কর্য। পার্কের সবথেকে উঁচুতে তা অবস্থিত, রাতের জন্য আলোকসজ্জায় সজ্জিত। নাম মনোলিথ। ক্রিস্টার ভাস্কর্যটা দেখলেই দান্তের ইনফার্নোর কথা মনে পড়ে যায়, বিশেষ করে রাতে। হয়ত এ কারণেই সে এখন এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে।

গোলাকার ভাস্কর্যটি প্রায় চারতলা সমান উঁচু। কেবল একটা গ্রানাইট পাথরের চাই থেকে তৈরি। এর পুরো পৃষ্ঠজুড়ে অসংখ্য মানব প্রতিকৃতি, একটা আরেকটার সাথে

লেপ্টে আছে। মনুষ্যজাতির চিরন্তন চক্র তুলে ধরা হয়েছে এ ভাস্কর্যে, কিন্তু তার কাছে এটা গণকবরের মতো লাগত।

সে ভাস্কর্যটার দিকে তাকাল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

যা তারা ঘটাতে যাচ্ছে...

কোটের ভিতর কেঁপে উঠল সে। ফারের হুডটা চেপে ধরল গলার আরও কাছে। বিবেকের দংশনে নয়, সে কেঁপে কেঁপে উঠছে যা ঘটতে যাচ্ছে তার বিশালতা চিন্তা করে। এরইমধ্যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলছে প্রায় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে, কিন্তু এর পর থেকে ফেরার আর কোনও পথ থাকবে না। পৃথিবী বদলাতে যাচ্ছে, আর এতে তার বেশ বড় ভূমিকা আছে।

কিন্তু কাজটা সে একা করেনি।

পকেটে শক্তভাবে ধরে রাখা তার ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে সাদা বাষ্প বের করল সে। আজ ব্যর্থ হয়েছে সে। এর শাস্তি কী হবে? তার চোখ পার্কের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করল। তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি নেয়া হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে? মৃত্যুকে ভয় করে না সে। তার ভয় হচ্ছে, খেলার অন্তিম মুহূর্তে এসে সরে না যেতে হয় তাকে। কামনার বশবর্তী হয়ে তাড়াহুড়ো করেছে সে। সিগমার ওই অপারেটিভকে হত্যাচেষ্টার পূর্বে তার উচিত ছিল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা।

সে ফোনটা ধরে হুডের ভিতর সেঁধিয়ে দিল।

'হ্যাঁ?' জবাব দিল সে।

একাকী এই পার্কে কারও তার কথা শোনার সম্ভাবনা নেই। আর স্যাটেলাইট ফোনটাও এনক্রিপ্টেড। পরবর্তী ঘটনাবলির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিল সে।

তথাপি, ফোনে যার কণ্ঠ ভেসে আসছে তা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। তার শরীরের সমস্ত উষ্ণতা যেন কেউ শুষে নিল। মনে হচ্ছে যেন কেউ ওকে ন্যাংটো করে ফেলেছে।

'সে বেঁচে আছে,' কণ্ঠস্বরটা বলে উঠল। 'তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

দম আটকে আসছে তার, কথা বলতে পারছে না সে। এই কণ্ঠস্বরটা সে এর আগে জীবনে মাত্র একবার শুনেছে। তার নিয়োগের পরই, সদ্যজাত এক শিশুসহ এক পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করে দলে যোগ দেয় সে। ভেনেজুয়েলার ওই রাজনীতিবিদ ফ্রেঞ্চ এক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তের সপক্ষে ছিলেন, যা বন্ধ করা দরকার ছিল। খুনগুলো করতে গিয়ে লোকটার

নিরাপত্তারক্ষীদের ছোঁড়া গুলি পায়ে বিঁধে তার, কিন্তু সে কোনও প্রমাণ না রেখেই পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এমনকি নিজের এক ফোঁটা রক্ত-ও না।

সেরে ওঠার সময়ই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা ফোন পায় সে।

এখন যিনি লাইনে আছেন তার থেকে।

বলা হয়ে থাকে তিনি গিল্ডের নেতৃস্থানীয়দের একজন যাদের অভিহিত করা হয়ে থাকে 'এশেলন' নামে।

শেষপর্যন্ত কথা বলে উঠে সে। 'স্যার, এই ব্যর্থতার পুরো দায়ভার আমি নিচ্ছি।'

'আর আশা করি তুমি তোমার ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছ।' কণ্ঠে কোনও অভিব্যক্তি নেই। লোকটা রেগে আছে কি নেই বোঝার উপায় নেই।

'জ্বি, স্যার।'

'ব্যাপারটা এখন আমাদের উপর ছেড়ে দাও। পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু নতুন হুমকি দেখা দিয়েছে, সিগমার ছোঁকছোঁক থেকেও গুরুতর। যা তুমিই ভাল ট্যাকেল দিতে পারবে।'

'স্যার?'

'কেউ একজন জানে মালি ম্যাসাকার থেকে একজন বেঁচে গিয়েছে। তারা সিনেটর গরম্যানের সাথে দেখা করছে আজ রাতে।'

ক্রিস্টার আঙুল চেপে বসল তার ফোনে। এ কীভাবে সম্ভব? সে তো অনেক সাবধান ছিল। তার মাথায় শেষ কয়েকদিনের কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল সঙ্গপোনে। ভয় ছাপিয়ে রাগে তেতে উঠল সে।

'ওই মিটিংটা যেন না হয়,' বক্তা সাবধান করে দিয়ে মিটিংয়ের বিস্তারিত জানাল তাকে।

'আর সিনেটরের কী হবে?'

'মেরে ফেলতে পার। যদি থামানোর আগেই সত্যটা সে জেনে যায়, তাহলে মেরে ফেল। কোনও প্রমাণ রাখা যাবে না।'

সে জানে তা।

'আর ইংল্যান্ডের অপারেশনের ব্যাপারে,' লোকটা বলতে থাকল, 'সব জায়গামত আছে তো ওখানে?'

'জ্বি, স্যার।'

'তুমি জানো ডুমসডে বুকের কী খুঁজে পাওয়াটা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

তাও সে জানে। সে মনোলিথের টাল দিয়ে রাখা দেহগুলোর দিকে তাকাল। কী-টা তাদের রক্ষা করতে পারে অথবা ধ্বংস করে দিতে পারে।

'তুমি কি সেখানে তোমার কন্টাক্টকে বিশ্বাস কর?' জানতে চাইল লোকটা।

'অবশ্যই না। বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ না। কেবল ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণ জরুরি।'

একবারের জন্য যেন তার গলায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'সুশিক্ষা লাভ করেছ তুমি!' ফোনটা কেটে গেল। তবে ভীতির উদ্রেককারী কয়েকটা শব্দের পর। 'এশেলনের দৃষ্টি আছে তোমার উপর।'

ক্রিস্টা মনোলিথের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ফোন তখনও তার কানে। কেঁপে উঠল সে- স্বস্তিতে, ভয়ে, তবে মূলতঃ নিশ্চয়তায়।

ব্যর্থ হওয়া চলবে না তার।

১৪

১২ অক্টোবর, বিকাল ৪ টা ১৬ মিনিট
লেক ডিস্ট্রিক্ট, ইংল্যান্ড

গ্রে তার পরিবহনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

তার বাহন-ও একই রকম অনিশ্চয়তা নিয়ে তার দিকে তাকাল।

'পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়া,' ডঃ ওয়ালেস বয়েল বললেন। 'এমন সহৃদয় ঘোড়া তুমি পৃথিবীর আর কোথাও পাবে না। পাহাড় আরোহণের জন্য একদম পার্ফেক্ট। জেনে-বুঝে পা ফেলে, ষাঁড়ের মতো শক্ত-সমর্থ।'

'আপনি এগুলোকে টাট্টু ঘোড়া বলেন?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

গ্রে তার সঙ্গীর হতবিহ্বল অবস্থা বুঝতে পারল। গ্রে'র জন্য প্রস্তুত করা কালো স্ট্যালিয়নটা প্রায় ১৪ হাত উঁচু, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফিট। ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস ছাড়ল ঘোড়াটা, প্রায় জমে যাওয়া মাটিতে লাথি দিল সেটা।

'অ্যাক, রেডি হ বাছা,' র‍্যাঞ্চের এক কর্মী স্যাডেল চড়াতে চড়াতে বলল সে।

গ্রেদের দলটা ঘন্টাখানেক আগেই গাড়িতে করে হকশেড ছেড়েছে। ওয়ালেস তাদের পাহাড়ের গভীরে এই ঘোড়ার আস্তাবলে নিয়ে এসেছে। এখান থেকে খনিতে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে। ওয়ালেস আগেই ফোন করে তাদের জন্য চারপেয়ে বাহনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

'এ এলাকার পাহাড়ি ঘোড়ার ঐতিহ্য বেশ পুরোনো,' বাহন প্রস্তুত হতে হতে বলতে থাকলেন তিনি। 'বন্য পিক্ট্রা রোমানদের বিরুদ্ধে এদের ব্যবহার করত। ভাইকিং কৃষকরা হাল চালানোর কাজে ব্যবহার করত ঘোড়াগুলোকে। আর পরবর্তীতে নরম্যানরা ঘোড়াগুলোকে সীসা ও কয়লা বহনের কাজে ব্যবহার করত।'

ওয়ালেস তার বাদামী গেল্ডিংয়ের স্যাডলে চড়ে বসলেন। তার টেরিয়ার, রুফাস ঘোড়াগুলোর মাঝ দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। বেড়ার উপর পা তুলে দিল সে। শুরুতে সেইচানকে অবিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে সম্ভবত শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। কুকুরটা ঘোড়ায় চড়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিল তাকে। সেইচান স্টিরাপে পা রেখে অবলীলায় শক্তসমর্থ বে মেয়ার ঘোড়াটায় চড়ে বসল।

'বুড়ো রুফাসকে মাফ করে দিতে হবে তোমাদের,' ওয়ালেস পানশালায় থাকতে ব্যাখ্যা করেন। 'ও আসলে এমনই। বলতে লজ্জা লাগে, কুকুরটা আসলে নির্বোধ। গত বসন্তে এক পাকিস্তানি গ্র্যাড স্টুডেন্টকে কামড়ে দিয়েছিল সে।'

র‍্যাচেলকে আতংকিত লাগছিল।

সেইচান অবশ্য ছিল প্রতিক্রিয়াহীন। সে কুকুরটাকে খেয়ালই করেনি। পরে টেবিলে এসে তাদের সাথে যোগ দেয় সে।

পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাবার পর র‍্যাচেল ওয়ালেসের কাছে তাদের অভিসন্ধি ব্যক্ত করল। তবে কিছু কিছু ব্যাপার এড়িয়ে গেল সে। যেমন মামি করা আঙুলের কথাটা বলেনি সে।

প্রফেসর চুপচাপ সব শুনে শ্রাগ করলেন। 'চিন্তা কর না, বাছা। তোমাদের গোপন কথা আমার হেফাজতে থাকবে। মার্কোর খুনী আর তোমার চাচাকে হাসপাতালে পাঠানো শয়তানগুলোকে ধরতে তোমাদের সাহায্য করতে পারলে আমি খুশিই হব।'

তারপর তারা রওনা দেয়।

তবে এখনও অনেক পথ বাকি।

গ্রে তার স্ট্যালিয়ন পিপের পিঠে চড়ে বসল। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে সোজা এগোল তারা। ডঃ বয়েল তার গেল্ডিং নিয়ে পথ দেখালেন। তারা একসারিতে সরু ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

অনেকদিন হয়ে গিয়েছে গ্রে ঘোড়ার পিঠে চড়েনি। প্রায় মাইলখানেক পথ পাড়ি দেবার পর তার অস্বস্তি কমল, তার বাহনের তালের সাথে তাল মিলাতে পারল।

তার চারপাশে ইংলিশ পাহাড় আরও উঁচু আর নিকটবর্তী হয়ে আসছে। দূরে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ পাহাড় স্ক্যাফেল পাইকের তুষারাবৃত চূড়া অস্তমিত সূর্যের আগুনরাঙা প্রভায় জ্বলজ্বল করছে।

পর্বতের সর্বত্র এক শীতল নীরবতা বিরাজ করছে। কেবল শোনা যাচ্ছে তাদের ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে তুষার ভাঙার মচমচ শব্দ। মানতে বাধ্য হলো গ্রে তাদের বাহন সম্বন্ধে ওয়ালেসের ধারণা নিছক বাগাড়ম্বর ছিল না। পিপ জানে তুষারের মাঝে কোথায় কোথায় পা ফেলতে হবে। নিচের দিকে নামার সময়ও স্ট্যালিয়নটার পা না হড়কে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছিল।

আরও মাইল দুয়েক চলার পর রাস্তা প্রশস্ত হলো। গ্রে তার বাহনটাকে র‍্যাচেল আর সেইচানের মাঝে নিয়ে এল। তারা দুজনে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে।

র‍্যাচেলকে তার প্লাস্টিকের ক্যান্টিনটা ছোটাতে বেগ পেতে হচ্ছে। সেইচান তা লক্ষ্য করে তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল। একটা ফ্লাস্ক বের করে ঢাকনাটা খুলল।

'গরম চা,' বলে সেইচান একটা কাপ বাড়িয়ে দিল র‍্যাচেলের দিকে।

'ধন্যবাদ,' র‍্যাচেল এক চুমুক পান করল। 'আহ, দারুণ! ভিতরে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে।'

'আমার তৈরি বিশেষ হার্বাল চা এটা।'

র‍্যাচেল নড করে চা শেষ করে কাপটা বাড়িয়ে দিল।

সামনেই, কোয়ালস্কি স্যাডলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্যাডলে ঝুলে আছে, তার মাথা নিচের দিকে, ওয়ালেসকে অনুসরণ করার জন্য আস্থা রেখেছে তার ঘোড়ার উপর।

তারা ঘোড়ায় চড়ে ওকের পাতলা বনের মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল। গ্রে খুশি যে তারা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, পায়ে হেঁটে নয়। তবে রুফাসের অবশ্য কোনও আপত্তি নেই। তাদের পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে সে। সূর্য অস্ত যেতেই ঠাণ্ডা আরও বেড়ে গেল।

'আর কতদূর?' র‍্যাচেল জানতে চাইল। সে তার গলার স্বর নামিয়ে রেখেছে। জায়গাটার নীরবতার প্রভাব এমনই।

মাথা নাড়ল গ্রে। ওয়ালেস 'পাহাড়ের দূরবর্তী স্থানে' বলা ছাড়া বিশদ আর কিছু জানাননি। তবে গ্রে ফেরত যাবার রাস্তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। রওনা হবার আগে সে একটা হ্যান্ডহেল্ড জিপিএস সক্রিয় করে তার পকেটে রেখে দিয়েছে। এটা তাদের রাস্তা মনে রেখেছে।

র‍্যাচেল তার ভারী জ্যাকেটের ভিতর আরও সেঁধিয়ে গেল। 'আমাদের সম্ভবত সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

সেইচান বলে উঠল, 'না। যদি আমাদের প্রশ্নের উত্তর সেখানে থাকে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি আমরা তা খুঁজে পাব, ততই মঙ্গল।'

গ্রে-ও একমত। তবে এ মুহূর্তে আগুনের কুন্ডের পাশে বসে থাকতেই বেশি ভাল লাগত। সেইচানের ঠোঁট শক্তভাবে চেপে বসে আছে। তার চোখ সামনের দিকে নিবদ্ধ।

একটু পিছিয়ে গিয়ে গ্রে এই দুই নারীকে এক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করল। পুরো একে অপরের বিপরীত। র‍্যাচেল নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সহজাত ভঙ্গিতে চলছে। সে তার চারপাশের প্রকৃতি দেখেই সময় কাটাচ্ছে। অন্যদিকে, সেইচানকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। সে একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। গ্রে খেয়াল করল কীভাবে সে তার ঘোড়ার প্রতিটা ভুল পদক্ষেপকে সংশোধন করছে। যেন তার ইচ্ছার বাইরে কোনও কিছু হওয়া যাবে না। র‍্যাচেলের মতো সেও চারপাশে তাকাচ্ছে, কিন্তু সাবধানতার অংশ হিসেবে।

তাদের মধ্যে বিভেদ সত্ত্বেও, দুজনের কিছু আশ্চর্যজনক মিল আছে। দুজনেই দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী, পরিশ্রমী। আর সময়ে সময়ে, তাদের দুজনেরই সৌন্দর্যে দম আটকে আসে তার।

গ্রে নিজের মনোযোগ অন্যদিকে সরাল। দুই নারীর আরেক দিক দিয়ে মিল আছে। তাদের কারও সাথেই গ্রে'র কোনও ভবিষ্যত নেই। র‍্যাচেলের সাথে অনেক আগেই হিসাব-কিতাব চুকে গেছে, আর সেইচানের সাথে হিসাবের খাতা না খোলাই ভাল।

যার যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে দলটা নীরবে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল। আরও প্রায় এক ঘন্টা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে শেষপর্যন্ত তারা এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেই সামনে এক গভীর উপত্যকা দেখতে পেল। রাস্তাটা খাড়া নিচের দিকে নেমে গেছে।

ওয়ালেস তাদের থামালেন। 'প্রায় পৌঁছে গিয়েছি,' বললেন তিনি।

পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা। অন্ধকারে চলাচল খুব একটা কঠিন ছিল না। কিন্তু সামনের উপত্যকাজুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

তবে এটাই শেষ না।

কালো ক্যানভাসে ছোপ ছোপ আলো দেখা যাচ্ছে, যেন ছোটখাট ক্যাম্পফায়ার। দিনের বেলায় সহজেই চোখ এড়িয়ে যেত তা।

'নিচে ওসব কী জ্বলছে?' গ্রে জানতে চাইল।

'পিট ঘাসের আগুন,' বললেন ওয়ালেস। দাঁড়িতে জমে থাকা তুষার সরাতে চেষ্টা করছেন তিনি।

'পাহাড়ের বেশিরভাগ অংশই পিট ঘাসে ঢাকা। অধিকাংশই ব্যাংকেট মায়ার জাতের।'

'ইংরেজিতে কী বলে ওটাকে?' জানতে চাইলে কোয়ালস্কি।

ওয়ালেস ব্যাখ্যা করলেন, গ্রে অবশ্য জানে পিট কী। গাছ, পাতা, মস, ফাঙ্গাই-এসব পচে একীভূত হয়ে তৈরি হয় পিট। বিশেষ করা জলা এলাকায় এসব দেখা যায়। লেক ডিস্ট্রিক্টের মতো পাহাড়ি এলাকায় এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায়।

ওয়ালেস উপত্যকার দিকে ইশারা করলেন। 'নিচের বনটা পিট থেকে সৃষ্ট সবথেকে ঘন বনগুলোর একটি। এখান থেকে প্রায় হাজার হাজার একর এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে তা। অধিকাংশ পিট জঙ্গল দশ ফিটের মতো গভীর হয়। এখানকার কোনও কোন জায়গার গভীরতা তার দশগুণ। অনেক পুরনো জলা এটা।'

'আর আগুনগুলো?' র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

'পিটের একটা ভাল দিক আছে,' ওয়ালেস বললেন। 'আগুনে পুড়ে পিট। জ্বালানির উৎস হিসেবে মানবসভ্যতার শুরু থেকেই পিটের ব্যবহার হয়েছে। রান্না-বান্না, তাপ উৎপাদনে। আমার ধারণা নিচের মতো প্রাকৃতিক অগ্নিকান্ডই প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে এসব পোড়ানোর বুদ্ধি দিয়েছে।'

'কতদিন ধরে আগুন জ্বলছে এই উপত্যকায়?' প্রশ্ন করল গ্রে।

শ্রাগ করলেন ওয়ালসে। 'বলতে পারছি না। তিন বছর আগেও তা ধিকিধিকি করে জ্বলছিল। জ্বলে শেষ হওয়া অসম্ভব। তারা পুড়ে আর পুড়ে, নিচে জ্বালানীর অতল ভান্ডার। কোনও কোন পিট ফায়ার তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলার ইতিহাস-ও আছে।'

'এগুলো কি বিপদজনক?' র‍্যাচেল জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, বাছা। পা ফেলার সময় সাবধান থাকতে হবে তোমাকে। মাটি শক্ত ঠেকতে পারে, বরফ আচ্ছাদিত হতে পারে, কিন্তু কয়েক ফিট নিচেই হয়ত নরকের আগুন।'

ওয়ালেস তার ঘোড়াকে পা দিয়ে গুঁতো দিতেই তা উপত্যকায় নামতে শুরু করল। 'কিন্তু চিন্তার কিছু নেই। আমি নিরাপদে যাবার রাস্তা চিনি। নিজে থেকে রাস্তা হতে সরে যেও না। আমার পিছন পিছন আস।'

কেউ তর্ক করল না। এমনকি রুফাস-ও তার মালিকের গা ঘেঁষে চলছে। গ্রে পকেট থেকে তার জিপিএসটা বের করল নিশ্চিত করার জন্য যে এটা তখনো তাদের চলার পথ রেকর্ড করে যাচ্ছে। ছোট পর্দায় ভূ-পৃষ্ঠের একটা ম্যাপ আছে। ছোট ছোট লাল বিন্দু তাদের ফেলে আসা পথ নির্দেশ করছে। সন্তুষ্ট হয়ে ডিভাইসটাকে আবার পকেটে রেখে দিল গ্রে।

সে দেখল সেইচান তার দিকে তাকিয়ে আছে। ধরা পড়ে যাওয়ায় দ্রুত নজর ফিরিয়ে নিল সেইচান।

ওয়ালেস তাদের চড়াই-উৎরাই ওয়ালা পথ পাড়ি দিয়ে উপত্যকায় নিয়ে এল। ঘাসে ঢাকা জমি দেখে ভ্রম হয়, কিন্তু ওয়ালেস তার কথামত নিরাপদে উপত্যকায় নিয়ে আসলেন।

'এখান থেকে ট্রেইলটা অনুসরণ করবে,' বলে ওয়ালেস এগিয়ে চললেন।

'কিসের ট্রেইল?' বিড়বিড় করল কোয়ালস্কি।

গ্রে তার পার্টনারের দ্বিধার কারণ ধরতে পারল। সামনে তুষারাচ্ছাদিত খোলা ময়দান। কিছু কিছু গুল্ম আর শৈবাল আচ্ছাদিত পাথর দেখা যাচ্ছে। একেবারে বামে গোলাপি আভা আসছে সবুজ স্ফ্যাগনাম মসে আচ্ছাদিত কালো ঘেসো জমি থেকে।

তুষারের পটভূমিতে ধোঁয়া উপরে উঠে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাসে পোড়া কাবাবের গন্ধ যেন।

ওয়ালেস গভীর করে শ্বাস নিলেন। 'বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল,' গলা ভারী হয়ে এসেছে তার। 'পোড়া পিটের গন্ধের সাথে এক ড্রাম স্কচ-হুইস্কি, অতুলনীয়।'

'আসলেই?' কোয়ালস্কি লাফিয়ে উঠল, তার নাক বাতাসে।

ওয়ালেস লম্বা-লম্বা বোল্ডারের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে তাদের নিয়ে যাচ্ছেন। সাবধানবাণী শোনানর পরও তাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। অধিকাংশ আগুনই লেগেছে জলার কিনারে। কিছু কিছু আবার সেই পাহাড়ের উপরে। গ্রে জানে এমন আগুন হরহামেশাই লাগে। কিনারেই এমনটা বেশি হিয়।

উন্মুক্ত স্থান পেরোলেই ঘন জঙ্গলের দেয়াল। তুষার আচ্ছাদিত গাছের ডালে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, কিন্তু তার নিচেই গভীর অন্ধকার। ওয়ালেস তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ঝুঁকে স্যাডলের সাথে বাঁধা লণ্ঠনটা জ্বাললেন তিনি। গুহার মতো এখানেও ল্যাম্পটার আলো ছড়িয়ে পড়ছে বেশ দূর পর্যন্ত।

এক সারিতে বনের দিকে এগিয়ে গেল তারা। বাতাসে ধোঁয়ার পরিমাণ কমে আসল। বনে মেদি, বার্চ আর পাইন গাছের সংমিশ্রণ। সাথে শতাব্দীপ্রাচীন বিশাল কিছু ওকে গাছ-ও আছে। গাছের গুঁড়িগুলো প্যাঁচানো, ডালপালা শুকনো বাদামী পাতায় ঢাকা। তুষারাচ্ছন্ন মেঝেতে অসংখ্য ফল পড়ে আছে, তদসংখ্যক কাঠবিড়ালী কিচিরমিচির করে পথ ছেড়ে দিল তাদের।

গ্রে মাটির কাছে আরেকটু বড় আকৃতির কোনও প্রানিকে সরে যেতে দেখল।

রুফাস হাঁক ছেড়ে সেটার পিছু ছোটার চেষ্টা করল, কিন্তু রুফাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যেতে দে! ব্যাজারটা তোর নাক ফাটিয়ে দিবে।'

কোয়ালস্কি সন্দেহের দৃষ্টিতে বনের দিকে তাকাল। 'ভালুক-টালুকের কী অবস্থা? আছে নাকি আপনাদের ইংল্যান্ডে?'

'অবশ্যই,' বললেন ওয়ালেস।

কোয়ালস্কি তার ঘোড়াটাকে শটগান হাতে লোকটার কাছাকাছি নিয়ে এল।

'আমাদের চিড়িয়াখানাগুলোতে অনেক ভালুক আছে,' হেসে বললেন ওয়ালেস। 'তবে মধ্যযুগের পর বন-জঙ্গলে আর দেখা যায়নি।'

কোয়ালস্কি ভয় দেখানোর জন্য চোখ রাঙালো বুড়োকে, কিন্তু পাশ থেকে সরে গেল না।

বনের ভিতর দিয়ে আরও প্রায় আধাঘন্টা এগোল তারা। অন্ধকারে গ্রে পথের দিশা হারিয়ে ফেলল। বনে কোনকিছু ঠাওর করা যাচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত, গাছপালা সরে গিয়ে আরেকটা খোলা মাঠ চোখে পড়ল। প্রায় এক একর সাইজের জায়গাটা আলোকিত হয়ে আছে তারার আলোয়। সদ্য তুষারপাতে ঢাকা মাঠে ঘাসের মাথা উঁকি দিচ্ছে। তবে জায়গাটা খালি না।

এক পাশে স্টিলের ফ্রেমের সাথে টাঙানো দুটো ভারী কাপড়ের তাঁবু দেখা যাচ্ছে। পাশে কেটে ফেলা পিটের ছোট ছোট টুকরো টাল দিয়ে রাখা হয়েছ, কেবিনগুলোতে উষ্ণতার জন্য পোড়ানো হবে। কিন্তু কেউ নেই এখানে। শীতের সময় ভারী তুষারপাতের আশঙ্কায় বন্ধ রাখা হয়েছে কাজ।

তবে, অন্ধকার ক্যাম্পটা সবার মনোযোগ কাড়েনি। মাঝখানের গর্তটার দিকে তাকাল গ্রে। খনন করা এলাকাটা হলুদ টেপ দিয়ে আলাদা করা। নিচের গর্ত থেকে বিশাল বিশাল পাথর গোলাকারভাবে উঠে এসেছে। প্রতিটার উচ্চতা গ্রে'র দ্বিগুণ হবে। একজোড়া পাথরের উপর একটা বিশাল স্যাব যেন ঐ গোলকের ভিতরে ঢোকার প্রবেশদ্বার।

ওয়ালেসের বলা এই এলাকায় ছড়িয়ে থাকা নিওলিথিক স্থাপনাগুলোর বিবরণ মনে পড়ে গেল গ্রে'র। সম্ভবত বহুযুগ আগে হারিয়ে যাওয়া এই জায়গাটিই খুঁজে পেয়েছেন তিনি।

'দেখতে ছোটখাট একটা স্টোনহেঞ্জের মতো লাগছে,' কোয়ালস্কি বলল।

ওয়ালেস স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিলেন। 'তবে জায়গাটা প্রস্তর যুগেরও আগের। অনেক আগের।'

সবাই ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। কেবিনের কাছেই ঘোড়াগুলো রেখে মাল নামাল তারা। কোয়ালস্কি পাশের ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে এল।

ওয়ালেস তার আবিষ্কারের ইতিহাস ব্যাখ্যা করলেন। কীভাবে ডুমসডে বুকের থেকে পাওয়া সূত্র ধরে এখানে এসেছেন তিনি। যে জায়গাকে ল্যাটিনে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। 'আমি শহরের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনি এখানে। মাটির সাথে মিশে গেছে তা সম্ভবত। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে আমি এই পাথরের স্থাপনাটি খুঁজে পেয়েছি। অর্ধেক পিটের মাঝে ডেবে ছিল এটা। অনভিজ্ঞ চোখ দেখলে সামান্য পাহর মনে করে এড়িয়ে যেত, বিশেষ করে যেভাবে গুল্ম আর মসে ঢাকা ছিল এটা। তবে পাথরগুলো নীলাভ ছিল যা এখানকার পাথরের সাথে ঠিক মেলে না।'

বলতে বলতে তার গলায় উত্তেজনা ভর করল। ঘোড়াগুলোকে রেখে ওয়ালেস তাদের পাথরের রিংটার দিকে নিয়ে গেল। সাথে তার লণ্ঠনটা। গ্রে তার স্যাডলব্যাগ থেকেও একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করল। টেপ দেয়া জায়গাটা পেরিয়ে গোড়ালি সমান পুরুতুষার মাড়িয়ে এগোল তারা। পাথরের রিংটা চৌকোণা খনন করা জায়গাটার

মাঝে। কয়েক বছর ধরে প্রত্নতাত্ত্বিকদের দল অল্প অল্প করে খুঁড়ে বের করেছে স্থাপনাটিকে।

'পাথরগুলো অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় ছিল যখন আমি এখানে প্রথম আসি। প্রচণ্ড ওজনে সহস্রাব্দ ধরে ক্রমশ ডেবে যাচ্ছিল এটা।'

'সহস্রাব্দ?' র‍্যাচেল জানতে চাইল। 'কত পুরনো এই জায়গাটা?'

'স্টোনহেঞ্জটা থেকেও কমপক্ষে দু'হাজার বছর আগের। প্রথম যারা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছিল সে সময়কার। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বলছি, সময়টা পিরামিড নির্মাণেরও প্রায় এক হাজার বছর আগে।'

রিংটার কাছাকাছি পৌঁছুতেই গ্রে তার ফ্ল্যাশলাইটের আলো ধরল নিকটবর্তী পাথরের উপর। মস আর গুমগুলো সরাতেই বুঝতে পারল এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট। পাথরে খোদাই করা আছে নানা পেট্রোগিফ। খোদাইকর্ম ছিল পুরো পৃষ্ঠজুড়ে- কিন্তু সবটা জুড়েই এক চিহ্ন।

'স্পাইরাল,' বিড়বিড় করল গ্রে। র‍্যাচেলের দিকে তাকাল।

সে আর ওয়ালেস গ্রে'র সাথে যোগ দিল।

'খুবই কমন একটা পাগান সিম্বল,' প্রফেসর বললেন। 'আত্মার পরিযাত্রার প্রতিনিধিত্ব করছে। এটা আয়ারল্যান্ডের নিউরেঞ্জে সেল্টিক-পূর্ব সমাধি কমপেক্সে পাওয়া পাথরের মতই। নিউরেঞ্জের সময়কাল ৩২০০ খ্রিস্টপূর্ব। এই রিংটাও সে সময়কার। ধারণা করা যায় যে তারা একই গোত্রের লোকদের দ্বারা নির্মিত।'

'ড্রুইড?' প্রশ্ন করল কোয়ালস্কি।

ওয়ালেস চোখ রাঙালেন। 'যাহ, কোথা থেকে ইতিহাস শিক্ষা নিয়েছ বাছা? ড্রুইডরা সেল্টিক গোত্রের যাজক ছিল। মঞ্চে তাদের আগমন ঘটে আরও তিনহাজার বছর পর।' হাত নাড়িয়ে পুরো নিওলিথিক স্থাপনাটিকে দেখালেন তিনি। 'এটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বসতি গাড়া সব থেকে পুরনো গোত্রের কাজ, যারা এখানে এসেছিল সেল্ট আর ড্রুইডদের অনেক অনেক আগে।'

কোয়ালস্কি তার অজ্ঞতার অবমাননা নিয়ে মাথা ঘামাল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ওয়ালেস। 'তবে আমি বুঝতে পারি কীভাবে অধিকাংশ মানুষই এই ভুলটা করে। সেল্টরা এই হারিয়ে যাওয়া গোষ্ঠীকে পূজা করত। তাদেরকে দেবতা মানত। এমনকি ওদের সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে আত্তীকৃত করেছিল তারা। এইসব জায়গায় তারা প্রার্থনা করত, তাদের পুরাণে এসব জায়গা স্থান পেয়েছিল দেবতাদের আবাসস্থল হিসেবে। এমনকি যা আজকের দিনে সেল্টিক শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাও এই পুরনো প্যাগান খোদাইকর্মের অনুরূপ। সবই এখানে এসে ঠেকে।' ওয়ালেস সুউচ্চ প্রস্তরখন্ডগুলোর দিকে ইশারা করলেন। 'তবে সবথেকে বড় প্রশ্ন হলো, এর নির্মাতারা কারা?'

গ্রে ওয়ালেসের তুঙ্গস্পর্শী উত্তেজনা অনুধাবন করতে পারল। তার আরও অনেক কিছু বলার আছে, এতক্ষণ যা নিজের মাঝে চেপে রেখেছিল সে। কিন্তু আরও কিছু বলার আগেই র‍্যাচেল বাধা দিল তাকে।

'তোমার এটা দেখা উচিত।'

মেয়েটা পাথরের দূরবর্তী কোণায় রিংয়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত নির্দেশ করছে পাথরের অপর পৃষ্ঠে।

গ্রে আর অন্যরা তার সাথে যোগ দিল। সে তার ফ্ল্যাশলাইট তুলল। পাথরের অপর পাশে কেবল একটা সিম্বল খোদাই করা। ঘুরে সে বাকি পাথরগুলোর উপর-ও আলো তাক করল- গুণে দেখল মোট বারটা পাথর পেল সে। প্রতিটাতেই একই চিহ্ন।
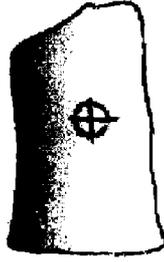
'চারভাগে বিভক্ত বৃত্ত,' গ্রে বলল।

নড করলেন ওয়ালেস। 'তাহলে বুঝতেই পারছ কেন আমি নিশ্চিত যে মধ্যযুগীয় পন্ডিত মার্টিন বোরের ডায়েরি সোজা এখানেই নির্দেশ করছে। চিহ্নটা তার জার্নালে আঁকা ছিল।'

গ্রে আস্তে আস্তে ঘুরল।

এসবের মানে কী?

প্রথম পাথরটার দিকে তাকিয়ে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল সে। এক পাশে স্পাইরাল, আর অন্যপাশে প্যাগান ক্রস। চামড়ার ব্যাগটাতেও এ দুটো সিম্বলঃ এক পাশে স্পাইরাল, আরেক পাশে ক্রস।

গ্রে র‍্যাচেলের দিকে তাকাল। তার চোখের ভাষা বুঝতে বেগ পেতে হলো না, সেও একই কথা ভাবছে। আর র‍্যাচেলের মাথায় কী চলছে তাও সে বুঝতে পারল। উত্তর পেতে হলে, এখনই উপযুক্ত সময় ডঃ ওয়ালেসকে সবকিছু খোলাসা করে বলার।

রাত ৮ টা ৪২ মিনিট

ওয়ালেস আর্টিফ্যাক্টটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁবুর সামনে রাখা একটা টেবিলে বসে আছেন তিনি, লণ্ঠনটা তার হাতে। র‍্যাচেল বসা তার সামনে। সে চায়ের কাপে হাত গরম করছে। সেইচানের ফ্লাস্কের শেষ চা এটা। সে চায়ের তিতকুটে ভাবটা ভুলে উষ্ণতার জন্য চুমুক দিল। চায়ে কিছুটা দুধ হলে মন্দ হত না, কিন্তু অন্তত ঠাণ্ডা থেকে তো কিছুটা পরিত্রাণ মিলছে।

দলটা ঠাণ্ডার মধ্যেই ছবি তুলে, মাপজোক করে দু'ঘন্টা কাটিয়েছে। কিন্তু কিসের আশায়?

র‍্যাচেল টেবিলের অপর পাশে থাকা গ্রে'র দিকে তাকাল। তারা যখন কাজ করছিল, গ্রে আরও অন্তর্মুখী হয়ে পড়ছিল। র‍্যাচেল তাকে বেশ ভালভাবে চেনে, কিছু একটা ভাবাচ্ছে তাকে, কিছু একটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে তার। র‍্যাচেল বুঝতে পারছে গ্রে'র মাথায় হিসাবনিকাশ চলছে। সে জানে কোনও প্রশ্নটা তাকে ভাবচ্ছে।

এই জায়গার গুরুত্বটা কী?

সেইচান বসে আছে গ্রে'র সামনেই। সে আজকের কাজে তেমন সহায়তা করেনি, রহস্যের সমাধানের ভারটা যেন সে তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে। সবাই এখন প্রফেসরের বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করছে। পিছনের অর্ধেক জুড়ে দুটো বাঙ্ক। কোয়ালস্কি তার একটায় শুয়ে আছে। তার এক হাত চোখের উপর, ল্যাম্পের আলো থেকে চোখ ঢেকে রেখেছে। তার নাক ডাকার শব্দে যেহেতু তাঁবু কাঁপছে না, তার মানে হচ্ছে সে জেগে আছে।

'আমি বুঝতে পারছি না এর অর্থ কী,' মাথা নেড়ে শেষপর্যন্ত বলে উঠলেন ওয়ালেস। তার হাতে চামড়ার থলেটা। মামি করা আঙুলটা পরীক্ষা করে দেখেছেন তিনি। 'আমি জানি না মার্কো কোথায় এটা খুঁজে পেয়েছে। কেনই বা এর জন্য কেউ তাকে খুন করবে।'

'চলুন প্রথম থেকে শুরু করি,' বলল গ্রে। 'ফাদার জিওভানি কেন এখানে এসেছিলেন? জায়গাটা থেকে কী পাবার আশা করেছিলেন তিনি?'

'লাশগুলোর জন্য,' বিড়বিড় করলেন ওয়ালেস। তার হাত এখনও থলের উপর।

র‍্যাচেল সোজা হয়ে বসল। 'লাশ? কাদের লাশ?'

ওয়ালেস থলেটা রেখে হেলান দিয়ে বসলেন। 'তোমাদেরকে বুঝতে হবে, যুগের পর যুগ ধরে এসব জলাভূমিকে উপাসনা করেছে প্রাচীন সেল্ট আর তাদের ড্রুইডরা। তারা তাদের পরমপূজ্য দ্রব্যাদি জলায় ডুবিয়ে দিত বা পুঁতে রাখত। এ ধরণের জায়গাগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। তলোয়ার, মুকুট, মণি-মুক্তা, মাটির পাত্র, এমনকি আস্ত রথ পাওয়া গিয়েছে সেখানে। পাশাপাশি মানবদেহের অংশবিশেষ-ও পাওয়া গিয়েছে।'

প্রফেসর সবাইকে ধাতস্থ হবার সময় দিলেন। ক্যাম্পের ছোট স্টোভটার কাছে গিয়ে পিটের আগুনে হাত গরম করলেন তিনি। স্টোভটার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে থাকলেন, 'পিট ছিল জীবনের উৎস। তাই তাকে সম্মান করতে হবে। আর এই সম্মানটা প্রায়ই করা হত মানুষকে উৎসর্গ করে। সেল্ট তাদের শিকারদের হত্যা করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য লাশ জলাতে ফেলে দিত।' ঘুরে আবার টেবিলের দিকে তাকালেন তিনি। 'আর জলায় কোনকিছু ফেললে তা যুগের পর যুগ অবিকৃত থাকে।'

'বুঝতে পারলাম না,' বলল র‍্যাচেল।

গ্রে ব্যাখ্যা করল। 'জলায় অম্লীয় পরিবেশ আর অক্সিজেনের অভাব জিনিসপত্রকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করে।'

'ঠিক। প্রায় শত বছরের পুরনো মাখনের পাত্র পাওয়া গেছে জলা থেকে। টাটকা, খাবার যোগ্য।'

বিতৃষ্ণায় ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি। 'আপনার ঘরে টোস্ট না খাবার কথা মনে করিয়ে দিবেন।'

ওয়ালেস তাকে পাত্তা দিলেন না। 'একইভাবে, ওই উৎসর্গীকৃত দেহগুলোও সংরক্ষিত হয়েছে। এদেরকে বলা হয়ে থাকে 'জলার মমি।' এদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত হলো ডেনমার্কে পাওয়া টলান্ড ম্যান। তার দেহ এত চমৎকারভাবে সংরক্ষিত হয়েছে যে দেখে মনে হয় সে গতকালই জলায় পড়েছে। অক্ষত চামড়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চুল, চোখের পাতা। এমনকি আঙুলের ছাপও অবিকৃত। পরীক্ষায় জানা যায় তাকে প্রথাগতভাবে ফাঁসি দেয়া হয়। ফাঁসির দড়ি তার গলায় তখনও ছিল। আর আমরা জানি ড্রুইডরা তাকে হত্যা করেছে। কারণ লোকটার পেটভর্তি ছিল মিসলটো, যা সেল্টিক যাজকরা পবিত্র বিবেচনা করত।'

'আর আপনার এখানেও একটা জলার মমি পেয়েছেন?' জানতে চাইল গ্রে।

'দুটো আসলে। একজন নারী আর একজন শিশু। আমরা তাদেরকে খনন কার্যের সময় খুঁজে পাই। তাদেরকে একদম রিংটার মাঝে পাওয়া গিয়েছিল, একে অন্যের সাথে জড়াজড়ি করে আছে।'

সেইচান প্রথম কোনও প্রশ্ন করল। 'তাদেরকে কি উৎসর্গ করা হয়েছিল?'

ওয়ালেসকে প্রশ্নের উত্তরে আত্মপ্রত্যয়ী মনে হলো। 'সেটাই আমরা ভাবছিলাম। এটা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে পাথরের রিংগুলো আসলে সৌর ক্যালেন্ডার, কিন্তু তা কোনকিছু পুঁতে রাখার কাজেও ব্যবহৃত হত। আর এ জায়গাটা তাদের কাছে বিশেষ পবিত্র। পবিত্র জলার মাঝে পাথরের রিং। আমাদের জানা দরকার ছিল এটা প্রথাগত দাফন না হত্যা।'

তার শেষ কথায় কিছুটা গানির ছাপ।

'আমাদের উপর নির্দেশ ছিল লাশগুলোকে অক্ষত রেখে সেগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর, কিন্তু আমাদের জানাটা দরকার ছিল। গলায় কোনও দড়ি না থাকলেও আরেকটা উপায় ছিল এটা প্রথাগত উৎসর্গ কিনা তা জানার।'

র‍্যাচেল বুঝতে পারল। 'পেটের ভিতর মিসলটো।'

নড করলেন ওয়ালেস। 'আমরা ছোট একটা পরীক্ষা করে দেখি। নথিভুক্ত করা হয়েছিল তা।' তিনি তার ব্যাগ থেকে একটা ফাইল বের করলেন। শ্রাগ করে বলতে শুরু করলেন, 'আমার কাছে হার্ডকপি রাখার কথা ছিল না।'

তিনি ফাইল থেকে কিছু ছবি বের করলেন। নারী ও শিশুটিকে কালো মাটিতে জড়াজড়ি করে থাকতে দেখা গেল একটা ছবিতে। নারীটি শিশুটিকে তার কোলে জড়িয়ে রেখেছে। যেন একসাথে ঘুমিয়ে আছে তারা। দেহগুলো ক্ষীণ, কৃশকায় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মহিলার কালো চুলে মুখ ঢেকে আছে তখনও। পরের ছবিতে মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় টেবিলে দেখা গেল। আর ব্যবচ্ছেদ করার কাজে ব্যবহৃত স্কালপেল সম্বলিত একটা হাত দেখা যাচ্ছে।

'বডিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর আগে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম মিসলটো'র কোনও রেণু আছে কি না। নিয়মের সামান্য লঙ্ঘন।'

'পেয়েছিলেন কি?' র‍্যাচেলের হঠাৎ অসুস্থ লাগছে।

'না। কিন্তু আমরা আরও বিস্ময়কর কিছু পেয়েছি। বমি বমি লাগলে, না দেখাই ভাল।'

র‍্যাচেল নিজেকে বাধ্য করল দেখতে।

পরের ছবিতে পেটের উপর ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরের মতো একটা কাটা দেখা গেল। পেটে কেটে ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো দৃশ্যমান করা হয়েছে। তবে কিছু

একটা গন্ডগোল আছে। ওয়ালেস আরেকটা ছবিতে হলুদ যকৃতের কাছ থেকে তোলা ছবি দেখালেন। এর পৃষ্ঠ থেকে কিছু যেন বেরিয়ে এসেছে।

ওয়ালেস ব্যাখ্যা করলেন। 'তার পুরো পেট জুড়ে এগুলোকে বেড়ে উঠতে দেখি আমরা।'

র‍্যাচেল মুখ ঢেকে ফেলল। 'এগুলো কি তাই যা আমি ভাবছি?'

ওয়ালেস নড করলেন। 'হ্যাঁ, এগুলো মাশরুম।'

বিস্মিত ও হতবাক, গ্রে পিছিয়ে গেল। বুঝে উঠতে পারছে না সে এসব কী হচ্ছে। তার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার, তাই সে আবার শুরু থেকে শুরু করল।

'ফাদার জিওভানির কথায় আসা যাক,' বলল গ্রে। 'আপনি বলছেন যে এই লাশগুলোই তাকে এখানে টেনে এনেছে।'

'হুম।' ওয়ালেস ফিরে এসে তার চেয়ারে বসলেন। 'মার্কো আমাদের আবিষ্কার সম্বন্ধে জানতে পারে। এমন এক জায়গায় যেখানে ক্রিশ্চিয়ানিটি আর প্যাগানবাদের মধেয় এখনও মতবিরোধ আছে।'

'তবে সেই মতবিরোধ তাকে এখানে টেনে আনেনি,' বলে গ্রে নারী আর শিশুটার প্রথম ছবিটার দিকে তাকাল। ছবিতে কী ফুটে উঠেছে তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। অনেকটা ম্যাডোনা আর শিশুর মত। আর যেনতেন ম্যাডোনা নয়। পিট থেকে নিঃসৃত ট্যানিনের মহিলার চামড়া হয়ে গিয়েছে বাদামী-কালচে বর্ণের।

'আমি মমিগুলোর একটা ছবি ওকে পাঠাই। পরের দিনই চলে আসে সে। ব্যাক ম্যাডোনাকে নিয়ে যেকোন কিছুতে আগ্রহী ছিল সে। প্যাগানদের এমন পবিত্র স্থানে যেখানে এখনও ক্রিশ্চিয়ানিটি আর প্রাচীন ধারা মিশে আছে, সেখানে এমন দেহ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাকে নিজের চোখে দেখতে হত এর সাথে তার দেবীর কোনও যোগসূত্র আছে কিনা।'

'ছিল কি?' জানতে চাইল র‍্যাচেল।

'সেটাই গত কয়েক বছর ধরে তদন্ত করে দেখছিল মার্কো। এ কাজে সে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের এক মাথা থেকে আরেক মাথা ছোটাছুটি করেছে। তবে গত মাসে দেখে মনে হচ্ছিল কিছু একটা ভাবাচ্ছে তাকে। অবশ্য সেটা কী তা সে বলেনি।'

'আর মমিগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত কী?' গ্রে জিজ্ঞেস করল।

'যেমনটা আমি বলেছিলাম, আমরা কোনও মিসলটো পাইনি। আমার ধারণা জলায় পুঁতে ফেলার আগে তারা মৃত ছিল। কিন্তু কে তাদের সাথে এমনটা করল এবং কেন?

আর কেনই বা মার্টিন বোর তার বইয়ে এই প্যাগান সিম্বল এঁকেছিলেন? আমি তা জানতে চাইছিলাম।'

'আর?' লোকটাকে চাপ দিল গ্রে। টেনে টেনে উত্তেজনা বাড়ানোর বিরক্তিকর অভ্যাস আছে লোকটার।

'আমার নিজস্ব হাইপোথিসিস আছে এ সংক্রান্ত,' স্বীকার করলেন ওয়ালেস।

'আমার তদন্তের শুরুটা হয়েছিল ডুমসডে বুক থেকে। কিছু একটা নিকটবর্তী শহর বা গ্রামটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এমন ভয়ংকর কিছু যে কারণে জায়গাটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে, ম্যাপ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে নামগন্ধ। সব রেকর্ড, কেবল ক্রিপ্টিক রেফারেন্স আর মাইকেল বোরের ডায়েরি ছাড়া। কী হয়েছিল এমন যার কারণে এ পরিণতি? আমার মনে হয় এটা কোনও ধরণের মহামারি বা রোগ। এটা যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এই ভেবে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য জায়গাটা ধ্বংস করে ফেলা হয়।'

'কিন্তু এই লাশগুলোর ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?' র‍্যাচেল ছবিগুলো দেখাল।

'চোখ বন্ধ করে নিজেকে এই জায়গায় কল্পনা কর। কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে নির্বাসনে আছ তুমি। এমন এক শহরে যেখানে আছে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান আর গোপনে প্রাচীন ধর্ম মেনে চলা অনুসারীরা, যারা জানে তাদের শহরের কাছে স্টোনহেঞ্জটা আছে। যারা সম্ভবত এখনও এখানে প্রার্থনা করে। এই উপত্যকার উপর যখন ধ্বংস নেমে আসে, তখন নিশ্চয়ই উভয়পক্ষই তাদের স্ব-স্ব দেবতাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে। আর কেউ কেউ তো দুদিক থেকেই চেষ্টা করেছে। তারা একজন মা আর তার ছেলে শিশুকে দিয়ে ম্যাডোনা আর তার সন্তানের প্রতিনিধিত্ব করিয়েছেন। তারপর তাদের পুঁতে ফেলেছে এই প্রাচীন প্যাগান উপাসনালয়ে। আমার বিশ্বাস এই দুজনই কেবল সেই মহামারীর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল।'

ওয়ালেস একটা আঙুল দিয়ে ব্যবচ্ছেদের ছবিটা দেখালেন। 'ওই গ্রামে যাই হয়ে থাক না কেন ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। এ ধরণের কিছু কখনও মেডিসিন বা ফরেনসিকের প্রতিবেদনে এসেছে বলে আমার জানা নেই। বডিগুলো এখনও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তথ্যটা খুবই গোপন। তারা এমনকি আমাকেও জানায়নি কী পেয়েছে তারা।'

'কিন্তু আপনাকে কি জানানো উচিত না?' জানতে চাইল গ্রে। 'আপনি তো এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির একজন সম্মানিত অধ্যাপক?'

দ্বিধায় ওয়ালেসের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। 'ওহো, তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। ইউনিভার্সিটি বলতে আমি এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির কথা বলিনি। আমার অনুদান

এসেছে বিদেশ থেকে। এটা তেমন অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা না। ফিল্ড স্টাডির জন্য, যেখান থেকে অনুদান আসে সেখান থেকেই নিতে হয়।'

'তাহলে বডিগুলো কাদের জিম্মায় আছে?'

'প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তা নিয়ে যাওয়া হয়েছে অসলো ইউনিভার্সিটিতে।'

গ্রে'র পেটে যেন কেউ কষে লাথি মেরেছে। এক মুহূর্তের জন্য থমকাল সে। অসলো! এই প্রথম এখানকার ঘটনাবলির সাথে নরওয়েতে পেইন্টারের তদন্তের যোগসূত্র পাওয়া গেল।

গ্রে যখন এসব ভাবছে তখন ওয়ালেস বলতে থাকেন, 'আমার মনে হয় এসবই আসলে এক্সট্রিমোফাইলসের সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

শব্দটা বাস্তবে ফিরিয়ে আনল গ্রে-কে। 'কীসের কথা বলছেন আপনি?'

'আমার অনুদান,' এমনভাবে বললেন তিনি যেন এটাই হওয়া উচিত। 'যেমনটা বলেছিলাম আমি। এই ব্যবসায়, যেখান থেকে টাকা আসে সেখান থেকেই নিতে হয়।'

'আর এর সাথে এক্সট্রিমোফাইলসের সম্পর্কটা কী?'

গ্রে শব্দটা সম্পর্কে ভালভাবেই পরিচিত। এক্সট্রিমোফাইলস হচ্ছে এমন অণুজীব যা চরমভাবাপন্ন পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। এরা মূলত ব্যাকটেরিয়া। সাধারণত গভীর সমুদ্রের খাঁড়িতে অথবা আগ্নেয়গিরিতে বিষাক্ত পরিবেশে এদের পাওয়া যায়। এমন অনন্য অনুজীব বিশ্বকে নতুন কিছু দিতে পারে।

আর বিশ্বের শিল্পগুলোও তদানুযায়ী নতুন এক ব্যবসার দুয়ার উন্মোচন করেছে যার নাম বায়োপ্রস্পেক্টিং। তবে স্বর্ণের পিছনে না ঘুরে তারা আরও অমূল্য কিছুর পিছনে ছুটছিলঃ নতুন প্যাটেন্ট। আর এই ব্যবসা বেশ ফুলেফেঁপে ওঠে। এক্সট্রিমোফাইলস এরই মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে আরও অধিক শক্তি সম্পন্ন ডিটারজেন্ট, পরিষ্কারক, ঔষধ, এমনকি ক্রাইম ল্যাবে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর জন্য ব্যবহৃত এক ধরণের এনজাইমে।

কিন্তু এর সাথে ইংল্যান্ডে থাকা জলার মমির কী সম্পর্ক?

ওয়ালেস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন। 'আমার প্রাথমিক অনুসিদ্ধান্তের কথায় আসি, যা আমি সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকদের কাছে তুলে ধরেছিলাম। ডুমসডে বুক নিয়ে আমার হাইপোথিসিস।'

গ্রে লক্ষ্য করল এবার তিনি এটাকে ডোমসডে না বলে ডুমসডে বললেন। তার মনে হয় প্রফেসর তার স্বভাবসুলভভাবে অনুদান পাবার জন্য বইটার চমকপ্রদ নামটাই ব্যবহার করেছেন।

'যেমনটা আম বলেছিলাম, ল্যাটিন ভাষায় 'ধ্বংসপ্রাপ্ত' লেখা জায়গাগুলো ম্যাপ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। কেনই বা তারা এমনটা করবে যদি না ঐ শহরগুলোর সাথে ভয়ংকর কিছু ঘটে থাকে?'

'কোন রোগ-শোক বা মহামারি,' বলল গ্রে।

নড করলেন ওয়ালেস। 'আর সম্ভবত এ ধরণের কিছু আগে দেখা যায়নি। এসব জায়গা পরিত্যক্ত। কে জানত জলা থেকে কী জন্মাতে পারে? পিটের জলা অদ্ভুত অণুজীব যেমন ব্যাক্টেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাকের আবাসস্থল।'

'তাই তারা আপনাকে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ও বায়োপ্রস্পেক্টর হিসেবে ভাড়া করে?'

শ্রাগ করলেন ওয়ালসে। 'কেবল আমি-ই না। বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো প্রত্নতাত্ত্বিকদের দ্বারস্থ হচ্ছে। আমরা প্রাচীন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে বদ্ধ পড়ে আছে। এই গত বছরই, অন্যতম আমেরিকান কেমিক্যাল কোম্পানি সদ্য খোলা এক মিশরীয় সমাধিতে নতুন এক এক্সট্রিমোফাইল খুঁজে পেয়েছে।'

'আর এ কারণেই, অসলো বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে অনুদান দিয়েছে।'

'না। অন্যসব ইউনিভার্সিটির মতো অসলোর-ও হাত-পা বাঁধা। আজকালকার দিনে অধিকাংশ অনুদান আসে কর্পোরেট স্পন্সরদের থেকে।'

'আর কোনও কর্পোরেশন ভাড়া করেছে আপনাকে?'

'একটা বায়োটেক কোম্পানি। জেনেটিকালি মডিফাইড অণুজীব নিয়ে কাজ করছে তারা। শষ্যসহ সব ধরণের।'

গ্রে টেবিলের কিনার চেপে ধরল। অবশ্যই। বায়োটেকনোলজি কোম্পানিগুলোই আছে এক্সট্রিমোফাইলসের সন্ধানে। বায়োপ্রস্পেক্টিং তাদের রুটি-রুজি। তারা সব ধরণের গবেষণায়ই অনুদান দিচ্ছে। প্রত্নতত্ত্বসহ।

গ্রে'র মনে কোনও সন্দেহই নেই ওয়ালেসের অনুদান কারা দিয়েছে।

সজোরে বলল সে। 'ভায়াটাস।'

ওয়ালেসের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'তুমি কীভাবে জানলে?'

রাত ১১ টা ৪৪ মিনিট

সেইচান তার কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে সিগারেট, ধরাতে ভুলে গিয়েছে সে। রাতের আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। গাছের ফাঁকে শীতল কুয়াশার আনাগোনা। লম্বা করে শ্বাস নিল সে। পিটের আগুনের গন্ধ ভেসে এল তাদের ক্যাম্পের স্টোভ থেকে, মাটির নিচের ধিকিধিকি আগুন থেকেও।

পাথরের রিংটাকে বরফের মাঝে রুপোর টুকরোর মতো লাগছে।

লাশদুটোকে কল্পনায় মাঝখানে পোঁতা অবস্থায় দেখল সে। কোনও কারণে তার ভেনিসে হত্যা করা সেই কিউরেটরের কথা মনে পড়ে গেল। অথবা বলা যায় তার স্ত্রী আর সন্তানের কথা। সে তাদের দুজনকে এখানে কল্পনা করল। অপরাধবোধ থেকে জন্ম নেয়া এই দৃশ্যটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল সে। আবেগকে প্রশ্রয় দিলে হবে না। তার সামনে একটা মিশন আছে।

কিন্তু আজ রাতে যেন তার মাঝে অপরাধবোধের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে।

সে তার অপর হাতের দিকে তাকাল। ওই হাতে স্টিলের একটা ফ্লাক্স ধরা। তার চা গরম রাখে এটা। উষ্ণতা চায়ের বিষাক্ত পদার্থকে বাঁচিয়ে রাখে। ডঃ বয়েলের অনুদানের উৎস জানার পর তারা এক্সট্রিমোফাইলস নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছে। তার এই ক্ষতিকর রাসায়নিকের উৎস চিলির আগ্নেয়গিরি থেকে আবিষ্কৃত এক ধরণের ব্যাক্টেরিয়া। ঠাণ্ডা সংবেদনশীল, তাই একে উষ্ণ রাখতে হয়।

কেউ খেয়াল করেনি যে কেবল র‍্যাচেলই চা পান করেছে।

সেইচান কেবল পান করার ভান করেছে।

সিগারেটটা পকেটে ভরে সে ফ্লাস্কটা বরফ দিয়ে ভরে ফেলল। ঠাণ্ডায় ফ্লাস্কটা জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে, বাদবাকি ব্যাকটেরিয়াগুলো মারা পরবে। পুরোপুরি ভরে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিল সে। তার হাত কাঁপছে। এর জন্য ঠাণ্ডাকে দায়ী করতে চাইল সে। ঢাকনাটা উলটাপালটা লাগাতে গিয়ে আটকে গেল। রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তার ভিতর। ক্ষোভে-দুঃখে ফ্লাস্কটাকে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলল সে।

প্রায় আধা মিনিট ধরে জোরে জোরে শ্বাস নিল সে।

কিন্তু কাঁদল না সে- আর অজ্ঞাত কারণে সেটাই তাকে ধাতস্থ হতে সাহায্য করল।

অন্য আরেকটা কেবিনের দরজা খুলে গেল। র‍্যাচেলের সাথে এক কেবিনে ছিল সে। আরেকটাতে ছেলেরা। কে জেগে আছে দেখতে এগিয়ে গেল।

বিশাল আকৃতি আর গদাইলস্করি হাঁটার চাল দেখে সহজেই চেনা গেল তাকে। কোয়ালস্কি তাকে দেখতে পেয়ে হাত উঁচাল। প্যাডকের দিকে ইশারা করল সে।

'ঘোড়ার ব্যাপারে এক লোকের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি,' বলে উধাও হয়ে গেল কোয়ালস্কি।

সেইচানের এক মুহূর্ত লাগল কোয়ালস্কির কথা বুঝতে। সে এতটাই অন্যমনস্ক হয়ে আছে। সে শুনতে পেল মূত্র ত্যাগ করতে করতে শিষ বাজাচ্ছে কোয়ালস্কি।

ঘড়ি দেখল সে। মাঝরাত হতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। সময় ঠিক করা আছে। ফেরার আর কোনও পথ নেই। জায়গাটা পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে তারা। গিল্ড গ্রে'র দলকে ফাদার জিওভানি সম্বন্ধে জানার জন্য, অন্য কারও আগে কী-টা খুঁজে বের করার জন্য এর বেশি সময় দিতে পারবে না। সে আরও সময় চেয়েছিল কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। তবে তাই হোক। তাদেরকে মুভ করতে হবে।

সে অন্য কেবিনটার দিকে তাকাল। কোয়ালস্কি বেশি দেরি না করলেই হয়। দেরি করেনি সে। এক মিনিট পরই, শিষ দিতে দিতে হেলেদুলে ফিরে এল সে।

'ঘুমাতে পারছ না?' সেইচানের কাছে জানতে চাইল সে।

সেইচান সিগারেটটা দেখাল।

'এসব তোমাকে মেরে ফেলে।' বলে পকেট থেকে আধখাওয়া সিগার বের করল কোয়ালস্কি। 'কাজেই তাড়াতাড়ি একেই শেষ করে দেয়া উচিত।'

সে সিগারটাকে দাঁতের মাঝখানে চেপে ধরে ম্যাচ বের করল। তারপর পুরনো ধাঁচের একটা ম্যাচ থেকে দুটো শলা বের করে তাঁবুর কাপড়ে ঘষা দিয়ে জ্বালল। একটা বাড়িয়ে দিল সেইচানের দিকে। পরিষ্কারভাবেই এ কাজ সে আগেও করেছে।

দাঁতের ফাঁক দিয়েই কথা বলল সে। 'গ্রে'র পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। ঐ বুড়ো প্রফেসরের পেট থেকে আরও কথা বের করার জন্য প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চেষ্টা করছে। আমার খোলা বাতাসে বেরোনো জরুরি হয়ে পড়েছিল। ওখানে আবার কুকুরটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর কেনই বা হবে না। তুমি কি দেখেছ সে ওই কুত্তাটাকে কী খাওয়ায়? সসেজ আর পেঁয়াজ। কোনও ধরণের কুকুরের খাবার এটা?'

সেইচান তার সিগারেটটা ধরাল। সে ওকে বকবক করতে দিল, অর্থহীন বকবক মন্দ লাগছিল না। দুর্ভাগ্যবশত, কোয়ালস্কির বকবক আখেরে অপ্রিয় কিছুর দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

'তো,' বলল সে, 'তোমার আর গ্রে'র মধ্যে চক্করটা কী?'

সেইচানের গলায় কিছু একটা আটকে গেল যেন।

'মানে, সে সারাক্ষণ তোমাকে চোখ গোল গোল করে দেখছে। আর তুমি এমনভাবে গ্রে'র দিকে তাকাও যেন সে একটা ভূত। দেখলে মনে হয় যেন দুইটা স্কুলের বাচ্চা একে অপরকে পছন্দ করে।'

সেইচান এ কথায় ভড়কে গেল। সত্যের কত কাছাকাছি চলে গিয়েছে কোয়ালস্কি অনুধাবন করতে পেরে অস্বস্তিতে ভুগছে সে। অস্বীকার করতে যাবে, সৌভাগ্যবশত কোনও ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখানোর হাত থেকে বেঁচে গেল সে।

মাঝরাত হতেই, উপত্যকা বিস্ফোরিত হলো।

বনজুড়ে আগুনের গোলা ছুটে যাচ্ছে আকাশে, একের পর এক। সাথে ছোট ছোট ঝাঁকুনিও দিচ্ছে। কান পেতে না শুনলে কেউ বুঝতে পারবে না। অগ্নিবোমা গুলোর সাথে যুক্ত করা হয়েছে তাপীয় অনুঘটক রুবিডিয়াম যা পানিকে প্রভাবকে পরিণত করে। জলার গভীরে বসানো হয়েছে এগুলো, রাত বারটায় যাতে বিস্ফোরিত হয়। পুরো উপত্যকা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়া হবে।

হাতের কাছেই আরও তিনটা বোমা বিস্ফারিত হলো পাথরের রিংয়ের মাঝে। আগুনের হলকা আকাশ পানে ছুটে গেল।

এত দূর থেকেও আগুনে মুখ পুড়ে গেল তার।

সবাই কেবিন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল। কোয়ালস্কি অনবরত শাপশাপান্ত করছে।

সে ঘুরল না, আগুন তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। তার হৃদপিন্ডে ঢাক বাজছে। দাবদাহ জঙ্গলের ভিতরে-বাইরে চারপাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, একটু বেশিই দ্রুত। বোমাগুলো কেবল গ্রে'র দলকে ভাগিয়ে দেয়ার জন্য ছিল, সাথে প্রমাণগুলোও ধ্বংস করে দেয়ার জন্য।

সে আগুন বাড়তে দেখল।

কারও হিসাবে ভুল হয়েছে। পিটের প্রজ্জ্বলন ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছে সে। এক মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাস দোলা দিয়ে গেল সেইচানকে। তার সাথে কি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে? তাদের মৃত্যু কি এখানেই লেখা আছে?

যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে সে সন্দেহগুলোকে দূরে ঠেলে দিল। তাদের মৃত্যুতে কারও লাভ নেই। অন্তত এই মুহূর্তে। হিসাবের গড়মিল হয়েছে আসলে। বছরের পর বছর ধরে জ্বলতে থাকা আগুনে জলার স্থিতাবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। পুরো উপত্যকা জ্বলন্ত মশালে পরিণত হয়েছে।

তবে ফলাফল একই।

আগুন চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে তাদের।

এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে না তারা।

১৫

১২ অক্টোবর, রাত ১১ টা ৩৫ মিনিট
অসলো, নরওয়ে

মঙ্ক দ্রুতবেগে রিসার্চ পার্ক ধরে হেঁটে যাচ্ছে। তার ভারী কোটের নিচে ভায়াটাসের সিকিউরিটি ইউনিফর্ম। পাশে জন ক্রিড-ও শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভারী কাপড় পরে আছে, কিন্তু তার এক হাতে ল্যাব জ্যাকেট।

ভায়াটাসের কম্পাউন্ডে ঢুকতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। নকল আইডি কার্ড দেখিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়েছে তারা। গাড়িটা কর্মচারীদের পার্কিং লটে পার্ক করে, পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। ভায়াটাসের সারা পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য ফ্যাসিলিটি আছে, তবে অসলোতে তাদের প্রধান কার্যালয়। প্রায় একশ একর জায়গাজুড়ে এটা বিস্তৃত। বিভিন্ন ডিভিশন আর অফিস বিল্ডিং পার্কের মতো ছড়িয়ে আছে। সবগুলো স্থাপনাই অত্যাধুনিক, স্পষ্টতই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মিনিমালিজম থেকে অনুপ্রাণিত।

ক্যাম্পাসের মাঝখানে একটা সম্পূর্ণ কাঁচের তৈরি একটা সম্মেলন কক্ষ, হীরার মতো চকচক করছে তা। দেয়ালের ভিতর দিয়ে একটা ভাইকিং জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। সাধারণ কোনও মডেল না, একদম আসল। জাহাজটাকে নরওয়ের আর্কটিক অঞ্চলের কোথাও বরফে জমে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে তা সংরক্ষণের জন্য। সবটাই দিয়েছেন আইভার কার্লসেন।

ধনী হওয়াটা বেশ আনন্দের।

মঙ্ক হাঁটতে থাকল। ক্রুপ বায়োজেনিক্স ল্যাবটা বেশ দূরে পার্কিং লট থেকে।

পার্কার হুডটা আরও কিছুদূর নামিয়ে আনল সে। 'তো, বৎস,' শীতের থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য বলল সে, 'কী এমন করেছিলে তুমি যে কর্পোরেশন থেকে বেরিয়ে সিগমাতে ঢুকতে হলো তোমাকে?'

ক্রিড কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'জিজ্ঞেস না করলেই ভালো হয়।' পরিষ্কারভাবে এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী নয় সে।

ক্রিড খুব একটা কথা বলে না, কিন্তু মঙ্ক স্বীকার করতে বাধ্য যে ছেলেটার বুদ্ধি আছে। এরই মধ্যে সে নরওয়েজিয়ান ভাষা শিখে নিয়েছে অনেকটা, এমনকি আঞ্চলিক টান-ও কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছে। মঙ্ক দ্রুত শিখতে পারে এমন আরেকজনকে চেনে। সে তার হাসির কথা কল্পনা করল, তার দেহের বাঁক আর দেহের ভিতর বাড়তে থাকা আরেক দেহের কথা ভাবল। ক্যাটের চিন্তা তার মাঝে গন্তব্যে পৌছান পর্যন্ত উষ্ণতার সঞ্চার করল।

ক্রম বায়োজেনিক্স ল্যাবটাকে দেখাচ্ছে রুপার ডিমের মতো, প্রতিফলক কাঁচ দিয়ে তৈরি স্থাপনাটা। মাটির প্রতিফলন ল্যাবটাকে একটা পরাবাস্তব প্রতিকৃতি দিয়েছে। যেন অন্য কোনও ডাইমেনশনে ঢুকে যাবার অপেক্ষায় আছে ল্যাবটা।

মাত্র পাঁচ বছর আগে এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এর সিকিউরিটি সিস্টেম বেশ আধুনিক। রাতে পাহাড়া দেবার জন্য কেবল একজন গার্ড থাকে।

ডার্পার অত্যাধুনিক খেলনার সামনে কোনও বাধা-ই না।

মঙ্ক এক কাঁধে ব্যাকপ্যাক। আরেক বগলের নিচে টেজার এক্সআরইপি পিস্তল। অস্ত্রটা থেকে বিদ্যুতায়িত ডার্ট বের হয় যা টার্গেটকে মিনিট পাঁচেকের জন্য অচল করে দেয়। তবে সে তা ব্যবহার করতে হবে না বলে আশাবাদী।

ক্রিড মূল ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

মঙ্ক নিজের গলায় হাত দিল। তার কণ্ঠার উপর একটা মাইক্রোফোন টেপ দিয়ে আটকান। কানে ইয়ারপিস। 'স্যার, আমরা এখন বিল্ডিংয়ে ঢুকতে যাচ্ছি।'

পেইন্টার সাথে সাথে সাড়া দিলেন, 'কোন সমস্যা?'

'এখন পর্যন্ত না।'

'বেশ। সময়ে সময়ে আমাকে অগ্রগতি জানিয়ো।'

'জ্বি, স্যার।'

ক্রিড ইলেকট্রনিক কী রিডারটার সামনে দাঁড়াল। স্লটে একটা কার্ড ঢুকিয়ে দিল সে। কী কার্ড থেকে একটা সরু তার যুক্ত আছে তার কব্জিতে বাঁধা যন্ত্রের সাথে। জিনিসটা একটা হ্যাকিং ডিভাইস যা যেকোন তালা খোলার জন্য কোয়ান্টাম এলগরিদম ব্যবহার করে, অনেকটা ডিজিটার স্কেলেটন কীর মত। তালা খুলে গেলে ক্রিড দরজাটা ধরে টান দিল।

ভিতরে ঢুকল তারা।

প্রবেশদ্বারে মৃদু আলো। রিসেপশনিস্টের ডেস্কটা ফাঁকা। মঙ্ক জানে যে উপর তলার পর্যবেক্ষণ স্টেশনে একজন সিকিউরিটি গার্ড আছে। যদি কোনও অ্যালার্ম না বাজিয়ে ফেলে তারা, তাহলে বেজমেন্টের কম্পিউটারে সার্ভারে পৌছতে কোনও বেগ

পেতে হবে না। ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রিসার্চ মেইনফ্রেমে ঢোকা। কপাল ভাল থাকলে, দশ মিনিটের মাঝে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

লবি পেরোনোর সময় ক্যামেরা থেকে মুখ সরিয়ে রাখল মঙ্ক আর ক্রিড। ক্যাটের দেয়া নক্সা থেকে তারা ক্যামেরার অবস্থানগুলো জেনে রেখেছে।

একসাথে তারা এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। ক্রিড একটু দ্রুত হাঁটছে। মঙ্ক তার হাত ধরে গতি কমাল। ভীত না হতে ইশারা করল।

লিফটের গোড়ায় এসে বোতামে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে গেল তারা। আরেকটা কী রিডারে লাল আলো জ্বলছে। সঠিক কোডটা না দিলে লিফট নড়বে না।

মঙ্ক বি২ বোতামটার উপর আঙুল বুলালো- বেজমেন্ট লেভেল ২- যেখানে সার্ভারগুলো রাখা আছে। ক্রিড তার স্কেলেটন কী-টা ব্যবহার করার জন্য অপেক্ষা করছে। বোতামটা চাপার আগে দ্বিধায় ভুগছে মঙ্ক।

'কী?' ক্রিড মুখ নাড়িয়ে নিঃশব্দে জানতে চাইল। এলিভেটরে নজরদারির ভয়ে।

মঙ্ক তার আঙুলের নিচের বোতামগুলোর দিকে ইশারা করল। বি২ থেকে বি৫ পর্যন্ত চলে গেছে। নক্সা অনুযায়ী বি২ এর পর আর কোনও লেভেল থাকার কথা না।

ওইসব লেভেলে কী আছে তাহলে?

মঙ্ক জানে তারা একটা বিশেষ কাজে এসেছে, তবে আজকের রাতের অপারেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ ভায়াটাসে আসলে কী হচ্ছে তা খুঁজে বের করা। কর্পোরেশন বিতর্কিত কিছু তাদের সার্ভারে রাখবে এমন সম্ভাবনা কম। নোংরা জিনিস সম্ভবত আরও গভীরে কোথাও আছে।

যেমন মাটির তলায়।

মঙ্ক আঙুল সরিয়ে বি৫ এ চাপল। ক্রিড তার দিকে তাকাল, স্পষ্টতই জানতে চাচ্ছে কী করছে সে।

পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল, নিঃশব্দে উত্তর দিল সে। সিগমা কেবল অন্ধভাবে আদেশ অনুসরণে বিশ্বাসী না, বরং নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়।

ক্রিডের সেটা শিখতে হবে।

মঙ্ক কী-রিডারটা দেখিয়ে ক্রিডকে কার্ড ব্যবহার করতে বলল। কেবল এক মিনিট সময় বেশি লাগবে। সে একবার চোখ বুলাবে বি৫ এ। যদি দেখে যে ওটা মেইন্টেন্যান্স লেভেল বা কর্মচারীদের সুইমিং পুল সেখানে, তাহলে দ্রুত তারা বি২ তে চলে আসবে, সার্ভারে কাজ করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রিড তার কার্ড ঢুকাল। আধ সেকেন্ড পর সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

লিফটটা নামতে থাকল নিচে।

তবে কোনও অ্যালার্মের শব্দ শোনা গেল না।

এক ধাপ এক ধাপ করে নিচে নেমে এল তারা। এলিভেটর খুলতেই সামনে বদ্ধ একটা লবি দেখল তারা। তাদের সোজাসুজি একটা বন্ধ দরজা। মঙ্ক থমকে দাঁড়াল, তার মাথায় অন্যচিন্তা আসছে।

তার জায়গায় গ্রে থাকলে কী করত?

মঙ্ক কল্পনায় মাথা নাড়ল। গ্রে-কে অনুসরণ করা আবার কবে থেকে সুফল বয়ে আনতে শুরু করল? ওর ঝামেলা ডেকে আনার অসামান্য প্রতিভা আছে।

এলিভেটর বন্ধ হতে নিলে.মঙ্ক ক্রিডের কনুই ধরে লাফিয়ে লবিতে নামল।

'পাগল হয়ে গিয়েছেন নাকি?' ক্রিড হিসিয়ে উঠল।

হয়ত!

মঙ্ক দরজাটাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য আরও কাছে এগিয়ে গেল। এতে কোনও কী রিডার নেই, কেবল একটা জ্বলজ্বলে প্যানেল। পরিষ্কারভাবে হাতের ছাপের জন্য।

'এখন কী?' ফিসফিস করে বলল ক্রিড।

অবিচল মঙ্ক তার কৃত্রিম হাতটা রিডারের উপর রাখল। চাপ সংবেদী প্যাডটা জ্বলজ্বল করে উঠল। আলোর একটা রেখা উপর থেকে নিচে স্ক্যান করল। দম আটকে অপেক্ষা করছে সে- তারপর তালা খোলার শব্দ শোনা গেল।

একটা নাম ভেসে উঠল রিডারে।

আইভার কার্লসেন!

নাম দেখে ভ্রূ কুঁচকে গেল ক্রিডের। তারপর রাগের সাথে মঙ্কের দিকে তাকাল। এই অতিরিক্ত সতর্কতার কথা তাকে জানানো হয়নি আগে।

আসলে আইডিয়াটা ক্যাটের। প্রধান নির্বাহীর আমলনামা জোগাড় করেছে সে, সাথে হাতের ছাপ-ও। কেবল এক মুহূর্ত লেগেছে ডাটা ডিজিটালে রূপান্তর করে লেজার প্রিন্টারের সমতুল্য যন্ত্রে দিতে। তারপর যন্ত্রটা প্রিন্টের ছাপ বসিয়ে দিয়েছে তার সিন্থেটিক হাতে। ফলে এই পারফেক্ট ম্যাচ পাওয়া গিয়েছে।

কারও যদি পুরো ফ্যাসিলিটিতে ঢোকার অধিকার থাকে তবে অবশ্যই তা সিইও'র। মঙ্ক খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

দেখা যাক, আইভার বেটা এখানে কী লুকিয়ে রেখেছে!

রাত ১১ টা ৪৬ মিনিট

পেইন্টার গ্র্যান্ড হোটেল অসলো থেকে রাস্তার উপর নজর রাখছে। বেঞ্চে বসে পুরো প্রবেশদ্বার আছে তার দৃষ্টিসীমার ভিতরে। সিনেটর গরম্যান যে থাকার জন্য এ জায়গাটা বেছে নিয়েছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ষোড়শ লুইয়ের স্টাইলে নির্মিত এই হোটেলটি প্রায় আট তলা উঁচু। শহরের একটা পুরো বক জুড়ে এর বিস্তৃতি। মূল প্রবেশফটকের উপরে একটা ক্লক টাওয়ার। নরওয়ের পার্লামেন্ট ভবন থেকেও একদম কাছে অবস্থিত।

বেড়াতে আসা ইউএস সিনেটরের জন্য একদম যথার্থ।

তবে অ্যাম্বুশের জন্য ততটা যথার্থ না।

তবুও পেইন্টার কোনও গাফিলতি করেনি, প্রায় ঘন্টাখানেক আগে এখানে এসেছে। তার পরনে ভারী কোট, হ্যাট আর স্কার্ফ। ভান করে কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটছে সে। ব্যাপারটা আসলে পুরো ভান-ও না। বেদনানাশকের প্রভাব কেটে যেতেই ক্ষতটাতে ব্যথা অনুভব করছে। গত এক ঘন্টা যাবৎ সে হোটেলের সর্বত্র চক্কর কেটেছে। এমনকি লাইমলাইট বারসহ, যেখানে গরম্যানের সাথে দেখা করার কথা ওই রহস্যমানবের। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে পেইন্টারের বেল্টের পিছনে চুরি করা ওয়াস্প ড্যাগার গোঁজা আর শোল্ডার হোলস্টারের আছে একটা নাইন এমএম বেরেটা।

তবে এখন পর্যন্ত সব শান্তই ঠেকছে।

পেইন্টার ক্লক টাওয়ারের দিকে তাকাল। বারটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। গুপ্তচরের আসার সময় হয়েছে।

দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে এগোল সে। বিপদ মোকাবেলা করতে যথাসম্ভব প্রস্তুত।

মঙ্ক ভায়াটাসে ঢুকে পড়েছে, আর সন্ধ্যায় স্যাটেলাইট ফোনে গ্রে'র সাথে স্বল্প সময়ের জন্য কথা হয়েছে পেইন্টারের। জানতে পেরেছে যে ইংল্যান্ডের ওই খনন কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ভায়াটাস। জীন গবেষণার জন্য নতুন অণুজীবের খোঁজে বায়োপ্রস্পেক্টিং করছে তারা। কিছু কি খুঁজে পেয়েছে তারা? গ্রে তাদের আবিষ্কারের কথা জানায়- একটা নিওলিথিক পাথরের রিং, জলায় সংরক্ষিত লাশ আর দেহের ভিতরে ছত্রাকের সংক্রমণ।

এসব কি তাৎপর্যপূর্ণ?

পেইন্টারের মনে পড়ল প্রিন্সটনের খুন হওয়া জেনেটিসিস্টের মতে ভায়াটাসের ভুট্টার স্যাম্পলে যে জীন পাওয়া গেছে, তা ব্যাকটেরিয় উৎস থেকে নয়। তাহলে কি

সেগুলো ছত্রাকজাত, মাশরুম থেকে সংগৃহীত জীন? আর যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এত ঢাকঢাক গুড়গুড় আর রক্তপাত কেন ব্যাপারটা লুকাতে?

আপাতত প্রশ্নগুলোকে মাথা থেকে সরিয়ে রাখল সে। হাতের কাজে মনোযোগ দেয়াটা জরুরি। লবিতে ঢুকে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে দেখল। হোটেলের কর্মচারীদের সাথে আগের বার দেখা চেহারা মিলিয়ে অপরিচিত কেউ আছে কিনা নিশ্চিত হলো।

সন্তুষ্ট হয়ে হোটেল বারে ঢুকে গেল সে। লাইমলাইটের ভিতর অন্ধকার। কেবল দেয়ালে ঝোলানো কতগুলো লণ্ঠন দিয়ে আলোকিত করা আছে। চামড়ার লাল ক্লাব চেয়ার আর সোফা বসানো। বাতাসে সিগারের গন্ধ।

এ মুহূর্তে বারে খুব বেশি লোক নেই। সিনেটর গরম্যানকে খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। তার সামনেই বিশালদেহী বডিগার্ড। বারের দিকে পিঠ দিয়ে বসে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে সে।

পেইন্টার চোখের কোণ দিয়ে তাদের উপর নজর রাখল। চেয়ারগুলো পেরিয়ে দরজার কাছে একটা সিটের দখল নিলে, ওয়েস্ট্রেস এসে তার অর্ডার নিয়ে গেল।

এখন দেখার বিষয় হলো, কেউ আসে কিনা!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে।

গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কোট পরে এক লোক হাজির হলো। বারে এসেই এদিক-ওদিক তাকাল সে। তার নজর স্থির হলো সিনেটরের উপর। পেইন্টার লোকটাকে দুপুরবেলা লাঞ্চে দেখেছেন মনে পড়ে যেতে বিস্মিত হলো। লোকটা ক্লাব অফ রোমের সহ-সভাপতিকে অভিযোগ করছিল।

পেইন্টারকে তার নাম মনে করতে বেশ বেগ পেতে হলো।

অ্যান্থনি বা তেমন কিছু।

কথোপকথনটা আবার কল্পনার দৃষ্টিতে দেখল সে।

না...অ্যান্টনিও।

সিনেটরকে দেখে লোকটার চেহারায় সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল। এই লোকই সেই লোক। আগের আলাপচারিতা থেকেই বলে দেয়া যায়, কার্লসেনের প্রতি তার কোনও ভক্তি নেই। বডিগার্ডটাকে দেখতে পেয়ে তার হাসি ফিকে হয়ে গেল। সিনেটরকে একা আসতে বলেছিল সে। দরজায় দাঁড়িয়ে উশখুশ করছে অ্যান্টনিও।

এখনই সময়।

পেইন্টার সিট ছেড়ে ক্ষীপ্রতার সাথে অ্যান্টনিওর দিকে এগিয়ে গেল। লোকটার কনুই ধরে তার বেরেটা দিয়ে বক্ষপিঞ্জরে-খোঁচা দিল সে। চেহারায় হাসি ধরে রেখে বলল, 'চলুন, কথা বলি,' তারপর বার থেকে বাইরে নিয়ে গেল।

তার ইচ্ছা লোকটাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা। সিনেটর গরম্যানের সম্পৃক্ততা যত কম হবে তত ভাল।

অ্যান্টনিও বন্দুকের মুখে চলে আসতে বাধ্য হলেন। তার চেহারায় ভয়ের ছাপ।

'আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হয়ে কাজ করি,' পেইন্টার বললেন। 'সিনেটরের সাথে দেখা করার আগে আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

অ্যান্টনিওর চোখ থেকে ভয়ের ছাপ কিছুটা কমল। পেইন্টার তাকে লবির খালি একটা সোফার দিকে নিয়ে গেলেন। আংশিকভাবে নিচু একটা দেয়াল আর ফার্ন দিয়ে ঘেরা জায়গাটা।

কিন্তু সে পর্যন্ত আর পৌছতে পারল না তারা।

হঠাৎ অ্যান্টনিও হোঁচট খেয়ে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলেন। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে তার, হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন গলা। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা তীরের মাথা। মার্বেলের মেঝে রক্তে সয়লাব হয়ে গেল।

পেইন্টার লোকটার ঘাড়ে বিঁধে থাকা তীরের মাথায় একটা আলো টিমটিম করে জ্বলতে দেখল। মাথায় চিন্তা আসার আগেই রিয়্যাক্ট করল তার দেহ।

বোমা!

ঝাঁপিয়ে নিচু দেয়ালটার অপর পাশে আশ্রয় নিল সে। মাটিতে পড়তেই বোমাটা বিস্ফোরিত হলো। বদ্ধ গুহায় বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড জোরে শব্দ হলো। ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল তার মাথায়। এক মুহূর্তের জন্য কালা হয়ে গেল ও। তারপর আবার শ্রবণশক্তি ফিরে এল তার।

চিৎকার, চেঁচামেচি আর কান্নার শব্দ।

কেমন যেন ফাঁপা শোনাচ্ছে সব।

দেয়ালের পিছনে আড়াল রেখে উঠে দাঁড়াল সে। ধোঁয়ায় ঢেকে আছে লবি, এখানে সেখানে আগুন। বিস্ফোরণে একটা বড় অংশ কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। অ্যান্টনিওর দেহ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তপ্ত বাতাসে রাসায়নিকের কটু গন্ধ।

থার্মাইট আর শ্বেত ফসফরাস।

কাশতে কাশতে লবিতে খোঁজাখুঁজি শুরু করল পেইন্টার। অ্যান্টনিওর অবস্থান বিবেচনায় তীরটা আসার কথা হোটেলের ভিতরেই বাঁদিক থেকে। সেদিকে দুটো

মুখোশ পরিহিত অবয়বকে দেখা গেল সিঁড়ির দিকে ছুটতে। আরেকজন সোজা সামনের দরজার দিকে ছুটে গেল।

লাইমলাইট বারের দিকে যাচ্ছে তারা।

সিনেটরকে চাই তাদের।

রাত ১২ টা ৪ মিনিট

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্ক। সামনে লম্বা একটা হল। সারি সারি লাইট জ্বালিয়ে আলোকিত করা।

'দ্রুত চোখ বুলাবো আমরা,' ফিসফিস করে বলল মঙ্ক। 'তারপর সোজা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

ক্রিড মঙ্ককে সামনে যেতে দিয়ে তাকে অনুসরণ করল। ছেলেটা শ্বাস নিচ্ছে কদাচিৎ, চোখের পলক তো ফেলছে-ই না।

প্যাসেজ ধরে অর্ধেক পথ পাড়ি দিতেই দরজা খুলে ডানে-বামে সরে গেল। মঙ্ক সেদিকে এগিয়ে গেল। জায়গাটায় হাসপাতালের মতো জীবাণুনাশকের গন্ধ। মসৃণ লিনোলিয়ামের মেঝে আর বৈশিষ্ট্যহীন দেয়াল দেখে তাই মনে হয়।

সে আরও লক্ষ্য করল যে এই হলে কোনও ক্যামেরা নেই। মনে হচ্ছে কোম্পানি ইলেকট্রনিক সিকিউরিটির বাড়তি স্তরের উপরই আস্থা রেখেছিল।

মঙ্ক দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অন্যগুলোর মতো এগুলোও হাতের ছাপে খুলে। মঙ্ক তার হাত রাখল। কার্লসেনের আওতার বাইরে কোনও এলাকা থাকার কথা না।

তার ধারণা সঠিক।

লকটা খুলে গেল।

মঙ্ক সোজা এগিয়ে যেতেই আরেক প্রস্থ দরজার মুখোমুখি হলো। ভেতরটা কাঁচের। দরজার পিছনে আরেকটা বিশাল রুম। টিমটিমে আলো জ্বলে উঠল।

সে পরের প্রস্থ দরজা খোলার চেষ্টা করতেই খুলে গেল ওটা। দরজাগুলো মূলতঃ কাউকে বাইরে থেকে ঢুকতে বাধা দেবার জন্য নয়, বরং ভিতরের অধিবাসীদের আবদ্ধ রাখতে বানানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পরের রুমে ঢুকে মঙ্ক দুপাশে দেয়ালের দিকে তাকাল। রুম জুড়ে ছাদ পর্যন্ত উঁচু জানালা। মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে রুম থেকে, এক রেডিও স্টেশন থেকে আরেক রেডিও স্টেশনে টিউন করার সময় যেমন শব্দ হয় তেমন।

ক্রিড তার পেছনে পেছনে আসছে। 'এগুলো কী-?'

নড করল মঙ্ক। 'মৌচাক।'

কাঁচের পিছনে অসংখ্য মৌমাছি ঘুরছে, ডানা ঝাপটে নেচে বেড়াচ্ছে। মৌচাকগুলো থরে থরে সাজানো আছে। রুমজুড়ে ভাগে ভাগে রাখা। প্রতিটা মৌমাছি পালনকেন্দ্র ক্রিপ্টিক কোড দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। পর্যবেক্ষণ থেকে মঙ্ক বুঝতে পারল যে প্রতিটা নম্বরের শুরুতে তিনটি অভিন্ন অক্ষর আছেঃ আইএমডি।

এর তাৎপর্যটা সে বুঝতে না পারলেও পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে মৌমাছিগুলোকে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অথবা আইভারের তাজা মধুর প্রতি দুর্বলতা আছে!

মঙ্ক ক্রিডকে নিয়ে কাছাকাছি চাকটার দিকে এগিয়ে গেল। গুঞ্জন বেড়ে গেল, রেগে গেছে যেন। ম্লান আলো তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছে।

'আমার ধারণা এগুলো আফ্রিকান মৌমাছি,' বলল ক্রিড। 'দেখুন কেমন রেগে আছে এরা।'

'কোন জায়গার মৌমাছি তার পরোয়া করি না। কথা হলো, ভায়াটাস এদের নিয়ে কী করছে?'

আর এত কড়া নিরাপত্তাই বা কেন?

ক্রিড চাকের একটা ছোট দেরাজের দিকে হাত বাড়াল।

'সাবধান,' মঙ্ক সতর্ক করল।

ক্রিড ভ্রূতে চাপ দিয়ে দেরাজটা খুলল। 'চিন্তা করবেন না। মৌমাছি নিয়ে ওহায়োতে আমার ফ্যামিলি ফার্মে আগেও কাজ করেছি আমি।'

দেরাজে একটা বন্ধ বক্স পাওয়া গেল, যার এক পাশ জালের ন্যায়। একটা বিশাল মৌমাছি তার ভিতরে।

'রাণী মৌমাছি,' ক্রিড বলল।

মৌমাছিগুলো খাঁচার ভিতর আরও খেপে গেল।

মঙ্ক দেখল বাক্সেও খাঁচার মতো একই কোড লেখা। ক্রিড দেরাজটা ঢুকিয়ে রাখতেই মঙ্ক ছোট একটা পেন ক্যামেরা বের করল। বোতাম চেপে কিছুক্ষণ ভিডিও করল সে। মৌমাছির চাক আর প্রতিটার নাম্বার রেকর্ড করল সে।

হয়ত এর কোনও তাৎপর্য আছে।

এখনকার জন্য উপযুক্ত হবে সব দেখে শুনে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া। রেকর্ডিং শেষে ঘড়ি দেখল মঙ্ক। হলের অপর পাশের রুমটাও পরীক্ষা করে দেখতে চায় সে সার্ভার রুমে যাবার আগে।

'চল,' বলে মঙ্ক তার পার্টনারকে নিয়ে হলে চলে আসল।

হলে ঢুকে মঙ্ক দরজার রিডারে হাত রাখল। দরজা খুলতেই ভিতরে ঢুকল সে। অন্য ল্যাবটার মতই আরেকটা ঘরে ঢুকল সে। কিন্তু এখানে দেয়ালের একপাশে রেস্পিরেটর মাস্ক ঝুলছে। সামনে আগের মতই লাইট টিমটিম করে জ্বলে উঠল। রুমের আয়তন-ও অন্যটার মতই।

কিন্তু এখানে কোনও মৌমাছি নেই।

রুমে চারটা লম্বা সীডবেড। দূর থেকে দেখেই মঙ্ক মাংসাল ছোট ছাতাগুলোকে চিনতে পারল।

'মাশরুম,' ক্রিড বলল।

মঙ্ক পরের রুমটায় গেল। বায়ুনিরোধী দরজাটা হুশ শব্দ করে খুলে গেল। রুমটায় বাতাস আটকে রাখার জন্য নেগেটিভ প্রেসার ধরে রাখা হয়েছে। মঙ্ক সাথে সাথে বুঝতে পারল কেন।

ক্রিড হাত দিয়ে নাক-মুখ ঢাকল।

গন্ধটা একদম নাকে এসে লাগল। বাতাস ভারী, গরম। নোনা পানি, মরা মাছ আর পচা মাংসের গন্ধ ভেসে আসছে। মঙ্ক লেজ গুটিয়ে পালাতে চাইছিল, কিন্তু পেইন্টারের সাথে গ্রে'র আলোচনার কথা মনে পড়ে গেল।

মাশরুমের ব্যাপারে।

কাকতালীয় কোনও ব্যাপার হতে পারে না এটা।

মঙ্ক ক্যামেরা বের করে রেকর্ডিং শুরু করল। ক্রিড-ও যোগ দিল তার সাথে। সে পাশের রুম থেকে একটা রেস্পিরেটর বারিয়ে দিল। মঙ্ক কৃতজ্ঞতার সাথে তা মুখের উপর টেনে নিল।

যাক কেউ তো অন্তত ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছে...

রেস্পিরেটর ফিল্টার গন্ধটা দূরে সরিয়ে দিল। শ্বাস নিতে পারায় সে নিকটবর্তী বেডের দিকে এগিয়ে গেল। কালো থকথকে তরল থেকে জন্মেছে মাশরুমগুলো।

ক্রিড একজোড়া ল্যাটেক্সের দস্তানা পরে তার সাথে যোগ দিল। আরেকজোড়া গ-াভ তার হাতে দিল। 'ছত্রাকের স্যাম্পল নেয়া উচিত আমাদের।'

নড করে সব রেকর্ড করতে থাকল মঙ্ক।

ক্রিড একটা মাশরুমের দিকে হাত বারিয়ে দিল। আলতো করে গোড়ায় ধরে তুলে আনল তা। সহজেই উঠে আসল তা কিন্তু তার সাথে আরও কিছু উঠে আসল। শিউড়ে উঠে ফেলে দিল তা ক্রিড। ভেজা তরলে ছলাৎ করে পড়ল তা, তরলের পৃষ্ঠে জেলাটিনের মতো কাঁপন তুলল।

তখন মঙ্ক মাশরুমের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত কালচার মিডিয়ামটাকে চিনতে পারল।

জমাট বাঁধা রক্ত!

'আপনি কি দেখেছেন...?' ক্রিড আমতা আমতা করে বলল। 'ওটা কি...?'

মঙ্ক-ও খেয়াল করেছে ক্রিডের মাশরুমটার সাথে কী লেগে ছিল। ওটা একটা কিডনী। আর আকার দেখে মনে হচ্ছে, মানুষের!

মঙ্ক হাত নেড়ে ক্রিডকে অপ্রিয় কাজটা সারতে ইশারা করল। 'স্যাম্পল নাও।'

মঙ্ক মাশরুম বেডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভিডিও করল। ছোটগুলো দরজার কাছাকাছি। একেবারে হাড়ের মতো সাদা। কিন্তু আস্তে আস্তে মাশরুমগুলো বড় হয়ে লালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

মঙ্ক রক্তের মাঝে বাদামী কতগুলো ডাঁটা লক্ষ্য করল। সে ক্যামেরা নিচু করে আরও ভালভাবে দেখার চেষ্টা করল। গা শিউরে উঠল তার। ওগুলো ডাঁটা না, মানুষের আঙুল।

কৃত্রিম হাতটা দিয়ে একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরল সে। টানে আঙুলের সাথে একটা হাত বেরিয়ে এল উৎকট তরল থেকে। আরেকটু উঁচাতেই দেখা গেল এর সাথে বাহুও সংযুক্ত আছে। মাংস থেকে বেরিয়ে আছে মাশরুম।

দাঁতে দাঁত চেপে আবার হাতটাকে ট্যাঙ্কে নামিয়ে রাখল সে। আর দেখার কোনও প্রয়োজন নেই। রক্তে ডুবিয়ে রাখা আছে পুরো মানবদেহ, মাশরুমের জন্য সার হিসেবে কাজ করছে।

হাতের গাঢ় বাদামী রংটাও তার চোখ এড়ালো না। শ্বেতাঙ্গদের দেশ নরওয়েতে তা বেশ দুর্লভ। মঙ্কের আফ্রিকাতে সেই ফার্মের কথা মনে পড়ল, কেবল এক রাতের রক্তপাত আর অগ্নিকান্ডে যা ধুলোয় মিশে গেছে।

এরকম আরও ভুট্টা কি সেখানে চাষ করা হয়েছে?

মঙ্কের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হলো। সে সারির শেষ মাথায় চলে গেল তাড়াতাড়ি। এখানে মাশরুমগুলো পরিণত। দেখতে বেশ মাংসাল, হৃষ্টপুষ্ট।

কৃত্রিম হাতটা দিয়ে মঙ্ক একটা শুঁটি চেপে ধরল। ধরতেই স্ফীত অংশটা ফেটে ভারী পাউডারের মতো কিছু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

ছত্রাকের স্পোর।

লাফিয়ে পিছিয়ে গেল মঙ্ক। রেস্পিরেটর না থাকলে উপায় ছিল না। এই স্পোরের মধ্যে শ্বাস নেয়ার ইচ্ছা তার নেই।

যেন প্রথম শুঁটির ইশারায় বাকিগুলোও উদগত হলো। মঙ্ক স্পোরের মেঘের তাড়া খেয়ে ছুটে পালাল।

'আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে!' চেঁচিয়ে বলল সে। রেস্পিরেটরের ভিতর তার কথা জড়িয়ে গেল।

ক্রিড কেবল তার ল্যাটেক্স গাভে স্যাম্পল সংগ্রহ করেছে। সে বোকার মতো মঙ্কের দিকে তাকাল। কিন্তু পিছনে গোলাকার ছত্রাকের বিস্ফোরণ দেখে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

হলে ফিরে যেতে হবে তাদের এক্ষণি।

হঠাৎ, মাথার উপর ভেন্টগুলো খুলে গেল। সম্ভবত কোনও একটা সেন্সরের ফলে। সিলিং থেকে ফোম বেরিয়ে এল দ্রুতবেগে। মেঝেতে পড়ে দ্রুত দলা পাকিয়ে গেল। এমন একটা ভেন্টের নিচ দিয়ে যাবার সময় প্রায় পড়েই যাচ্ছিল মঙ্ক। পিছলা খেয়ে কিছুদূর গড়িয়ে গেল সে।

ক্রিডের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ফোম কোমর সমান গভীর হয়ে গেছে।

'যাও!' মঙ্ক দরজার দিকে ইশারা করল।

দুজন একসাথে প্রথম দরজাটা পেরিয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে বেরিয়ে এল। সিলিং পর্যন্ত ফোমে ভরা এটাও। অন্ধের মতো হাতড়ে হাটড়ে পথ করে নিতে হবে তাদের।

মঙ্ক প্রথমে হলওয়েতে পৌঁছল।

হাতল মুচড়ে কাঁধ দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সে। খুলতে অস্বীকৃতি জানাল দরজাটা। বারবার ধাক্কা দিয়েও কাজ হলো না।

ভিতরে আটকে গেছে তারা।

রাত ১২ টা ৮ মিনিট

লবি থেকে ধোঁয়া সরে যেতেই পেইন্টার লাফিয়ে নিচু দেয়ালটা পার হলো। মেঝেতে তখনও আগুন জ্বলছে। রক্ত মার্বেলের মেঝেকে পিচ্ছিল করে ফেলেছে। পিস্তল বের করে সম্মুখ দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বন্দুকধারীর পিছনে গেল ও। বারের দিকে মনোযোগ থাকায়, পেইন্টারকে সময়মত খেয়াল করেনি সে। পেইন্টার পয়েন্ট ব্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সোজা তার বুক বরাবর গুলি ছুঁড়ল।

আঘাতে উড়ে গিয়ে পড়ল হামলাকারী।

একটা খতম।

লোকজন চিৎকার করে রাস্তা থেকে সরে গেল অথবা আসবাবপত্রের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পেইন্টার উন্মুক্ত লবি ধরে দৌড়ে গেল।

সামনে, লাইমলাইট বারের প্রবেশদ্বারে সিনেটরের বডিগার্ড এসে হাজির হলো। হাতে বন্দুক। একটা গাছের টবের পিছনে আড়াল নিয়েছে সে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। অন্য দুই বন্দুকধারীর নজর আগে থেকেই সেঁটে আছে সেদিকে।

মেশিন গানের মুহুর্মুহু গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ফার্নের চারা। মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। পেইন্টার অবশ্য গতি কমাল না, বারের বাইরে একটা চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে ভিতরে পড়ল সে, চামড়ার সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

তার হাতে কেবল কয়েক সেকেন্ড আছে।

রুমে এক পশলা গুলিবর্ষণ হলো। বারের পিছনের দেয়ালে গিয়ে লাগল গুলি। ভাঙা পড়ল বোতল আর কাঁচ।

পেইন্টার এক ঝলক রুমের উপর চোখ বুলালো।

সিনেটর দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই।

বডিগার্ড নিশ্চয়ই তাকে ফাঁকা জায়গায় রেখে যায়নি। বাইরে কেবল একটা দরজা দিয়েই যাওয়া যায়। পিছনের রেস্টরুমে। পেইন্টার দৌড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কানের পাশ দিয়ে শিষ কেটে গেল একটা বুলেট। বাথরুমের ভিতর থেকে গুলিটা এসেছে।

সিনেটর গরম্যান এক সারি সিঙ্কের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতের পিস্তলটা পেইন্টারের দিকে তাক করা।

পেইন্টার হাত উঁচালেন। 'সিনেটর গরম্যান!' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমি জেনারেল মেটকাফের লোক!'

'ডিওডি'র গোয়েন্দা?' গরম্যান পিস্তল নামিয়ে নিলেন। তার চেহারায় স্বস্তির ছাপ। 'স্যামুয়েলসের কী অবস্থা?' সিনেটর দরজার দিকে তাকালেন।

পেইন্টার বুঝতে পারল বডিগার্ডের কথা জানতে চাইছেন সিনেটর। 'মারা গিয়েছে, স্যার।' রেস্টরুমের পিছনের কাঁচের জানালাটার দিকে সিনেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল পেইন্টার।

'এটা সাঁটিয়ে বন্ধ। আমি দেখেছি।'

পেইন্টার জানালাটা খুলল, লোহার বার রাস্তাটা আটকে রেখেছে। ঘুষি হাকাতেই তা খুলে পড়ে গেল। রেকি করতে এসে আগেই নাট-বল্টু ঢিলে করে রেখেছিল ও।

পালানোর রাস্তা তৈরি রাখতে ক্ষতি কী। 'আউট!' পেইন্টার সিনেটরকে নির্দেশ দিল।

গরম্যান পেইন্টারের হাঁটুর উপর ভর করে জানালায় চড়ে বসলেন।

সিনেটরকে ধাক্কা দিয়ে উপরে তোলার সময় পিছন থেকে ঠং করে একটা আওয়াজ এল। রেস্টরুমের দরজায় একটা তীরের মাথা বিঁধে থাকতে দেখা গেল।

ওহ, হো...

পেইন্টার সিনেটরকে জানালা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও তাকে **অনুসরণ** করল। সিনেটরের ইতালীয় জুতা তার বাম চোখে এসে লাগল। তবে তা **আসন্ন** বিস্ফোরণের তুলনায় নগণ্য।

আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে এল খোলা জানালাটা গলে...

...গরম হলকা বয়ে গেল উপর দিয়ে।

পেইন্টার সিনেটরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আগুনের হলকা কেটে যেতেই, দ্রুত জানালার কাছে গিয়ে শার্সিটা নামিয়ে দিয়ে লোহার বারটা আবার জায়গামত বসিয়ে ফেলল।

শত্রুদেরকে বদ্ধ রুম থেকে পালানোর ধাঁধায় ফেলা যাক।

দ্বিধা তাদেরকে অতিরিক্ত কিছু সময় দিতে পারে। তাদের পিছনের ফেউ হোটেলে তাদের খুঁজে কয়েক মিনিট নষ্ট করুক।

পেইন্টার ফিরে এসে গরম্যানের পাশে দাঁড়াল। 'দুই বক দূরে আমার একটা গাড়ি রাখা আছে।' একসাথে ছুট লাগাল তারা।

গরম্যান তার পাশে এক হাতে কাঁধ চেপে ধরে হাঁপাচ্ছিলেন। এক বক পর পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

'একজন জনগণের সেবক,' অন্য এক কাজে মনোনিবেশ করতে করতে বলল ও। 'মঙ্ক, ওখানে তোমাদের কী অবস্থা?'

মঙ্ক ভাঙা ভাঙা কয়েকটা শব্দ শুনতে পেল কানে, কিন্তু রেস্পিরেটর খুলে মুখভর্তি ফোমের যন্ত্রণায় আছে সে। দরজায় ধাক্কা দিল, আশা হয়ত দৈবশক্তিবলে দরজা খুলে যাবে। ফোম বের হওয়া শুরু করা মাত্রই নিশ্চয়ই এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বের হবার আর কোনও রাস্তা আছে হয়ত।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই উপর থেকে গরম পানি বর্ষণ শুরু হলো। ফোম উপর থেকে গলতে শুরু করল। সম্পূর্ণ মিশে যেতে সময় নিল কেবল ত্রিশ সেকেন্ড।

মঙ্ক ক্রিডের দিকে তাকাল। তাকে দেখাচ্ছে গা ঝাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকা ভেজা কুকুরের মতো। তার চোখে বিস্ময়।

'বায়োহ্যাজার্ড ফোম,' ব্যাখ্যা করল মঙ্ক। 'বাতাসে ছড়ায় এমন ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়। আমাদের কোনও ক্ষতি হবার কথা না।'

প্রমাণস্বরূপ তখনই লকটা ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল। জীবাণুমুক্তকরণের সময়টুকু বন্ধ রাখার জন্য তা প্রোগ্রাম করা নিশ্চয়ই। হাতল ঘুরিয়ে হলে বেরিয়ে এল তারা।

বেরোতেই হল থেকে মানুষের কথার শব্দ ভেসে এল। এলিভেটর লবি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। দরজাটা অর্ধেক খোলা, কেউ একজন নরওয়েজিয় ভাষায় তর্ক করছে লবিতে। মঙ্ক সিকিউরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম পরিহিত হাতটা চিনতে পারল।

স্বয়ংক্রিয় সেফটি প্রটোকলের অংশ হিসেবে সিকিউরিটি গার্ড চলে এসেছে।

মঙ্ক থমকে দাঁড়াল। মাশরুম ল্যাবে আবার ফিরে যাওয়া সম্ভব না। ওই জায়গায়ই প্রথম চেক করবে তারা। তার হাতে কেবল আর একটা অপশন আছে। হল ধরে দ্রুত হেঁটে আরেকটা দরজার সামনের রিডারে হাত রাখল সে। দম আটকে অপেক্ষা করছে সে। আশা করছে কেউ যেন দেখে না ফেলে।

অবশেষে দরজাটা খুলে গেল। দ্রুত দরজা খুলে ভিতর ঢুকে গেল সে আর ক্রিড।

মঙ্ক হলওয়ের উপর নজর রাখার জন্য দরজাটা কিছুটা খোলা রাখল।

ল্যাব কোট পরা একজন টেকনিশিয়ানের সাথে চারজন সিকিউরিটি গার্ডের একটা দল এসেছে। টেকনিশিয়ানকে দেখে মনে হচ্ছে কেবল ঘুম থেকে উঠেছে সে। এখানে ঢোকার জন্য সম্ভবত বিশেষ ক্লিয়ারেন্স লাগে।

মঙ্ক দরজাটা বন্ধ করে দিল। তবে কথা শোনার জন্য কান পেতে আছে সে। অন্য ল্যাবের দরজাটা খুলে বন্ধ হয়ে গেল। কিছু লোক হলেই রয়ে গেল। মঙ্ক তাদেরকে নিচুস্বরে কথা বলতে শুনল। ঠিক জানে না কতজন। কমপক্ষে তিনজন তো হবেই।

এখন কী হবে?

'সরে দাঁড়ান,' পেছন থেকে বলল ক্রিড।

মঙ্ক ঘুরল। তার পার্টনার পার্কা খুলে ল্যাব কোট পরেছে। চুল শুকিয়ে হাত দিয়ে আঁচড়ে নিয়েছে। ক্রিড অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকল। মঙ্ক দরজায় পাহারা দিচ্ছে। তার সঙ্গী কাঁচের দেয়াল ঘেরা মৌচাকের বড় রুমটাতে ঢুকল।

'কী করছ?' উপর থেকে নিচে পর্যন্ত তাকে দেখে জানতে চাইল মঙ্ক।

ক্রিড সরে দাঁড়াল। বন্ধ দরজার ওপাশে নড়াচড়া দৃষ্টি কাড়ল মঙ্কের। বাইরের রুমে মৌমাছির ঝাঁক একজোট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'কী করেছ তুমি?' জানতে চাইল মঙ্ক।

ক্রিড হাত উঁচিয়ে দেখাল। তার হাতে একটা জালের মতো দেরাজ। 'আমি রাণিকে চুরি করে এনেছি।' ক্রিড বাঁদিকে ইশারা করল। 'আর সাথে চাকের দরজা খুলে দিয়েছি।'

কপাল কুঁচকাল মঙ্ক। একটা এপিয়ারি থেকে মৌমাছির ঝাঁক বেরিয়ে এল।

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক। দরজার পিছনে তাদের গুঞ্জন ক্রমে বাড়ছে।

'এগুলো নিশ্চিতভাবে আফ্রিকান,' ক্রিড ধৃত রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল। '**খুবই** রাগী।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন?'

'আমাদের এখান থেকে বেরোনোর জন্য।' ক্রিড অভ্যর্থনা কক্ষের ভিতরের দরজাটা দেখাল। 'আমি বলামাত্র দরজাটা খুলবেন। কিন্তু দরজার পিছনে লুকিয়ে থাকবেন।'

মঙ্ক আস্তে আস্তে বুঝতে পারল। ক্রিডের সাথে জায়গা বদলে অভ্যর্থনা কক্ষের ভিতরের দরজার সামনে দাঁড়াল সে। ক্রিড হলওয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে মৌমাছির ঝাঁকটাকে দেখল।

ঝাঁকটা তাদের রাণির ট্রেইল ধরে কাঁচের দরজা আর দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে। গুঞ্জন এত বেড়ে গেল যে মঙ্কের গা শিউরে উঠল।

ক্রিড অপেক্ষা করছে। রাণীসহ দেরাজটাকে মেঝেতে রাখল সে। অন্য রুমে ঝাঁকটা এত বড় হয়ে গেছে যে আলো দেখা যাচ্ছে না।

'রেডি হন,' ক্রিড সোজা হতে হতে বলল।

মঙ্ক তার দরজার হাতলটা ধরল।

চুলে শেষবারের মতো হাত বুলিয়ে ক্রিড দরজাটা খুলে ধরল। মঙ্ক দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু সে হলওয়েতে সিকিউরিটি গার্ডদের আকস্মিক চিৎকার শুনতে পেল।

ক্রিড নরওয়েজিয়ান ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল।

গার্ডরা বুঝে উঠতে পারছে না এই নতুন টেকনিশিয়ান কোনও হুমকি কিনা। এই সুযোগে ক্রিড দেরাজটা লাথি দিয়ে গার্ডদের দিকে পাঠিয়ে দিল।

'এখন!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

মঙ্ক দরজা খুলে তার পিছনে আশ্রয় নিল।

ঝাঁকটা সোজা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে অভ্যর্থনাকক্ষে প্রবেশ করল। ক্রিড পিছিয়ে তার দরজাটা পুরো খুলে ধরল। রাণীর কাছে পৌছানোর রাস্তা খোলা পেয়ে ঝাঁকটা সোজা ছুটে গেল হলে। ভীত হয়ে একজন গার্ড গুলি ছুঁড়ে বসল।

আর সেখানেই ভুলটা করল।

মঙ্ক আফ্রিকান মৌমাছি সম্পর্কে এতটুকু জানে যে উচ্চ শব্দে ক্ষেপে যায় তারা।

চিৎকার ভেসে এল, যা পরিস্থিতি আরও ঘোলাটেই করল কেবল।

ক্রিড ঝুঁকে মঙ্কের জ্যাকেটের স্লিভ ধরল। যাবার সময় হয়েছে। মঙ্ক ক্রিডকে অনুসরণ করল। গোপনে পালাবার কোনও দরকার নেই। চারজন গার্ডই ঝাঁকের

মাঝে আটকা পড়েছে। মৌমাছিগুলো তাদের নাকে-মুখে ঢুকে যাচ্ছে। মঙ্ক আর ক্রিড হল ধরে ছুট লাগাল।

কতিপয় উচ্চাভিলাষী মৌমাছি তাদের ধাওয়া করল। মঙ্কের গায়ে কয়েকটা হুল-ও ফুটালো, কিন্তু ঝাঁকটা তাদের রাণীর আশেপাশেই থাকল। লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্রিড এলিভেটর লবিতে সবার আগে পৌছল। ভিতরে ঢুকতেই মঙ্ক পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

গ্রে লিফটের বোতামে চাপ দিল। সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। লিফটটা এখনও এই লেভেলেই আছে। হুড়োহুড়ি করে ভিতরে ঢুকল তারা। সার্ভারঘরে যাবার সময় নেই আর। মঙ্ক তাদের প্রাথমিক মিশন পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে লবির বোতাম চেপে দিল। এখান থেকে বেরোতে হবে এখনই। ক্রিড-ও আপত্তি করল না।

লিফট উপরে ওঠার সময় মঙ্ক ক্রিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভালই খেল দেখিয়েছ, বাছা।'

'আসলেই?' ক্যাঁক করে উঠল সে। 'আমি এখনও বাচ্চা?'

শ্রাগ করে লিফট থেকে বেরিয়ে এল মঙ্ক। দ্রুত সম্মুখভাগের দিকে এগোল সে। সাফল্যে ছেলেটার মাথা বিগড়ে যাক চায় না সে। বাইরে বেরোনোর সময় একটা কণ্ঠস্বর হঠাৎ বেজে উঠল তার কানে, রাগ আর তাড়ার ছাপ স্পষ্ট।

'মঙ্ক, রিপোর্ট কর।' পেইন্টার বলল।

মঙ্ক তার গলার মাইকটা চেপে ধরল। 'স্যার, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।'

ওপাশ থেকে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। 'আর মিশনের কী অবস্থা?'

'মৌমাছি নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম আমরা।'

'মৌমাছি?'

'আমি পরে ব্যাখ্যা করব। আমরা কি হোটেলে সাক্ষাৎ করব?'

'না। আমি তোমাদের ওদিকে আসছি। আমার সাথে লোক আছে।'

লোক?

'প্যানে কিছু রদবদল এসেছে,' পেইন্টার জানাল। 'অসলোতে পরিস্থিতি গরম। তাই আমরা ঠাণ্ডা কোথাও সরে যাচ্ছি।'

ফোমে ভেজা মঙ্ক বরফশীতল ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ভাবল, এর থেকেও ঠাণ্ডা?

কর্পোরেট ক্যাম্পাসের দিকে এগোতে এগোতে গ্রে-কে কল্পনায় দেখল উষ্ণ কেবিনে ক্যাম্প স্টোভের আগুনের পাশে বসে তাপ পোহাতে।

লাকি বাস্টার্ড!

১৬
১৩ অক্টোবর, রাত ১২ টা ২২ মিনিট
লেক ডিস্ট্রিক্ট, ইংল্যান্ড

জঙ্গলে আগুন ধরে গেছে। গ্রে তার স্ট্যালিয়নের লাগাম চেপে ধরল। সে আর বাকিরা দ্রুত ঘোড়ায় চেপে বসেছে। তাদের হাতে মোটেও সময় নেই।

প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে, আগুনের আঁচ কমে গিয়ে এখন চারপাশে নারকীয় আলোকসজ্জা বিরাজ করছে। ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে আছে চারপাশ। তারার আলো ম্লান হয়ে গিয়েছে। একপাশে কাঠে আগুন ধরে আছে। সম্ভবত পুরনো, শুকনো কাঠ, তাই আগুন ধরে গিয়েছে। তুষারাবৃত জঙ্গলের বাকি অংশ তখনও আগুন দমিয়ে রেখেছে।

তবে তারা এখনও নিরাপদ নয়।

'ঘোড়ায় চেপে বস!' বাকিদের বলল গ্রে।

এখনই সরে যেতে হবে। প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান। পিটের আগুন মাটির নিচ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভিতরে ভিতরে তা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।

হিসেব করে দেখেছেন ওয়ালেস যে পুরো উপত্যকা এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। সময়মত তাদের কাছে সাহায্য এসে পৌছাতে পারবে না। গ্রে তার স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে পেইন্টারের সাথে যোগাযোগ করে তাদের অবস্থান জানায়, কিন্তু ডিরেক্টর-ও স্বীকার করেছেন যে সময়মত এয়ার সাপোর্ট পৌছান সম্ভব না।

তাদের নিজেদেরই নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

গ্রে স্যাডলে চড়ে বসতেই, রিং থেকে একটা পাথর খুলে পড়ল। নিচে মাটি ভেঙে পড়ছে। মাটি থেকে আগুনের উদগীরণ হলো। বাকি পাথরগুলো এর মধ্যেই পড়ে গেছে, কিছু এরই মধ্যে আগুনে পিটের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে।

এটা কোনও সাধারণ পিট ফায়ার না।

কেউ একজন পরিষ্কারভাবে জায়গাটাকে ধ্বংস ও এখানে উপস্থিত সবাইকে হত্যার জন্য আগুন লাগিয়েছে।

গ্রে'র পাশে তার পনির দিকে এগিয়ে গেল র‍্যাচেল। তার ঘোড়ার চোখে ভীতি। র‍্যাচেলকেও কম ভীত দেখাচ্ছে না।

বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের সবারই ধারণা আছে।

আগুন ধরতেই, একটা ঘোড়া ছুটে জঙ্গলে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর কিছু একটা ভেঙে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। পাশাপাশি ভেসে এল আর্তচিৎকার।

গ্রে পাথরটাকে আস্তে আস্তে আগুনের মাঝে ডুবে যেতে দেখল। তাদের পায়ের নিচে মহাবিপদ। একটা ভুল পদক্ষেপ আর তাদের পরিণতিও হবে ওই ঘোড়ার মতো।

সেইচান গ্রে'র স্ট্যালিয়নের পাশে চলে এল দ্রুত। তার ঘোড়াটাই পালাতে গিয়ে মারা গেছে। গ্রে ঝুঁকে হাতে ধরে তার পিছনে স্যাডলের উপর বসিয়ে দিল।

'চল!' বনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের দিকে ইশারা করল সে যেখানে আগুনের ছটা এখনও দেখা যাচ্ছে না। এই অগ্নিকুন্ড ভেদ করে তাদের পাহাড়ে উঠতে হবে।

ওয়ালেসকে পাশে নিয়ে পথ দেখাল গ্রে।

তাদের সামনে ছুটছে টেরিয়ার রুফাস।

'আমাদের নিরাপদ রাস্তা দেখাবে সে,' প্রফেসর বললেন। তার মুখ ফ্যাকাসে। 'পাকা পিট জ্বলে বেশি। আমরা যা দেখতে পারছি ওর নাক তা টের পাবে।'

গ্রে আশা করল তার কথা যেন ঠিক হয়। কিন্তু পুরো উপত্যকা জুড়ে পুড়ছে পিট। কুকুরটার নাক এই ব্যাপক অগ্নিকান্ডের ধোঁয়া থেকে পিটের গন্ধ আলাদা করতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু আর কোনও পথ-ও তো নেই।

আর হয়ত কুকুরটা কিছু একটা অনুভব করতে পারছেও। যেতে যেতে কুকুরটা বারবার থমকে দাঁড়াচ্ছে, পথ বদলাচ্ছে।

গ্রে সতর্কতার সাথে গতি ধরে রেখে এগোচ্ছে। কুকুরটা তুষার আর জমে থাকা জলাশয় ধরে এগোচ্ছে। এমন হিমশীতল রাতে, মাটিতে জমে থাকা বরফ আর তুষার দেখলে নিচে যে নরকের আগুন জ্বলছে তা অসম্ভব মনে হয়।

কিন্তু তাদেরকে সেই বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিল আগুনের ভয়ে তাদের টপকে পার হয়ে যাওয়া একটা হরিণ। নিশ্চিত পদক্ষেপে গাছের মধ্য দিয়ে একটা তুষারাবৃত পথ ধরে ছুটে গেল তা। কিন্তু মাটি ভেঙে পড়ল। হরিণটার দেহের অর্ধেক পড়ল তলদেশের আগুনে। আগুনের হলকা আর পোড়া ছাই দেখা গেল। ব্যথায় হা করে উঠল তা, তারপর দেহটা স্থির হয়ে গর্তে হারিয়ে গেল। ধোঁয়া উঠল গর্ত থেকে। গরম ঝাপটা এসে লাগল ঠাণ্ডা রাতে।

সবাই সাবধান হয়ে গেল আরও।

'হায় যীশু,' কোয়ালস্কি বলে উঠল।

সেইচান শক্ত করে গ্রে'র কোমর জড়িয়ে ধরল।

ধোঁয়াচ্ছন্ন রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে দেখতে পেল মরা গাছেও আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আগুনের ভয়াবহতা দেখে রুফাসের গতিও কমে আসল। প্রায়ই সে থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে, নাক বাতাসে, বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে যাবে। কিন্তু সে চলার মধ্যেই আছে, মাঝে মাঝে তাদের ঘোড়ার চার পায়ের মাঝ দিয়ে পেছাতে হচ্ছে তাকে।

শেষপর্যন্ত, পুরনো শুকনো একটা নদীর কাছে এসে একেবারে থমকে দাঁড়াল সে। দেখে হুমকি মনে হচ্ছিল না। কিন্তু কুকুরটা উপকূলে এসে আগু-পিছু করছিল খালি। এক পা এগিয়েও কী ভেবে আবার পিছিয়ে আসল সে। কিছু একটা তাকে সংশয়ে ফেলে দিয়েছে। সে ঘোড়ার সারির দিকে ফিরে এল। ভয়ে কুঁইকুঁই আওয়াজ করছে সে।

স্যাডলে বসে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে। আগুনের ভয়াবহ রূপ দেখা যাচ্ছে। কাছে একটা পাইন আরও কয়েকটা ছোট ছোট গাছ নিয়ে উপড়ে পড়ল। হুশ করে আগুন হুলকে উঠল। পুরো জঙ্গল একই পরিণতি বরণ করে নিচ্ছে। জ্বলন্ত জলায় হারিয়ে যাচ্ছে সব।

বসে থাকলে চলবে না। যত তারা অপেক্ষা করবে পরিস্থিতি তত খারাপ হবে। তাদের পাহাড়ে পৌঁছতে হবে যেকোন মূল্যে।

'ওরে বুড়ো বেটা,' ওয়ালেস আদুরে ভঙ্গিতে তার কুকুরকে অনুরোধ করলেন। 'তুই পারবি, রুফাস। আমাদের বাড়ির পথ খুঁজে দে বাছা।'

কুকুরটা তার প্রভুর দিকে তাকাল, তারপর পথটার দিকে। কেঁপে উঠে বসে পড়ল সে। কাঁপতে থাকল সে, সিদ্ধান্তে অনড়। কোনও নিরাপদ পথ নেই।

গ্রে স্যাডল থেকে নেমে লাগাম ধরিয়ে দিল সেইচানের হাতে। 'এখানেই থাক।'

'কী করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

গ্রে পিছন থেকে একটা পাথর নিয়ে এল। নিশ্চিতভাবে জানতে হবে তাকে। নদীর তীরে পাথরটা নিয়ে এসে নিচু হয়ে ছুঁড়ে দিল সে। পাথরটা সোজা মাঝ বরাবর গিয়ে পড়তেই মাটি ভেদ করে নিচের আগুনে জলায় পড়ল। আশেপাশের বরফ গলে বাষ্পের উদগীরণ হলো।

গর্তটা সাথে সাথে আরও বড় হয়ে গেল। পুকুরে পাথর ফেলার মতো প্রতিক্রিয়া হলো। নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল যেন। পুরো নদীটা যেন ভেঙে পড়ল।

'তোমার ত্যাড়ামির কথা আর কী বলব!,' কোয়ালস্কি বলল। 'ভাল কিছু সহ্য হয় না, না?'

গ্রে তাকে অগ্রাহ্য করে আরেকটা পাথর নিয়ে ছুঁড়ে মারল। সে আরেকটা বড় পাথর তুলে ঘুরিয়ে মারল নদীর অপর পাড়ে প্রায় আট ইয়ার্ড দূরে। পাথরটা ধপ করে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে থাকল।

'ওখানে এখনও শক্ত আছে মাটি। আমরা যদি কেবল কোনভাবে ওই পাশে পৌঁছতে পারতাম...' গ্রে ওয়ালেসের দিকে তাকাল। 'এই পাহাড়ী ঘোড়াগুলো লাফ দিতে কেমন পারদর্শী?'

প্রফেসর অগ্নিপথের দিকে তাকালেন।

'বেশ ভালই,' দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন তিনি। 'কিন্তু দূরত্ব তো অনেকখানি।'

'আমাদের হাতে খুব বেশি বিকল্প-ও তো নেই!' কোয়ালস্কি যোগ করল।

আরেকটা গাছ তলিয়ে গেল মাটিতে।

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' বললেন ওয়ালেস।

'আমি আগে যাচ্ছি,' গ্রে তার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। সে হাত উঁচিয়ে সেইচানকে নামতে সাহায্য করল।

'আমি তোমার সাথে যাচ্ছি,' বলল সেইচান।

'না। আমাদের ওজন কেবল ঝামেলা-'

'তুমি কি কোনও খালি ঘোড়া দেখতে পাচ্ছ এখানে?' সেইচান তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিল। 'কারও না কারও ঘোড়ায় আমার চড়তে হবে। আর তোমার স্ট্যালিয়নটাই সবথেকে বড়।'

গ্রে বুঝতে পারল তার কথা ঠিক।

ঘোড়ায় চড়ে বসল সে। ঘোড়াকে তীর থেকে বেশ অনেকদূর সরিয়ে আনল সে।

'শক্ত হয়ে বস,' বলল গ্রে।

মেনে নিয়ে পিঠের সাথে গাল ঠেকিয়ে শক্ত করে ওকে চেপে ধরল সেইচান। ফিসফিস করে বলল সে, 'যাও।'

স্যাডলে ঝুঁকে ঘোড়ার গায়ে লাথি দিয়ে লাগাম চেপে ধরল সে। স্ট্যালিয়নটা আরোহীর মতলব বুঝে ঝড়ের বেগে সামনে ছুটে গেল। কয়েকটা দীর্ঘ পদক্ষেপেই পূর্ণ গতিতে ছুটতে শুরু করল সে।

ঘোড়াটার শক্তি অনুভব করতে পারল গ্রে স্যাডলে বসে। যতই গতি বাড়ছে ততই তার ঘাড় ফুলে ফুলে উঠছে। তীরে পৌঁছল ঘোড়াটা।

পেশীর ঝাঁকুনিতে লাফ দিল ঘোড়াটা। গ্রে স্যাডল থেকে লাফিয়ে উঠে ভর কমিয়ে দিল। সেইচান শক্ত করে তাকে ধরে আছে। আগুনের উপর দিয়ে উড়ে গে তারা। নিচ থেকে তাপ টের পেল সে।

তারপর তারা অপর তীরে গিয়ে পৌছল।

গ্রে আবার স্যাডলে বসে পড়ে দক্ষতার সাথে লাগাম টেনে ধরল। গতিজড়তায় কিছুদূর ছুটে গেল ঘোড়াটা। তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে ফেলল গ্রে।

সেইচান এখনও তাকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

সে নদীর তীরে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে অন্যদের তাকে অনুসরণ করতে বলল। নিজের কণ্ঠকে বশ্বাস হচ্ছে না তার। শিহরণ বয়ে গেল তার শরীরজুড়ে, কিন্তু সেইচান তাকে ধরেই আছে।

'আমরা পেরেছি,' পিছন থেকে বিড়বিড় করে বলল সে।

অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। ওয়ালেস রুফাসকে কোলে নিয়ে এলেন। গ্রে'র বুড়োকে ক্রেডিট দিতেই হচ্ছে। লোকটা দারুণ ঘোড়া চালাতে জানেন।

এরপর এল র‍্যাচেল। ঘোড়াকে পিছিয়ে নিয়ে নদীর দিকে ছুট লাগাল সে। গ্রে'র ঘোড়াটা সবথেকে বড় হলেও র‍্যাচেলের ঘোড়াটা দ্রুততম। তীরে পৌছুল তা, কিন্তু কোথাও একটা গড়বড় হয়েছে।

একটা ক্ষুর মাটিতে পিছলা খেল।

গ্রে সাথে সাথে বুঝে গেল বিপদ। লাফটা বেশি নিচু, ঘোড়াটার দেহ এক দিকে ঘুরে গেছে।

এপারে পৌছাতে পারবে না তারা।

র‍্যাচেলকে সিটের উপর বসে থাকতে বেশ বেগ পেতে হলো। ঘোড়াটা লাফ দিতেই সে অভিকর্ষের কেন্দ্র টের পেল সরে গেছে। সে পা দিয়ে চেপে ধরে স্যাডলে টিকে রইল। লাগামটা বুকের কাছাকাছি চেপে ধরল সে। ঝুঁকে গেল স্যাডলের উপর।

বাঁকাচোখে তাকাল সে নিচের আগুনের দিকে তাকাল। ওপারে পৌছুতে পারবে না সে। ঘোড়াটা এরইমধ্যে নিচে পড়তে শুরু করেছে। প্রচণ্ড উত্তাপ গ্রাস করছে তাকে।

সবার চিৎকার শুনতে পেল সে।

তারপর মাটিতে পড়ল সে। সামনের খুড়গুলো পড়ল অপর তীরে শক্ত মাটিতে, কিন্তু মেয়ারের পেছন দিকটা গিয়ে পড়ল আগুনের নদীর কিনার ঘেঁষে।

আঘাতের প্রভাবে ঘোড়ার উপর পেট দিয়ে পড়ল র‍্যাচেল। বুকের ভিতর থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল তার। হাত থেকে লাগাম আর স্টিরাপ থেকে পা ছুটে গেল তার। আগুনে নিপতিত হতে যাচ্ছে সে।

তার নিচে বেচারা মেয়ারটা ব্যথায় কাতর হয়ে পা ছুঁড়ছে।

পিছলে যেতে যেতে র‍্যাচেল স্যাডলের কিনার খামচে ধরল। আগুনের পুড়ে গেল তার বুটের সোল। ভয়ে মেয়ারটা তাকে ফেলে দিতে চাইল। তার থেকেও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে গড়াতে শুরু করল ঘোড়াটা।

'ধরে থাক!' চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

উপরে তাকাল সে। সেইচান! মেয়েটা লাফিয়ে মেয়ারের লাগাম ধরে ফেলল। অন্যদিক থেকে গ্রে এসে দড়ির মাথাটা ধরার চেষ্টা করল।

দুজনে মিলে ঘোড়াটাকে গড়াগড়ি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাল।

সেইচান দড়িটা ধরে পিছনের দিকে হেলে পড়ল। মাটিতে জুতার হিল দেবে গেল তার। মেয়ারটা মাথা নাড়ানোয় গ্রে'র হাত থেকে দড়ি ছুটে গেল। সে আবার লাফ দিল।

'র‍্যাচেলকে ধর খালি!' চেঁচিয়ে বলল সেইচান। নদীর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ঘোড়াটা।

র‍্যাচেল তার শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে স্যাডলে আটকে আছে। তার পা জ্বালা করছে, প্যান্টে আগুন ধরে গিয়েছে সম্ভবত। হাতের আঙুল অসাড় হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ গ্রে এসে হাজির হলো। সে এক হাতে স্যাডল চেপে ধরে আরেক হাতে র‍্যাচেলকে ধরল। তারপর বুকের কাছে চেপে ধরল তাকে। মুখ লাল হয়ে আছে তার।

'আমাকে ডিঙিয়ে যাও!' সোজা র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

ওই ইস্পাতকঠিন দৃষ্টির দৃঢ়প্রতিজ্ঞা র‍্যাচেলের মাঝেও সঞ্চারিত হলো।

শ্বাস টেনে, সে উপরে উঠে গ্রে'র কোট খামচে ধরল। তার উপর উঠে অন্য হাত দিয়ে বেল্ট চেপে ধরে ওর উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিল। তারপর নদীর কিনার থেকে গড়িয়ে সরে এসে চার হাত-পা ছড়িয়ে তুষারের উপর পড়ল।

গ্রে হুড়মুড় করে তার পাশেই ভূপাতিত হলো। তারপর এক হাতের উপর বয়ে নিয়ে আসল তীরে। একসাথে শুয়ে পড়ল তারা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে গ্রে-কে জড়িয়ে ধরল র‍্যাচেল।

তার পিছনে, গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকিয়ে র‍্যাচেল দেখল সেইচান তাদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মেয়ারের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে আগুনে নিপতিত হলো সে।

পিস্তলটা চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সেইচান।

দারুণ!

আগুনের নদীর অপর পাশ থেকে র‍্যাচেলের মেয়ারের হোঁচট খাওয়ার পুরো দৃশ্যটাই দেখেছে কোয়ালস্কি। র‍্যাচেলের ঘোড়াটা এখনও নদীর কিনারে পুড়ছে। সে

কীভাবে এ পথ পাড়ি দিবে? তার গেল্ডিংটা না গ্রে'র স্ট্যালিয়নের মতো লম্বা, না র‍্যাচেলেরটার মতো দ্রুতগামী। আর তার ঘোড়াটার বিচি নেই, তা নিয়ে সে ইতোমধ্যেই তেতে আছে।

কোয়ালস্কি নিজের পেটের উপর হাত রাখল। নিজের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়েটিং করা উচিত ছিল তার।

অপর পাশ থেকে গ্রে ডাকল তাকে। 'কীসের অপেক্ষা করছ তুমি?'

কোয়ালস্কি এক আঙুল উঁচাল গ্রে'র দিকে। ঘোড়ার ঘাড়ে হাত রাখল। 'পারবি তো...নাকি?'

মাথা নাড়িয়ে ভয়ে চোখ গোল গোল হয়ে গেল তার।

আমি আছি তোর সাথে বন্ধু।

কোয়ালস্কি ঘোড়াটাকে আরও কিছুদূর পিছিয়ে নিয়ে গেল। তবুও দ্বিধায় ভুগছে সে, সাথে ঘোড়াটাও। স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না ঘোড়াটা, নার্ভাস হয়ে ক্ষুর ফেলছে। তাদের দুজনেরই প্রাণ হারানোর ভয় আছে।

আমাদেরকে নিজেদের শান্ত করতে হবে, এক মুহূর্তের জন্য-

তাদের ঠিক পিছনেই এমন সময় একটা পাইন গাছ বিস্ফোরিত হলো। আগুনের ছটা এসে লাগল তার কোটে আর ঘোড়াটার পশ্চাদ্দেশে।

আগুনের ছ্যাকা খেয়ে গেল্ডিংটা অ্যাড্রেনালিনে ভর করে আচমকা ছুট লাগাল। কোয়ালস্কি পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কোনমতে ভারসাম্য রক্ষা করল সে। ঝড়ের বেগে ছুটছে ঘোড়াটা, তীরে এসে লাফ দিল আকাশে।

কোয়ালস্কি দুঃসাহসী হলে ইয়াহু বলে উঠত। অথবা মাথায় কাউবয় হ্যাট থাকলে বাতাসে নাড়াত! কিন্তু তা না করে সে ঝুঁকে শক্ত হয়ে দু'হাত দিয়ে ধরে গেল্ডিংটার সাথে সেঁটে থাকল।

নিচে শেষজন পালাচ্ছে বুঝতে পেরেই যেন পুরো খাঁড়িটা তলিয়ে গেল আগুনে। আগুনের হলকা ছুটে বেরাচ্ছে তাদের আশপাশ দিয়ে।

কোয়ালস্কি তার চোখ বন্ধ করে ফেলল। প্রচণ্ড উত্তাপে সিক্ত হলো সে।

তারপর অপর পাশে শক্ত মাটিতে ধপ করে ক্ষুরের উপর পড়ল ঘোড়াটা। ধাক্কায় ঘোড়াটার মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল কোয়ালস্কি। বেশ কিছুদূর গিয়ে জমে থাকা তুষারের উপর পড়ল সে। পিঠের উপর ভর দিয়ে শুয়ে উপলব্ধি করল যে সে বেঁচে আছে।

কনুইয়ের উপর ভর করে উঠে দাঁড়াল সে। এলোমেলো পা ফেলে তার বাহনের দিকে এগিয়ে গেল। দুজনেরই পা এখনও কাঁপছে। গেল্ডিংটার পাশে গিয়ে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরল সে।

'তোকে অনেক ভালবাসি, হে আমার বিচিহীন বিস্ময়!'

বিশ মিনিট পর, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দলটা উপত্যকার বাইরে একটা পাথুরে পথ ধরে যাচ্ছে। ঢালে তাদের ছায়ায় আগুনের নাচন। নিচে পুরো উপত্যকা পুড়ছে।

ব্যথায় কাতর সেইচান কোয়ালস্কির পিছনে সওয়ার হয়েছে। সে গ্রে আর র‍্যাচেলের দিকে তাকাল। দুজনে স্ট্যালিয়নটায় চড়ে যাচ্ছে। র‍্যাচেলের হাত গ্রে'র কোমরে, মাথা কাঁধে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে, সে গ্রে'র কাছেকাছে থাকছে তার শক্তি-সামর্থ্যের জন্য।

সেইচান তার দুর্বলতাকে অবজ্ঞা করেনি।

তবে সে আরেকটা বিষয় খেয়াল না করে পারল না।

দুজন কীভাবে যেন একাত্মা হয়ে গেছে তা লক্ষ্য করল সে। গ্রে'র সাথে একই ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় সে-ও গ্রে-কে ধরে ছিল। তার ঘামের গন্ধ পেয়েছে, তার শরীরের উত্তাপ টের পেয়েছে। কিন্তু এর বাইরে গ্রে'র তরফ থেকে আরকিছু অনুভব করেনি। সে নিজেও বালুর বস্তার মতই নির্জীব ছিল।

এমনকি এইমাত্র সে দেখতে পেল গ্রে র‍্যাচেলের বাহুতে হাত ঘষছে। ব্যাপারটা বেশ সহজাত এবং স্বস্তিদায়ক। সেইসাথে গ্রে রাস্তার উপর-ও নজর রেখেছে।

সেইচান অন্যদিকে তাকাল। রাগ লাগছে তার। গ্রে'র উপর নয়। নিজের বোকামির উপর। জঙ্গল বিস্ফোরিত হবার আগে কোয়ালস্কির বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। 'স্কুলের বাচ্চাদের মতো একে অপরের প্রতি আকর্ষণবোধ কর তোমরা।' সেইচান ভেবেছিল তার মনের কথা সে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কোয়ালস্কি গ্রে'র ব্যাপারে যা বলেছে তা কি ঠিক?

এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে বিশ্বাস করাল সে যে কথাটা সত্যি। কিন্তু কেবল এক মুহূর্তের জন্য। গ্রে'র দিকে তাকিয়ে তার উপলব্ধি হলো আসলে তাদের কোনও ভবিষ্যত নেই। তারা দুজন যোজন যোজন দূরে আছে।

আর এ দূরত্ব কেবল বাড়বেই।

বিশেষ করে যা হতে যাচ্ছে তারপর তো আরও।

জঙ্গল থেকে মুক্ত হবার পর এখন সময় হয়েছে তার পরবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের।

রাত ২ টা ৭ মিনিট

গ্রে থামতে বলল যাতে তারা বিশ্রাম নিতে পারে আর ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে পারে। বরফের মতো নীল এক হ্রদের কিনারে পৌঁছেছে তারা। এমন অসংখ্য হ্রদ এই এলাকাজুড়ে পারদের ফোঁটার মতো ছড়িয়ে আছে।

র‍্যাচেলের পোড়ার অবস্থাও দেখতে চেয়েছিল সে। র‍্যাচেলের পায়ের নিচের অংশ সাথে সাথে বরফ দিয়ে প্যাক করে দিয়েছিল সে তাপের ক্ষতি কমানোর জন্য। তার চামড়া উজ্জ্বল গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে আর দুয়েকটা ফুসকুড়ি বেরিয়েছে, কিন্তু গ্রে ঝুঁকি নিতে চায়নি।

দলটা ঘোড়া থেকে নামল। স্যাডলে বসে থেকে থেকে ব্যাথা করছে তাদের। এখানে ওখানে পুড়েছে। আগুনের নদী পেরোনোর পরও রাস্তা কণ্টকাকীর্ণ ছিল।

রুফাস যদি তাদের পথ না দেখাত...

গ্রে দেখল প্রফেসর এক টুকরো শুকনো সসেজ বের করে তার টেরিয়ারকে খাওয়ালেন। পেটের পর পেট সসেজ রুফাসের প্রাপ্য। তবুও তার ভাল কাজের উপঢৌকন হিসেবে এটা পেয়ে তাকে খুশিতে আত্মহারা মনে হচ্ছে।

ওয়ালেস নিচু হয়ে কুকুরটার গায়ে হাত রাখলেন। 'লক্ষ্মী ছেলে আমার।'

প্রাণপণে লেজ নাড়তে থাকল রুফাস।

এমনকি সেইচানও এক টুকরো চিজ ছুঁড়ে দিল তার দিকে। ক্ষীপ্রতার সাথে তা ধরল টেরিয়ারটা। সেইচানের প্রতি প্রাথমিক অনাস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সে। সে বরফশীতল হ্রদের কিনারে দিয়ে দাঁড়াল, পানিতে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়ছে তার গায়ে।

গ্রে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

র‍্যাচেল যখন আগুনে পড়তে যাচ্ছিল প্রায় তখন সেইচানই প্রথম স্যাডল থেকে নেমে তার সাহায্যার্থে ছুটে গিয়েছিল। এমনকি গ্রে-ও তার আধকদম পিছনে ছিল। এজন্য তাকে ঠিকমত ধন্যবাদ-ও জানানো হয়নি।

কিন্তু তার আগে কিছু বিষয়ে নজর দিতে হবে তার।

কোয়ালস্কি কতগুলো খড়কুটোতে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরাল। যা হয়েছে তারপরও এই শীতল রাতে আগুনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। সবাই পতঙ্গের মতো আগুনের দিকে ধাবিত হলো।

গ্রে তার হাতটা গরম করে নিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাগ থেকে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করল।

'বাড়িতে ফোন দিচ্ছ?' জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

'পেইন্টারকে আপডেট দিতে হবে। জানাতে হবে নরক থেকে পালিয়েছি আমরা।'

গ্রে ফোনটা কানে তুলতেই পিছন থেকে সেইচান বলে উঠল, 'তার আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

গ্রে ঘুরে দেখল তার দিকে বন্দুক তাক করে আছে সে।

'কী করছ তুমি?' জানতে চাইল গ্রে।

'ফোনটা এদিকে ছুঁড়ে দাও।'

'সেইচান...'

'যা বলছি কর।'

গ্রে প্রতিরোধের নিষ্ফল চেষ্টা করল না। সে ভালভাবেই জানে এই মেয়ে কেমন শুট করতে পারে। সে ফোনটা সেইচানের দিকে ছুঁড়ে দিল। সে পিস্তল না কাঁপিয়ে অনায়াসে ধরে ফোনটা লেকের পানিতে ফেলে দিল।

'এখন সময় আমাদের নেটওয়ার্কের বাইরে চলে যাওয়ার,' বলল সে।

গ্রে ধারণা করতে পারছে কী বলতে চাইছে সে। যদি সে রিপোর্ট না করে পেইন্টার ভাববেন তারা ওই পোড়া জঙ্গল থেকে বেরোতে পারেননি। অনুসন্ধানকারীদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ লেগে যাবে ছাইয়ের মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে।

কিন্তু যা বুঝতে পারছে না গ্রে তা হচ্ছে কেন।

প্রশ্নটা নিশ্চয়ই তার চেহারায় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

সেইচান ব্যাখ্যা করল। 'আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাদার জিওভানি যে কী-র সন্ধানে ছিলেন তা খুঁজে বের করা। অতীতে তুমি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছ পিয়ার্স।' গ্রে'র দিকে এক ভ্রূ উঁচিয়ে বলল সে। 'গিল্ডের পূর্ণ আস্থা আছে তোমার উপর।'

নিজেকে লাথি মারতে মন চাইল গ্রে'র। সে আশঙ্কা করেছি যে সেইচান পরিস্থিতিকে তার নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগাতে পারে, তার প্রাক্তন প্রভুদের সুনজরে ফিরে যাবার জন্য- সত্যিকার অর্থেই হোক, ডাবল এজেন্ট হিসেবেই হোক। যেভাবেই হোক না কেন, তার ধারণা ছিল সেইচান আরও পরে কাজটা করবে। অসতর্ক হয়ে পড়েছিল গ্রে। তবে আসলে ব্যাপারটা আরও জটিল। ক্ষোভ দানা বাঁধল তার মনে। সেইচানকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল সে।

তার কিছুটা রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল সে। 'তুমি কীভাবে ভাবলে যে আমাদের দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে পারবে তুমি? পুরো সময় তো আর আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে থাকতে পারবে না।'

'তা সত্যি।' বন্দুকটা হোলস্টারে পুরল সে।

তা দেখে আরও চিন্তায় পড়ে গেল গ্রে। সেইচানের পরের কথায় ভয়টা আরও পাকাপোক্ত হলো।

'এ কারণে আমি র‍্যাচেলকে বিষ খাইয়েছি।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল গ্রে।

র‍্যাচেল এক পা এগিয়ে এল। 'কী?'

'চায়ের মাঝে।' সেইচান তাকালও না তার দিকে। তার মনোযোগ গ্রে'র দিকে। 'বিশেষ এক ধরণের বায়োটক্সিন। তিনদিনের মাঝে মানুষ মারা যায়। দুর্ভাগ্যবশত,

রোগের লক্ষণ দেখা যাবে। বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, পর্যায়ক্রমে রক্তপাত শুরু হবে।'

র‍্যাচেল কথা খুঁজে পাচ্ছে না, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'কিন্তু আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি জঙ্গলে।'

গ্রে অনুধাবন করতে পারল। 'তার তোমাকে জীবিত দরকার।'

শ্রাগ করল সেইচান। 'এই বিষের প্রতিষেধক আছে। এর উপর কাজ করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি এনজাইম। তালা আর চাবির মতো বলতে পার। এর বাইরে আর কোনও প্রতিষেধক নেই। আর পরিষ্কার জেনে রাখ, আমি জানি না এর প্রতিষেধক কী, কোথায় আছে, অথবা কীভাবে তা পাওয়া যাবে। প্রতিষেধকটা দেয়া হবে কেবল যখন কী-টা আমার হাতে তুলে দিবে তোমরা।'

'আমি বুঝতে পারছি না। কোনও কী-এর কথা বলছ তুমি?'

'যে জিনিসের সন্ধানে ছিলেন ফাদার জিওভানি। ডুমসডে বুক-এর কী।'

ওয়ালেস ঝটকা খেলেন এ কথায়। 'কিন্তু তা তো কেবল মিথ।'

'র‍্যাচেলের জন্য হলেও, প্রার্থনা করুন যেন তা না হয়। আমাদের হাতে কেবল তিনদিন সময় আছে।'

'আর তুমি কথা রাখবে তার নিশ্চয়তা কী?' জানতে চাইল গ্রে।

প্রশ্ন শুনে চোখ রাঙাল সেইচান। 'আমার কি তার জবাব দেবার কোনও প্রয়োজন আছে?'

গ্রে-ও পাল্টা চোখ রাঙাল। ঠিক বলছে সে। প্রয়োজন নেই। কোনও নিশ্চয়তা নেই, নিশ্চয়তার দরকার-ও নেই। র‍্যাচেলের জীবন যখন বাজি, তাদের হাতে আর কোনও উপায় নেই।

কোয়ালস্কি হাত ভাঁজ করে গ্রে'র দিকে তাকাল। 'পরের বার পিয়ার্স, কুকুরটার কথা শোন।'

১৭
১৩ অক্টোবর, রাত ৩ টা ২৩ মিনিট
অসলো, নরওয়ে

রাতে ঘুমাতে পারেনি ক্রিস্টা।

আজ রাতটা বেশ দীর্ঘ মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খবর পাবে সে।

ইতালীয় কাশ্মিরি রোব পরে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। এ অংশটা বেশ লম্বা, হাঁটার সময় ঝুঁকতে হয় না। তার উন্মুক্ত পা মেঝের পাপোশের উপর। লোহার গরাদওয়ালা গথিক জানালাগুলো দিয়ে অ্যাকারশাস ক্যাসলের তুষারাবৃত প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় পৃথিবীকে রূপালী দেখাচ্ছে, তথাপি আগুনের শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে।

আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতিবিম্ব।

বরফ আর আগুনের মাঝে।

অপেক্ষা করতে করতে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার কথা মাথায় এল তার। বস্টনের বাইরের ক্যাথলিক গার্লস স্কুলে থাকতে রপ্ত করেছিল সে কবিতাটা। তার বাবা তাকে দেখতে আসত প্রতি রাতে যখন তার মা মদে চুর হয়ে থাকত।

'কেউ বলে পৃথিবীর শেষ আগুনে, কারও মতে বরফে।' যতক্ষণ ক্রিস্টা বিজয়ীর দলে আছে, ততক্ষণ পরোয়া করে না। সে আগুনের কাছে ফিরে আসতেই তার কল্পনায় আরেকটা অগ্নিকান্ডের ছবি ভেসে উঠল। যে অগ্নিকান্ড সবকিছু ধ্বংস করে দিতে বসেছিল। মাঝরাতের খানিক পর সে ইংলিশ পর্বতমালা এক এজেন্টের থেকে খবর পেয়েছে। আগ্নেয় বোমাগুলো কাজ করেছে। কিন্তু আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সব ভেস্তে দিতে বসেছিল। প্রায় দু'ঘন্টা অপেক্ষার পর জানতে পারে সে যে বাকিরা জঙ্গল থেকে পালিয়েছে। অপারেশন পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে।

যদি আমি সেখানে ব্যর্থ হতাম...

গা শিউড়ে উঠল তার।

বিপর্যয়ের কিছু বাকি থাকত না, বিশেষ করে গ্র্যান্ড হোটেলে যা হয়েছে তার পর তো আরও না। সিনেটরের সাথে অ্যান্টনিও গ্র্যাভেল যোগাযোগের চেষ্টা করেন। খবরটা জানতে বেশ সময় লেগে যায় তার। যতটা ক্রিস্টা ভেবেছিল তার থেকে বেশি

চতুর প্রমাণিত হয় অ্যান্টনিও। সিনেটরের সাথে যোগাযোগের পর লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সে না ছিল হোটেলে, না সম্মেলনে। দেরিতে হলেও তরুণী পতিতাদের প্রতি তার দুর্বলতার কথা জানতে পারে সে, বিশেষ করে যারা একটু রুক্ষ সেক্স পছন্দ করে। সময়মত খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হয়ে হোটেলে তাকে অ্যাম্বুশের ব্যবস্থা করতে হয়। বেশ তাড়াহুড়ো করে ব্যবস্থা করতে হয়, কৌশলী হবার সময় তার হাতে ছিল না। এক ঢিলে দুই পাখি মারার ইচ্ছা ছিল তার। সে তার লোকদের হোটেলে ঢুকার সাথে সাথে অ্যান্টনিওকে হত্যার নির্দেশ দেয়। তারপর বিশৃঙ্খলার সুযোগে সিনেটরকে হত্যা করার আদেশ করে।

সিনেটর গরম্যানকে হত্যার নির্দিষ্ট কোনও আদেশ ছিল না। কেবল অ্যান্টনিও মুখ খুললে তাকে হত্যার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ক্রিস্টা কোনও প্রমাণ রাখতে চায় না। বিশেষ করে এমন কাউকে তো না-ই যে তাকে চিনতে পারবে। প্রেমে পাগল জেসন গরম্যান তার প্রেমিকা ক্রিস্টার ছবি পাঠিয়েছিল বাবার কাছে।

এতে চিন্তিত হয়ে পড়ে ক্রিস্টা।

আর দুশ্চিন্তা করতে ভাল লাগে না তার।

শেষমেশ, পালিয়ে যান সিনেটর। তবে এতে ক্রিস্টার কোনও দোষ নেই। তাকে ওই সিগমা অপারেটিভের পিছনে না লাগার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে ওখানে হাজির হলে ক্রিস্টা কী করতে পারে।

তবুও, চিন্তায় জমে আছে সে। আগুনের ধারেই বসে রইল সে। রোবেল বেল্টটা বাঁধা শক্ত করে।

অবশেষে, তার ফোন ভাইব্রেট করল। সাথে সাথে ফোনটা কানে লাগাল সে।

'আমি এখানে,' বলল সে।

'আশা করি ইংল্যান্ডের অপারেশনটা প্যান অনুযায়ী এগোচ্ছে।'

'হ্যাঁ।' কিছুটা গর্বের সাথে বলল সে।

'আর সিনেটর গরম্যান পালিয়ে গেছে।'

তার চোখে হতাশার কালো ছায়া পড়ল। তার সমস্ত আত্মবিশ্বাস লোকটার গলার স্বরে কর্পূরের মতো উবে গেল।

'হ্যাঁ,' জোরপূর্বক উচ্চারণ করল সে।

নীরবতা প্রলম্বিত হলো। ক্রিস্টার হৃদপিন্ড প্রচণ্ড বেগে বুকের ভিতর বাড়ি খাচ্ছে।

'তাহলে আমরা আমাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ ধরে এগোই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রিস্টা। তবে দ্বিধায় ভুগছে সে। 'দ্বিতীয় ধাপ?'

'চূড়ান্ত পর্ব মঞ্চস্থ করতে ঘর পরিষ্কার করতে হবে ।'

'স্যার?'

'এশেলনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ভায়াটোসের সাথে সম্পর্ক রাখার কার্যত কোনও প্রয়োজন নেই আর। আইভার কার্লসেন আমাদের বোঝায় পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে গত রাতে তার রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে অদ্ভুত ঘটনাবলীর পর থেকে। তাকে এখন কেবল বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে যাতে আমাদের উপর সন্দেহ এসে না পড়ে।'

ক্রিস্টা শান্ত হয়ে সব শুনছে।

লোকটা বলতে থাকল। 'আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় সব উপাত্ত আছে। আইভার কার্লসেন যা শুরু করেছে তা থেকে ফিরে আসার কোনও পথ নেই। আর সে থাকুক আর না থাকুক, তা আমাদের উপকারেই আসবে।'

'আমার কাজ কী হবে?'

'পরিকল্পনা অনুসারে তার সাথে ভ্যালবার্ড পর্যন্ত যাবে তুমি আর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। আমি শুনেছি সে সময়ের আগেই রওনা দিচ্ছে।'

'আরেকটা ঝড় আসছে। সে চায় না তার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটুক।'

'বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ আসলেই ঝড় আসতে যাচ্ছে।' লোকটার আওয়াজ কমতে থাকল। 'তুমি তোমার আদেশ পেয়েছ।'

ফোনটা কেটে গেল।

ক্রিস্টা ফোনটা নিচে করে তার হাতের মাঝে চেপে ধরল। সে আগুনের আরও কাছাকাছি এগিয়ে গেলেও কোনও উষ্ণতা অনুভব করল না। সে নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, সময়জ্ঞান নেই তার। তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হলো।

শেষপর্যন্ত, পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বিছানায় আসবে তুমি, ক্রিস্টা?'

কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল সে। আইভার কার্লসেন নগ্ন হয়ে বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। এই বয়সেও শক্ত-সমর্থ তিনি। পেট সমান। পা পেশীবহুল, শক্তিশালী। আর সবথেকে বড় কথা, সেক্স করতে পিল লাগে না তার।

'সবকিছু ঠিক আছে তো?' জানতে চাইলেন তিনি।

'এর থেকে ভাল হতেই পারে না।'

সে পুরোপুরি ঘুরে তার মুখোমুখি হলো। ফোনটা পকেটে পুরে রোবের দড়িটা টেনে খুলে ফেলল সে। কাপড়টা খসে পরল তার গা থেকে। আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। আগুন আর ক্যাসলের ঠাণ্ডা সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল।

সে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে তার অবস্থান।

আগুন আর বরফের মাঝখানে।

তৃতীয়

ধ্বংসের বীজ

১৮

অক্টোবর ১৩, সকাল ৮:৪৩

নরওয়েজিয়ান সাগরের উপর উড্ডয়নরত

সূর্যটা এমন নীচু হয়ে আছে যে মনে হয়, আর্কটিক সার্কেলের উপর উড়তে থাকা বিমানটাকে ছুঁয়ে দেবে! ওরা যেখানে যাচ্ছে, হেমন্তকালে সেখানে সূর্যের আলো থাকে না বললেই চলে। স্ভালবার দ্বীপপুঞ্জ নরওয়ের উত্তর উপকূল ও উত্তর মেরুর মাঝখানে অবস্থিত। দ্বীপপুঞ্জটির অর্ধেকটাই হিমবাহের নিচে চাপা পড়েছে। কেবল অল্প কিছু বল্গাহরিণ ও মেরু ভালুকের বাস ওখানে।

সেইন্ট নিক-ও জায়গাটাকে নিজের বাড়ি বলার আগে দশবার ভাববে।

তবে এই মুহূর্তে ক্যাটের যোগাড় করা প্রাইভেট জেটে বেশ আরামেই আছে পেইন্টার। নিজেদের একটা কয়লা সংস্থার নির্বাহী হিসেবে দেখানোর জন্য আরেকটু প্রভাব খাটাতে হয়েছে ক্যাটকে। কাভারটা বেশ নিশ্ছিদ্র। দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শিল্প হচ্ছে কয়লা ব্যবসা।

জেটের কেবিনে সাতজন বসার মতো ব্যবস্থা আছে– ওরা চারজন তাই বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পারছে। ছোটখাটো একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে সবাই। আর এক ঘন্টার মধ্যে স্ভালবার-এর সবচেয়ে বড় বসতি লংইয়ারবায়েন-এ ল্যান্ড করবে বিমান।

ক্যাপ্টেনের জন্য নির্ধারিত লেদার-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে পেইন্টার। তার সামনের টেবিলের ওপাশে বসে আছেন সিনেটর গারম্যান। মঙ্ক ও ক্রীড একটা কাউচ ভাগাভাগি করে বসেছে। সামনে আসন্ন বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হবার জন্য পরিকল্পনা আঁটার সময় হয়েছে এবার।

পেইন্টার জানে, দ্রুত কাজে নামতে হবে তাদের। অসলো থেকে পালিয়ে আসার সময় দুটো ব্যাপার জানতে পেরেছে ও। প্রথমত, পেইন্টারের ছদ্মবেশ

ফাঁস হয়ে গেছে এবং সিনেটরকে পিছু ধাওয়া করা হচ্ছে; তেতে উঠেছে পুরো শহর। দ্বিতীয়ত, শহর ছেড়ে পালিয়ে এদিকেই এসেছে তাদের প্রধান সন্দেহভাজন। কার্লসেনকে কোণঠাসা করে ওর পেট থেকে কিছু খবর করে আনার জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

বিখ্যাত স্‌ভালবার গোবাল সিড ভল্ট দেখানোর জন্য সম্মেলনের একটা দলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভায়াটাস সিইও। যুদ্ধ, মহামারী, পারমাণবিক আক্রমণ, ভূমিকম্প, এমনকি প্রচণ্ড আবহাওয়া পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিন হাজারেরও বেশি বীজ সংরক্ষিত আছে ওখানে। নির্জন পর্বতের পাঁচশো ফুট নিচে বানানো হয়েছে বিশ হাজার বছর টেকসই এই ডুমসডে ভল্ট।

কার্লসেনের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে, এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। তবে এরকম সাক্ষাতে ঝুঁকির আশঙ্কা থেকেই যায়।

'সিনেটর,' শেষ চেষ্টা করল পেইন্টার। 'আমি এখনও মনে করি আপনি লংইয়ারবায়েন-এ থেকে গেলেই ভালো হবে। তদন্তে আপনাকে দরকার হলে আমরা যোগাযোগ করব।'

'আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন সিনেটর গরম্যান।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে কঠিন গলায় বললেন গরম্যান, 'আমার ছেলের মৃত্যুতে যদি আইভার-এর হাত থাকে...'

'আমরা এখনও নিশ্চিত নই,' বলল পেইন্টার।

সিনেটরের ওপর এ-কথার কোনও প্রভাব পড়েছে বলে মনে হলো না। টেবিলে ঘুষি মারলেন তিনি। ঘুষির চোটে কেঁপে উঠল টেবিলে রাখা কাপ-পিরিচগুলো। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে টেবিলের ওপাশে পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। সিনেটরের ব্যথাটা বুঝতে পারছে পেইন্টার। সাথে এরকম অকল্পনীয় বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আরও ক্ষেপে উঠেছেন গরম্যান। কিন্তু এই মুহূর্তে মাথা-গরম কাউকে দিয়ে কাজ হবে না তার।

তারপরও তাদের সঙ্গে আসার সপক্ষে জোরাল যুক্তি আছে লোকটার কাছে। সেই যুক্তিটা তার সামনে আবার তুলে ধরলেন সিনেটর। 'আইভার-এর কাছে পৌঁছুতে হলে আমাকে দরকার হবে আপনাদের।'

সত্যিটা স্বীকার করে নিল পেইন্টার। তাদের এক ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে কার্লসেন। ওরা পৌঁছতে পৌঁছতে 'সিড-ভল্টে' পৌঁছে যাবে সে। আর ওখানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা এমনিতেই খুব কড়া; তার ওপর সম্মেলনে আগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য আরও জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা।

আগের কথার খেই ধরলেন সিনেটর। 'ভেতরে ঢুকতে হলে, আমাকে ও আমার আইডি পাস– দুটোই দরকার হবে আপনাদের। এমনকি ব্যাজ দেখিয়েও ভেতরে ঢুকতে পারবেন না আপনারা। আপনাদের অন্তত একজনকে ভল্টে নিয়ে যেতে পারব আমি।'

ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, পেইন্টার হবে সেই একজন। বাইরে থেকে ব্যাকআপ দেবে মঙ্ক আর ক্রিড।

'সিড ভল্টের' নিরাপত্তা-ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেছে পেইন্টার। জায়গাটায় পৌঁছতে হলে অনেকগুলো স্টিলের মজবুত দরজা পেরোতে হবে। তাছাড়া ভিডিও-সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমে সারাক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে ওখানে। আর আছে মেরুভালুক। ভল্টের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য দু'হাজার মেরু ভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বীপে। এসব কিছুর পরও এক কন্টিনজেন্ট নরওয়েজিয়ান আর্মি মজুদ রাখা হয়েছে যেকোন জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য।

তার মানে সিনেটরকে ছাড়া এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব।

তাই সবকিছু বিবেচনা করে নরম হয়ে এল সে। চেয়ারে টানটান হয়ে বসে সবার চোখের দিকে তাকাল। 'তাহলে ল্যান্ড করার আগে আমাদের জানা এবং অজানা কয়েকটা ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে নেয়া যাক। ল্যান্ড করার পর আর দম ফেলার ফুরসত পাব না।'

নড করল মঙ্ক। 'কোথা থেকে শুরু করব আমরা?'

'আমাদের প্রথম টার্গেট, আইভার কার্লসেন।' গরম্যানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল পেইন্টার। 'ওর সাথে অনেকদিন কাজ করেছেন আপনি। ওর সম্পর্কে কিছু বলুন।'

হেলান দিয়ে বসলেন সিনেটর, রাগ সামলাতে চেষ্টা করছেন। 'গতকালও যদি এ প্রশ্ন করতেন, তাহলে বলতাম, অমার্জিত, হাস্যকর এক মানুষ ও, যে শুধু

টাকা কামানোর ধান্দায় থাকে। তবে এভাবে কামানো সম্পত্তির দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও।'

'আর ওর সাথে আপনার দেখা হয় কীভাবে?'

'ক্লাব অফ রোম-এর মাধ্যমে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য ক্লাবটায় যোগ দিয়েছিলাম।' শ্রাগ করলেন তিনি। 'তখনই আইভার-এর সাথে দেখা হয় আমার। যেকোনও কাজে ওর উৎসাহ অপরিসীম, জাদু আছে ওর কথায়। পৃথিবীকে রক্ষায়, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত ও। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওর সুপারিশকৃত প্রস্তাবগুলো চরমমাত্রার। বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ, বন্ধ্যাত্বকরণ, যেসব পরিবার বাচ্চা নেবে না ওদের ভাতা দেয়া– এসব ছিল ওর প্রস্তাবে। প্রস্তাবগুলো অমানবিক মনে হলেও এসবের কোনও বিকল্প নেই। কাউকে না কাউকে তো শুরু করতেই হবে। যুক্তিবাদী আচরণ আর বুদ্ধিদীপ্ততার জন্য ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি। তবে ওর ঘনিষ্ঠ মহলের মধ্যে আমি ছাড়া আরও অনেকেই ছিল।'

আগ্রহ বাড়ছে পেইন্টারের। 'মানে?'

'রোমের ওই ক্লাবে সমভাবাপন্ন লোকজন জড়ো করে আইভার, যারা বিশ্বাস করে নির্মম সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। আমরা সবাই ওর একেকটা বিশেষ প্রজেক্টে কাজ করতাম। যেমন, আমি আমার রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর দায়িত্বে ছিলাম।'

'আচ্ছা। চলুন এবার যে প্রজেক্টের হাত ধরে এই সর্বনাশটার শুরু হয়েছিল, সেটা নিয়ে কথা বলি,' পেইন্টার বলল। 'সব রক্তপাতের সূচনা হয়েছিল ওখানে। ভায়াটাস-এর জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমেই তো ধ্বংসযজ্ঞটার শুরু হয়। বিশেষ করে ওদের খরা-প্রতিরোধী শস্য নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে। আমরা জানি ভায়াটাস এক্সট্রিমোফিল নিয়ে গবেষণার ফান্ড দিয়েছে। আর ইংল্যান্ডে সংরক্ষিত জলাভূমির মমি থেকে কিছু ছত্রাকজাতীয় জীবও আবিষ্কার করে ওরা।' ঐক্যের উদ্দেশ্যে নড করল পেইন্টার। 'এবং আমরা জানি, এখনও চলছে সেই গবেষণা। আর মাশরুম ল্যাবে পাওয়া ওই দেহগুলো খুব সম্ভবত আফ্রিকার টেস্ট ফার্ম থেকে এসেছে।'

ইতিমধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড ল্যাবটায় তলাশি চালানোর অনুমতি যোগাড় করে ফেলেছে পেইন্টার। কিন্তু ভায়াটাস-ও নরওয়ের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রভাবশালী বন্ধু আছে ওদের। তাই জজ

তলাশির অনুমতি দেয়ার আগেই সংস্থাটি নিজেদের ল্যাব পরিষ্কার করে ফেলতে সক্ষম হয়। পেইন্টারের অন্তত এমনই ধারণা।

'তাই আমার মনে হয়,' সমাপ্তি টানল পেইন্টার, 'প্রফেসর ম্যালয় প্রিন্সটনে ফসলের বীজগুলোতে যে রহস্যময় জীনের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেগুলোর উৎস ওই ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদগুলো। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এই জীনগুলোকে অস্থিতিশীল মনে হয়। সম্ভবত এরাই খাদ্য হিসেবে এ-ফসলকে বিপজ্জনক করে তোলে।'

মাথা নাড়লেন গরম্যান। 'তাহলে গ্রামে গণহত্যা চালাল কেন? এ-ফসল মানুষের খাবার জন্য নয়।'

এ প্রশ্নটার একটা ব্যাখ্যা আছে পেইন্টারের কাছে। 'ওটা একটা শরণার্থী শিবির ছিল। ওখানে খাদ্যের প্রচণ্ড সঙ্কট। আমার ধারণা, স্থানীয় কয়েকজন রাতে মাঠে ঢুকে অল্প কিছু ফসল চুরি করে। আর এতে খামার মালিকরা ক্ষেপে যায়। এই ঘটনার ফলে ভায়াটাস মানুষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অজুহাত পেয়ে যায়।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' পেইন্টারকে সমর্থন করল মঙ্ক।

পেইন্টার লক্ষ্য করল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সিনেটরের চেহারা। অনুশোচনা নেমে এসেছে তার চোখ দুটোতে।

'ভায়াটাস ইতিমধ্যে তাদের নতুন খরা-প্রতিরোধী ফসলের বীজ পরিবহন শুরু করেছে,' বললেন গরম্যান। 'গত সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে ওরা। এর ভেতর হাজার হাজার একর জমিতে বীজ বুনেছে।'

পেইন্টার টের পেল খুব অশুভ কিছু আসছে সামনে। আচমকা চিন্তাটা খেলে গেল ওর মাথায়। সারা বিশ্বে বিতরণের জন্য ভায়াটাসকে ব্যাপকহারে জন্মাতে হবে এ-ফসল। সেজন্য সংস্থাটি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে কোথাও এর চাষ শুরু করেছে।

কিন্তু কোথায়?

'এই নতুন ফসলের চাষ হয় কোথায়?' পেইন্টার জিজ্ঞেস করলেন।

চোখ তুলে তাকাতে পারছেন না গরম্যান। 'ভায়াটাস-এর হয়ে আমিই কাজটা করে দিয়েছি। আইওয়া, ইলিনয়, নেব্রাস্কা, ইন্ডিয়ানা, মিশিগান...পুরো মধ্য-পশ্চিম আমেরিকায় ছড়িয়ে দিয়েছি।'

'আফ্রিকায়ও এই একই ফসল নিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

'ঠিক একই ফসল না। তবে একই জেনেটিক লাইনের।'

'এবং খুব সম্ভবত একই রকম অস্থিতিশীল,' যোগ করল পেইন্টার। 'আফ্রিকায় খামার জ্বালিয়ে দেয়ায় অবাক হইনি। থলের বিড়াল যে আগেই বেরিয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমি,' মঙ্ক বলল। 'ইতিমধ্যে বীজ বোনা হয়ে গেল কীভাবে? সেইফটি স্টাডির কী হলো?'

মাথা নাড়লেন গরম্যান। 'জেনেটিক্যালি মডিফাইড খাদ্যের ওপর সেইফটি স্টাডি জিনিসটা স্রেফ একটা তামাশা। গত বছর ছাড়পত্র পাওয়া চল্লিশটি জিএম (জেনেটিক্যালি মডিফাইড) ফুডের মধ্যে মাত্র আটটির সেইফটি স্টাডি প্রকাশিত হয়েছে। আর ভায়াটাস কর্তৃক পরিবহনকৃত এই বীজগুলো মানুষের জন্য নয়। এজন্য সেগুলোর ওপর কেউ তেমন নজর রাখেনি। এছাড়াও... ওগুলো পাচারে আমি নিজে সাহায্য করেছি।'

চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন সিনেটর।

ওনাকে কার্লসেনের প্রয়োজন ছিল, ভাবল পেইন্টার।

'তবুও, শস্যগুলো যদি মানুষের খাবার উপযোগী না হয়,' মঙ্ক বলল, 'তাহলে হয়তো বিপদটাকে রুখে দেয়া যাবে।'

তড়িঘড়ি করে ওর সব আশায় জল ঢেলে দিল ক্রিড। 'লাভ নেই কোনও।'

তার দিকে ঘুরে গেল সবক'টা চোখ।

সবগুলো চোখের সামনে যেন কুঁকড়ে গেল সিগমার নবীন সদস্য। তবে পর-মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল সে। 'প্রিন্সটনের ঘটনার পর জিএম ফসল নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করি আমি। ২০০০ সালে ভায়াটাস-এর মতো স্টারলিংক নামের আরেকটা জিএম ফসল অনুমোদন পায়নি। সংস্থাটি শেষমেশ সারা দেশে ফুড

প্রোডাক্ট দূষিত করতে শুরু করে। ব্যাপারটা নিয়ে ব্যাপক হইচই পড়ে যায়। দূষণ পরিষ্কার করার জন্য কেলগ কোম্পানিকে দুই সপ্তাহ উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়।'

নড করলেন সিনেটর। 'ঘটনাটা মনে আছে আমার। দূষণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে সরকারকে কেলগের পুরো স্টক কিনে নিতে হয়। বিলিয়ন ডলার গচ্চা গিয়েছিল আমাদের।'

'এরকম আরও অনেকগুলো ঘটনা ঘটে তখন।' পেইন্টারের দিকে তাকাল ক্রিড। 'এসবের বাইরে আরও উদ্বেগজনক ব্যাপার আছে।'

'কী?'

'পরাগরেণুর অভিপ্রয়াণ এবং জেনেটিক দূষণ।'

ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা খোলাসা করতে ইঙ্গিত দিল ওকে পেইন্টার।

'জিএম ফসলের পরাগরেণুর অভিপ্রয়াণ ঠেকানোর কোনও উপায় নেই। বাতাসের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাহিত হয় ফসলের পরাগরেণু। বাতাসে ভেসে আশপাশের জমিতে গিয়ে মেশে। কিছু কিছু বীজের ক্ষেত্রে দেখে গেছে, যেখানে বপন করা হয়েছিল সেখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে গিয়ে অভিপ্রয়াণ করেছে। তাই বোকা বনা চলবে না আমাদের। যেখানেই ভায়াটাস শস্য চাষ করা হয়, সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়বে ওগুলো।'

'আর জেনেটিক দূষণের ব্যাপারটা?'

'ওটা আরও উদ্বেগজনক। জেনেটিক্যালি মডিফাইড অনেক ফসল বুনো প্রজাতির জিনের সাথে মিশে গিয়ে জেনেটিক দূষণ ছড়িয়ে দিয়েছে।'

'তার মানে পুরো মধ্য-পশ্চিম দূষিত হয়ে যেতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মঙ্ক।

'এত দ্রুত এ-প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবে না,' বললেন পেইন্টার।

গ্রে ইংল্যান্ডে যা আবিষ্কার করেছে, তা মনে পড়ে গেল পেইন্টারের। পিট জলাশয়ে পাওয়া মমিগুলো মাশরুমে ভর্তি। ঠিক ল্যাবে পাওয়া পিটগুলোর মতো। কার্লসেন যদি অজ্ঞাতসারে ওগুলো ছড়িয়ে দেয় সারা পৃথিবীতে?

ব্যাপারটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট না হয়?

সিনেটরকে ভুল বুঝিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়েছিল কার্লসেন। কিন্তু এতে তার নিজের উদ্দেশ্যটা কী?

শুধু একজনই দিতে পারবে এ প্রশ্নের জবাব।

তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল পাইলট। 'লংইয়ারবায়েনে ল্যান্ড করছি আমরা। সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নিন, প্লিজ।'

সকাল ১১:০১

স্পিটসবার্গেন, নরওয়ে

'গ্রে'র সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি এখনও?' বরফ-ঠাণ্ডা পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল মঙ্ক। ওর পরনে স্নো-স্যুট, পায়ে বুট, হাতে গাভস, চোখে গগলস। এক হাতে একটা হেলমেট।

এক হাতে স্যাটেলাইট ফোনটা চেপে ধরে মাথা নাড়ল পেইন্টার। 'আশা করেছিলাম সকালের ভেতর ওর কাছ থেকে খবর পাব। অথবা প্যাট্রলের কাছ থেকে। ওরা হেলিকপ্টার নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে সার্চ করছে। কয়েকজন ক্রু রিপোর্ট করেছে, পুরো উপত্যকা আগুনে পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ক্যাটের সাথেও কথা বলেছি। ওর-ও কথা হয়নি কমান্ডারের সাথে।'

সিগমা ডিরেক্টরের চেহারায় বেদনার ছাপ দেখতে পেল মঙ্ক। 'ও হয়তো কোনও কারণে চুপ মেরে আছে।'

মঙ্কের কথায় কিছুটা সান্ত্বনা পেল পেইন্টার। গ্রে যোগাযোগ করছে না- তার মানে কোনও সমস্যায় পড়েছে ও।

সূর্য এখনও নিচু হয়ে ঝুলছে। আর এক মাসের মধ্যে দ্বীপপুঞ্জটি চার মাসব্যাপী রাতের আঁধারে ডুবে যাবে। এই মধ্য দুপুরেও তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়ে একটু বেশি। জায়গাটা নির্জীব, বৃক্ষহীন।

দ্বীপপুঞ্জটায় সৌন্দর্য বলে কিছু নেই।

'নিজেদের সাধ্যমতো করেছি আমরা,' অবশেষে নীরবতা ভেঙে বলল পেইন্টার। 'ক্যাটকে বলে দিয়েছি ও যেন ফায়ার ক্রু এবং সার্চ-অ্যান্ড-রেসকিউ টিমের কাজ মনিটর করে। ক্যাটও ওর সাধ্যমতো করবে। ততক্ষণ পর্যন্ত, এখানে আমাদের নিজেদের কাজ আছে।'

একটা ভলভো এসইউভি-র পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পেইন্টার। তার পেছনে আরেকটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্ক। দুটো স্নো-মোবিল বের করছে ক্রিড ওই গাড়ি থেকে। লিংক্স-৮০০ স্নোমেশিন দুটো একটা ট্রাভেল অ্যাজেন্সি থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে।

ভলভোর ভেতরে প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছেন সিনেটর গরম্যান। প্যান হচ্ছে, সিনেটর ও পেইন্টার সরাসরি স্ভালবারে সিড ভল্টে চলে যাবেন। স্নো-মোবিলে করে ঘুরপথ ধরবে মঙ্ক আর ক্রিড। কারও মনে কোনও সন্দেহ না জাগিয়ে ভল্টের কাছাকাছি যাবে যতটুকু সম্ভব।

টুরিস্ট স্পটে পরিণত হয়েছে ডুমসডে ভল্ট। তাই সেখানে ওদের উপস্থিতিতে কারও মনে সন্দেহ জাগার কথা না। তবে যেকোনও ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে মঙ্ক আর ক্রিড।

'চলো এগোই,' পেইন্টার নির্দেশ দিল। তারপর মঙ্ককে আবদ্ধ করল উষ্ণ আলিঙ্গনে। 'সাবধানে থেকো।'

'আপনিও সাবধানে থাকবেন।'

উল্টো রাস্তা ধরল মানুষ দু'জন। নিজের এসইউভি-তে চেপে বসলেন পেইন্টার। স্নো-মোবিলে সঙ্গীর সাথে যোগ দিল মঙ্ক। ক্রিডের পরনেও মঙ্কের মতো পোশাক।

নিজের বাহনে চড়ে বসল মঙ্ক।

পেইন্টার পার্কিং লট ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর পাশে সিটে রাখা অ্যাসল্ট রাইফেলটা চেক করে দেখল মঙ্ক। ক্রিডের কাছেও একই অস্ত্র আছে। রাইফেল লুকানোর ঝামেলায় যায়নি ওরা। এই মেরু ভাল্লুকের দেশে নিজের নিরাপত্তার জন্যই সাথে বন্দুক রাখা দরকার। টুরিস্ট অ্যাজেন্সি থেকেও একই কথা বলে দেয়া হয়েছে ওদের।

'রেডি?' ক্রিডের উদ্দেশ্যে চেঁচাল মঙ্ক।

জবাবে ইঞ্জিন চালু করল ওর সঙ্গী।

হেলমেট ঠিকঠাক করে নিয়ে ইগনিশন কী-তে মোচড় দিল মঙ্ক। গর্জে উঠল যান্ত্রিক জানোয়ারটা। স্নো-মোবিলটা পার্কিং লটের ওপারে বরফে মোড়া উপত্যকার দিকে চালিয়ে দিল মঙ্ক। বরফের কুচি ছিটিয়ে ছুটল ওর বাহন।

ওর পিছু নিয়েছে ক্রিড।

সামনে প্যাটাবার্গেট পর্বত, ডুমসডে ভল্ট-এর আস্তানা। পর্বতটার এবড়োখেবড়ো চূড়ো যেন আকাশটাকে খামচে ধরেছে। পর্বতের পেছনের শুধু কালো মেঘের রাজত্ব।

নিঃসন্দেহে অশুভ একটা জায়গা।

সকাল ১১:৪৮

নির্ধারিত জায়গায় গাড়ি পার্ক করল পেইন্টার। পর্বতে ওঠার একমাত্র রাস্তাটা দিয়ে আসার সময় নরওয়েজিয়ান মিলিটারির দুটো ব্যারিকেড পেরোতে হয়েছে।

এসইউভি-র উষ্ণতা থেকে হিম জমানো ঠাণ্ডায় বেরিয়ে এল পেইন্টার। আশেপাশের সবকিছু দেখতে দেখতে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল তার। ট্যাঙ্ক আকৃতির বরফে চলাচলের উপযোগী মিনিবাস-সাইজের একটা বাহন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। বাহনটা একটা হ্যাগলুন্ডস– অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের অফিসিয়াল বাহন। হ্যাগলুন্ডসের গায়ে নরওয়ের পতাকা আর নরওয়ে সেনাবাহিনীর লোগো আঁকা। এক জোড়া সৈন্য বাহনটার কাছে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া গিলছে। একটা দুই সিটের স্নো-ক্যাটও দেখতে পেল পেইন্টার। ওটার গায়েও নরওয়েজিয়ান সেনাবাহিনীর লোগো আঁকা।

পেইন্টারকে সঙ্গে নিয়ে সিড ভল্টের প্রবেশপথের দিকে এগোলেন সিনেটর গরম্যান। ভল্টের একমাত্র অংশ হিসেবে মাটির উপরে বেরিয়ে আছে একটা কনক্রিটের বাংকার। বরফে আটকা-পড়া জাহাজের সামনের অংশের মতো বাংকারটা বেরিয়ে আছে বরফের ভেতর থেকে।

এনট্রান্সটা তিরিশ ফুট উঁচু। মেঘ জমেছে পর্বতের উপর। একটা দমকা হাওয়া কাঁপিয়ে দিল সবাইকে।

প্রচণ্ড হিম আর বাতাস ঠেলে তাড়াহুড়ো করে প্রবেশপথের দিকে এগোলেন সবাই।

ছোট্ট একটা ব্রিজ পেরিয়ে প্রথম দরজার সামনে পৌঁছলেন তারা। আরও এক জোড়া গার্ড সিনেটরের পাস চেক করে দেখল।

'আপনারা দেরি করে ফেলেছেন,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল একজন গার্ড।

'আমাদের ফ্লাইটে গণ্ডগোল হয়েছিল,' জবাব দিলেন গরম্যান। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে কমবয়সী গার্ডের উদ্দেশ্যে একটা দেঁতো হাসি দিলেন তিনি। 'উফ্ কী ঠাণ্ডা! আপনারা এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছেন কীভাবে?'

সিনেটরের হাসিতে কাজ হলো। আর কোনও প্রশ্ন না করে পথ ছেড়ে দিল গার্ড দুজন। গরম্যান লোকটা জাদু জানেন। যে কাউকে পটিয়ে ফেলতে পারেন মুহূর্তে।

দরজা খুলে দেয়া হলো তাদের জন্য। পেইন্টার জানে তিনটে বিশাল তালা দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে ভল্টের নিরাপত্তা। বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বাড়তি নিরাপত্তা হিসেবে পৃথিবীর কারও কাছেই তিনটে চাবি একসাথে নেই।

ভেতরে ঢুকলেন তারা। ভেতরের বাতাসও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি নামিয়ে রাখা হয়েছে ভেতরের তাপমাত্রা।

বিস্তৃত বৃত্তাকার একটা টানেল স্বাগতম জানাল তাদের। টানেলটা একটা সাবওয়ে ট্রেন ধারণ করার মতো চওড়া। পায়ের নিচে সিমেন্টের স্ল্যাব; মাথার উপর জ্বলছে সারি সারি ফ্লুরোসেন্ট লাইট। ফাইবারগাসের সাহায্যে দেয়াল এমনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে যে জায়গাটাকে গুহার মতো দেখাচ্ছে।

পুরো ফ্যাসিলিটির নকশা নিয়ে ভালো করে পড়াশুনা করে এসেছে পেইন্টার। খুব সাধারণ স্থাপত্য-নকশা অনুসরণ করা হয়েছে ফ্যাসিলিটিটা বানাতে। টানেলটা পাঁচশো ফুট নেমে গিয়ে বিশাল তিনটে সিড ভল্টে শেষ হয়েছে। ভল্টের কাছাকাছি কয়েকটা অফিস রুম ছাড়া আর কিছু নেই। মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে ওখান থেকে। দূরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

নিচে নামতে নামতে নিচু গলায় কথা বলছেন সিনেটর গরম্যান। 'আইভার এখানকার ভল্টে মূল বিনিয়োগকারীদের একজন। ও পৃথিবীর প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। ওর মতে এই তিনটে ভল্ট ছাড়া এরকম অন্যান্য ভল্টগুলো যথেষ্ট নয়।'

'ওর ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি আমি। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পছন্দ করে মানুষ।'

'তবে এক্ষেত্রে, আইভার বোধহয় ঠিক ধারণাই পোষণ করে। পৃথিবীতে হাজারেরও বেশি সিড ভল্ট আছে, কিন্তু ওগুলোর বেশিরভাগই হুমকির মুখে। ইরাকের ন্যাশনাল সিড ব্যাঙ্ক লুঠ করে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আফগানিস্তানেও একই ঘটনা ঘটেছে। অন্যসব ভল্টের অবস্থাও একইরকম। দুর্বল ব্যবস্থাপনা, নাজুক অর্থনীতি, এবং বাজে যন্ত্রপাতির জন্য এই বেহাল দশা। তবে এই বেহাল দশার সবচেয়ে বড় কারণটা হলো দূরদর্শিতার অভাব।'

'আর তখনই দৃশ্যপটে কার্লসেনের আবির্ভাব?'

'এই ভল্ট বানানোর চিন্তাটা আসলে গোবাল ক্রপ ডাইভারসিটি ট্রাস্ট-এর। এ-প্রজেক্টের কথা জানার পর আইভার প্রজেক্টটাকে টাকাপয়সাসহ সবধরনের সহায়তা দিতে থাকে।' হাতের আঙুলে কপালের রগ টিপে ধরলেন সিনেটর। 'তবুও ওকে আমি ঠিক এসব দানবোচিত কাজকর্মের সাথে মিলাতে পারছি না। হিসেব মিলছে না।'

গরম্যানের কথা শেষ হয়ে যাওয়ায় চুপচাপ পথ চলছেন তারা। গরম্যানের কণ্ঠে সংশয়ের সুর টের পেয়েছে পেইন্টার। প্রতারণার প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, সংশয়বাদী হতে শুরু করেছে তার মন। এটাই মানব চরিত্র। কেউই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা সহজে মেনে নিতে পারে না।

সামনে, টানেলের শেষ মাথায় একদল লোক জড়ো হয়েছে। পার্টির আমেজে আছে সবাই। একপাশের দেয়ালে এক সারি বরফের ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে। একটা মেরু ভালুক, একটা সিন্ধুঘোটক, এবং ভায়াটাস-এর একটা প্রতীক বানানো হয়েছে বরফ খোদাই করে। অন্যপাশে একটা ব্যুফে আর একটা ধোঁয়া উঠা কফি বার চোখে পড়ল।

পাশ দিয়ে একজন হোস্টেস চলে যাওয়ার সময় তার কাছ থেকে একটা শ্যাম্পেন নিলেন গরম্যান। দুই ডজন অতিথি জড়ো হয়েছেন টানেলে। কিন্তু খাবারের পরিমাণ ও পরিবেশকের সংখ্যা দেখেই বোঝা যায় প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম অতিথি এসেছেন।

পেইন্টার জানে গ্র্যান্ড হোটেলে চালানো আক্রমণ, যেটার দায়ভার সন্ত্রাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, বেশ কয়েকজন নিমন্ত্রিতকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তাই উপস্থিতি এত কম।

তবুও উত্তর মেরুতে এরকম একটা পার্টির আয়োজন! সফলই বলতে হবে আয়োজকদের। পরিচিত একটা গলা কথা বলছিল মাইক্রোফোনে। ক্লাব অফ রোম-এর কো-প্রেসিডেন্ট, রেনার্ড বোথা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন। 'জেনেটিক চেরনোবিল-এর মাঝখানে আছি আমরা। একশো

বছর আগে এক হাজারেরও বেশি জাতের আপেল চাষ করা হতো যুক্তরাষ্ট্রে। সেই সংখ্যা তিনশোতে নেমে এসেছে এখন। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের পঁচাত্তর শতাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে মাত্র শতাব্দীর মধ্যে। এবং প্রতি বছর নতুন আরেকটা প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য চিরতরে হারিয়ে যাবার আগেই পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। এজন্যই স্‌ভালবার গোবাল সিড ভল্ট এত গুরুত্বপূর্ণ...'

বোথা'র কথা শুনতে শুনতে ভিড়ের ভেতর কার্লসেনকে খুঁজে বের করল পেইন্টার। দুজন মহিলার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। মহিলাদের একজনের বয়স কম; তন্বী এবং মাথায় একরাশ উজ্জ্বল চুল। অন্যজনের বয়স একটু বেশি। বয়স্ক কিছু একটা বলছে কার্লসেনের কানে কানে।

'ওই মহিলা কে?' কার্লসেনের সঙ্গে কথা বলছিল যে মহিলা, তাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল ও।

'ও রকফেলার'স পপুলেশন কাউন্সিল-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। আইভার-এর ঘনিষ্ঠ মহলের আরেকজন। অনেক বছর ধরে বন্ধুত্ব ওদের।'

পপুলেশন কাউন্সিল সম্পর্কে জানত পেইন্টার। পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগ নিয়েছে যেসব সংস্থা, ওগুলোর একটি ওরা। গুজব আছে ওদের কিছু কিছু পদ্ধতি সুপ্রজনন বিদ্যার পরিপন্থী। কার্লসেনের সঙ্গে যে মহিলার বন্ধুত্ব থাকবে এতে আর আশ্চর্য কী!

এই গভীর ষড়যন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এরকম আরও কয়েকজনকে ভিড়ের ভেতর থেকে খুঁজে বের করলেন গরম্যান। 'ওই যে দৈত্যের মতো লোকটাকে দেখছেন, ও একটা প্রভাবশালী জার্মান কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির রিপ্রেজেন্টিটিভ। ওর কোম্পানির কোনও কীটনাশক জিএম ফসলে প্রয়োগ করা যায় কিনা তা নিয়ে গবেষণা করছে ভায়াটাস। ও যদি সফল হয় তাহলে জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। কমে যাবে ফসলের উৎপাদন খরচ, ফলন যাবে বেড়ে।'

নড করলন পেইন্টার। দেখে মনে হয়, অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান কিংবা খাদ্য সরবরাহ বাড়ানোর উপায় খুঁজছে কার্লসেনের দলের সবাই। সিনেটর ঠিকই বলেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় মানবতার জন্য দরদ উঠলে পড়ছে লোকটার হৃদয়ে।

তাহলে এই একই লোক কীভাবে পুরো একটা গ্রামে গণহত্যা চালানোর আদেশ দিতে পারে? কীভাবে এমন একটা জেনেটিক হুমকি ছেড়ে দিতে পারে, যার জন্যে পুরো জীবমণ্ডল দূষিত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে?

হিসেব মিলছে না কিছুতেই।

কার্লসেনের দিকে মনোযোগ ফেরাল সে। লোকটার মুখোমুখি হবার আগে সবগুলো রাঘব বোয়ালকে চিতে নিতে চায়। 'কার্লসেনের হাত ধরে রাখা কমবয়সী মহিলাটি কে?'

তেরছা দৃষ্টিতে তাকালেন গরম্যান। 'চিনি না। তবে কার্লসেনের ঘনিষ্ঠ মহলের কেউ নয় ও। হয়তো শুধুই বন্ধু।'

সন্তুষ্ট হয়ে গরম্যানকে কনুইয়ের গুঁতো দিল পেইন্টার। তারপর ভিড় ঠেলে এগোল। এরকম ভিড়ে তাদের কিছু করার সাহস হবে না বোধহয় কার্লসেনের। ব্যাটা পালাবে কোথায়?

ভিড় ঠেলে কার্লসেনের সামনে এসে দাঁড়াল পেইন্টার। ক্ষণিকের জন্য একা হয়ে পড়েছিল লোকটা। কথা শেষ করে চলে গেছে পপুলেশন কাউন্সিল-এর প্রেসিডেন্ট। এতক্ষণ তার হাত ধরে রেখেছিল যে মহিলা, সে-ও চলে গেছে বুফে টেবিলের দিকে।

পেইন্টারকে চিনতে পারলেন না কার্লসেন। পেইন্টার ওপর থেকে নজর সরিয়ে সিনেটর গরম্যানের দিকে তাকালেন তিনি। সিনেটরকে দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা, হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

প্রত্যুত্তরে গরম্যানও বাড়িয়ে দিলেন হাত। হ্যান্ডশেক করলেন দু'জনে।

'হায় ঈশ্বর! সেবাস্টিয়ান, তুমি!' বললেন কার্লসেন। 'কখন এসেছ? কীভাবে এলে? এয়ারপোর্টে আসনি দেখে তোমার হোটেলে ফোন করেছিলাম। গত রাতের আক্রমণের পর তোমাকে আর ফোনে পাইনি। আমি তো ভেবেছিলান দেশে চলে গিয়েছ।'

'না। সিকিউরিটি আমাকে নতুন হোটেলে নিয়ে যায়,' জবাব দিলেন গরম্যান। 'এয়ারপোর্টে সময়মতো পৌঁছতে পারিনি আমি। চাইনি আমার জন্য অন্যদের দেরি হয়ে যাক। তাই নিজেই ফ্লাইট বুক করে চলে এসেছি।'

'এসব করার দরকার ছিল না। আমি দেখব ভায়াটাস যেন তোমার খরচ বহন করে।'

মানুষ দুজনকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে পেইন্টার। হাসিখুশি দেখাচ্ছে সিনেটরকে, কিন্তু তার সূক্ষ্ম অস্বস্তি পেইন্টারের নজরে পড়েছে। অন্যদিকে, সত্যি সত্যি খুশি দেখাচ্ছে কার্লসেনকে। আন্তরিক ব্যবহার করছেন লোকটা। হাসিখুশি মানুষটার সাথে হত্যাযজ্ঞের আদেশ দেয়া লোকটার কোনও মিল খুঁজে পাচ্ছে না পেইন্টার। কার্লসেন হয় হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়, নয়তো লোকটা পাকা অভিনেতা।

পেইন্টারের দিকে ফিরে চাইলেন গরম্যান। পরিষ্কার দ্বিধা তার চোখে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে পেইন্টারকে দেখিয়ে বললেন, 'উনার সঙ্গে বোধহয় ইনস্পেক্টর জেনারেলের অফিসে দেখা হয়েছে তোমার, কার্লসেন।'

পেইন্টারের ওপর নজর ফেললেন নরওয়েজিয়ান। 'নিশ্চয়ই। দুঃখিত, এতক্ষণ চিনতে পারিনি আপনাকে। কাল আমরা অল্প কিছু কথা বলেছিলাম। মাফ করবেন, প্লিজ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় প্রচণ্ড ধকল গেছে।'

হাত মেলাতে মেলাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটার চেহারা দেখল ও।

'সিনেটর সজ্জন বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন,' বলল পেইন্টার। 'আপনার সঙ্গে অল্প কয়েকটা কথা বলার দরকার ছিল। দুয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল আপনাকে, কয়েকটা ছেঁড়া সুতো যোগ দেয়ার জন্য। কথা দিচ্ছি, বেশি সময় নেব না। একটু একান্তে কথা বলতে পারলে ভালো হতো।'

হাসি মুছে গেল কার্লসেনের মুখ থেকে। পেইন্টারের মনে হলো ক্ষণিকের জন্য যেন অনুশোচনা ফুটে উঠল লোকটার চেহারায়। সিনেটরের ছেলে মারা গেছে আফ্রিকার হত্যাকাণ্ডে। শোকে কাতর এক পিতার সামনে তিনি না বলেন কীভাবে?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন কার্লসেন। তারপর ডানপাশের দরজা ঠেলে এগোলেন। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

'ধন্যবাদ।'

কার্লসেনের সাথে এগোতে এগোতে পেইন্টার লক্ষ্য করল ভিড়ের মধ্য থেকে উজ্জ্বল চুলের অধিকারিণী সেই মহিলাটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায় চোখ সরিয়ে অন্য দিকে তাকাল মহিলা।

পার্টিতে একা একা ঘুরতে ভালো লাগছে না তার।

তিনজনের দলটাকে ভল্টের অফিসে যেতে দেখল ক্রিস্টা। ব্যাপারটা ভালো হলো না।

কিছুক্ষণ আগে গরম্যানের সঙ্গে সিগমা প্রধানকে দেখে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল তার।

অফিসের বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটার দিকে তাকাল সে। ওরা এখানে এল কীভাবে? ও ভেবেছিল, অসলোতেই পেইন্টারদের খসিয়ে আসতে পেরেছে।

আচমকা ক্রিস্টের মনে হতে লাগল, সবগুলো চোখ যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। পার্কা'র হুড টেনে চেহারাটা আরও ভালো করে ঢেকে দিল ও। পরচুলা পরে আসায় নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠেছে ও। পেইন্টার ওকে চিনতে পারেনি। ও এখানে অ্যান্টোনিও গ্র্যাভেল-এর মতো কোনও ঝামেলা চায় না।

টানেলের ভেতর নেমে এল ও। টানেলটা একটা ক্রস প্যাসেজে শেষ হয়েছে। প্যাসেজটার তিনটে শাখা ওখান থেকে তিনটে সিড ভল্টে চলে গেছে। সবাই বক্তৃতা শুনছে, এখনই সুযোগ।

একটা সিড ভল্ট-এর দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ফোন বের করল ক্রিস্টা। বসের কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পায়নি এ। কী করা উচিত? বস বলেছিল সিগমা প্রধানের ব্যবস্থা নেবে সে। কিন্তু সিনেটরের লেজ ধরে এখানেও হাজির হয়েছে এখানে। ওর কি নিজে থেকে কোনও পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ? নাকি আদেশের জন্য অপেক্ষা করা উচিত? সংগঠনে ওর পর্যায়ের যে কেউ নিজে থেকে মাথা খাটিয়ে কাজ করবে বলে আশা করা হয়।

গভীর কয়েকটা দম নিতে নিতে প্যান সাজিয়ে ফেলল ও। দরকার পড়লে নিজে থেকেই কাজে নামবে ও। আপাতত শুধু পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে। তবে তার মানে এই নয় যে কোনও ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে না ও।

ফোনটা হাতে তুলে নিল ও। মাটির নিচে সিগন্যাল পাবার কথা নয়। তবে এক ফাঁকে আইভার-এর অফিসের কম্পিউটার রুমে গিয়ে লাইনে একটা বুস্টার লাগিয়ে এসেছে ও। বুস্টারের বদৌলতে সিগন্যাল পাচ্ছে।

একটা নাম্বার ডায়াল করল। লংইয়ারবায়েন-এ প্রস্তুত হয়ে আছে ওর লোকরা। ওদের কাজে লাগানোর সময় হয়েছে এবার। ওপাশ থেকে ফোন রিসিভ করতেই সংক্ষেপে কয়েকটা নির্দেশ দিল ও। পর্বতের দিকে আসা সব ক'টা রাস্তায় পাহারা বসাতে বলল। কোনও ধরনের চমক চায় না সে।

কথা শেষ হয়ে গেলে ফোনটা পকেটে চালান করে দিল ক্রিস্টা। কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে এখন। রেস্টরুমে গিয়ে নিজের মেকআপ ঠিক আছে কিনা দেখা উচিৎ ওর।

রেস্টরুমের উদ্দেশ্যে পা বাড়াবে, এমন সময় কেঁপে উঠল পকেটের ফোন। ফোনের সাথে সাথে কেন যেন ও নিজেও কেঁপে উঠল।

'ইয়েস?' ফোনটা কানে ঠেকিয়ে বলল ক্রিস্টা।

পরিচিত একটা কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। দ্রুত নির্দেশ দিল ওর বস।

'বাঁচতে চাইলে এখনই বেরিয়ে এসো ওখান থেকে।'

১৯

অক্টোবর ১৩, সকাল ১০: ১৩
অ্যাবারডেরন, ওয়েলস

এসইউভি'টা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সাগার পাড়ের চার্চের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রে। সারা রাত ড্রাইভ করতে হয়েছে ওদের। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সবাই।

রিয়ারভিউ মিররে গ্রে দেখতে পেল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে র‍্যাচেল। ওর চোখে ফাঁকা চাহনি। একটু পর পর দু'হাতে পেট চেপে ধরছে। পেটের ভেতর গাঁজিয়ে উঠা জিনিসটা নিয়ে আতংকে আছে– একটা বায়োটক্সিন তিন দিনের মধ্যে সাঙ্গ করে দিতে পারে ওর ভবলীলা।

যে মেয়ে র‍্যাচেলকে বিষ দিয়েছে, সে বসে আছে গাড়ির অন্যপাশে– র‍্যাচেলকে নিয়ে ওর কোনও চিন্তা আছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রায় সারাটা রাতই ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সেইচান। ওকে কাস্টডিতে নিলে র‍্যাচেলের খেল খতম।

'প্রফেসর,' উঁচু গলায় ওয়ালেস-এর উদ্দেশ্যে হাঁক দিল গ্রে। মেয়ে দু'জনের মাঝে বসে ঝিমাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, হাঁক শুনে চমকে উঠলেন। পেছনের সিট থেকে বকের মতো গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রুফাস।

'চলে এসেছি?' সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

'প্রায়।'

'যাক, বাঁচা গেল।'

দীর্ঘ, ক্লান্তিকর একটা রাত পার করেছে ওরা। পনি'তে চড়ে লেক ডিসট্রিক্ট পেরিয়ে ডাঃ বয়েল-এর পরিচিত একটা রাস্তা ধরেছিল। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে আগে পার্বত্য গ্রাম স্যাটার্থওয়েট-এ পৌঁছায় ওরা। সেখানে পনিগুলোকে ছেড়ে দেয় এক কৃষকের জমিতে। আগেই একটা পুরনো ল্যান্ড রোভারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল গ্রে।

গ্রামে আসার পথে ঘোড়ার পিঠে বসে ওদের যে ডুমসডে বুক-এর চাবি খুঁজে বের করতে আদেশ দেয়া হয়েছে, সেটা সম্পর্কে প্রফেসরকে প্রশ্ন করে গ্রে।

তখনই ওয়ালেস জানান, একটা মিথ প্রচলিত আছে বইটাকে ঘিরে। বইয়ের ল্যাটিন লেখার মধ্যে নাকি এক মূল্যবান গুপ্তধনের রাস্তা বাতলানো আছে।

'গুপ্তধন না ছাই!' গজগজ করতে করতে সেইচানের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকান ভদ্রলোক।

শ্রাগ করল সেইচান। সে-ও স্রেফ আদেশ পালন করছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবার আশায় ওয়ালেসের কাছে ফাদার জিওভান্নি'র ভ্রমণ সম্পর্কে জানতে চাইল গ্রে। বিশেষ করে জলাভূমির স্টোন রিং দেখার পর ভ্যাটিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ কোথায় গিয়েছিলেন, সেটা সম্পর্কে জানতে বেশি আগ্রহী ছিল ও। কিন্তু নিজেকে আরও বেশি করে রহস্যের চাদরে মুড়ে নেন সময়ের সাথে সাথে জিওভান্নি– এজন্য প্রফেসর তেমন কিছু জানাতে পারেননি।

বার্ডসি আইল্যান্ড ওয়েলসের উপকূলে অবস্থিত। ওয়ালেসের ধারণা, ওই দ্বীপ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা আছে এমন এক যাজকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ফাদার জিওভান্নি।

গ্রে-ও ওখানেই চলছে এখন সদলবলে। লেক ডিসট্রিক্ট থেকে প্রথমে লিভারপুলে ফিরেছে ওরা। তারপর সেখান থেকে রওনা হয়েছে ওয়েলসের উদ্দেশ্যে। গন্তব্য– ওয়েলস উপদ্বীপ।

বার্ডসি আইল্যান্ড তীর থেকে সমুদ্রের মাইল দুয়েক ভেতরে অবস্থিত। অন্ধকার হয়ে আসতে থাকা দিগন্তের প্রান্তে ধূসর সবুজ দ্বীপটা দেখতে পেল গ্রে। দ্বীপটা আকারে ছোট, মাত্র দু'মাইল চওড়া। এক পশলা বৃষ্টি দ্বীপটাকে ভিজিয়ে দিয়ে এখন এগোচ্ছে তীরের দিকে।

সৌভাগ্যবশত গ্রে'দের এখনকার গন্তব্য সৈকতে অবস্থিত সেইন্ট হাইউইন চার্চ। এখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন ফাদার জিওভান্নি।

পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল গ্রে।

চার্চটা ধূসর পাথরে তৈরি, ছাত টাইলের। বিশাল গথিক জানালার কারণে ভৌতিক আবহের সৃষ্টি হয়েছে। জানালা দিয়ে রঙিন পাথরে তৈরি জেলে-পল্লী আর আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখা যায়।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সবাই। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা ঝোড়ো বাতাসে নোনতা গন্ধ টের পাচ্ছে সবাই।

'আমি গাড়িতেই থাকব,' সেইচান বলল। 'চাই না আবার কেউ চুরি করার সুযোগ পাক।'

ওর কথার জবাবে কোনও মন্তব্য করল না গ্রে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠা রাগটা চাপা দিল অনেক কষ্টে।

সেইচানের হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেয়ে সদলবলে খুশি মনে রেক্টরের বাসভবনের দিকে এগোল গ্রে। ওয়েলস আসার পথে সেইচানের ফোন ব্যবহার করে ফাদার টিমোথি রাই'কে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে নিয়েছিল গ্রে। ওর আগ্রহ দেখে খুশি হয়েছিলেন যাজক। কিন্তু আসার কারণ জেনে মুছে গিয়েছিল সেই খুশি।

'মার্কো মারা গেছে?' সবিস্ময়ে বলেছিলেন ফাদার রাই। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। মাত্র কয়েক মাস আগে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে।'

গ্রে আশা করছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে যাজকের কাছ থেকে।

ওরা যাজকের বাসার দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই ঝটকা মেরে খুলে গেল দরজাটা। ফোনে গলা শুনে যা মনে হয়েছিল, ফাদার তার চেয়েও বয়স্ক। ভদ্রলোক কাঠির মতো পাতলা, মাথায় কয়েক গাছি সাদা চুল। কাঁপতে কাঁপতে ওদের উষ্ণ, আন্তরিক ভঙ্গিতে স্বাগতম জানালেন।

'জলদি ভেতরে ঢুকুন, নইলে ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাবেন।' হাতের ইশারায় ওদের ভেতরে ডাকলেন ফাদার রাই। 'স্টোভে কফি চাপিয়ে দিয়েছি। ওল' ম্যাগি বেরির কেক বানিয়েছে।'

ফাদারের পিছু পিছু একটা ঘরে ঢুকল সবাই। ঘরটার মেঝে কাঠের। ঘরের বর্গাগুলো এত নিচু যে মাথা নুইয়ে হাঁটতে হচ্ছে কোয়ালস্কিকে। ছোট একটা চুলি-তে আগুন জ্বলছে। চা-নাস্তার আয়োজন করা হয়েছে একটা টেবিলে।

বেক করা কেকের সুগন্ধে গুড়গুড় ডাক ছাড়ল গ্রে'র পেটের ভেতর। কিন্তু এখানকার কাজ দ্রুত সারতে চায় সে। হাতে একদমই সময় নেই। র‍্যাচেলের দিকে তাকাল ও। ইতিমধ্যে ওর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন ফাদার। র‍্যাচেলের হাত ধরে টেবিলের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি।

'তুমি এখানে বসো। আমার পাশে।'

রুফাসকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ওয়ালেস। কুকুরটাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকবেন কি ঢুকবেন না, এ নিয়ে দ্বিধায় আছেন ভদ্রলোক।

'ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী করতে?' দাবড়ে উঠলেন ফাদার। 'জলদি ভেতরে ঢুকুন।'

আমন্ত্রণটা দু'জনের উদ্দেশ্যেই ছিল। ওয়ালেসের আগেই ভেতরে ঢুকে পড়ল রুফাস।

সবাই বসার পর শুরু করল গ্রে। 'ফাদার রাই, বলতে পারেন ফাদার জিওভান্নি কেন...'

'বেচারা।' ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন যাজক। 'ওর আত্মা শান্তি পাক।' ঘুরে র‍্যাচেলের হাতে চাপড় মারলেন। 'তোমার আঙ্কেলের জন্য রোমে প্রার্থনার ব্যবস্থা করব। আমি জানি মার্কোর ভালো বন্ধু ছিল ও।'

'ধন্যবাদ।'

গ্রে'র দিকে ফিরলেন ফাদার রাই। 'মার্কো...একটু ভাবতে দিন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে...বছর তিনেক আগে এখানে এসেছিল লোকটা।'

'প্রথমবারের মতো আমার খননকাজ পরিদর্শনের ঠিক পর পরই,' যোগ করলেন ওয়ালেস।

'তারপর থেকে প্রায়ই এখানে আসত সে। অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতাম আমরা। তারপর, গত জুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বার্ডসি আইল্যান্ড থেকে ফিরে আসে সে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল ভূত দেখে এসেছে। সারা রাত প্রার্থনা করে ও সেদিন। প্রার্থনা করতে বসে একটা কথাই বলছিল বার বার–"আমি ভয় পেয়েছি। আমি ভয় পেয়েছি।" পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, চলে গেছে ও।'

প্রথম কোথায় ফিরে এল গ্রে। 'ফাদার জিওভান্নি বলেছিলেন উনি কোথা থেকে এসেছিলেন এখানে?'

'হ্যাঁ। বার্ডসি আইল্যান্ডে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তিনি। মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে।'

এখন পর্যন্ত যা যা জানতে পেরেছে সেসব তথ্য থেকে আসলটা বের করার চেষ্টা করছে গ্রে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার– ফাদার জিওভান্নি এই জ্যেষ্ঠ যাজকের সাথে পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি। 'কোন মৃতদের কথা বলছেন?'

'বার্ডসি'তে সমাহিত বিশ হাজার সেইন্ট।' জানালার দিকে নির্দেশ করলেন বৃদ্ধ, ওখান থেকে সাগর দেখা যায়। প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে দ্বীপে। 'মৃতদের ইতিহাস জানতে চেয়েছিল মার্কো।'

গ্রে-ও জানতে চায়। 'ওকে কী বলেছিলেন আপনি?'

'আর সব তীর্থযাত্রীদের যা বলি। বার্ডসি আইল্যান্ড পবিত্র জায়গা। দ্বীপটার ইতিহাস অনেক পুরনো। এ দেশে যারা প্রথম এসেছিল, তাদের সাথে জড়িত। যারা এসব পাথর দাঁড় করিয়েছিল এবং প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলো বানিয়েছিল তাদের সাথে জড়িত এ দ্বীপের ইতিহাস।'

কথার এ পর্যায়ে নাক গলালেন ওয়ালেস। 'ব্রিটিশ দ্বীপগুলোতে যারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল, সেই নিওলিথিক জাতির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। বার্ডসি'তে এখনও সে-যুগের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাবেন। সেই প্রস্তর যুগেও দ্বীপটা একটা পবিত্র স্থান ছিল। রাজকীয়তার আঁতুড়ঘর। কেল্টিকদের মাঝে ফোমোরিয়ানদের নিয়ে একটা মিথ আছে– সেটা সম্পর্কে জানেন?'

মাথা নাড়ল গ্রে। 'ফোমোরিয়ান কী?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

'কী না, কে। আইরিশ লোককাহিনী অনুসারে, সেল্টরা যখন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আসে তখন জায়গাটা প্রাচীন, দানবীয় এক গোত্রের দখলে ছিল। ধারণা করা হয় এই গোত্রটা হ্যাম-এর বংশধর। নবী নোয়া এই হ্যাম'কে অভিশাপ দিয়েছিলেন। শত শত বছর ধরে দ্বীপগুলোর দখল নিয়ে সেল্ট আর ফোমোরিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধ চলে। তলোয়ারে খুব একটা দক্ষ না হলেও আক্রমণকারীদের ওপর মহামারী ছড়িয়ে দিতে ওস্তাদ ছিল ফোমোরিয়ান'রা।'

'মহামারী?' গ্রে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ– পেগ।'

ত্বরিত দৃষ্টিতে র‍্যাচেল ও ওয়ালেসের দিকে তাকাল গ্রে। পার্বত্য গ্রামগুলোতেও কি এই ঘটনা ঘটেছে?

'পরের কয়েকশো বছর ধরে এ দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলে,' বলে চললেন ফাদার রাই। 'মাঝে মাঝে শান্তিচুক্তি হতো ওদের মাঝে, কিন্তু খুব বেশিদিন টিকত না সেই চুক্তি। আইরিশ গল্পকাররা অবশ্য স্বীকার করেন যে ফোমোরিয়ানরা-ই সেল্টদের কৃষিকাজ শিখিয়েছে। কিন্তু শেষমেশ টরি আইল্যান্ডে এ দুই গোত্রের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মারা যায় ফোমোরিয়ানদের রাজা।'

'এসবের সাথে বার্ডসি আইল্যান্ডের কী সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

ভুরু কুঁচকালেন যাজক। 'আগেই বলেছি, বার্ডসি রাজকীয়তার আঁতুড়ঘর। স্থানীয় উপকথা অনুসারে, ফোমোরিয়ান রানি বার্ডসি'তে বসবাস শুরু করেন। বেশ

ক্ষমতাশালী দেবী ছিলেন তিনি। অসুস্থদের সুস্থ করে তোলার ক্ষমতা ছিল তার–এমনকি পেগের চিকিৎসাও করতে পারতেন।'

বিড়বিড় করে বললেন ওয়ালেস, 'মার্কো যে ফিরে এসেছিল এতে আর আশ্চর্য কী!'

ওয়ালেসকে এ-কথার মানে জিজ্ঞেস করতে চাইছিল গ্রে, কিন্তু ফাদার রাই আগের কথার খেই ধরতে সেদিকে মনোযোগ দিল সে।

'তারপর দ্বীপগুলোর দখল নেয় সেল্ট'রা। তবে জায়গাটা যে কতটা পবিত্র, তা ওদের পুরোহিত, আর ড্রুইড'রাও জানত। ওদের শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় অ্যাঙ্গলসি আইল্যান্ড। সারা ইউরোপ থেকে ছাত্ররা এসে জড়ো হতো এখানে। কল্পনা করতে পারেন? কিন্তু এদের মধ্যে বার্ডসি আইল্যান্ডকে সবচেয়ে পবিত্র মনে করত ড্রুইড'রা। সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরই কেবল এখানে সমাধিস্থ করা হতো। এ দ্বীপে সমাধিস্থদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ড্রুইড-ও আছেন।'

ওয়ালেস-ও জানেন এই কিংবদন্তী সম্পর্কে। 'মারলিন।'

হিম বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্য ল্যান্ড রোভারের আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেইচান। একটা ফোল্ডিং নাইফ নিয়ে খেলতে খেলতে যাজকের দরজার দিকে নজর রাখছে মেয়েটা। ও জানে, কেউ পালানোর চেষ্টা করবে না কিংবা যাজকের বাড়ির ফোনও ব্যবহার করার চেষ্টা করবে না। তারপরও টেলিফোনের তারগুলো কেটে দিয়েছে ও।

বাকিদের সঙ্গে সে-ও ভেতরে যেতে পারত, কিন্তু দল বেঁধে গাদাগাদি করে বসে ইতিহাস শোনা ওর ধাতে সয় না। হাতের ছুরিটার দিকে তাকাল সেইচান। নিজের মেধার জায়গাটা সে ভালোই চিনে। তাছাড়া গ্রে'র মনোযোগও সরিয়ে দিতে চায়নি ও। টের পাচ্ছিল, ওর ওপর ক্ষেপে আছে গ্রে। ওর কাছাকাছি থেকে প্রতি সেকেন্ডে চড়ছিল গ্রে'র রাগের পারদ। তাই নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য সিগমা কমান্ডারের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে মেয়েটা। ও চায় না, নিজের কাজের ওপর থেকে ছুটে যাক গ্রে'র মনোযোগ।

ওদের সবার ভালোর জন্যই এটা দরকার।

সেইচান লক্ষ্য করেছে, একটা অডি সিডান আসছিল ওদের পিছু পিছু। দূর থেকে নজর রাখা হচ্ছে ওদের ওপর। ওর হ্যান্ডলার, ম্যাগনুসেন সেই পর্বত থেকে

ওর ওপর কড়া নজরদারি করছে। খুব দক্ষ, পেশাদার ভঙ্গিতে কাজটা করছে ম্যাগনুসেনের লোকেরা– অসম্ভব দক্ষ না হলে কেউ ধরতেই পারবে না ব্যাপারটা।

তবে টের পেয়ে গেছে সেইচান।

হাতের ছুরি পকেটে চালান করে দিল ও। এখান থেকে সরে যেতে হবে। গাড়ি ছেড়ে লম্বা পদক্ষেপে প্রাচীন গির্জাটার দিকে এগোল মেয়েটা। গির্জার গায়ে কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। গির্জার দরজাটা বিশাল, ক্ষতবিক্ষত। হাতলে হাত দিয়ে সেইচান টের পেল দরজাটা খোলা।

যেকোনও দরজা খোলা থাকা সবসময়ই অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল ওর কাছে।

ভালো করে চিন্তাভাবনা না করেই দরজা টেনে খুলে ফেলল ও। প্রবল বাতাস ধাক্কা মারছে। অন্যদের কতক্ষণ লাগবে কে জানে। চার্চের মূল অংশের দিকে এগিয়ে গেল ও। সেইচান আশা করেছিল, ভেতরে বিষণ্ন, মনমরা পরিবেশের মুখোমুখি হবে। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, ভেতরটা প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত। ভেতরের দেয়াল মাখনরঙা সাদা। দু'পাশে পালিশ করা কাঠের বেঞ্চি পাতা। উজ্জ্বল নীল রঙের কার্পেট পাতা হয়েছে মাঝখানের চলাচলের পথে।

গির্জাটা জনশূন্য, কিন্তু চেষ্টা করেও চার্চের মূল অংশে যেতে পারল না সেইচান। আচমকা প্রচণ্ড ক্লান্তিতে টলতে টলতে কাছাকাছি একটা বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল মেয়েটা। ধার্মিক না ও, তবুও কষ্ট পেল খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি দেখে।

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কষ্ট ও জানে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভারি হয়ে এল ওর নিঃশ্বাস। হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। আচমকা কোনও এক অতল থেকে হুড়মুড় করে অশ্রু বেরিয়ে এল দু'চোখ বেয়ে। কান্না থামানোর চেষ্টায় ঢেকে ফেলল মুখ। কান্নাটাকে ও অস্বীকার করতে চায়, লুকিয়ে রাখতে চায় সযত্নে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নড়াচড়া করতে না পেরে বেঞ্চিতে বসে রইল মেয়েটা। একটা চাপ তৈরি হচ্ছে ওর বুকের ভেতর। চাপটা বাড়তে বাড়তে পীড়াদায়ক পর্যায়ে পৌঁছে গেল, যেন ছোট একটা গর্ত থেকে বিশাল কিছু বের করে আনার চেষ্টা করছে। চাপটা পার হয়ে যাবার জন্য প্রার্থনা করতে করতে অপেক্ষা করছে ও। অবশেষে ওকে অন্তঃসারশূন্য এবং হতাশ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল চাপটা। প্রবল

একটা ঝটকা কাঁপিয়ে দিল ওর পুরো শরীর, মাত্র একবারের জন্য। তারপর লম্বা দম নিয়ে, উঠে দাঁড়াল চোখ মুছে।

ঘুরে চার্চের বাইরে বেরিয়ে এল সেইচান। প্রবল বাতাস ধাক্কা মারল ওকে, পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। আজকের ঘটনা একটা শিক্ষা হয়ে রইল ওর জীবনে।

মনের বন্ধ দরজাগুলোতে তালা মেরে রাখা উচিত মানুষের।

গ্রে চেষ্টা করল ওর কথায় যেন অবজ্ঞার সুর টের পাওয়া না যায়। 'আপনি বলতে চাচ্ছেন, মারলিনকে বার্ডসি আইল্যান্ডে কবর দেয়া হয়েছে?'

চায়ে চুমুক দিয়ে হাসলেন ফাদার রাই। 'নিশ্চয়ই। এই অঞ্চলে আমরা সবাই এই গল্প বলতে পছন্দ করি। বলা হয়, দ্বীপে একটা কাঁচের সমাধিতে কবর দেয়া হয়েছে তাকে।' র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করলেন তিনি। 'যদিও কয়েকজন ইতিহাসবিদসহ অনেকে বিশ্বাস করে যে অ্যাভালন'কে নিয়ে যে আর্থারিয়ান কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার উৎপত্তি হয়েছে বার্ডসি আইল্যান্ড থেকেই।'

মুখভর্তি কেক নিয়ে কোয়ালস্কি কোনওরকমে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাভালন'টা আবার কী জিনিস?'

টেবিলের নিচ দিয়ে ওকে কনুইয়ের গুঁতো মারল গ্রে। যাজককে মূল বিষয় থেকে সরতে দিতে চায় না সে। ফাদার জিওভান্নি সম্পর্কে আরও তথ্য লাগবে ওদের।

কিন্তু গুঁতোটা দিতে দেরি হয়ে গেছে ওর।

'সেল্টিক পুরাণের মতে,' ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন ফাদার রাই, 'অ্যাভালন হচ্ছে পৃথিবীর স্বর্গ। মহিলা জাদুকর মরগান লে ফে রাজত্ব করত ওখানে। ওই দ্বীপে দুর্লভ এক জাতের আপেল পাওয়া যেত। অ্যাভালন-এর নামটাও ওয়েলশ শব্দ *অ্যাফাল* থেকে এসেছে, যার অর্থ *আপেল*। মনে করা হতো, অ্যাভালনে মানুষ সুস্থভাবে অনেক বছর বাঁচে। ক্যামলান যুদ্ধের পর রাজা আর্থার'কে সুস্থ করে তোলার জন্য অ্যাভালনে মরগান লে ফে'র কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আর ওখানেই সমাধিস্থ করা হয় জাদুকর মারলিন'কে।'

এসব গালগপ্পো শুনতে শুনতে খাট্টা হয়ে গেছে ওয়ালেসের মেজাজ। 'রাবিশ!' শেষমেশ আর সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 'সবাই ভাবে অ্যাভালন আর ক্যামেলট ওদের নিজেদের বাড়ির পিছনে।'

প্রফেসরের কথায় কিছু মনে করলেন না ফাদার রাই। 'আগেই বলেছি, এগুলো সবই মিথ। অ্যাভালনের মতো বার্ডসি আইল্যান্ডকেও দীর্ঘ সময় ধরে স্বাস্থ্যকর জায়গা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এমনকি ১১৮৮ সালের এক ট্রাভেল বুকেও এমন দাবির পক্ষে সমর্থন দেয়া হয়েছে। বইয়ের লেখক বার্ডসি আইল্যান্ডের মানুষদের অস্বাভাবিকভাবে রোগমুক্ত এবং "অতিবৃদ্ধ না হলে আর কোনওভাবে মারা যায় না" বলে উলেখ করেছেন। তাছাড়া জাদুকরি আপেলের কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

'আপেল?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

'আমাদের বোধহয় মিথ একপাশে সরিয়ে আসল কথায় আসা উচিত,' ফাদার জিওভান্নির কথায় ফিরে আসার চেষ্টায় বলল গ্রে।

'এগুলো মিথ না,' উঠে দাঁড়ালেন ফাদার রাই, বাটিতে রাখা আপেল থেকে একটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন গ্রে'র উদ্দেশ্যে। 'এই আপেলটা কি তোমার কাছে মিথ মনে হয়, ইয়াং ম্যান? গত সপ্তাহে ম্যাগি'র ছেলে এটি দ্বীপের একটা গাছ থেকে পেড়ে এনেছে।'

ভুরু কুঁচকে ফলটার দিকে চেয়ে আছে গ্রে।

'এটার মতো আর কোনও আপেল নেই পৃথিবীর বুকে,' সদর্পে ঘোষণা করলেন ফাদার রাই। 'কয়েক বছর আগে, ওই গাছের কয়েকটা আপেল কেন্ট-এর ন্যাশনাল ফ্রুট কালেকশন-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বার্ডসি'র আপেলগুলো পরীক্ষা করে দুটো দেখতে পায় ওরা। এক, এই প্রজাতির গাছ একদমই নতুন–এর আগে কোথাও পাওয়া যায়নি। দুই, ওই গাছের আপেল অস্বাভাবিকভাবে পচন এবং সব ধরনের রোগজীবাণু থেকে মুক্ত ছিল। ওরা নিজেরা এসে প্রাচীন গাছটি পরীক্ষা করে দেখে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষা করে দেখে, গাছটার স্বাস্থ্য সেই আগের মতোই আছে। উদ্ভিদবিদদের বিশ্বাস, হাজার বছর আগে বার্ডসি আইল্যান্ডে সেইন্ট মেরি'র সন্ন্যাসীদের লাগানো গাছগুলোর মধ্যে টিকে থাকা একমাত্র গাছ এটি।'

হাতের ছোট আপেলটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রে। কত দীর্ঘ সময় এবং ইতিহাসেরই না প্রতিনিধিত্ব করছে এই ফলটি। কেউ বিশ্বাস করুক

আর না-ই করুক, মানুষকে সুস্থ করে তোলার অদ্ভুত এক ইতিহাস আছে বার্ডসি আইল্যান্ডের ঝুলিতেঃ প্রথমে ফোমোরিয়ান রানি, তারপর অ্যাভালন-এর সেল্টিক লিজেন্ড। আর এখন ওর হাতে ধরে রাখা আপেলটি জলজ্যান্ত এক প্রমাণ।

জানালা দিয়ে বাইরের সবুজ ভূমির দিকে তাকাল সে।

বিশেষ এমন কী আছে ওই দ্বীপে?

এখনও শেষ হয়নি ফাদার রাই-এর ইতিহাস ক্লাস।

'সময়ের চক্রে হার মেনে সবকিছুরই শেষ হয়,' বললেন তিনি। 'সেল্টিকরাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। একসময় রোমানরা হারিয়ে দেয় ওদের। ওই সময় রোমানরা দাবি করে যে ড্রুইড'রা ওদের ওপর জাদু করেছিল। ড্রুইডরা মারা যাবার পর এ অঞ্চলে প্যাগান ধর্মের জায়গা দখল করে চার্চ। ১৩'শ শতকে দ্বীপে একটা চার্চ বানানো হয়। ওটার টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায় দ্বীপে গেলে।'

কথার মাঝে বাগড়া দিলেন ওয়ালেস। 'কিন্তু প্রথমে যে বিশ হাজার সন্ন্যাসীর কথা বলেছিলেন, ওদের কী হলো?'

চায়ের কাপে চুমুক দিলেন ফাদার রাই। '*বিশ হাজার সন্ন্যাসীর দ্বীপ* নামে পরিচিত বার্ডসি আইল্যান্ড। হত্যা করার পর এখানে কবর দেয়া খ্রিস্টানদের সংখ্যা অনুসারে রাখা হয়েছে নামটা।'

'এত মানুষ?' ওয়ালেস বললেন। 'এই গণকবরের নিশ্চয়ই কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই?'

'ঠিক ধরেছেন। আমার ধারণা, এই কিংবদন্তীটি রূপক হবার সম্ভাবনাই বেশি। যদিও বার্ডসি'র ওপর মড়ক নেমে আসার একটা গল্প প্রচলিত আছে স্থানীয়দের মধ্যে। গুরুতর এক রোগ ছড়িয়ে পড়ে এ এলাকায়– ওই অসুখের থাবায় মারা পড়ে বেশিরভাগ গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসী। ওদের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে সেই ছাই ভাসিয়ে দেয়া হয় সমুদ্রে।'

গল্পের এই ধাঁচটা গ্রে'র পরিচিত। পার্বত্য গ্রামগুলোতেও এরকম গল্প প্রচলিত আছে। সমস্ত প্রমাণ প্রথমে আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে, তারপর পানিতে ভেসে গেছে; পেছনে রেখে গেছে শুধু গুজব আর ডুমসডে বুক-এর গুপ্ত সংকেত।

'খ্রিস্টানরা এখানে আসার পর থেকেই জায়গাটা পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হতে থাকে। তীর্থভূমিতে পরিণত হয় বার্ডসি। ভ্যাটিকান ঘোষণা দেয়, একবার বার্ডসি'তে তীর্থভ্রমণ তিনবার রোম-ভ্রমণের সমান পুণ্যের কাজ।'

হাতের ইশারায় চার্চটা দেখালেন ফাদার রাই। 'সেইন্ট হাইউইন-এর সবচেয়ে পুরনো অংশ– ১১৩৭ সালের। এই চার্চের দরজা দিয়ে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী গেছে বার্ডসি'তে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল আইরিশ ও ইংরেজ সন্ন্যাসী।'

আচমকা ঝটকা মেরে খুলে গেল ঘরের দরজা। তেরো বছর বয়সী এক ছেলে ঢুকল ভেতরে– ছেলেটি মহা উত্তেজিত।

'এসেছ লাইল?' উঠে দাঁড়ালেন ফাদার রাই। 'ফেরি রেডি করেছ?'

গ্রে'দের দিকে তাকাল ছেলেটি। 'হ্যাঁ, ফাদার। উনাদের নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে বাবা। জলদি চলুন, ঝড় আরও বাড়বে মনে হচ্ছে।'

নিরাশ চোখে অতিথিদের দেখলেন যাজক। 'ঝড় আরও বাড়ার আগেই রওনা হওয়া উচিত আপনাদের।'

নড করল গ্রে। 'চলো বেরোই।' সবার সঙ্গে দরজার দিকে এগোল সে।

'যদি কিছু মনে না করেন আমার কুকুরটা আপনার কাছে রেখে যাই?' যাজককে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস। 'রুফাস বোটে উঠতে পারে না।'

হাসি ফিরে এল ফাদারের মুখে। 'রেখে যান, ওর সঙ্গ আমার ভালোই লাগবে। ফেরার সময় নিয়ে যেতে পারবেন ওকে।'

যেতে হচ্ছে না বলে খুশি মনে হলো রুফাসকে। লেজ গুটিয়ে আগুনের পাশে বসে পড়ল কুকুরটা।

গ্রে দরজার দিকে ঘুরেছে এমন সময় ফাদার রাই বলে উঠলেন, 'লাইল, দ্বীপে নামার পর ওনাদের *হারমিটের গুহা* দেখাতে ভুলো না।' ফিরে তাকাল গ্রে।

ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন যাজক ভদ্রলোক। 'ওখানেই কবর দেয়া হয়েছে মারলিন'কে।'

সকাল ১১:২২

চোখে সন্দেহ নিয়ে ফেরিটা দেখছে র‍্যাচেল। বেশ ভালোই মনে হচ্ছে ছোট্ট নৌকাটাকে। ফেরির সামনের অংশে পাইলটের জন্য একটা কেবিন আর স্টার্নে একটা উন্মুক্ত ডেক আছে। আগেও ভূমধ্যসাগরে ডাইভ করার সময় এমন বোটে উঠেছে ও। এ-ধরনের বোটগুলো বেশ ভালো এবং নির্ভরযোগ্য।

তবুও এই বৃষ্টির মধ্যে ফেরিতে উঠতে ওর ভয় হচ্ছে। সেটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে ওর মুখ দেখে।

'*বেনলি* ভালো নৌকা,' সাফাই গাইল ফেরিম্যান। ভারি সোয়েটার ও বর্ষাতি পরা লোকটার নাম ওয়েন ব্রাইস, লাইলের বাবা। ডেকের ওপর একটা লালচুলো বানরের মতো লাফাচ্ছে ছেলেটি। চোখে গর্ব নিয়ে ছেলেকে দেখছে বাবা। 'ভয় পাবেন না, মিস। নিরাপদে দ্বীপে পৌঁছে দেব আপনাদের।' লোকটার গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর।

এগিয়ে এসে র‍্যাচলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লাইল। ওর হাত ধরে জেটি থেকে বোটে উঠল ও। আগেই উঠে পড়েছে গ্রে আর ওয়ালেস। সেইচানের পিছু পিছু আসছে কোয়ালস্কি।

সেইচানের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে গ্রে'র পাশে বসল র‍্যাচেল। মেয়েটির ওপর নজর পড়তেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে রাগ। ব্যাপারটা ওকে অন্তত জানানো উচিত ছিল।

সেইচানের চিন্তা মন থেকে দূর করতে গ্রে'র দিকে নজর দিল ও। বোটের ইঞ্জিনের গর্জনের জন্য চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে গ্রে'কে।

'যাজকের বাসায়,' ওয়ালেসের কানে কাছে চেঁচিয়ে বলল গ্রে, 'ফাদার জিওভান্নি এখানে ফিরে আসায় অবাক হননি, বিড়বিড় করে এরকম কিছু একটা বলছিলেন আপনি।'

ফাদার রাই যখন প্যাগান রানিকে নিয়ে কথা বলছিলেন, তখন র‍্যাচেলও ওয়ালেসকে একথা বলতে শুনেছে।

নড করলেন ওয়ালেস। 'নিওলিথিক ব্রিটেনের একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে আমিও এখানকার প্রথম বাসিন্দা, দানবীয় ফোমোরিয়ানদের সম্পর্কে বেশ ভালো করেই জানি। বলা হতো, ওরা নাকি জ্যান্ত মানুষ খেয়ে ফেলত। কিন্তু যাজকের মতে, এরাই বাইবেলে বর্ণিত *হ্যাম-এর বংশধর*। এ তথ্য নিশ্চয়ই মার্কোকে আকৃষ্ট করে এখানে টেনে এনেছে।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'সেল্টিক উপকথাগুলো বলা হতো মুখে মুখে। মানুষের মুখে মুখেই ছড়িয়ে পড়ে এসব উপকথা। এই গল্পগুলো টিকে আছে শুধু আইরিশ সন্ন্যাসীদের জন্য। পুরো মধ্যযুগে পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক জিনিসগুলো সংরক্ষণ করে তারা। সেই সাথে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আইরিশ লোককাহিনী এবং উপাখ্যান লিখিতভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়। তবে একটা জিনিস বুঝতে হবে তোমাকে। এই সন্ন্যাসীরা ছিল খ্রিস্টান। তাই পুনর্কথনের সময় এই প্যাগান

গল্পগুলোতে, সজ্ঞানে কিংবা নিজেদের অজান্তেই, বাইবেলের প্রভাব ঢুকিয়ে দেয় তারা।'

'ফোমোরিয়ানদের হ্যাম-এর বংশধর হিসেবে বর্ণনা করার মতো,' বলল গ্রে।

'ঠিক তা-ই। বাইবেল কখনও সরাসরি কোনও গোত্রকে হ্যাম-এর বংশধর হিসেবে বর্ণনা করেনি। তবে প্রাচীন ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন, অভিশাপ বলতে হ্যাম-এর বংশধরদের কালো চামড়াকে বুঝানো হয়েছে। এভাবেই একসময় কালোদের দাসত্বকে বৈধতা দান করা হয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, কেল্টরা ফোমোরিয়ান রানিকে কালো হিসেবে বর্ণনা করেছে। এজন্য সন্ন্যাসীরা তাকে হ্যাম-এর বংশধর মনে করত।'

গ্রে'র কথায় সায় জানালেন ওয়ালেস। 'একজন কালো-চামড়ার রানি, যে অসুস্থদের সুস্থ করতে পারে।'

'আর মার্কোর বিশ্বাস, ফোমোরিয়ান রানি ব্যাক ম্যাডোনার প্যাগান অবতার।' দ্বীপের দিকে তাকিয়ে বলল গ্রে। উত্তাল নীল জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা। 'মরগান লে ফে আর অ্যাভালনের কিংবদন্তী– এই দুটো জিনিস সম্ভবত একই সুতোয় গাঁথা। মরগান লে ফে-ও জাদুকরি ক্ষমতায় অসুস্থদের সুস্থ করে তুলতে পারত।'

বড় বড় হয়ে গেল র‍্যাচেলের চোখ দুটো। 'ফাদার জিওভান্নি এ-জায়গার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন কেন, এখন বুঝতে পারছি।'

'শুধু এজন্যই নয়। চাবির জন্যও এ জায়গার প্রেমে পড়েছিল সে,' বললেন ওয়ালেস।

'ডুমসডে বুক-এর চাবি?' র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল। 'আমি ভেবেছিলাম আপনার কাছে এসবের কোনও মূল্য নেই।'

'আমার কাছে মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মার্কোর কাছে আছে। এই চাবি নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলোর মতে, এটার সাহায্যে বিশাল সম্পদ উদঘাটন করা যায়। আর সেই সম্পদই বাঁচাতে পারে পৃথিবীকে। মার্কো বিশ্বাস করত "বাতিল" ঘোষিত এ-জায়গাটাকে নিয়ে গবেষণায় ঠিক পথেই এগোচ্ছিলাম আমি। এখন আমারও মনে হচ্ছে, ওর ধারণা ঠিক ছিল।'

'এরকম মনে হচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'ফাদার রাই-এর গল্পের জন্য। তিনি বলেছেন সেল্টদের মধ্যে পেগ ছড়িয়ে দিয়েছিল ফোমোরিয়ানরা। তারপর রোমানরা যখন সেল্টদের আক্রমণ করে,

তখন ড্রুইডরাও রোমানদের ভেতর এ-অসুখ ছড়িয়ে দেয়। সেল্টরা হয়তো পরাজিত ফোমোরিয়ানদের কাছ থেকে কৃষিকাজ ছাড়াও আরও কিছু শিখে নেয়। যুদ্ধবিদ্যার নতুন একটা কৌশল, নতুন কোনও অস্ত্র। হয়তো এসব গল্পের মধ্যে সত্যতা আছে। ডুমসডে বুক-এ লুকায়িত কোনও সত্য।'

একটু দম নিলেন ওয়ালেস। তারপর আবার শুরু করলেন। 'ওই অস্ত্রটা হচ্ছে পেগ। প্রতিপক্ষের ওপর পেগ ছড়িয়ে দেয়ার বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল ওরা। খুব সম্ভবত এটাই বর্তমান জীবাণু-যুদ্ধের আদিরূপ ছিল।'

মমিগুলোর অবস্থা চিন্তা করল র‍্যাচেল। ক্ষয়ে যাওয়া, ভেতরে ধীরে ধীরে মাশরুম জন্মাচ্ছে।

'কেউ হয়তো ছত্রাক-জাতীয় পরজীবীর মাধ্যমে এই গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিষ,' গ্রে বলল। 'হতে পারে না এমনটা?'

'আগেই বলেছি, ডুমসডে বুক-এ উলেখিত সবগুলো গ্রামে খ্রিস্টান ও প্যাগানদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। এবং সবার আগে যে জায়গাটার ওপর আঘাত এসেছিল সেটা হলো– বার্ডসি আইল্যান্ড। ড্রুইডদের জন্য পবিত্র স্থান। এখানে সন্ন্যাসী আর খ্রিস্টানদের উপস্থিতি ওদের পছন্দ হবার কথা না।'

'আপনি বলতে চাইছেন, ড্রুইডদের কোনও গুপ্তসঙ্ঘ ওদের হত্যা করে?'

'তারপর, যুদ্ধটাকে ইংল্যান্ডের মূল ভূমিতে নিয়ে যায় সেল্টরা। আমার সন্দেহ, পুরো ইংল্যান্ড জুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়ার আশায় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে পেগ ছড়াতে শুরু করে ওরা।'

বড় একটা ঢেউ আঘাত করল ফেরির গায়ে। ঢেউয়ের ধাক্কা সামলে আবার শুরু করলেন ওয়ালেস। 'ডুমসডে বুক-এর আসল উদ্দেশ্য হয়তো এই আক্রমণগুলোর গতিপথ বর্ণনা করা– এগুলোর চিহ্ন টুকে রাখা। এ বইটা গ্রন্থিত করার জন্য পুরো ব্রিটেনজুড়ে আদমশুমারি করতে লোক পাঠানো হয়। গুপ্তচর হিসেবেও কাজ করত আদমশুমারি করতে পাঠানো লোকগুলো।'

'কাজ হয়েছিল এতে?' র‍্যাচেলের প্রশ্ন।

'রোগটা ছড়িয়ে পড়তে পারেনি,' শ্রাগ করলেন ওয়ালেস। 'কেউ নিশ্চয়ই আক্রমণ ঠেকিয়ে দেয়ার উপায় খুঁজে পেয়েছিল।'

'ডুমসডে বুক-এর চাবি,' গ্রে বলল। 'আপনার বিশ্বাস, ওটা একটা ওষুধ।'

নাক চুলকালেন ওয়ালেস, গ্রে'র কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

'আমরা কি ঠিক পথে আছি?' র‍্যাচেলকে এক নজর দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল গ্রে। ভুল করার কোনও সুযোগ নেই ওদের।

র‍্যাচেলের হাতটা কিছুক্ষণ ধরে রেখে ওকে অভয় দেয়ার প্রয়াস পেল গ্রে, তারপর ছেড়ে দিল। ওর হাতটা আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখতে ইচ্ছে করছিলে র‍্যাচেলের।

গ্রে'র প্রশ্নের জবাব দিলেন ওয়ালেস। 'মার্কো নিশ্চয়ই চাবির ব্যাপারটা বিশ্বাস করত। ও নিশ্চয়ই কিছু একটা খুঁজে পেয়েছিল। আমরা জানি, বার্ডসি থেকেই কাজ শুরু করেছিল সে।'

এগিয়ে আসতে থাকা দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে নড করলেন প্রফেসর। ঝড়ের নৃত্য চলছে পুরো দ্বীপে। এক মুহূর্ত পর ওরা-ও ঢুকে গেল ঝড়ের ভেতর। গালে চটাস করে বাড়ি মারছে হিমশীতল বাতাস। ফেরিতে পানি ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিচ্ছে অভিযাত্রীদের। প্রচণ্ড বৃষ্টি ঘিরে ধরল বোটটাকে। এক গজের নিচে নেমে এসেছে দৃষ্টিসীমা।

'শক্ত হয়ে বসুন সবাই!' পাইলটহাউস থেকে চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। 'বড় ঢেউ আসছে।'

উপরের দিকে উঠে গেল বোটের গলুই। একের পর এক বিশাল সব ঢেউয়ের ধাক্কায় মোচার খোলের মতো দুলতে শুরু করেছে ফেরি।

কোনও আগাম সংকেত না দিয়েই পাক খেয়ে উঠল র‍্যাচেলের পেটের ভেতরটাও। ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেল ওর হাত দুটো। তীব্র একটা বমির ভাব উঠে আসছে ওর গলা বেয়ে। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে পেট খালি করে দিল ও। প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে ওর, হাত দিয়ে রেইল ধরে রাখতেও কষ্ট হচ্ছে।

নিচে ঢেউয়ের নৃত্য দেখে ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল র‍্যাচেলের। রেলিং থেকে পিছলে গেল হাত।

তখনই শক্ত দুটো হাত জড়িয়ে ধরল ওকে।

'কোনও ভয় নেই, আমি আছি,' গ্রে'র গলা শুনে সাহস পেল র‍্যাচেল।

গ্রে'র ওপর ভার ছেড়ে দিল র‍্যাচেল। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে এখনও দুলছে ওর পাকস্থলি। বাকি পথটা ওর কাছ থেকে নড়ল না গ্রে।

ওদের মনে হলো, যেন কয়েক যুগ পর তীর দেখা গেছে। কমে এসেছে ঝড়ের বেগ। বৃষ্টিও ধরে গেছে। হার্বার থেকে দীর্ঘ কনক্রিটের একটা পথ বেরিয়ে গেছে

একটা পাথরের জেটির দিকে। লাইল আর তার বাবা দক্ষ জেটিতে নৌকা ভেড়াল। একজন একজন করে সবাই নেমে এল বোট থেকে।

বোট থেকে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল র‍্যাচেল। পায়ের নিচে শক্ত পাথরের কড়কড় শব্দ আগে কখনও এত ভালো লাগেনি।

'তুমি ঠিক আছো?' গ্রে জিজ্ঞেস করল।

র‍্যাচেল মাথা দুলিয়ে বলল, 'ঠিকই আছি মনে হয়। ঢেউয়ের কাছ থেকে দূরে আসতে পেরেছি, এতেই খুশি আমি।'

ওর বাহু স্পর্শ করল গ্রে। 'তুমি নিশ্চিত, যে ঢেউয়ের জন্যই বমি হয়েছে?'

আবারও নড করতে চাচ্ছিল র‍্যাচেল। কিন্তু বিষটা সম্পর্কে সেইচান যা বলেছিল, সেকথা মনে পড়ে যাওয়ায় পেটে হাত বুলাল ও। প্রথম উপসর্গগুলোর একটি হচ্ছে–বমি।

বোটের দিকে ফিরে চাইল ও।

বমিটা যদি ঢেউয়ের জন্য না হয়, তবে?

দুপুর ১২:০৫
বার্ডসি আইল্যান্ড, ওয়েলস

পাহাড় বেয়ে উঠছে ট্রাক্টরটা। ট্রাক্টরের পেছনে খড়ের গাদা রাখা। খড়ের গাদার ওপর জড়াজড়ি করে বসে আছে গ্রে'রা। ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করে কাঁপছে সবাই।

হিমশীতল দমকা বাতাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য জড়সড় হয়ে আছে গ্রে। ঝড়ের ঝাপটা কমে গেছে, কিন্তু আগের চেয়েও অন্ধকার হয়ে আসছে পশ্চিম আকাশ। আরও বড় ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।

পাহাড়ের ওপর উঠতে ছোট্ট দ্বীপটার প্রায় পুরোটা ভেসে উঠল ওদের চোখের সামনে। দ্বীপের শেষপ্রান্তে লাল-সাদা ডোরাকাটা একটা লাইটহাউস দাঁড়িয়ে আছে। লাইটহাউস ও পাহাড়ের মাঝের জায়গাটুকুতে চাষের জমি। বার্ডসি আইল্যান্ডে সাকুল্যে ডজনখানেক স্থায়ী বসতবাড়ি আছে। বাসিন্দাদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষক; বাকিরা দ্বীপে ঘুরতে আসা হাইকার, বার্ড-ওয়াচার, আর তীর্থযাত্রী।

সবগুলো রাস্তা মাটির তৈরি। যাতায়াতের জন্য ট্রাক্টর ছাড়া আর কোনও বাহন নেই।

আধুনিক সভ্যতা থেকে অন্য কোনও যুগে এসে পড়েছে ওরা।

পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে যাওয়ায় ট্রাক্টরের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল লাইল। ছেলেটা ছোটখাটো এই দলের অফিসিয়াল ড্রাইভার এবং গাইড—দুটোই। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

বাজের শব্দ মিলিয়ে যেতে লাইল বলল, 'ফাদার রাই বলেছিলেন, হারমিট-এর গুহা দেখতে ইচ্ছে হতে পারে আপনাদের। জায়গাটা এখান থেকে কাছেই। আপনারা চাইলে এখনই নিয়ে যেতে পারি।'

সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছে কোয়ালস্কি। 'এখন হারমিটে যাবার ইচ্ছে নেই আমাদের।'

ওর কথায় পাত্তা দিল না গ্রে। লাইল-এর উদ্দেশ্যে বলল, 'তুমি বলেছ, ফাদার জিওভান্নিকে সাহায্য করেছিলে তুমি। তিনি নাকি বেশিরভাগ সময় মঠের ধ্বংসাবশেষের কাছেই কাটিয়েছেন। তিনি কি গুহায় সময় কাটিয়েছেন?'

'বলতে গেলে ওভাবে সময় কাটাননি। শুরুতে একবার মাত্র গিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত এরপর আর যাননি।'

গ্রে জানে জায়গাটা ওর ভালো করে দেখা উচিত। 'চলো।'

'আমি যাব তোমার সাথে,' এগিয়ে এলেন ওয়ালেস। 'এতদূর ঠেঙিয়ে এসে প্রিয় মারলিনকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে চলে গেলে পাপ হবে।' নির্জলা ব্যঙ্গ ফুটে উঠছে তার কথায়।

র‍্যাচেলের দিকে চাইল গ্রে। মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল ও।

লাফিয়ে ট্রাক্টর থেকে নেমে এল সিগমা কমান্ডার। পিছু পিছু সেইচানকে লাফিয়ে নামতে দেখে অবাক হলো ও। কোনও কথা না বলে ওয়ালেস আর বাচ্চা ছেলেটির পিছু নিল ও।

গ্রে'র ধারণা, হারমিটের গুহা দেখার চাইতে র‍্যাচেলের সঙ্গে একলা না থাকতে চাইবার ইচ্ছেটাই বেশি কাজ করছে সেইচানের মধ্যে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে সে-ও পিছু নিল ওদের।

হাঁটার গতি কমিয়ে ওর কাছে চলে এসেছে সেইচান। 'আমাদের কথা বলা দরকার,' গ্রে'র দিকে না তাকিয়ে বলল ও।

'কথা বলার মতো কিছু নেই আমাদের।'

'গাধার মতো কথা বলা বন্ধ করো। র‍্যাচেলকে ইচ্ছে করে বিষ দেইনি আমি। তুমি তো সেটা জানো, তাই না?'

এবার গ্রে'র চোখের দিকে তাকাল মেয়েটা।

ওর কথা বিশ্বাস করছে না গ্রে।

'ইচ্ছা করে দাও আর না-ই দাও, কথা তো একই,' গ্রে বলল। 'তোমার যা দরকার, তা পেয়ে যাবে। আর সেটার জন্য খেসারত দেবে অন্যরা।' বিদ্বেষ লুকানোর কোনও চেষ্টা করছে না সে। 'তা, ভেনেশিয়ান কিউরেটরের পরিবারের সাথে দেখা করে লাভ হলো কোনও?'

সরু হয়ে এল সেইচানের চোখ দুটো। এই কথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে মেয়েটা, রেগে গেছে ভীষণ। গলার স্বর ভেঙে এল ওর।

'এখানে যা হচ্ছে, তার শুরুটা করেছে গিল্ড। হারানো চাবিটা খুঁজে পাবার জন্য জলের মতো টাকা ছড়াচ্ছে ওরা। ওদেরকে এর আগে মাত্র একবারই এমন খেপে উঠতে দেখেছি আমি। আমরা দু'জন যখন ম্যাজাই-এর হাড়ের খোঁজ করছিলাম তখন।'

'ওরা এভাবে খেপে উঠেছে কেন?' গ্রে টের পেল, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে না চাইলেও নিজেকে ঠেকাতে পারছে না ও।

'জানি না। তবে ভায়াটাস-এ যা ঘটছে সবই ওদের ইশারায় হচ্ছে। আমার সন্দেহ, গিল্ড নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ভায়াটাস'কে ব্যবহার করছে। এ-কাজটাই তো সবচেয়ে ভালো পারে ওরা। গিল্ড হচ্ছে একটা পরজীবী–তোমার খেয়ে-পরে তোমাকেই শুষে ছিবড়ে করে ফেলবে। তারপর তোমাকেই ফেলে পালাবে।'

'কিন্তু ওদের চায়টা কী?'

'ওই চাবিটা। কিন্তু এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, *গিল্ডের কাছে চাবিটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?* এই প্রশ্নের জবাব পেলে চাবিটা খুঁজে পাওয়া-ও সহজ হয়ে যাবে।'

থামল সেইচান। গ্রে'কে মানতেই হচ্ছে, ঠিকই বলেছে সেইচান। ওর হয়তো সমস্যাটাকে একটু ভিন্ন উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

আবার শুরু করল সেইচান। 'আমরা জানি, ভায়াটাস ওই মমিগুলো নিয়ে ওগুলোর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। মমিগুলো কিন্তু তিন বছর আগে পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে এতদিন সবার অগোচরে প্রজেক্টটি চালাচ্ছিল ভায়াটাস। আমিও জানতাম না এ-ব্যাপারে। তারপর ফাদার জিওভান্নি ভ্যাটিকান ছোটার পর টনক নড়ে গিল্ডের। ব্যাপারটা আমার মতো চোখকান খোলা রাখা যে-কারও

চোখেই পড়বে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় গিল্ড অতীতের যেকোনও সময়ের বেশিক্ষণ নিজেদের চেহারা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। এজন্যই ইতালি ছুটে যাই আমি, র্যাচেলকে খুঁজতে বেরোই।' কথা ক'টা বলে চুপ মেরে গেল সেইচান।

নীরবতা ভাঙল গ্রে। 'ওয়ালেসের বিশ্বাস চাবিটার সাহায্যে জীবাণু-যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গিল্ড যদি চাবিটা হাতাতে পারে, তাহলে জীবাণু-অস্ত্রটাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ওরা।'

'হয়তো তোমার ধারণাই ঠিক। তবে গিল্ডের টার্গেট এর চেয়েও বড় কিছু। বিশ্বাস করো।

বিশ্বাস।

এই শব্দটা উচ্চারণ করার কোনও অধিকার নেই মেয়েটির।

ওয়ালেসের ডাক সেইচানের কথার জবাব দেয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল গ্রে'কে। 'চলে এসছি!' বললেন ওয়ালেস।

'আমার কথাটা ভেবে দেখো,' কথা শেষ করল সেইচান। 'আমি ট্রাক্টরে ফিরে যাচ্ছি।'

গুহার দিকে চলল গ্রে। লাইল ভেতরে ঢুকে গেছে। গুহামুখটা গ্রে'র কোমর-সমান উঁচু।

হাঁটু গেড়ে বসে ব্যাকপ্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে আনল গ্রে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল গুহার ভেতরে। গুহাটা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। খালি একটা বিয়ারের ক্যান ও অল্প কিছু আবর্জনা ছাড়া বলার মতো আর কিছু নেই গুহার ভেতরে।

ফাদার জিওভান্নি কেন একবারের বেশি আসেননি এখানে, এখন বুঝতে পারছে গ্রে। আসলে ফিরে আসার মতো কিছু নেই এখানে।

'কিছু নেই এখানে,' শেষমেশ বললেন ওয়ালেস।

একমত হলো গ্রে। 'চলুন পাহাড়ের দিকে এগোই।'

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে আবার। দ্রুত ফিরে এসে ট্রাক্টরে উঠে বসল গ্রে আর প্রফেসর। পাহাড়ের চূড়া থেকে নামতে শুরু করল ট্রাক্টর।

ওদের গন্তব্য পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে থাকা টাওয়ার। প্রায় ধ্বসে যাওয়া বর্গাকার টাওয়ারটা একটা সমাধিক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সেইন্ট মেরি'র মঠের এটুকুই অবশিষ্ট আছে কেবল। নতুন একটা চ্যাপেল দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

পাহাড়ের গোড়ায় নেমে এসে ছোট একটা বাড়ি দেখাল লাইল। 'পাস রাখ,' বাড়িটার নাম জানাল সে। 'চাইলে বাড়িটা ভাড়া নিতে পারেন। আমাদের বিখ্যাত আপেল গাছটা এ-বাড়িতেই।'

একরাশ কালো ধোঁয়া উগড়ে দিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে সমাধিক্ষেত্রের পাশে থেমে গেল ট্রাক্টর। মঠের ভাঙা টাওয়ারে অস্বাভাবিক উঁচু একটা ক্রুশ দেখতে পেল ওরা।

ট্রাক্টর থেকে নেমে এল দলটা। স্বস্তির বিষয়, বৃষ্টি থেমে গেছে আবার। তবে উত্তরদিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এখনও। দ্রুত কাজ সারতে হবে।

লাইল-এর দিকে এগিয়ে গেল গ্রে। 'তুমি বলেছ, বেশিরভাগ সময় এখানেই কাটাতেন ফাদার জিওভান্নি। উনি এখানে কী করছিলেন জানো? বিশেষ কোনও জায়গায় খুঁজছিলেন?'

শ্রাগ করল লাইল। 'ধ্বংসাবশেষেই সময় কাটাতেন তিনি। কী যেন মাপামাপি করতেন।'

'মাপতেন?'

'মাপার যন্ত্র ছিল তার কাছে। কী যেন বলেন আপনারা ওটাকে?' হাত দুটোর সাহায্যে বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চাইছে সে। 'কোনও জিনিসের উচ্চতা মাপে যে যন্ত্র দিয়ে, সেটা ছিল তার সাথে।'

'সার্ভে করার যন্ত্র,' গ্রে বুঝতে পারল এবার। 'এমন কোনও জায়গা আছে যেটা মাপতে অনেক সময় নিয়েছেন তিনি?'

'হ্যাঁ। আমাদের ক্রুশ আর পুরনো পাথরগুলোর ধ্বংসস্তূপ মাপতে বেশি সময় নিয়েছিলেন।'

লাইল-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ওয়ালেস। 'আমার মনে হয় ছেলেটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কথা বলছে। তাই না, বাছা?'

'জি, স্যার।'

'জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?'

'নিশ্চয়ই, স্যার।' আগে বাড়ল লাইল।

ওর পিছু পিছু এগোচ্ছে দলটা। প্রতিটা কেল্টিক ক্রুশ দেখাতে দেখাতে আগে বাড়ছে লাইল। সমাধির সবচেয়ে উঁচু ক্রুশটার সামনে এসে থামল সে। ছোট্ট একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশটা।

'এটা লর্ড নিউবোরো'র কবরকে চিহ্নিত করছে,' লাইল বলল। 'আমাদের বার্ডসি আইল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিজাত এবং চার্চের সবচেয়ে বড় হিতৈষীদের একজন।'

ক্রুশটা দেখার জন্য গলা বাড়িয়ে দিয়েছে গ্রে। ফাদার জিওভান্নি নিশ্চয়ই কেল্টিক ক্রুশটার তাৎপর্য সম্পর্কে জানতেন। কীভাবে ড্রুইড ক্রুশ কেল্টিক ক্রুশে পরিবর্তিত হয় তা-ও নিশ্চয়ই জানতেন ফাদার জিওভান্নি। ব্রিটিশ দ্বীপগুলোর আদি বাসিন্দাদের কাছ থেকে এই ক্রুশের আইডিয়া ধার করেছে সেল্ট'রা। দণ্ডায়মান পাথরগুলোতে খোদাইকৃত সিম্বলও ড্রুইডদের অবদান। এই একটি সিম্বল অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এক সুতোয় বেঁধেছে তিনটি সংস্কৃতিকে।
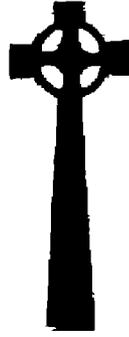
চাবিটাও কি একই পথ অনুসরণ করেছে? প্রাচীন যুগ থেকে সেল্ট, সেল্ট থেকে খ্রিস্টান পর্যন্ত?

কবরখানার চারপাশে নজর বুলাচ্ছেন ওয়ালেস। 'ফাদার জিওভান্নি কি সবগুলো ক্রুশ মেপে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি পাথরের কোনও ধ্বংসাবশেষও মেপেছেন?'

'এদিকে।' ঘেসো জমির দিকে ঘুরে গেল লাইল। 'ফাদার জিওভান্নি সবগুলো প্রাচীন কুঁড়েতে তলাশি চালিয়েছেন। কুঁড়েগুলোর বেশিরভাগই দ্বীপের এপাশে।'

গ্রে'র পাশাপাশি হাঁটছেন ওয়ালেস। 'সন্ন্যাসীরা এখানে মঠ বানানোয় অবাক হইনি। প্রথমদিকে পবিত্র জায়গাগুলোতে চার্চ বানানো হতো। কাজটা করত অন্যসব ধর্মের চেয়ে নিজেদের ধর্মকে বেশি মহৎ দেখানোর উদ্দেশ্যে। এছাড়াও নতুন যারা ধর্মান্তরিত হতো, বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ হতো তাদের জন্য।'

'এখানে!' লাইল বলে উঠল। 'আমার ধারণা এটাই সেই জায়গা।'

ওয়ালেসকে নিয়ে এগিয়ে গেল গ্রে। একটা পাথরের বকের বলয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। মাটির নিচে চাপা পড়েছে পাথরের বকগুলোর অর্ধেকটা। বলয়ের পরিধির চারপাশে একবার ঘুরে এল গ্রে।

'তুমি কি নিশ্চিত যে এটাই সেই জায়গা?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস। এ-প্রশ্নে অনিশ্চয়তা দেখা দিল লাইল-এর চেহারায়।

একটা পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রে। হাঁটু গেড়ে বসে ওখান থেকে ঘাস সরাল। পাথরটা ভালো করে দেখে বুঝতে পারল ঠিক জায়গাতেই আছে ওটা।

বোল্ডারটার ওপর একটা চিহ্ন আঁকা।

একটা স্পাইরাল।

মাঠের ওপাশে তাকাল গ্রে। কম্পাসটা ডাবল-চেক করে দেখল। এখান থেকে সরাসরি পুবে, যেখানে সূর্য উঠে, ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে লর্ড নিউবোরো'র কবর ফলক, বিশাল এক কেল্টিক ক্রুশ। ওই ক্রুশটাও গ্রে'র পায়ের কাছে স্পাইরাল-খোদিত বোল্ডারটার মতো একই ধাঁচে তৈরি।

'এটাই,' বিড়বিড় করে বলল গ্রে।

'কী?' ওর কথা ঠিকমতো শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

দূরের ক্রুশটা পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে গ্রে। ক্রুশটা মাপার জন্য ওর কোনও যন্ত্র লাগছে না।

'আমি জানি ফাদার জিওভান্নি কোথায় খুঁজছিলেন,' বলল গ্রে।

ওর কাছে ঘেঁষে এল র‍্যাচেল। 'কোথায়?'

'এই স্পাইরাল আর ওই ক্রুশটার মাঝে,' লর্ড নিউবোরো'র কবর-ফলকটা দেখিয়ে জবাব দিল গ্রে। 'আপনার খননে পাওয়া পাথরগুলোর মতো, প্রফেসর। একপাশে ক্রুশ, অন্যপাশে স্পাইরাল।'

'আর চামড়ার ব্যাগগুলোর মতো,' ওকে মনে করিয়ে দিল র‍্যাচেল।

গ্রে নড করল। 'মার্কোর হাতে আমাদের মতো সুযোগসুবিধা ছিল না। নিজের হাতে সবকিছু করতে হয়েছে ওকে। ফাদার রাই বলেছেন, গত জুনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে মার্কো। তার মানে মধ্য-গ্রীষ্মে উত্তরায়ণের সময় এখানে ছিল

সে। বছরের সবচেয়ে বড় দিন। প্যাগানদের জন্য পবিত্র একটি দিন। বিশেষ করে যারা সূর্যের পূজা করে তাদের জন্য।'

ক্রুশটার দিকে নির্দেশ করে হাতের আঙুলে পায়ের পাতা পর্যন্ত কাল্পনিক এক দাগ টানল সে। 'আমার বিশ্বাস, কিছু হিসেবনিকেশ করলেই সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। ওইদিন সকালে, সূর্যের প্রথম কিরণ ওই ক্রুশের ওপর পড়ে, এবং সরাসরি ছায়া ফেলে এখানে।'

'আর সেটা দেখেই কিছু একটা আবিষ্কার করে মার্কো?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

'হয়তো। ক্রুশ আর স্পাইরালটার ঠিক মাঝখানে কী আছে দেখুন।'

ক্ষয়ে যাওয়া পাথরগুলো দেখাল গ্রে।

'সেইন্ট মেরি'র টাওয়ার,' বললেন ওয়ালেস, তারপর গ্রে'র দিকে ফিরলেন। 'তোমার ধারণা, মার্কো যা পেয়েছিল, টাওয়ারের নিচে ছিল ওটা?'

'আপনিই বলেছেন এ-কথা। পুরনো পবিত্র স্থানের উপর বানানো হয়েছে চার্চটা। দ্বীপটায় গুহার ছড়াছড়ি। ড্রুইড'রা পবিত্র মনে করত এই গুহাগুলোকে। এবং আজও মারলিনের জাদু-ক্ষমতা নিয়ে গল্প প্রচলিত আছে মানুষের মুখে মুখে। বলা হয় মারলিনকে এ-দ্বীপের যে গুহায় কবর দেয়া হয়েছে, সেখানে জাদুর অস্তিত্ব আছে আজও। কিন্তু মানুষজন যদি গুহাটা চিনতে ভুল করে? মানে, এতদিন যে গুহাটাকে মারলিনের সমাধিক্ষেত্র বলে আসছিল যদি ওটা মারলিনের কবর না হয় তাহলে?'

নিচু হয়ে গেল ওয়ালেসের গলা। 'তার মানে হারমিট-এর গুহা না, মঠের নিচে লুকিয়ে আছে গুপ্ত কোনও রহস্য।'

খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এল র‍্যাচেলের কাছ থেকে। 'কিন্তু মঠের নিচে আমরা খুঁজব কীভাবে?'

'ওই মৃত প্রিস্ট নিশ্চয়ই মাটি খুঁড়ে ওখানে যায়নি,' যোগ করল কোয়ালস্কি।

ওরা দু'জনই ঠিক। টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষের আশপাশে মাটি খোঁড়ার কোনও চিহ্ন নেই।

'নিচে নামার নিশ্চয়ই অন্য কোনও পথ আছে,' তথ্যের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসের দিকে ফিরল গ্রে। 'লাইল, আশেপাশে কি কোনও টানেল বা গুহা আছে?'

'হ্যাঁ, প্রচুর। তবে কাছেপিঠে নেই একটাও।'

সবগুলোতে ঢুঁ মারতে গেলে কয়েক মাস লেগে যাবে ওদের। র‍্যাচেলের দিকে তাকাল গ্রে। হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। ওদের হাতে অতো সময় নেই।

'তবে ফাদার জিওভান্নিকে যা দেখিয়েছিলাম আপনাদেরও দেখাতে পারি সেটা!' উৎসাহ ফেটে পড়ছে লাইল-এর কণ্ঠে। 'ওটা কোনও গুহা না, তবে ভালো জায়গ।'

'কী?'

'আসুন আমার সাথে। আমি আর আমার বন্ধুরা ওখানে ফুটবল খেলি।' লাইল এত দ্রুত হাঁটছে যে ওর সঙ্গে তাল মিলাতে দৌড়াতে হচ্ছে বাকিদের।

'আমাদের এত তাড়া নেই,' ঘোঁত ঘোঁত করে বলল কোয়ালস্কি।

'বলো, তোমার নেই!' র‍্যাচেল বলল।

ওদেরকে টাওয়ারের পিছনদিকে নিয়ে এল লাইল। এবার সে ওদের আগেরবার যেদিকে নিয়ে গিয়েছিল তার উল্টোদিকে নিয়ে যাচ্ছে। টাওয়ারটাকে বৃত্তাকারে প্রায় পুরোটা ঘুরে এসে কেল্টিক ক্রুশটা থেকে অল্প দূরে থামল। মাটিতে একটা বর্গাকার গর্ত দেখাল ছেলেটা, গর্তটা পাথর দিয়ে তৈরি।

'এটা কী?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

হাঁটু গেড়ে গর্তের ভেতরে তাকাল গ্রে। গর্তের দেয়াল ইটের তৈরি। একদম নিচে একপাশের দেয়ালে কালো একটা কুলুঙ্গি কাটা হয়েছে। 'আমি যা বলেছিলাম,' লাইল বলল, 'এটা কোনও গুহা না।' ফ্ল্যাশলাইটটা আঁকড়ে ধরেছে গ্রে। 'এটা ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষ।'

'হ্যাঁ। লর্ড নিউবোরো'র কবর। উনাকে নিশ্চয়ই ওখানে আর পাওয়া যাবে না।'

'সেটা জানতে হলে নিচে নামতে হবে,' বলল গ্রে।

আঁতকে উঠে সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল কোয়ালস্কি। 'উঁহু। ওখানে নামছি না আমরা। আমরা যখনই কোনও গর্তে ঢুকি, জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যায় প্রতিবার।'

২০

অক্টোবর ১৩, রাত ১২:৪১
স্ভালবার, নরওয়ে

মেরু ঝড় হচ্ছে আর্কটিক দ্বীপপুঞ্জগুলোতে। সেজন্য চড়চড় করে নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। সেই সাথে পালা দিয়ে বাড়ছে শীতও। মঙ্কের পরনে স্নো-স্যুট, হেলমেট, গাভস, এবং কয়েক পরত আন্ডারগারমেন্ট থাকায় রক্ষা।

স্ভালবার গোবাল সিড ভল্ট-এর পেছনে একটা তুষার-আচ্ছাদিত উপত্যকায় নিজেদের স্নো-মোবিলে বসে আছে ও আর ক্রিড। দুশো গজ সামনে প্যাটাবার্গেট পর্বতের একপাশ দিয়ে চোখা কনক্রিটের বাংকার বেরিয়ে আছে। এটিই বিশাল ভূগর্ভস্থ ডিপোজিটরির অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ।

এটা আর পেট্রলরত নরওয়েজিয়ান আর্মি।

ওর হেলেমেটের ভেতরে রাখা রেডিওতে ক্রিডের গলা ভেসে এল। 'শত্রু আসছে।'

পিছন ফিরে তাকাল মঙ্ক। তুষারাচ্ছাদিত উপত্যকা বেয়ে বরফের কুচি ছিটাতে ছিটাতে একটা স্নো-ক্যাট আসছে ওদের পেছন পেছন।

গত এক ঘণ্টা ধরে ও আর ক্রিড, পেট্রল দলের সাথে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চালাচ্ছে। মঙ্ক আশা করেছিল, ওদের বাহনের গায়ে রেন্টাল কোম্পানির লোগো মারা দেখে হয়তো কিছু সন্দেহ করবে না শত্রুপক্ষ।

'কী করব?' ক্রিড জিজ্ঞেস করল।

'অপেক্ষা।'

মঙ্কদের যান দুটো আকারে ছোট– চেষ্টা করলে হয়তো পিছনে ফেলতে পারবে ভারি স্নো-ক্যাট দুটোকে। কিন্তু এখন পালানোর চেষ্টা করা মানে, অহেতুক নিজেদের ওপর নরওয়েজিয়ান আর্মির নজর টেনে আনা। তাই হ্যালো বলার ভঙ্গিতে স্নো-ক্যাটের যাত্রী দু'জনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল মঙ্ক।

কিন্তু কোনও জবাব পেল না সে ওদের কাছ থেকে।

গত এক ঘণ্টা ধরে সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করছে মঙ্ক– খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওদের কাজের ধারা। বেশিরভাগ সময় দলবেঁধে আড্ডা মেরে কাটিয়েছে ওরা। মাঝে মাঝে অট্টহাসি প্রতিধ্বনি তুলেছে পর্বতের গায়ে বাড়ি খেয়ে। সৈন্যদের দেখেই মঙ্ক বুঝতে পেরেছে, একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে ওদের। উত্তর মেরুর এই বরফাচ্ছাদিত রুক্ষ জায়গায় করার মতো কোনও কাজ নেই ওদের হাতে।

সৈন্যদের মধ্য থেকে এই নিরাসক্ততা দূর করে দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই মঙ্কের।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো,' রেডিওতে বলল মঙ্ক।

'এর চেয়ে ঠাণ্ডা রাখতে গেলে পাকস্থলির বর্জ্য পদার্থও বরফ হয়ে যাবে।'

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না মঙ্কের। ক্রিড মশকরা করছে?

খুলে গেল স্নো-ক্যাটের সাইড ডোর। ধোঁয়া বেরোচ্ছে ক্যাবের ইঞ্জিন থেকে। এই শীতেও সৈনিকটি পার্কা'র জিপ লাগায়নি। আপেলরঙা গাল ও বন্ড চুলওয়ালা সৈনিক যেন ফ্যাশন ডিজাইনার র‍্যালফ লরেন-এর কোনও মডেল।

মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলেছে মঙ্ক আর ক্রিড। হাত নেড়ে নরওয়েজিয়ান ভাষায় কিছু একটা বলল সৈনিকটি। সৈনিকের কথা না বুঝলেও বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না মঙ্কের।

এখানে কী করছ তোমরা?

ভাঙা ভাঙা নরওয়েজিয়ানে জবাব দিল ক্রিড। মঙ্ক শুধু *আমেরিকা* শব্দটি বুঝতে পারল। ছেলেটি নিশ্চয়ই বানিয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্পো শুনিয়ে দিচ্ছে সৈনিকটিকে। ওকে সাহায্য করার জন্য পকেট থেকে ট্রাভেল গাইড বের করে দেখাল মঙ্ক। গলায় ঝুলানো বিনোকিউলারটাও দেখাল। বোঝাতে চাইছে, *পাখি দেখতে এসেছি আমরা।*

সৈনিকটি নড করে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ওদের সতর্ক করে দিল, 'স্টর্ম কামিং...।' তারপর হাত তুলে লংইয়ারবায়েনের দিকে দেখিয়ে ফিরে যেতে বলল ওদের। 'গুড গো।'

সৈনিকের অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারল না মঙ্ক। 'আমরা এখনই ফিরে যাব,' কথা দিল সে। 'বিশ্রাম নেয়ার জন্য থেমেছি।'

জবাবে একটা দেঁতো হাসি উপহার দিল সুদর্শন সৈনিক। ঠিক তখনই টুস্কি মেরে খুলে গেল স্নো-ক্যাটের দরজা। চিৎকার করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ড্রাইভার; হাতে উঠে এসেছে রাইফেল। মঙ্কদের দিকে পিস্তল তাক করেছে ড্রাইভার।

হায় খোদা! কী হচ্ছে এসব?

মাটিতে বরফের ওপর শুয়ে পড়েছে ক্রিড আর প্রথম সৈনিক। দ্বিধায় ভুগছে মঙ্ক। পরপর তিনবার গুলি চালাল স্নো-ক্যাট থেকে নেমে আসা নতুন সৈনিক। মঙ্ক পিছনে ফিরে দেখল একটা বিশাল দেহ থপথপ করে হারিয়ে যাচ্ছে পাথরের বোল্ডারের আড়ালে।

'মেরু ভালুক,' বলল ক্রিড।

সে আর সুদর্শন সৈনিক উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ক্রিডের চেহারা কিন্তু নরওয়েজিয়ান সৈনিকটি কিছু একটা বলতে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল ওর পিস্তলধারী সঙ্গী।

ওদের সাবধান করে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল প্রথম সৈনিক।

ওর সাবধানবাণীতে খুব গুরুত্ব দিয়েছে এমন ভাব নিয়ে মাথা ঝাঁকাল মঙ্ক।

আমেরিকানদের নিয়ে মশকরা করতে করতে স্নো-ক্যাটে করে চলে গেল সৈনিক দু'জন।

নিজের স্নো-মোবিলে ফিরে গেল ক্রিড। 'এবার কী করব?'

'আগের মতোই নজর রাখব। তবে এবার আমি সিড ভল্টের দিকে নজর রাখব আর তুমি নজর রাখবে ভালুকের ওপর।'

সায় জানিয়ে হেলমেট পরে নিল ক্রিড।

বিনোকিউলারটা চোখে ঠেকিয়ে উপত্যকার দিকে ফোকাস করল মঙ্ক। ও আশা করছে দ্রুত বেরিয়ে আসবেন পেইন্টার। সে আর ক্রিড এখানে অহেতুক বসে থাকলে সবার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করবে।

বিনোকিউলারের ফোকাল লেংথ ঠিকঠাক করে বাংকারের প্রবেশপথের ছবিটা পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলল মঙ্ক। দেখতে পেল, দরজাটা খুলে গেছে। একহারা গড়নের এক মহিলা বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। একজন গার্ড মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল! কে করবে না? দুশো গজ দূর থেকেও মহিলার চোখ ধাঁধানো দেহবলরী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মঙ্ক।

গার্ডকে পাত্তা না দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে পার্ক করে রাখা গাড়িগুলোর দিকে এগোল মহিলা।

দুপুর ১২:৪৯

মূল টানেল ছেড়ে ভায়াটাস সিইও'র পিছন পিছন অফিস রুমগুলোর দিকে এগোচ্ছে পেইন্টার আর সিনেটর গরম্যান। মাঝখানের ঘরটা থেকে টেবিল সরিয়ে ক্যাটারারদের জন্য খাবার রাখার জায়গা করে দেয়া হয়েছে। ডেজার্ট রান্না করা হচ্ছিল– পুরো জায়গাটা ম ম করছে সেই গন্ধে।

পিছন দিকের একটা অফিসরুমে ঢুকে পড়লেন তারা। ভেতরে একজোড়া কম্পিউটার বসানো আছে লম্বা একটা টেবিলের দু' প্রান্তে। কম্পিউটার দু'টোর মাঝখানে সারি বেঁধে স্তূপ করে রাখা হয়েছে অনেকগুলো অ্যালিমিনিয়ামের প্যাকেট। আধ-ডজন পাস্টিকের স্টোরেজ-বিন স্তূপ করে রাখা হয়েছে দেয়ালের কাছে। একটা ব্যাগ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে মেঝের ওপর– ভেতর থেকে উঁকি মারছে অনেকগুলো সিলভার এনভেলপ।

'প্রতিদিনই বীজের চালান আসে,' ব্যাখ্যা করলেন কার্লসেন। 'পার্টির জিনিসপত্র রাখার জায়গা করে দিতে এগুলোকে নিচে নামিয়ে রাখা হয়েছে এখন। তবে আগামীকাল সাজিয়ে রাখা হবে বাক্সগুলো...'

কথা শেষ করতে পারলেন না লোকটা– তার শার্টের কলার খামচে ধরলেন সিনেটর। সিইও-কে পাস্টিকের বিনগুলোর ওপর ছুঁড়ে ফেললেন তিনি।

কার্লসেন একেবারে ভ্যাবাচেকা গিয়েছেন এই অতর্কিত আক্রমণে, বিভ্রান্তির ছায়া খেলা করছে তার চোখেমুখে।

'সেবাস্টিয়ান, কী করছ তুমি?' বহু কষ্টে বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমার ছেলেকে খুন করেছ তুমি!' কার্লসেনের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন গরম্যান। 'গত রাতে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছ।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি?' হাত দু'টো ঝাড়ি মারলেন কার্লসেন। 'আমি কেন তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করব?'

পেইন্টারকে স্বীকার করতে হবে, দেখে মনে হচ্ছে যে অভিযোগটা শুনে প্রচণ্ড শক পেয়েছেন সিইও লোকটা। তবে সিনেটরের ছেলেকে খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেননি কার্লসেন। দু'জনের মাঝখানে চলে এল পেইন্টার। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এক কদম পিছিয়ে এলেন গরম্যান। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন তিনি।

মনে মনে নিজেকে কষে কয়েকটা লাথি লাগাল পেইন্টার। গরম্যান কখন এমন ক্ষ্যাপা হয়ে উঠেছিলেন, খেয়ালই করেনি ও। আরও আগেই সামলানো উচিত ছিল সিনেটরকে। কার্লসেনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ওর পেট থেকে কিছু বের করতে পারবে না ওরা। বেশি খোঁচাখুঁচি করলে লোকটা হয়তো শামুকের মতো গুটিয়ে নেবেন নিজেকে।

স্ট্র্যাটেজি বদলে ফেলল সিগমা ডিরেক্টর। কার্লসেন নিজেকে সামলে নেবার আগেই ওকে কোণঠাসা করে ফেলতে হবে।

'আমরা মাশরুম ফার্ম, মৌমাছি, আর আফ্রিকার ব্যাপারটা সম্পর্কে সবই জানি।' একের পর অভিযোগের তীর ছোটাল পেইন্টার ওর দিকে। একের পর এক ধাক্কাগুলো বিধ্বস্ত করে ফেলল কার্লসেনকে।

ক্ষণিকের জন্য মনে হলো, ভেঙে পড়েছেন তিনি– বিধ্বস্ত চেহারা যেন তার পাপের ঘোষণা দিচ্ছে। লোকটা ধোয়া তুলসি পাতা না। ভালো করেই জানেন, কী নিয়ে কথা হচ্ছে।

তবুও নিজের চামড়া বাঁচানোর চেষ্টায় কোনও কসুর করলেন না লোকটা। তার মুখের অনুশোচনার ছাপ ঢাকা পড়ে গেছে অস্বীকৃতির চাদরে। 'আপনারা কীসের কথা বলছেন বুঝতে পারছি না আমি।'

ধুরন্ধর লোকটার কথায় ভুলল না কেউ।

আর শোকার্ত পিতার ভোলার তো প্রশ্নই আসে না।

আবার লোকটার দিকে উড়ে গেলেন সিনেটর গরম্যান। তাকে থামানোর কোনও চেষ্টা করল না পেইন্টার। কার্লসেনকে সবদিক থেকে আঘাত করে পর্যুদস্ত করে ফেলতে চাইছে সে। নৈতিকভাবে, মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে। দরকার পড়লে হাতের সবগুলো তাস ব্যবহার করব ও।

কার্লসেনের কাঁধ ধরে ঠেলতে ঠেলতে তাকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরলেন গরম্যান। তারপর গলা চেপে ধরে শূন্যে তুলে ফেললেন। বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছেন কার্লসেন।

কিন্তু খুব শীঘ্রই প্রতিরোধ এল কার্লসেনের কাছ থেকে। দু'হাত তুলে কনুই দিয়ে তিনি আঘাত করলেন সিনেটরের পিঠে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন গরম্যান।

মাটিতে পড়েই কার্লসেনের বাঁ পায়ের নাগাল পেলেন সিনেটর। গর্জে উঠে লোকটার পা ধরে ছুঁড়ে মারলেন তিনি। ছেলের খুনিকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ওর পিঠে চেপে বসলেন তিনি।

'জেসন'কে খুন করেছ তুমি!' সীমাহীন আক্রোশে গর্জে উঠলেন তিনি। 'ওকে খুন করেছ তুমি।'

নিজেকে ছুটানোর চেষ্টা করছেন কার্লসেন, কিন্তু গরম্যান ওকে শক্ত করে ধরে রাখায় ব্যর্থ হচ্ছেন বার বার। লাল হয়ে গেছে সিইও'র চেহারা। ঘাড় বাঁকিয়ে গরম্যানকে দেখার চেষ্টা করছেন তিনি। গলায় আকুতি নিয়ে বললেন, 'তোমাকে বাঁচানোর জন্য কাজটা করেছি আমি।'

মুহূর্তের জন্য সিনেটরকে স্তব্ধ করে দিল কথাগুলো। তবে প্রচণ্ড শকটা কোথা থেকে এসেছে তা নিশ্চিত না পেইন্টার– আচমকা স্বীকারোক্তি নাকি অদ্ভুত কথাটা থেকে। গরম্যানের মনের একটা অংশ নিশ্চয়ই চাইছিল পেইন্টারের অনুমান যেন ভুল হয়। সেই আশাটুকুও নিভে গেছে এখন।

'গাঁজাখুরি কথা শোনাতে এসো না আমাকে,' ওকে সতর্ক করে দিলেন গরম্যান, আর কিছু শুনতে চাইছেন না।

পেইন্টার জানেন, কার্লসেনকে বাগে পেয়ে গেলে বাকিদের কব্জা করা সহজ হবে। কয়েকদিনের কাজ মাত্র কয়েক মিনিটে সমাধা হয়ে যাবে তাহলে। তবে এখনকার কাজ এখনও শেষ হয়নি। পার পেয়ে যেতে পারেন কার্লসেন। লোকটা এখনও নিজের দেশ নরওয়েতে– এখানে উপরমহলের সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

পরিস্থিতি সামলাতে হলে সুযোগ নিতে হবে পেইন্টারকে। তার মানে, কার্লসেনকে এখান থেকে বের করে তার কাস্টডিতে রাখতে হবে। সেজন্য সাহায্য দরকার তার।

'ওকে আটকে রাখুন,' গরম্যানকে বলল পেইন্টার।

কম্পিউটারগুলোর পিছনে খুঁজে দেখতে শুরু করল ও। রুমটায় একটা কমিউনিকেশন ট্রাঙ্ক থাকার কথা। ইন্টারনেট সংযোগের জন্য একটা টি১ বা টি৩ লাইন থাকার কথা, তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ...

টেলিফোন লাইনটার নাগাল পেয়ে গেছে পেইন্টারের আঙুল। এখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই– তাই মঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রেডিও দরকার ছিল তার। কিন্তু ভূগর্ভস্থ এ-জায়গায় তা-ও অসম্ভব। সিগন্যাল বুস্ট করার জন্য একটা উন্মুক্ত

লাইন ট্যাপ করতে হবে ওকে। দেয়ালের তারগুলোতে হাত বুলিয়ে টের পেল ওখানে আগে থেকেই টেলিফোন আউটলেটের ভেতরে কিছু গ্যাজেটের পাগ লাগানো ছিল। গ্যাজেটটা টেনে বের করে আনল ও– দেখার সাথে সাথে চিনতে পারল জিনিসটা।

সেল সিগন্যাল বুস্টার।

জিনিসটার গঠন জটিল না, তবে এ-ধরনের উন্নত প্রযুক্তি এখানে আর চোখে পড়েনি তার। যন্ত্রটা মনে হয় বাইরের। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখল, একটা শর্ট-রেঞ্জ ট্রান্সমিটার লাগানো জিনিসটার ভেতর।

টেলিফোন লাইনের ভেতর শর্ট-রেঞ্জ ট্রান্সমিটার রেখে দেবে কেন কেউ?

একটা মাত্র কারণই মাথায় আসছে তার।

দরজাটা ঠাশ করে খুলে গেল পিছনে।

সেদিকে ঘুরে দাঁড়াল পেইন্টার। ঝড়ের বেগে রুমে এসে ঢুকল কো-প্রেসিডেন্ট বোথা। আরও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। রুমের ভেতরের দৃশ্যটা দেখে বিভ্রান্তিতে ভুরু কুঁচকে গেছে বোথার: মেঝে পড়ে আছে কার্লসেন, সিনেটর তার হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছেন তার পিঠ।

'ক্যাটারার-রা নাকি চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছে...,' বলতে শুরু করল বোথা, পরক্ষণেই থেমে গিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'কী হচ্ছে এখানে?'

ক্ষণিকের এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে নিয়ে মোচড় দিয়ে গরম্যানের হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন কার্লসেন।

এখনও পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বোথা আর তার সঙ্গীরা। ফাঁদে পড়ে গরম্যানের মুখোমুখি হবার জন্য ঘুরলেন তিনি। ঘুরেই দেখতে পেলেন গরম্যানের ঘুষি উড়ে আসছে সোজা তার নাক বরাবর। কোনওরকমে একপাশে সরে গিয়ে নাক ভাঙার হাত থেকে বাঁচালেন লোকটা। নাকটা এ-যাত্রা রক্ষা পেলেও দফারফা হয়ে গেল চোখের। দশ-মণি ওজনের ঘুষিটা এসে পড়ল তার চোখের ওপর। চোখে মোক্ষম ঘুষিটা খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন ভায়াটাস সিইও।

'থামুন!' ভারি গলায় নির্দেশ দিল পেইন্টার। সবাইকে জায়গায় জমে যেতে বাধ্য করল তার কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠ।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেছে তার দিকে।

বোথার দিকে আঙুল তুলল সে। 'এই মুহূর্তে ফ্যাসিলিটি খালি করতে হবে আমাদের। এই মুহূর্তে!'

'কেন?'

হাতের যন্ত্রটার দিকে তাকালেন পেইন্টার। ভুলও হতে পারে তার হিসেবে। কিন্তু এখানে শর্ট-রেঞ্জ লাগানোর আর কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না ও।

একটা কারণই আসছে কেবল ওর মাথায়।

'ফ্যাসিলিটির কোথাও বোমা লুকিয়ে রাখা আছে।'

ওকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার চেষ্টা করল সবাই।
ওদের থামিয়ে দিল পেইন্টার। 'এখান থেকে বেরোন সবাই!'
কপাল খারাপ থাকলে যা হয় আরকী– অনেক দেরি হয়ে গেছে ওদের।

দুপুর ১২:৫৫

উপত্যকার প্রান্ত দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে স্নো-মোবিল চালাচ্ছে মঙ্ক। মেরু ভালুকের দিকে নজর রাখতে রাখতে ওকে অনুসরণ করছে ক্রিড। কড়া নজর রাখছে মঙ্ক সিড ভল্টের প্রবেশ-পথের দিকে।

পর্বতের চূড়ায় ভিড় জমিয়েছে কালো মেঘ। সাথে সাথে তাপমাত্রাও পড়ে গেছে। বাড়ছে বাতাসের গর্জন।

থামতে নির্দেশ দিল মঙ্ক। ওর কেন যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা শুনেছে ও। বন্ধ করে দিল সে স্নো-মোবিলের ইঞ্জিন। মাথার উপরে মেঘের আড়াল থেকে ভেসে আসছে বজ্রপাতের মতো গুড়গুড় শব্দটা। আওয়াজটা কীসের সেটা নিয়ে মঙ্ক ঠিকমতো চিন্তা করতে পারার আগেই, গুড়গুড় শব্দটা গর্জনে পরিণত হলো। তারপর গর্জন থেকে উচ্চ-নিনাদে। একজোড়া জেট বেরিয়ে এসেছে মেঘের আড়াল থেকে। সোজা মঙ্ক ও ক্রিডের দিকে উপত্যকার উদ্দেশ্যে ছুটে আসছে বিমান দুটো।

না, ওদের দিকে না।

দিক পরিবর্তন করে ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল বিমান দুটো। তবে যাবার আগে পেট খুলে টুপ করে ছেড়ে গেছে একখানা মিসাইল। সিড ভল্ট যে-শৈলশিরায় আছে সেটায় গিয়ে আঘাত করল মিসাইলটা। দপ করে আগুন ধরে গেল পর্বতের মুখে। লাফিয়ে আকাশের দিকে ছিটকে উঠল পাথর ও আগুনের শিসা। মঙ্ক আর ক্রিড কেঁপে উঠেছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়।

রিজের উপরে, মিসাইলের ধাক্কায় উড়ছে মানুষজন, কয়েকজন পরিণত হয়েছে জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ডে। অন্যরা কেউ কেউ দৌড়ে, কেউ কেউ পর্বতের ঢালু গা বেয়ে পিছলে নেমে আসছে। মঙ্ক দেখল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে বিশাল একটা স্নো-ক্যাট।

ধোঁয়া সরে যাবার পর শৈলশিরার ওপর চোখ বোলাল মঙ্ক। বাঙ্কারটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তবে সম্পূর্ণ ধ্বসে গেছে একপাশ– বিশাল এক কালো গহ্বর তৈরি হয়েছে ওখানে।

আবারও গুড়গুড় শব্দটা ভেসে আসছে নতুন করে। জেটগুলো আবার ফিরে এসেছে নাকি! কিন্তু আগের চেয়েও ভয়াবহ এবারের শব্দ।

আতঙ্কিত চোখে মঙ্ক দেখল উপত্যকাসহ ভেঙে পড়তে শুরু করেছে সম্পূর্ণ বাঙ্কারটা। আলগা হয়ে ভেঙে গেছে হিমবাহের বিশাল একটা অংশ। ভেঙেচুড়ে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফকণায় পরিণত হয়েছে সেটি। এখন প্রচণ্ড বেগে তুষারধ্বসে পরিণত হয়ে নেমে আসছে ঢাল বেয়ে।

তুষারের নিচে সম্পূর্ণ চাপা পড়ল বাঙ্কার।

পথে আসতে আসতে অনেক সৈনিকের জীবন্ত সমাধি ঘটিয়েছে তুষারধ্বস।

এখনও নেমে আসছে নিচের দিকে।

মঙ্কদের দিকে।

'মঙ্ক!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ক্রিড।

লাফিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে ইগনিশন কী'তে মোচড় দিল মঙ্ক। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। থ্রটল চেপে ধরল সে। বরফের কুচি ছিটিয়ে ছুটতে শুরু করল ওর বাহন। হাত ঘুরিয়ে দূরের উপত্যকা দেখাল ও।

'উঁচু জায়গায় যাও!'

নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। ইতোমধ্যে ঘুরে অন্যপাশের উপত্যকার দিকে রীতিমত উড়তে শুরু করেছে ক্রিড স্নো-মোবিল নিয়ে। উপত্যকা ধরে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো স্নো-মোবিল ছুটিয়েছে ওরা দু'জন।

পিছনে সগর্জনে তুষারধ্বসটার নেমে আসার শব্দ পাচ্ছে মঙ্ক। রোজ কেয়ামত ধেয়ে আসেছে যেন ওদের পিছু পিছু। গাড়ির-গ্যারাজ সাইজের ছোটখাটো একটা হিমবাহের টুকরো লাফাতে লাফাতে নেমে গেল মঙ্কের ডানপাশ দিয়ে। ওর পিঠ আর স্নো-মোবিলের ওপর বৃষ্টির মতো ঝুর-ঝুর করে পড়ল বরফের কুচি।

গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মঙ্ক। থ্রটল পুরোটা ছেড়ে দিয়েছে ও। এর চেয়ে দ্রুত ছোটা সম্ভব না।

তুষারধ্বসটা প্রায় ধরে ফেলেছে ওদের, স্নো-ক্যাটের নাগাল প্রায় ধরে ফেলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকা বরফের বড় বড় খণ্ডগুলো। পাথর-টুকরোর একটা নদী বয়ে গেল ওদের চারপাশ দিয়ে।

স্নো মেশিন দুটো ঝড়ের বেগে উপত্যকা বেয়ে উঠতে শুর করল। বরফ-দানবটা ওদের নাগাল পাবার জন্য শেষবারের মতো চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো সে-চেষ্টা। ব্যর্থ চেষ্টা বাদ দিয়ে পাথর বয়ে আনা চূর্ণ-বিচূর্ণ হিমবাহের দলটা থেমে গেল উপত্যকার পাদদেশে।

আরও অনেকখানি উপরে উঠে ক্রিডকে থামতে বলল মঙ্ক। ইঞ্জিন চালু রেখে ও পিছন ফিরে তাকাল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝার জন্য। বরফের কুয়াশা উড়ে বেড়াচ্ছে নিচের উপত্যকায়, তবে দূরবর্তী শৈলশিরা দেখতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না ওর।

বাঙ্কারটার নামগন্ধও নেই।

স্রেফ মিশে গেছে বরফের সাথে।

'এবার কী করব?' মুখস্থ করে রাখা প্রশ্নটাই করল আবার ক্রিড।

একটা চিৎকার জবাব দিল ওর প্রশ্নের। বাঁদিকে ঘুরল ওরা দু'জন। একজোড়া নরওয়েজিয়ান সৈন্যের উদয় হয়েছে, কাঁধে রাইফেল। ঢালের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা স্নো-ক্যাটটা চিনতে পারল মন।

এরা আগেরবার দেখা হওয়া সেই সৈনিক দু'জন।

তবে এবার বন্ধুত্বের ছাপ মুছে গেছে ওদের আচার-আচরণ থেকে।

অস্ত্র উঠে এসেছে সৈন্য দু'জনের হাতে। এখানে যা ঘটে গেল, তারপর থেকে ওদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখাটাই স্বাভাবিক। প্রচণ্ড ক্রোধ আর শকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে ওরা।

'এবার...' প্রশ্নটা শেষ করার আগেই ক্রিড দেখতে পেল দু'হাত তুলে জবাব দিয়ে দিয়েছে ওর গুরু।

'সারেন্ডার করবে,' বলছে মঙ্ক।

দুপুর ১:০২

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পেইন্টার।

প্রথমবার বিস্ফোরণের সময়ই আলো চলে গেছে। প্রথমে ভেবেছিল, নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে লুকানো বোমাটা। কিন্তু উপর্যুপরি বিস্ফোরণের ধাক্কা হজম করে পেইন্টার অনুমান করতে পেরেছিল যে, মিসাইল ফেলা হচ্ছে পর্বতের উপর।

এক মুহূর্ত পর গুরুগম্ভীর গর্জনটা শুনেই বুঝেছিল ভুল ছিল না ওর অনুমানে।

ধ্বসে পড়ছে হিমবাহ।

অতিথি আর কর্মচারীদের আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে আসছে টানেল থেকে। মাটির নিচের এই নিকষ অন্ধকার যে-কারও মনে আতঙ্কের তীব্র, শীতল অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

মূর্তির মতো জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পেইন্টার– যেন শিকড় গজিয়েছে পায়ে। এখনও বেঁচে আছে ওরা। এখানে যদি কোনও বোমা লুকানোই থাকত, তাহলে মিসাইলের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ফাটল না কেন ওটা?

হাতের ট্রান্সমিটারটা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরল সিগমা ডিরেক্টর। ডিভাইসটা দেয়াল থেকে টেনে আলগা করে বোধহয় সবার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে ও। খুব সম্ভবত টেলিফোন তোলার সাথে সাথে বোমার ট্রিগার হিসেবে কাজ করত ডিভাইসটা।

কিন্তু এখনও বিপদমুক্ত হয়নি ওরা।

পেইন্টার যদি এই আক্রমণটার নীল নকশা আঁকত, তাহলে একটা ব্যাকআপ প্যান রাখত সে। যেন এই ট্রিগারটা কাজ না করলে বিকল্প কোনও উপায়ে ফাটানো যায় বোমা। ঝড়ের গতিতে মাথা চলছে তার। একে তো ট্রান্সমিটারটার রেঞ্জ কম, তার উপর এই পাথরের জঙ্গলে আরও কমে এসেছে সেটার ক্ষমতা।

তাই আদৌ যদি কোনও বোমা রাখা হয়, কাছেপিঠেই কোথাও রাখা হয়েছে সেটা। আর, বোমাটা খুব বেশিদিন আগে আনা হয়নি ফ্যাসিলিটির ভেতরে।

কোথায় রাখা হয়েছে বোমাটা? ক্যাটারারদের টেবিলে?

নাহ্। অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। যে-কেউ দেখে ফেলতে পারে।

অফিসে ঢোকার সময় কার্লসেনের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার: *প্রতিদিনিই বীজের চালান আসে। পার্টির জিনিসপত্র রাখার জায়গা করে দিতে এগুলোকে নিচে নামিয়ে রাখা হয়েছে এখন।*

স্টোরেজ বিন।

অন্ধকারের ভেতর অ্যালুমিনিয়ামের প্যাকেটগুলোর ভেতর হাতড়াতে শুরু করল ও।

কিচ্ছু নেই।

বিনগুলো ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল একপাশে। কর্কশ ধাতব আওয়াজ উঠল অন্ধকারে।

'কী করছেন আপনি?' চেঁচিয়ে জানতে চাইলেন গরম্যান।

উত্তর দেয়ার মতো সময় নেই পেইন্টারের হাতে। প্রচণ্ড জেদের বশে চুপচাপ কাজ করে চলেছে ও। দ্বিতীয় বিনটাতেও কিছু পেল না– তবে হ্যাঁচকা মেরে তৃতীয়টার ঢাকনা খুলতেই উজ্জ্বল আলোর ছটা বেরিয়ে এল বাক্সের ভেতর থেকে। কয়েকটা বীজের প্যাকেটের নিচ থেকে আসছে আলোর ছটাটা।

নিকষ আঁধারে ওইটুকু আলোর ছটাকে মনে হচ্ছে যেন বাতিঘরের আলো। ত্রস্ত হাতে প্যাকেটগুলো সরিয়ে নিচে কী আছে দেখার জন্য উঁকি মারল পেইন্টার।

একটা এলইডি ডিসপেতে ফুটে উঠা কয়েকটা নাম্বার জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

০৯:৫৫

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, ধীরে ধীরে উল্টোদিকে আসছে সংখ্যাগুলো।

মিটমিট করে উঠল রুমের সবগুলো বাতি, তারপর নিভে গেল। এক মুহূর্ত পর আবার সব ক'টা আলো জ্বলে উঠল। ইমার্জেন্সি জেনারেটর চালু হয়েছে অবশেষে। আলো আসার সাথে সাথে বাইরের হলে বন্ধ হয়ে গেছে চিৎকার-চেঁচামেচি। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, এবার অন্তত অন্ধকারে মরতে হবে না কাউকে।

খুব সাবধানে ভেতরের জিনিসটা বের করে আনল পেইন্টার। ওর ভয় হচ্ছে, জিনিসটায় হয়তো কোনও মোশন-সেন্সিং ট্রিগার লাগানো আছে। সাবধানে জিনিসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ওটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও।

জিনিসটার সাইজ দুটো জুতোর বাক্সের সমান, পিপে-আকৃতির। উপরে আঠা মেরে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এলইডি ডিসপে। ওটার নিচে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা

তারের জালি লাগানো। জিনিসটার বাঁ পাশে কয়েকটা অক্ষর খোদাই করা পিবিএক্সএন-১১২– এমনটা সচরাচর মিলিটারিতে দেখা যায়। পেইন্টার এখন নিশ্চিত, ওর সন্দেহ অমূলক ছিল না। ওরা সবাই কীসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, সে-চিন্তা করে ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'এটা একটা বোমা,' ফিসফিস করে বহুকষ্টে শব্দ তিনটা উচ্চারণ করল পেইন্টারের পাশে এসে দাঁড়ানো এক লোক।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে জিনিসটা চিনতে ভুল করেছে লোকটা।

তার ভুল শুধরে দিল পেইন্টার। 'উঁহু, এটা একটা মিসাইলের বিস্ফোরক মুখ– অর্থাৎ, টর্পেডো।'

দুপুর ১:০২

ফোর-হুইল-ড্রাইভ ট্রাকটা পর্বতের পাদদেশে থামাল ক্রিস্টা। বরফ-মোড়া রাস্তা ধরে পালাতে পালাতে রিয়ারভিউ মিররে মিসাইলের ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পেয়েছে ও। অগ্নিশিখায় ঢাকা পড়েছে ওর পেছনের পুরোটা এলাকা। বিস্ফোরণের ধাক্কা ওর ট্রাকের জানালাগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পর বরফে মোড়া শৈলশিরাটা হুড়মুড় করে সিড ভল্টের প্রবেশপথের ওপর ভেঙে পড়ে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে।

ট্রাক থামানোর পরও থরথর করে কাঁপছে ওর স্টিয়ারিং ধরে রাখা হাত দু'টো। ঘনঘন দম ফেলছে।

ফোনে সতর্কবার্তা পাবার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েছে ও। দেরি করলে কী হতো? ভুলের কোনও জায়গা নেই।

ক্রিস্টার বিশ্বাস হচ্ছে না, এখনও বেঁচে আছে ও।

ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক ধরণের উলাসে পরিণত হলো ওর ভেতরের আতঙ্কটা। বেঁচে আছে ও। ওর হাত দুটো আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। স্বস্তির হাসি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হচ্ছে ওর।

মেরু অঞ্চলের উপযোগী স্নো-স্যুট পরিহিত কিছু মানুষের ভীড় হয়েছে রাস্তার দু'পাশে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ভারি একটা ট্যাংকার-জাতীয় বাহন বন্ধ করে দিয়েছে রাস্তায় চলাচলের জায়গা।

ওর কোনও ভয় নেই। এরা তার লোক।

ট্রাকের দরজা খুলে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে এগোল ক্রিস্টা। তুষার পড়তে শুরু করেছে। বাতাসে ছুটে বেড়াচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দরজা খুলে বিশাল যানটার ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। হিংস্র চেহারার লোকজনে ভর্তি পেছনের প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্ট– প্রত্যেকের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

বাইরে স্নো-মোবিলে চড়ে আসছে বাকিরা।

পর্বতে উঠার রাস্তা নষ্ট হয়ে গেলেও ওখানেই যেতে হবে ক্রিস্টাকে। ওখানে অসমাপ্ত কাজ আছে ওর। বোমটা ফাটার পরও বেঁচে যাবে নিশ্চয়ই কয়েকজন। ওর ওপর আদেশ আছে– একটা পিঁপড়াও যেন বাঁচতে না পারে।

দুপুর ১:০৪

'টর্পেডোটা নিষ্ক্রিয় করতে পারবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর গরম্যান।

অফিসের সবাই, এমনকি কার্লসেনও, জমা হয়েছে পেইন্টারের চারপাশে। বাকি সবার মতো আতঙ্কিত দেখাচ্ছে কার্লসেনকেও। এটা ওর অভিনয় হতে পারে না। অন্তত নিজে যখন বাকি সবার সঙ্গে ফাঁদে আটকা পড়েছেন, তখন তো অভিনয় করার প্রশ্নই আসে না। তবে এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই পেইন্টারের হাতে।

বাকিদের মুখোমুখি হলো সে। 'দৌড়ে উপরের টানেলের অবস্থা দেখে আসুন একজন,' দৃঢ়, শান্ত গলায় আদেশ দিল ও। 'আমরা কি এখানে গুহাবন্দি হয়ে পড়েছি? এখান থেকে বেরোবার কোনও উপায় আছে কি? এসব জানতে হবে আমাদের। আর একজন মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার দরকার আমার, এক্ষুণি।'

বোথার দু'জন লোক নড করে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। টর্পেডোর কাছ থেকে পালানোর মওকা পেয়ে দারুণ খুশি।

'জিনিসটা নিষ্ক্রিয় করতে পারবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন কার্লসেন।

'এটা কি পারমাণবিক অস্ত্র?' এবারের প্রশ্নটা এসেছে গরম্যানের তরফ থেকে।

'না,' দু'জনের উদ্দেশ্যেই জবাবটা দিল পেইন্টার। 'এটা একটা থার্মোবেরিক টর্পেডো। পারমাণবিক অস্ত্রেও চেয়েও ভয়াবহ।'

যা বলার, সরাসরিই বলা উচিত– মিথ্যে আশা দিয়ে লাভ নেই। টর্পেডোটা গ্যাস-জ্বালানির মিশ্র বিস্ফোরক। বাইরের আবরণটা ফ্লোরিনেটেড অ্যালুমিনিয়াম পাউডারে ভর্তি। মাঝখানে একটা পিবিএক্সএন-১১২ ডেটোনেশন চার্জ লাগানো।

'এটা চূড়ান্ত বাঙ্কার-বাস্টার,' ডিভাইসটা দেখতে দেখতে ব্যাখ্যা করে চলল পেইন্টার। 'বিস্ফোরণটা হয় দুই ধাপে। প্রথম ধাপে, ডেটোনেশন থেকে এরোসল ছড়িয়ে পড়ে মেঘের মতো। এরোসলের মেঘে ঢাকা পড়বে পুরো টানেল। তারপর, পাউডারে আগুন ধরে যাবে। এর ফলে একটা চাপ-তরঙ্গ সৃষ্টি হবে। এ-তরঙ্গ সমস্ত অক্সিজেন ব্যবহার করে চলার পথে যা পাবে, তার সবকিছু পুড়িয়ে দেবে। এসময় চারভাবে মারা যেতে পারেন আপনি– বিস্ফোরণে, চাপ-তরঙ্গের আঘাতে, পুড়ে গিয়ে, অথবা দম-বন্ধ হয়ে।'

সবাইকে উপেক্ষা করে ডেটোনেটরের দিকে মনোযোগ দিল পেইন্টার। ইলেক্ট্রনিকে দক্ষ ও। সীসা, আর ডামি তারের জট চিনতে সময় লাগেনি ওর। একটা ভুল তার কাটলেই কেলা ফতে– মুখের ওপর বিস্ফোরিত হবে টর্পেডোটা। বিস্ফোরণটা ঠেকানোর একটাই উপায় আছে।

একটা কোড।

কপালের ফেরে কোডটা জানা নেই পেইন্টারের।

ঘড়ির দিকে তাকাল ও।

আর আট মিনিটেরও কম সময়ে ফাটতে যাচ্ছে টর্পেডোটা।

পায়ের শব্দ সচেতন হলো সবাই। বোথার লোক দু'জনের একজন ফিরে এসেছে।

'বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল লোকটা। 'বাইরের দরজা উড়ে গেছে। চাপা পড়েছি আমরা বরফের নিচে। দিনের আলো পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না ভেতরে।'

নড করল পেইন্টার। শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা বুঝতে পেরেছে। ভল্টটা নিউক্লিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধের উপযোগী করে বানানো হয়েছে। তাই ফ্যাসিলিটির ভেতরের সবাইকে খুন করতে চাইলে, বেরোবার সবগুলো পথ বন্ধ করে দিয়ে এরকম একটা টর্পেডো ছেড়ে দাও। ব্যস। ভেতরের লোকজন আগুনে যদি মারা না-ও যায়, অক্সিজেনের অভাবে দমবন্ধ হয়ে মারবে নিশ্চিত।

বোথার দ্বিতীয় লোকটি তালগাছের মতো ঢ্যাঙা এক নরওয়েজিয়ানকে নিয়ে ফিরে এসেছে। নরওয়েজিয়ান লোকটা মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার। মেঝেতে রাখা টর্পেডোটার দিকে চলে গেল তার নজর। ডিভাইসটা দেখেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা।

লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল পেইন্টার। 'ইংরেজি বলতে পার তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'এখান থেকে বেরোনোর আর কোনও পথ আছে?'

মাথা নাড়ল লোকটা।

'সিড রুমের এয়ার-লক কি চাপ-নিয়ন্ত্রিত?'

'হ্যাঁ।'

'ওটার চাপ বাড়িয়ে দিতে পারবে?'

নড করল ইঞ্জিনিয়ার। 'আমাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে কাজটা।'

'একটা সিড ব্যাঙ্ক তুলে নিয়ে কাজটা করো।'

রুমের চারপাশে নজর বুলিয়ে নড করল মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার। তারপর তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো দৌড়াল কাজটা করার জন্য।

বাকিদের দিকে ফিরলেন পেইন্টার। 'গ্রিম্যান, বোথা, আর কার্লসেন, আপনিও– প্রত্যেককে ভল্টে জড়ো করুন। এখনই।'

'আপনার মতলবটা কী? কী করতে চাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'কত জোরে দৌড়াতে পারি দেখাব সবাইকে।'

দুপুর ১:০৫

নরওয়েজিয়ান ভাষা জানে না মঙ্ক। তাই সৈনিকদের সঙ্গে নিজেদের মুক্তি নিয়ে দর কষতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে ওকে।

নরওয়েজিয়ান সৈনিক দু'জন রাইফেল তাক করে আছে ওদের দিকে। ওদের ছেড়ে দেয়ার জন্য নরওয়েজিয়ান ও ইংরেজি মিলিয়ে হড়বড় করে কাকুতিমিনতি করে যাচ্ছে ক্রিড।

আচমকা মঙ্কের হেলমেট রেডিও থেকে ফ্যাঁসফ্যাঁসে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ছাড়াছাড়াভাবে। '*শুনতে পাচ্ছ... সাহায্য... সময় নেই...*'

কপাল বরাবর রাইফেল তাক করে রাখা সত্ত্বেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মঙ্ক। চিনতে পেরেছে ও কণ্ঠটা। ওটা পেইন্টারের গলা। এখনও বেঁচে আছেন।

রেডিওতে সাড়া দেয়ার চেষ্টা করল ও। 'ডিরেক্টর ক্রো, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। আপনাদের কী সাহায্য দরকার?'

কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

মঙ্কের চিৎকার শুনেছে ক্রিডও। 'ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা হলো? বেঁচে আছেন তিনি?'

মঙ্কের দিকে ঘুরে গেল দুটো রাইফেলই।

'বেঁচে আছেন। কিন্তু ভেতরে আটকা পড়েছেন,' জবাব দিল সে। কান পেতে রেডিওতে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করছে সে। প্রচণ্ড খড়খড় শব্দ করেছে, সিগন্যাল পাচ্ছে না ঠিকমতো।

সৈন্যটা ওর দিকে চেয়ে ঘাউ করে উঠল। ব্যাপারটা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল ক্রিড। আগ্রহ ফুটে উঠল ওদের কঠোর মুখে।

রেডিওর খড়খড় আওয়াজ শুনতে শুনতে কতটা সুযোগ পাবে, তা নিয়ে ভাবছে মঙ্ক। মাটির তলায় কতক্ষণ থাকবে অক্সিজেন? ততক্ষণে কি বন্দিদের উদ্ধার করার জন্য মাটি খোঁড়ার ভারি যন্ত্রপাতি নিয়ে আসার সুযোগ পাবে ওরা? বিশেষ করে এই বিধ্বস্ত রাস্তায়?

ঠিক তখনই রেডিওতে আবার কিছু কথা শুনতে পেল ও। কথাগুলো শেষ করে দিল ওর সমস্ত আশা।

'*এখানে... একটা টর্পেডো... আমরা চেষ্টা করব...*'

খড়খড় শব্দে বাকিটুকু বোঝা গেল না।

ক্রিডকে দুঃসংবাদটা দেয়ার আগেই পর্বতের ওপর থেকে গর্জন ভেসে এল। সাথে ভেসে আসছে স্নো-মোবিলের ইঞ্জিনের শব্দ।

ঘুরে দাঁড়াল সবাই।

নিচে, পর্বতের গা বেয়ে উঠে আসছে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত একদল যানবাহন।

মঙ্ক বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে স্নো-মোবিলগুলোর ওপর ফোকাস করল। প্রতিটা স্নো-মোবিলে দু'জন করে মানুষ বশে আছে। একজন ড্রাইভ করছে,

রাইফেল কাঁধে বসে আছে অন্যজন। সবার পরনে পোলার স্যুট। দেখে কোনও ধরনের বৈধ সামরিক বাহিনী মনে হচ্ছে না।

নরওয়েজিয়ান সৈনিকদের একজন ইতোমধ্যে পর্বতের গা বেয়ে অর্ধেক পথ নেমে গেছে। অগ্রসরম্যান দলটার দিকে প্রবল উৎসাহে হাত নাড়ল সে।

শব্দ করে উঠল একটা রাইফেল।

শুভ্র বরফের ওপর বইল রক্তের ধারা।

পড়ে গেল সৈনিক। চোখ থেকে বিনোকিউলার নামিয়ে নিল মঙ্ক।

জঞ্জাল সাফ করতে এসেছে ওরা।

দুপুর ১:০৯

পেইন্টার জানে না রেডিও-বার্তা শুনতে পেয়েছে কি না কেউ। ওর পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ছিল, তার সবই করেছে সে।

একটা কাজই করতে পারে ও এখন– দৌড়ানো।

পাশ থেকে টান দিয়ে একটা ক্যাটারার ট্রলি নিল সিগমা ডিরেক্টর। তারপর ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে শুরু করল দৌড়। তার আগে ট্রলিতে স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে টর্পেডোটা। এক দৌড়ে প্রথম দেড়শো গজ পেরিয়ে এল ও।

এলইডি ডিসপ্লে জ্বলজ্বল করে দেখাচ্ছে আর চার মিনিট পনেরো সেকেন্ড সময় আছে তার হাতে।

দৌড়াতে দৌড়াতে দেখতে পেল আর চার মিনিট বাকি। অবশেষে, বহির্গমন-দরজার কাছে পৌঁছল পেইন্টার। খোলাই আছে দরজাটা। খোলা দরজা দিয়ে বরফের টুকরো ঢুকে পড়েছে ভেতরে। দরজার বাইরে কঠিন হিমবাহের আস্তর বন্ধ করে দিয়েছে সমস্ত ফাঁকফোকর।

দৌড়ের গতি আরেকটু বাড়িয়ে বহির্গমন-দরজার দিকে ছুটে গেল ও। ট্রলিটা ঠেলে দিল দরজার দিকে। তারপর গোড়ালির ওপর ভর করে পাক খেয়ে ঘুরে ছুটল যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াচ্ছে সে, চেষ্টা করছে লম্বা লম্বা কদম ফেলতে।

টর্পেডোটা যেহেতু নিষ্ক্রিয় করতে পারেনি, তাই ওটা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। দরজার বাইরে বরফের স্তর কতটা পুরু, ও তা জানেন না। তবে টর্পেডোটাকে বেশ শক্তিশালী মনে হয়েছে তার কাছে। আশা করছে, বিস্ফোরণের প্রাথমিক ধাক্কায় ভেঙে যাবে বেশকিছু বরফ। তারপর অ্যালুমিনিয়াম-বাষ্পের উত্তাপে গলবে আরও কিছু। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে দ্বিতীয় বিস্ফোরণের মাত্রার ওপর।

থার্মোবেরিক বোমার সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে, এর আকস্মিক বিস্ফোরণ এবং প্রচণ্ড চাপ। অনেক সময় কোনও গুহা বা বদ্ধ দালানে বিস্ফোরিত হবার পর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এর চাপ-তরঙ্গ। ছড়িয়ে পড়ার পথে যাকে পায় তাকেই

দেখিয়ে দেয় যমের দরজা। প্রচণ্ড চাপে থেঁতলে ফালা-ফালা করে ফেলে মানবদেহ। ফাটিয়ে দেয় কানের পর্দা, ফুসফুস; প্রতিটি রন্ধ্র থেকে নিংড়ে বের করে আনে রক্ত।

পেইন্টার আশা করছে, এটাও একইভাবে বরফের আস্তর গলিয়ে, সরিয়ে দেবে দরজা থেকে।

এবং সেটা যেন ওদের সবাইকে যমের দরজা না দেখিয়েই ঘটে।

টানেলের পাদদেশে পৌঁছে নিচের ক্রস-প্যাসেজ ধরে ছুটল পেইন্টার। তারপর দৌড়াল কেন্দ্রীয় এয়ার-লকের দিকে।

টান মেরে দরজাটা খুলে ফেলল ও, বাতাসের চাপের কারণে সৃষ্ট হিস্-হিস্ শব্দ শুনতে পেল। তারপর হ্যাচ বন্ধ করে দিল পিছনে। প্রচণ্ড চাপ সামাল দেয়ার জন্য ভটভট শব্দ তুলেছে সিলিণ্ডের এয়ার ভাল্ভগুলো। এয়ার-লক পার হতেই খুলে গেল পেইন্টারের সামনের দরজা।

সিনেটর গরম্যান দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। পেইন্টারকে হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকলেন বীজ রাখার ঘরে। 'জলদি!'

ডাইভ দিয়ে ভেতরে ঢুকল পেইন্টার। পেছনে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়েছেন গরম্যান।

রুমের সবাই ভিড় জমিয়েছে দরজার কাছে।

ভিড়ের মধ্যে উচ্চস্বরে সময় গুনছে কেউ।

'এগারো... দশ... নয়...'

একেবারে শেষ সময়ে ফিরে এসেছে পেইন্টার। মনে মনে প্রার্থনা করছে, এয়ার-লকের সীল খোলার পর সময়মতো যেন আগের অবস্থায় ফিরে যায় ওটা। জীবন বাঁচানোর এই একটা উপায়ই আছে তাদের হাতে– চাপের বিরুদ্ধে চাপ দিয়ে যুদ্ধ করা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা আরকি।

এয়ার-লকটা টিকতে না পারলে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ওরা সবাই।

'আট... সাত... ছয়...'

ভিড় ঠেলে পেইন্টারের দিকে এগিয়ে আসছেন কার্লসেন। বড় হয়ে গেছে তার চোখ দুটো। 'ক্রিস্টা নেই এখানে,' বললেন তিনি, যেন পেইন্টার জানে এর মানে কী।

অন্য কেউ করেছে কাজটা। 'ক্রিস্টা... ক্রিস্টা ম্যাগনুসেন? জেসনের বান্ধবী?'

ক্রোধ ঝলসে উঠল গরম্যানের কণ্ঠে।

লোক দু'জনকে ঠেলে আলাদা করে দিলেন পেইন্টার। 'পরে।'

আগে নিজেদের বাঁচতে হবে। ঝগড়া করার অনেক সময় পাওয়া যাবে তারপর।

চলছে কাউন্টডাউন।

'পাঁচ... চার... তিন...'

২১

অক্টোবর ১৩
দুপুর ১২:৩২
বার্ডসি আইল্যান্ড, ওয়েলস

গ্রে সমাধিকক্ষে নামার জন্য প্রস্তুত হতেই মূল ঝড়টা আঘাত করল বার্ডসি আইল্যান্ডের ওপর। ঝড়টা এল ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। সমাধিকক্ষের শান্তি ভঙ্গ করতে যেন দেবতারা স্বয়ং নিষেধ করছে গ্রে'কে।

কড়াত শব্দে বাজ পড়ল, আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। উত্তর দিকে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

'আমি ঢুকব প্রথমে,' বজ্রপাতের ফাঁকে কোনওমতে বলল গ্রে।

লাইল ছেলেটা দড়ি আনতে গিয়েছিল কাছের চ্যাপেল-হাউসে। কিন্তু যেভাবে বৃষ্টি পড়ছে তাতে গ্রে'র ভয় হচ্ছে, সমাধিকক্ষটা যেকোনও সময় ডুবে যেতে পারে পানি জমে। ওরা হয়তো ওখানে খুঁজে দেখার সুযোগই পাবে না।

সমাধির প্রবেশমুখটা প্রায় দু'ফুট চওড়া, একজন মানুষ ভেতরে ঢুকতে পারবে কষ্টেসৃষ্টে। সাত ফুট নিচের মেঝেটা পাথরের তৈরি। নিচে, কক্ষটা একটু প্রশস্ত, প্রবেশপথের চেয়ে সম্ভবত দ্বিগুণ। নিচে না নেমে এর চেয়ে বেশি কিছু দেখা সম্ভব না।

সাবধানে গর্তের দু'পাশ চেপে ধরে দু'পা নিচে ঢুকিয়ে দিল গ্রে। পায়ের সাহায্যে চেপে ধরল দু'পাশের দেয়াল। তারপর নেমে গেল বাকিটা পথ। নিচে নেমে ফ্ল্যাশলাইট বের করল ও।

অন্যদের দিকে তাকাল সে।

'সাবধান,' বলল র‍্যাচেল।

'কী দেখছ, জানাও আমাকে,' যোগ করলেন ওয়ালেন্স।

ওদের পেছনে উঁকি মারছে সেইচান আর কোয়ালস্কির মাথা।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে মেইন শ্যাফটের ওপর নজর বোলাল গ্রে। দু'পাশে পাথরের দেয়াল। দেয়ালের ওপাশের অগণিত কফিন আর যুগের আঘাতে ক্ষয়ে

যাওয়া মানব-কংকাল ভেসে উঠল গ্রে'র কল্পনায়। ওগুলোর মধ্যে একটা হয়তো লর্ড নিউবোরোর কংকাল।

অতি সন্তর্পণে দেয়ালে হাত বোলাচ্ছে সিগমা কমান্ডার। আলগা কোনও পাথর খুঁজছে, ফাদার জিওভান্নি এখানে এসেছিলেন এবং কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন, সে-আশায়।

'পেলে কিছু?' উপর থেকে হাঁক ছাড়লেন ওয়ালেস।

'কিচ্ছু না।'

র‍্যাচেলের গলা ভেসে এল এরপর। 'লাইল দড়ি নিয়ে আসছে।'

চতুর্থ দেয়ালের দিকে মনোযোগ দিল গ্রে। এখানে পাথুরে ইটে তৈরি নিচু একটা ধনুকাকৃতির পথ তৈরি দেখা যাচ্ছে। পথটা টেনেটুনে বড়জোর নিতম্বের সমান উঁচু হবে। গুড়ি মেরে বসে গ্রে লাইটের আলো ফেলল ওখানটায়। কফিন রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল গর্ত-মতন জায়গাটা। পরবর্তীতে হয়তো এই ধনুকাকৃতি দেয়ালটা তোলা হয়েছিল। কিন্তু এখন গর্তটা শূন্য।

ও জানে, গর্তটা গুরুত্বপূর্ণ। এই দেয়ালটা মঠের টাওয়ারের দিকে মুখ করে আছে। গর্তে নেমে পড়ল গ্রে। পানি জমতে থাকা মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। গর্তটা বেশ গভীর। চারপাশের পাথুরে দেয়াল যেন গিলে নিয়েছে ওকে। খুব সাবধানে কাজ শুরু করল গ্রে।

দেয়ালে চাপড় মারল, হাত বোলাল মেঝেতে।

কিচ্ছু পেল না।

হতাশ হলেও আত্মবিশ্বাস হারায়নি সিগমা কমান্ডার। কোনও কিছু যদি লুকানো থাকে, তাহলে সেটা সেইন্ট মেরি'র সমাধির নিচেই থাকবে। তবে ওর হয়তো প্রবেশপথের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। হয়তো ভুল সমাধিতে ঢুকেছে ও। ফাদার জিওভান্নিও হয়তো গ্রে'র মতো লাইল-এর কথা শুনেই এখানে এসেছিলেন। তারপর কিছু না পেয়ে চলে যান এখান থেকে।

ঝপ করে কারও নামার শব্দ হলো সমাধির মধ্যে।

গর্ত থেকে বেরিয়ে এল গ্রে। র‍্যাচেল দাঁড়িয়ে আছে সমাধিতে। ভেজা চুলগুলো এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ দুটো– আশার ঝিলিক দেখা যাচ্ছে ওর চোখ দুটোতে। ওকে নিরাশ করতে পারে না সে।

'সব রাস্তা শেষ?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

হতাশায় মুখ বাঁকাল গ্রে। 'ফাদার জিওভান্নি যে এখানে এসেছিলেন, এমন কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব?' ফ্ল্যাশলাইটটার জন্য হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ও। প্রস্তাবটা উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই গ্রে'র।

লাইটটা র‍্যাচেলের হাতে তুলে দিল সে। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নিচের গর্তে নেমে গেল র‍্যাচেল। হালকা-পাতলা দৈহিক গড়নের কারণে গ্রে'র চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে নড়াচড়া করতে পারছে ও। দেয়ালের গায়ে নেচে বেড়াচ্ছে ওর ফ্ল্যাশলাইট।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল গ্রে।

'না।'

উপর থেকে ওয়ালেসের গলার আওয়াজ ভেসে এল। 'আমরা বোধহয় ভুল সমাধিতে ঢুকেছি।'

কিছু না পেয়ে র‍্যাচেলও ছেড়ে দিল হাল। ঘুরে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলো গর্ত থেকে– ঘুরেই জমে গেল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

ওর পিছনে ফ্ল্যাশলাইট তাক করে ধরে রেখেছে র‍্যাচেল। হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে এগোতে শুরু করল গ্রে।

'না,' ওকে মানা করল র‍্যাচেল। 'চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো।'

বিনাবাক্যব্যয়ে ওর আদেশ পালন করল গ্রে। ঘুরে ভেজা মেঝেতে পিঠ শুয়ে পড়ল ও। কবরে শোওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো পজিশন হচ্ছে চিৎ হয়ে শোওয়া।

'কী দেখতে পাচ্ছ?' ওয়ালেস জানতে চাইলেন।

'এখনও জানি না,' কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে জবাব দিল গ্রে।

'আমার দিকে এগিয়ে এসো,' ওকে ডাকল র‍্যাচেল। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়েছে মেয়েটা।

ধীরে ধীরে পিঠের ওপর ভর দিয়ে কনুইয়ের সাহায্যে র‍্যাচেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রে। র‍্যাচেলের হাঁটুতে এসে ঠেকল ওর মাথা। ফ্ল্যাশলাইটটাসহ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল র‍্যাচেল। ভরাট বুক নিয়ে গ্রে'র মাথার ওপর ঝুঁকে আছে মেয়েটা।

'দেখো,' বলল র‍্যাচেল।

ও তো দেখছিলই; এত কাছ থেকে না দেখে কি উপায় আছে! কিন্তু ও যা ভাবছে, তা দেখতে বলেনি র‍্যাচেল। ফ্ল্যাশলাইটটা উপরের দিকে ধরে রেখেছে

ও, সেদিকেই দেখতে বলছে গ্রে'কে। কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে প্রবেশপথের দিকে তাকাল সে। প্রথমে ইট-নির্মিত দেয়ালটা, যেটা পাথরের এই গর্তে এসে শেষ হয়েছে, সেটা ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

'দেখো, ইটগুলো কেমন করে আনুভূমিকভাবে একটার উপর আরেকটা বসিয়ে তোলা হয়েছে দেয়ালটা। এখন প্রবেশপথের একদম মুখের এই তিনটে ইট দেখো। একদম শীর্ষে একটা আর দু'পাশে দুটো।'

এবার দেখতে পেল গ্রে। 'ওগুলো উলম্ব করে বসানো হয়েছে।'

প্রবেশপথটা একটা নিখুঁত অর্ধবৃত্ত। ঘড়ির কাঁটার ১২, ৩, এবং ৯-এর মতো অবস্থান নিয়েছে উলম্ব ইট তিনটে।

'তোমার কি মনে হয় ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ?' র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল। গ্রে'র তা-ই মনে হচ্ছে। 'আকৃতিটা প্যাগান ক্রুশের সাথে অর্ধেক মিলে যায়।'

মেঝেতে জমা বৃষ্টির পানিতে বৃত্তটার বাকি অংশ প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। পাথরগুলোর ওপর দাগ টেনে সিম্বলটা পুরো করল সে মনে মনে। আকৃতিটা হবে ওরা প্রথম থেকে যে ড্রুইডক্রুশ অনুসরণ করছিল, সেটার মতো।

'কিন্তু এটার মানেটা কী?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

'দাঁড়াও, চেষ্টা করে দেখি বুঝতে পারি কি না।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে ক্রল করে গর্ত থেকে বেরিয়ে গেল গ্রে, তারপর পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওয়ালেস ডাকলেন আবার, 'পেলে কিছু?'

'এখনও না,' জবাব দিল গ্রে।

প্রবেশপথটার নিচে দাঁড়িয়ে ইট তিনটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ও। অদ্ভুত দেখাচ্ছে দু'পাশের ইট দুটোকে– মনে হচ্ছে নিরেটভাবে চুন-সুরকি দিয়ে

বসানো হয়েছে। উপরের ইটটায় চলে গেল ওর হাত। প্রথমে মনে হলো এখানেও কিছু নেই। কিন্তু ইটের উপরের অংশে আঙুল পৌঁছে যেতেই পাল্টে গেল ওর ধারণা। সূক্ষ্ম একটু খাঁজ কাটা রয়েছে ওখানটায়, চেপে ধরার জন্য যথেষ্ট।

খাঁজটায় আঙুল বাঁধিয়ে টান মারল ওটা ধরে।

জায়গা থেকে একটু নড়ে গেল পাথরটা। কিছুই ঘটল না কয়েক মুহূর্ত, গ্রে আরেকটু জোর খাটাতেই কট করে একটা শব্দ হলো ওদের পিছনে। সেই সাথে পাথর সরে যাবার ঘড়-ঘড় শব্দ ভেসে এল। ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাচেল আর গ্রে। খুলে গেছে পিছনের দেয়াল, সরু একটা সিঁড়িপথ উঁকি মারছে ওখান থেকে। নিচের দিকে নেমে গেছে সিঁড়ির ধাপগুলো।

'প্রবেশপথটা,' গ্রে'র কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল র‍্যাচেল। 'ওটা পেয়ে গেছি আমরা।'

পায়ে পায়ে সিঁড়িপথটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা দু'জন। সিঁড়িটা সরু হলেও দাঁড়াবার মতো জায়গা আছে।

সিঁড়ির ইটের তৈরি ধাপগুলোর ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল। 'সিঁড়ির শেষমাথায় ওটা কি কোনও সুরঙ্গ?'

দেখার জন্য নিচে নেমে গেল গ্রে। কিন্তু পঞ্চম ধাপে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, ওর ওজনের চাপে ইঞ্চিখানেক দেবে গেছে ধাপটা।

আরেকটা ধাতব শব্দ হলো কট করে।

একটা শব্দ মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই থমকে গেল ওর হৃৎস্পন্দন। *ফাঁদ!*

দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওদের পিছনে। র‍্যাচেল চিৎকার করে লাফিয়ে সামনে বাড়ল, বের হবার জন্য। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষবারের মতো নতুন ধরনের একটা *ক্লিক* শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেছে দরজা।

দুপুর ১২:৪২

র‍্যাচেলের চিৎকার শুনতে পেয়েছে সেইচান। চিৎকারটার সাথে সাথে একটা বজ্রপাতের আওয়াজ সমাধির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা সবার কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

বজ্রপাতের আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে গর্তের মুখে উপুড় হয়ে বসে পড়লেন ওয়ালেস। 'কিছু পেলে নিচে?'

কোনও জবাব এল না।

সেইচানও খেয়াল করেছে, আর দেখা যাচ্ছে না ফ্ল্যাশলাইটের আলো। কোনও গড়বড় হয়েছে নিশ্চয়ই। বিপদের গন্ধ পেয়েছে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সরু প্রবেশপথটা বেয়ে নিচে নেমে গেল ও। ঝপ করে নিচে নামল সেইচান। সমাধির অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে লাইটার জ্বালল সে। লাইটারের আগুনের শিসায় আলোকিত হয়ে উঠেছে পুরো সমাধি।

জায়গাটা খালি।

'কী হচ্ছে ওখানে?' ওয়ালেস জিজ্ঞেস করলেন উপর থেকে।

'ওদের পাওয়া যাচ্ছে না।'

ভেজা শরীরে ভয়ে ভয়ে সমাধির আরেকটু কাছে সরে এল কোয়ালস্কি। লাইল ছাতা আনতে গেছে। 'কী বলেছিলাম আমি তোমাদের...পিয়ার্সের সঙ্গে কোনও গর্তে নেমো না। এখন ঠ্যালা সামলাও।'

'ব্যাপারটা ভালোও হতে পারে,' ওয়ালেস বললেন।

চোখ লাল করে প্রফেসরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল কোয়ালস্কি।

'ওরা নিশ্চয়ই গোপন পথটা পেয়ে গেছে,' ওকে বুঝিয়ে বললেন ওয়ালেস।

কিন্তু র‍্যাচেলের চিৎকারে আবিষ্কারের আনন্দ ছিল না।

ফুসফুসের সমস্ত জোর খাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সেইচান। 'পিয়ার্স! র‍্যাচেল!'

বাজ পড়ার তীব্র আওয়াজের সঙ্গে র‍্যাচেলের গলার ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেল। যাক, অন্তত বেঁচে আছে ওরা। ডাকটা যেদিক থেকে ভেসে এসেছে, সেদিকে একটু এগিয়ে গেল সে। 'বুঝতে পারছি না!' চেঁচিয়ে বলল।

পানির উপর ঝপ করে কিছু একটা পড়ার শব্দে চমকে গেল সেইচান। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল, ওয়ালেস দাঁড়িয়ে আছেন ওর পিছনে, দড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন ভদ্রলোক। 'আমি কখনও গাধার মতো নিচে নামব না,' উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি।

'চুপ থাকো!' ধমকে উঠল সেইচান।

কান পাতল মেয়েটা। গ্রে'র গলার আওয়াজ শুনতে পেল এবার। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে ফেলছে দেয়ালের ওপাশ থেকে ক্ষীণ সুরে ভেসে আসা গ্রে'র কথার ওপর।

'ভেতরে! উলম্বভাবে খাড়া একটা ইট! প্রবেশপথের উপরে! ওটা ধরে টানো!'

খোঁজাখুঁজির জন্য দুটো হাতই কাজে লাগাতে হবে। তাই লাইটার বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজতে শুরু করল ও। অন্ধের মতো ইটগুলোর ওপর হাত

বোলাতে শুরু করল সেইচান। হাতড়াতে হাতড়াতে গ্রে'র বর্ণিত ইটটা পেয়ে গেল ও। ইটটার ওপরে হাত বুলিয়ে খুঁজে বের করল খাঁজটা। তারপর হ্যাঁচকা টান মারল ওটা ধরে।

কট করে বিকট একটা শব্দ হলো।

খুলে গেল সমাধির পিছনের দেয়াল। র‍্যাচেলের আতঙ্কিত চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে।

'ভেতরে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম,' গ্রে বলল। 'বাকিদের ডেকে আনো। তবে পঞ্চম ধাপটায় সাবধান থেকো। ওটায় পা পড়লে বন্ধ হয়ে যায়।'

সেইচানের পিছনে উঁকি মারছেন ওয়ালেস। 'পথটা খুঁজে পেয়েছ তোমরা। ব্রিলিয়ান্ট।'

মিনিটখানেক কথাবার্তার পর, সিঁড়ি বেয়ে নিরাপদে নিচের সুরঙ্গে নেমে এল সবাই। কালো পাথরের একটা প্যাসেজওয়ে সোজা চলে গেছে সামনের দিকে।

ওদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানাল কোয়ালস্কি। উপর থেকে চেঁচিয়ে জানাল, 'তোমরা যাও। আমি এখানে ছাতার জন্য অপেক্ষা করব।'

নিচে র‍্যাচেল বলে উঠল, 'এটা দেখো।' সিঁড়ির গোড়ার কাছে মেঝেতে ভারি একটা ব্রোঞ্জ-লিভারের ওপর আলো ফেলেছে ও। 'আমার মনে হয়, এটা দিয়ে গোপন দরজাটা খোলা যায়।'

'ফাদার জিওভান্নিও বোধহয় এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করতেন,' গ্রে বলল। 'তবুও সতর্কতাস্বরূপ বেরোবার পথটা খোলা রাখা উচিত।'

পূর্ব সতর্কতা হিসেবে, দরজাটা যেন বন্ধ না হতে পারে সেজন্য দরজার মাঝখানে বড় এক খণ্ড পাথর এনে রাখল গ্রে। ওর সিদ্ধান্তের ওপর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আছে সেইচানের। সে নিজেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।

সুরঙ্গের ভেতর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন ওয়ালেস। 'মধ্যযুগীয় আমলের সন্ন্যাসীরা প্রায়ই তাদের মঠগুলোতে ট্র্যাপডোর বানিয়ে রাখত। এরকম প্যাসেজওয়ে দিয়ে গোলকধাঁধা বানিয়ে রাখত জায়গাগুলোকে। লুটেরাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এ-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল তারা। এছাড়াও অতিথিদের ওপর গোপনে নজর রাখতে পারত এসব গুপ্তপথের সাহায্যে। সেই যুগে জ্ঞান মানুষজনকে ঠিক বর্মের মতোই রক্ষা করত।'

'চলুন দেখি সন্ন্যাসীরা কী এমন মহামূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল এখানে,' বলে সামনে এগোল গ্রে।

ওর পিছু নিল বাকিরা। সবার পিছনে আসছে সেইচান।

যত এগোচ্ছে ততই খাড়া হচ্ছে প্যাসেজওয়েটা। শেষ মাথায় পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। গম্বুজাকৃতির একটা জায়গায় শেষ হয়েছে টানেলটা। এখান থেকে বের হবার বা সামনে যাবার আর কোনও পথ নেই।

'আমরা নিশ্চয়ই টাওয়ারটার ধ্বংসাবশেষের নিচে এসে পৌঁছেছি,' বলল গ্রে।

দেয়ালে হাত বোলাচ্ছেন ওয়ালেস। 'বাটালি বা গাঁইতি চালানোর কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এটা একটা প্রাকৃতিক গুহা।'

কিন্তু গুহাটার মাঝখানটায় আটকে আছে প্রফেসরের নজর। পাথর-নির্মিত বিশাল একটা শবাধার শুয়ে আছে কামরার ঠিক মাঝখানে। কোমর-সমান উঁচু কারুকার্যখচিত শবাধারটা। দেখে মনে হয় একটামাত্র পাথর কেটে বানানো হয়ে ওটা।

শবাধারের ওপাশে, দূরের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে একটা কেল্টিক ক্রুশ।
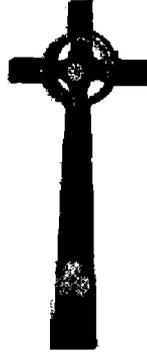
অন্যরা শবাধারের দিকে এগিয়ে যেতে সেইচান এগিয়ে গেল ক্রুশটার দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল জিনিসটা। এটা মঠের কবরস্থানের অন্যান্য ক্রুশগুলোর মতো এত বেশি অলঙ্কৃত না। এটার চেহারসুরত আগেরগুলোর চেয়ে রুক্ষ, দেখেই বোঝা যায় আগেরগুলোর চেয়ে অদক্ষ হাতে বানানো– ওগুলোর মতো নিখুঁত নয় এটার চেহারা। তার মানে, এই ক্রুশটা আগেরগুলোর চেয়েও প্রাচীন। ক্রুশের গায়ে, একদম গোড়ায় শুধুমাত্র কয়েকটা স্পাইরাল কাটা। আর ক্রুশের বৃত্তাকার জিনিসগুলো ছোট ছোট বকের মতো খাঁজ কেটে বানানো হয়েছে।

অন্যদের মনোযোগ ঘুরে গেছে মেঝেতে শায়িত কফিনের দিকে। কফিনের উপরের অংশটুকু বৈশিষ্ট্যহীন। ঢাকনাটা জায়গামতোই লাগানো আছে।

'এটা কি লর্ড নিউবোরো'র শবাধার?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

কফিনের রুক্ষ, খসখসে ঢাকনার ওপর আঙুল বোলালেন ওয়ালেস। 'জিনিসটা অনেক পুরনো। নিউবোরো'র কবর এখানে থাকলে, অন্যান্য সীল-করা সমাধিগৃহগুলোর ভেতর আছে। এটা অন্য কারও কবর। তাছাড়া কফিনটা ব-স্টোন দিয়ে তৈরি। এরকম বৈশিষ্ট্য নিওলিথিক (নব্য-প্রস্তরযুগ) আমলের পাথরের মধ্যে দেখা যায় সাধারণত। পাথরটা নিশ্চয়ই মূলভূমি থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার ধারণা, এটা প্রাচীন সেই আঙটি-নির্মাতদের কারও কবর–সম্ভবত ওদের রাজবংশের কেউ হবে।'

র‍্যাচেল বলে উঠল, 'ফোমোরিয়ান রানির মতো কেউ?'

'হ্যাঁ, আমাদের সেই কালো দেবী,' ওয়ালেস জবাব দিলেন, কিন্তু হঠাৎ মনোযোগ হারিয়ে ফেললেন তিনি।

ভুরু কুঁচকে সামনের দিকে ঝুঁকলেন ভদ্রলোক। কফিনের উপর ফেললেন লাইটের আলো। আবারও আঙুল বোলাতে শুরু করলেন পাথরের ওপর। 'মনে হচ্ছে এককালে এখানে কিছু একটা খোদাই করা হয়েছিল। কোনও ধরনের অলঙ্করণ, এমনকি লেখাও হতে পারে। কিন্তু খোদাইটা ঘষে মুছে ফেলেছে কেউ।'

এহেন অপকর্ম দেখে আরও কুঁচকে গেছে প্রফেসরের ভুরু।

জিনিসটা এক নজরে দেখে নীল গ্রে। 'এটা যদি নিওলিথিক যুগের হয়, তাহলে চার্চ হয়তো আসল খোদাই মুছে ফেলেছে কফিনটার গা থেকে।'

'হ্যাঁ। ওরাই বোধহয় করেছে কাজটা। কোনওকিছু ওদের মতবাদের সাথে না মিললে, ওরা সেটা ধ্বংস করে ফেলত।'

একটা অসঙ্গতি ধরা পড়ল সেইচানের চোখে। এগিয়ে এসে ও বলল, 'তাহলে তো পুরো কফিনটা ধ্বংস করে ফেললেই পারত। সেটা করল না কেন? মোছামুছির ঝামেলায় গেল কেন?'

ওয়ালেস জবাব দিলেন, 'ওরা সমাধি-ফলককে শ্রদ্ধা করত। ওই যুগে চার্চ নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসের ওপরে উঠতে পারেনি। ওরা হয়তো মৃতদেহকে বিরক্ত করতে চায়নি।'

নিজের মত জানাল গ্রে। 'কিংবা হয়তো এখানে যা কবর দিয়ে রেখেছে, সেটা ওদের জন্য মূল্যবান ছিল।'

'ডুমসডে কী'র মতো,' পাশ থেকে বলল র‍্যাচেল।

ওর ওপর র‍্যাচেলের নজর উপেক্ষা করল সেইচান।

হাঁটু গেড়ে বসে কফিনের ঢাকনা পরীক্ষা করে দেখল গ্রে। 'মনে হচ্ছে জিনিসটা মোম দিয়ে সীলগালা করা ছিল একসময়।' উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে মোমের আঁশ ঘষে তুলে ফেলল গ্রে। 'কিন্তু সীলটা ভেঙেছিল কেউ।'

'নিশ্চয়ই ফাদার জিওভান্নি,' র‍্যাচেল বলল। 'এখানে দেখো।' প্রাচীন ক্রুশটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দু'পাশের দেয়াল দেখাল ও।

কয়লা দিয়ে বিভিন্ন ফুটনোট আর হিসেবনিকেশ লিখেছে কেউ দেয়ালে। লেখার ভাষাটা আধুনিক। দেখে মনে হচ্ছে, ক্রুশটা সবদিক থেকে মেপে দেখেছিলেন ফাদার জিওভান্নি। জিনিসটার চারপাশে নিখুঁত একটা বৃত্তও এঁকেছেন তিনি। অনেকগুলো লাইন দাগ কেটে চলে গেছে বৃত্তটাকে ভেদ করে। সেইচানের মতে, এগুলোর কোনও সাংকেতিক মানে আছে।

মার্কো এখানে কী করছিলেন?

অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে ক্রুশটা দেখছে গ্রে। সেইচান দেখল, দুর্বোধ্য হিসেব কষছে সিগমা কমান্ডার। ও জানে, চাবিটা যদি কেউ খুঁজে পায়, তাহলে সেটা একমাত্র এই লোকটার পক্ষেই সম্ভব।

অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। সেইচানের ধারণা, এখনও ক্রুশ-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে ওর মনের একটা অংশ। কিন্তু কফিনটা দেখাল ও।

'সীলটা যদি মার্কো ভেঙে থাকেন, তাহলে চলো দেখি কী পেয়েছিলেন তিনি।'

দুপুর ১:০৩

ঢাকনাটা সরাতে সবাইকে হাত লাগাতে হলো।

ফাদার জিওভান্নি একা একা কাজটা করেছিলেন কেমন করে? দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ঢাকনাটা টানতে টানতে ভাবছে গ্রে। *তিনি কি কোনও সাহায্য পেয়েছিলেন? নাকি কোনও যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন?*

শেষ পর্যন্ত ওদের সম্মিলিত শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো কফিনটার নচ্ছার ঢাকনা। পাথরে সাথে পাথর ঘষার বিশ্রী শব্দ তুলে ঢাকনাটা সরে গেল কফিনের ওপর থেকে।

শবাধারের ভেতরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল গ্রে। বুস্টোন বক কেটে বানানো হয়েছে কফিনের ভেতরের ফাঁপা গর্তটা। কালের থাবায় ক্ষয়ে-যাওয়া কিছু হাড় দেখতে পাবে ভেবেছিল গ্রে। কিন্তু হতাশ চোখে দেখল, কফিনের ভেতরটায় মানবদেহ রাখার মতো বড়সড় হলেও জায়গাটা শূন্য।

একটামাত্র জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই কফিনের ভেতর।

পুরু চামড়ায় বাঁধাই করা ইয়া তাগড়াই একটা বই। কফিনের ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছে বইটা। বইটা এক ফুট চওড়া এবং মোটা, দৈর্ঘ্যে দু'ফুট। জিনিসটাকে পুরোপুরি অক্ষত দেখাচ্ছে। খুব সম্ভবত, মোম দিয়ে সীলগালা করে কফিনের রেখে দেয়ার পর আর কারও হাত পড়েনি মোটা বইটাতে।

বইটা তুলে নেয়ার জন্য এগিয়ে গেল গ্রে।

'সাবধানে,' ওয়ালেস সতর্ক করে দিলেন ওকে। 'জিনিসটার যেন কোনও ক্ষতি না হয়। আমাদের গ্লাভস পরে নেয়া উচিত।'

বইটার বয়স বিবেচনা করে দ্বিধায় ভুগছে গ্রে।

মুখে সতর্ক থাকার কথা বললেও, তাড়া লাগালেন ওয়ালেস। 'অপেক্ষা করছ কেন?'

অতি সন্তর্পণে, আলতো করে বইটার প্রান্তে দু'আঙুল রাখল গ্রে। ও নিশ্চিত, ফাদার জিওভান্নি কমপক্ষে একবার হলেও খুলেছিলেন বইটা। বইয়ের ভারি মলাট ধরে টান দিল গ্রে। প্রচণ্ড ভারি, শক্তিশালী মলাটটা খুলতে চাইছে না।

'আস্তে,' পাশ থেকে কাতর স্বরে বলে উঠলেন ওয়ালেস।

আরেকটু জোর খাটিয়ে মলাট উল্টাল গে। প্রথম পৃষ্ঠাটা ফাঁকা, তবে স্বচ্ছ পাতাটার উপর দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পরের পৃষ্ঠার লেখাগুলো

গ্রে'র কাছে ঘেঁষে এসেছেন ওয়ালেস। 'ঈশ্বর...'

কৌতূহল দমাতে না পেরে গ্রে'কে সরিয়ে দিয়ে ওর জায়গার দখল নিলেন প্রফেসর। পাতা উল্টে প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে এলেন আবার। 'এটা বাছুরের চামড়া দিয়ে তৈরি,' কাগজটায় চিমটি কাটতে কাটতে বললেন। কিন্তু নিচে যা আছে, তা দেখে পরক্ষণেই বড় বড় হয়ে গেল তার চোখ দুটো।

পরের পৃষ্ঠার গায়ে লেপটে থাকা কালি মূল্যবান রত্নের মতো জ্বলজ্বল করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে। গাঢ় লাল, সোনালি হলুদ, আর গোলাপি রঙের সমাহার বসেছে যেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, নিখুঁতভাবে, নিপুণ দক্ষতায় চিত্রায়িত করা হয়েছে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো। প্রথম পৃষ্ঠার মাঝখানে, একটা সোনার সিংহাসনে আসীন মুকুট-পরিহিত দাড়িঅলা একজন মানুষের ছবি আঁকা।

ছবিটা স্পষ্ট খ্রিস্টকে উপস্থাপন করছে।

'এটা একটা চিত্রাঙ্কিত পাণ্ডুলিপি,' মুগ্ধতা ঝরে পড়ছে র‍্যাচেলের কণ্ঠে।

আরও কয়েকটা পাতা উল্টে দেখলেন ওয়ালেস। 'এটা একটা বাইবেল'

পাতাগুলোতে ফুটে থাকা ঢেউ-খেলানো ল্যাটিন অক্ষরগুলোর ওপর ছুটে বেড়াচ্ছে প্রফেসরের আঙুল। ক্যালিগ্রাফিগুলো অলঙ্কৃত, বড় হাতের অক্ষরগুলোতে চমৎকার সব ছবি আঁকা। বিভিন্ন পৌরাণিক প্রাণী, ডানাওয়ালা বাচ্চার ছবি, এবং একের পর এক প্যাঁচালো গ্রন্থি সমানভাবে সুসজ্জিত করে রেখেছে প্রতিটা পৃষ্ঠার মার্জিন।

'অলঙ্কৃত এই বইটির সাথে বুক অফ কেল-এর মিল আছে,' ওয়ালেস বললেন। 'বুক অফ কেল-ও এমন আরেকটা অলঙ্কৃত বাইবেল। মহামূল্যবান এই সম্পদ আয়ারল্যান্ডে পাওয়া যায়, অষ্টম শতাব্দীতে। নির্জনবাসী সন্ন্যাসীদের কয়েক দশকের অধ্যবসায়ের ফল এটি। এবং ওই বইটি নিউ টেস্টামেন্টের চার গস্পেলের একটি।'

কেঁপে উঠল ওয়ালেসের কণ্ঠ। 'আমার ধারণা, এই বইটি *পূর্ণাঙ্গ* বাইবেল।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'যদি তা-ই হয়, তাহলে এর মূল্য আমাদের কল্পনারও বাইরে।'

'তাহলে অমূল্য এই জিনিসটা এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল কেন?' সেইচান প্রশ্ন করল। সে-ও বইটা দেখার জন্য এগিয়ে এসেছে।

এই প্রশ্নের জবাব নেই ওয়ালেসের কাছে। সাবধানে বাইবেলটার আরও কয়েকটা পাতা উল্টালেন তিনি। এবং পাতা ক'টা উল্টেই পেয়ে গেলেন সেইচানের প্রশ্নের জবাব।

একটা পাতা উল্টে নতুন একটা পৃষ্ঠায় আসতেই বইয়ের ঠিক মাঝখানে বড়সড় একটা গর্ত দেখা গেল। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তিন ইঞ্চি গর্তটা এক ইঞ্চি গভীর।

ক্ষতিটা দেখে হাঁপানি-রোগীর মতো খাবি খেলেন ওয়ালেস।

সামনে ঝুঁকে এল গ্রে। দেখেই বোঝা যায়, কিছু একটা রাখার জন্য বানানো হয়েছিল গর্তটা। র‍্যাচেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল গ্রে। কোটের পকেটে হাত চলে গেল র‍্যাচেলের।

ওরা সবাই জানে, কী থাকার কথা গর্তটায়।

এক মুহূর্ত পর, চামড়ার আর্টিফ্যাক্টটা গ্রে'র হাতে তুলে দিল র‍্যাচেল। দেখে মনে হচ্ছে, বইটা যে চামড়ায় বাঁধাই করা, ছোট আর্টিফ্যাক্টটাও সেই একই চামড়ার তৈরি। জিনিসটা গর্তের ওপর ধরল গ্রে। জিনিসটা একদম খাপে খাপ বসে গেছে গর্তের মধ্যে।

'ফাদার জিওভান্নি আর্টিফ্যাক্টটা চুরি করেন, কিন্তু বাইবেলটা ফেলে যান,' পাউচের ভেতর পাওয়া মমি হয়ে যাওয়া আঙুলটার কথা ভাবতে ভাবতে বলল গ্রে। 'কেন?'

এই একটা শব্দের ভেতর লুকিয়ে আছে অনেকগুলো প্রশ্ন।

এর সাথে আরেকটা প্রশ্ন যোগ করলেন ওয়ালেস। 'মার্কো এটা সম্পর্কে কাউকে জানাননি কেন?'

'হয়তো জানিয়েছিলেন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সেইচান। 'না জানালে খুন হলেন কেন?'

'সেইচান ঠিকই বলেছে,' গ্রে বলল। 'হয়তো মার্কো যা জানতেন, তার সব বলেননি– কিন্তু এমন একজনকে তথ্যটা জানিয়েছিলেন, যে তাকে এ-তথ্যের বিনিময়ে খুন করতে দ্বিধা করেনি।'

'হায় ঈশ্বর...' ওয়ালেসের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল শব্দ দুটো। বিবর্ণ হয়ে গেছে ভদ্রলোকের চেহারা।

তার দিকে ঘুরে গেল গ্রে।

'বছর দুয়েক আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল মার্কো। ভ্রমণ চালিয়ে যাবার জন্য টাকার দরকার ছিল ওর। ওকে বলেছিলাম, আমার স্পন্সর, ভায়াটাস কর্পোরেশন হয়তো আমার খোঁড়াখুঁড়িতে সহায়ক যেকোনও গবেষণার অর্থায়ন করতে ইচ্ছুক হবে। ওকে আমার কন্ট্যাক্টের নাম দিয়েছিলাম। আমার কন্ট্যাক্ট মহিলা ওখানকার হেড রিসার্চারদের একজন। মহিলার নাম ম্যাগনুসেন।'

গ্রে'র পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সেইচান। কথাটা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর, তবে চুপ রইল মেয়েটা।

'কিন্তু মার্কো এরপর আর যোগাযোগ করেনি আমার সঙ্গে।' দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওয়ালেস। 'আমি ভেবেছিলাম, ওর আর দরকার পড়েনি। আজকের আগ পর্যন্ত ঘটনাটার কথা আমার মনেই ছিল না। হায় ঈশ্বর, আমিই হয়তো খুনিদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ওকে।'

পুরো ঘটনাটা সিনেমার মতো মাথার মধ্যে সাজিয়ে নিল গ্রে। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। ভায়াটাস মার্কোকে নিয়োগ দেয়। বিশেষ করে মার্কো যখন মমিগুলোর মৃত্যু-রহস্য উদঘাটনের জন্য সাহায্য চান, তখন তো আর না করার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু মার্কো গবেষণায় এমন ভয়ানক কিছু পেয়েছিলেন, যে-জন্য ভিগর ভেরোনার সঙ্গে দেখা করতে রোমে ছোটেন তিনি। সবকিছু

ভিগরকে জানাতে চেয়েছিলেন তিনি। তার চাকরিদাতারা নিশ্চয়ই তার প্যান জেনে ফেলে তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়।

ওয়ালেস এখনও শক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পাণ্ডুর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

গ্রে'র হাত থেকে চামড়ার ছোট্ট থলেটা ফিরিয়ে নিয়ে র‍্যাচেল বলল, 'ফাদার জিওভান্নি আর্টিফ্যাক্টটা চুরি করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দুটো হচ্ছে– বইটা এখানে কে ফেলে গিয়েছিল এবং কেন?'

ওর কথায় সম্বিত ফিরল সবার। এই প্রশ্ন দুটোর ওপরই নির্ভর করছে বেচারির জীবন।

'বাইবেলটা এখানে কে ফেলে গেছে– এ-প্রশ্নের জবাব হয়তো আমি দিতে পারব,' ওয়ালেস বললেন। গভীর একটা দম নিলেন প্রফেসর, নিজেকে সুস্থির করার জন্য।

বিস্মিত হয়ে তার দিকে চাইল গ্রে। 'কে?'

'সম্ভবত বাইবেলটার মালিক।'

বইটার চামড়ার মলাটের ভেতরের দিকটা দেখালেন ওয়ালেস। বাছুরের চামড়ার-তৈরি একটা পৃষ্ঠা আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে ওখানটায়।

আগেরবার গ্রে'র নজর পুরোটাই ছিল বইয়ের ভেতরের পাতায়, তাই সে এটা খেয়াল করেনি। অখণ্ড মনোযোগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে পৃষ্ঠাটা। সেঁটে দেয়া এই পৃষ্ঠায় আঁকা চিত্রগুলোও অন্যান্য চিত্রগুলোর মতোই। তবে পৃষ্ঠাটার ঠিক মাঝখানে কারুকার্যখচিত ক্যালিগ্রাফি করা একটা নাম দেখা যাচ্ছে। নামটা খুব সম্ভবত বইয়ের মালিকের।

নাটুকে ভঙ্গিতে নামটা পড়লেন ওয়ালেস। 'মেইল ম্যাডক ইউএ মরগেয়ার।'

নামটার মানে বুঝতে পারছে না গ্রে– ওর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা।

'আমার পেশায় টিকে থাকার জন্য এসব নামের অর্থ জানা থাকা আবশ্যক,' প্রফেসর ওয়ালেস বললেন।

'কে এই লোক?'

'সবচেয়ে বিখ্যাত আইরিশ সন্ন্যাসীদের একজন– সেইন্ট প্যাট্রিকের পরই আসে তার নাম। তার আসল নাম ম্যালাকি, পরবর্তীতে ওই বিদঘুটে নামটা দেয়া হয় তাকে।'

'সেইন্ট ম্যালাকি,' এবার উচ্চারণ করতে পারল নামটা র‍্যাচেল।

'ইনি কে ছিলেন?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'ডুমসডে বুক যে বছর লেখা হয়, তার জন্মও সে-বছরেই।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন প্রফেসর। 'ব্যাংগর-এর মঠে শুরু হয় তার সন্ন্যাসজীবন। কিন্তু একসময় আর্চবিশপ হয়ে বসেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি ব্যয় করেন তীর্থযাত্রায়।'

'তার মানে, এখানে এসেছিলেন তিনি?'

নড করলেন ওয়ালেস। 'খুব ইন্টারেস্টিং একজন মানুষ ছিলেন ম্যালাকি। আর্চবিশপ হিসেবে তিনি ছিলেন উদাসীন ধরনের। ঘুরতে পছন্দ করতেন তিনি। পছন্দ করতেন প্যাগান এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গস্পেলের বাণী ছড়িয়ে দিতে। সবার সঙ্গে খুব সহজে মিশতে পারতেন তিনি। তার চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত চার্চ-বিশ্বাসী এবং পুরনো প্যাগান ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।'

গ্রে'র মনে পড়ে গেল ওয়ালেস বিশ্বাস করতেন যে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে শেষবারের মতো এক অন্তিম যুদ্ধে নামে প্যাগানরা। সে-যুদ্ধে প্রাচীন এক জীবাণু-অস্ত্র ব্যবহার করে প্যাগানরা। 'আপনার কি মনে হয়, প্লেগ-ছড়ানো-এবং-নিরাময়ের-জ্ঞান আর প্রবাদতুল্য ডুমসডে বুক-এর চাবি– এ দুটো জিনিস সেইন্ট ম্যালাকির শান্তিচুক্তিরই একটা অংশ?'

'এটাতে নিশ্চয়ই তার হাতের ছাপ আছে।' ইশারায় বইটা দেখালেন ওয়ালেস। 'আরও ব্যাপার আছে। ম্যালাকিকে কেন সিদ্ধি লাভের সুযোগ দেয়া হয়, কেনই বা তাকে সেইন্ট হবার যোগ্য বিবেচনা করা হয়।'

'কেন?'

'আহ্, সেটাই তো সমস্যা,' ওয়ালেস বললেন। 'ম্যালাকি তার অলৌকিক *নিরাময়-ক্ষমতার* জন্য বিখ্যাত ছিলেন।'

'বার্ডসি আইল্যান্ডের ইতিহাসের মতো,' বলল গ্রে।

'ম্যালাকিকে নিয়ে আরেকটা গল্প জানি আমি। এই গল্পটা আমাদের স্কটিশ সংস্করণ। কথিত আছে, ঘুরতে ঘুরতে একবার অ্যানানডেইল-এ চলে এসেছিলেন ম্যালাকি। এক পকেটমারকে মুক্ত করে দিতে বলেন ওখানকার লর্ডকে। তার কথায় রাজিও হয় সেই লর্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কথা রাখেনি সে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় চোরটাকে। এ-ঘটনায় ম্যালাকি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন তাকে। তার অভিশাপে শুধু লর্ডই না– পরিবারের সবাই মারা যায় সার সঙ্গে।'

গ্রে'র দিকে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওয়ালেস।

'রোগ নিরাময় এবং অভিশাপ,' অস্ফুট স্বরে বলল গ্রে।

'এই গল্প শুনে মনে হচ্ছে ম্যালাকি কিছু একটা শিখেছিলেন তার নতুন ড্রুইড বন্ধুদের কাছ থেকে। এমন কিছু, যা এখানে লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চার্চ।'

ওদের কথায় বাধা দিল র‍্যাচেল। 'কিন্তু ম্যালাকি কীসের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল– সেটা এড়িয়ে গেছেন আপনি।'

'ও, দৈববাণীর কথা বলছ,' চোখ পাকিয়ে বললেন ওয়ালেস।

'কীসের দৈববাণী?'

র‍্যাচেলের তরফ থেকে এল জবাবটা, 'পোপদের নিয়ে করা দৈববাণী। কথিত আছে যে, একবার রোমে তীর্থযাত্রায় রওনা হন ম্যালাকি। পথিমধ্যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তার যুগ থেকে শুরু করে পৃথিবী ধ্বংস হবার আগ পর্যন্ত যতজন পোপ আসবেন, তাদের সবাইকে দেখতে পান তিনি। তাদের সবার কথা লিখে নেন তিনি।'

'যতসব আজগুবি কথাবার্তা,' ওয়ালেস খেঁকিয়ে উঠলেন। 'চার্চ নাকি ম্যালাকির মৃত্যুর চারশো বছর পর তাদের আর্কাইভে পায় তার লেখা দৈববাণীর বইটা। খুব সম্ভবত বইটা জাল ছিল।'

'কেউ কেউ আবার দাবি করে ওটা নাকি ম্যালাকির আসল বইয়ের কপি ছিল। তবে প্রত্যেক পোপ সম্পর্কে করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কোনও না কোনওভাবে ফলে গেছে অদ্ভুতভাবে। সর্বশেষ দুই পোপের কথাই ধরো। দ্বিতীয় জন পল'কে ম্যালাকি *De Labore Solis* নামে বর্ণনা করেছেন– ইংরেজিতে এর মানে "ফ্রম দ্য

টয়েল ,অফ দ্য সান"। তার জন্মও হয়েছিল সূর্যগ্রহণের সময়। আর বর্তমান পোপ, ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর নাম লেখা আছে*De Gloria Olivae*– ইংরেজিতে যার মানে "দ্য গোরি অফ দ্য অলিভ"। আর বেনেডিক্টাইন গোত্রের পোপদের প্রতীক হচ্ছে– জলপাইয়ের ডাল।'

গ্রে'র দিকে ফিরল র‍্যাচেল। 'কিন্তু একটা সবচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান পোপ ম্যালাকির লিস্টে একশো এগারো নাম্বারে আছেন। তার ঠিক পরেরজন– *পেট্রাস রোমানাস*– তার নাম তালিকায় সবার শেষে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, তিনিই হবেন সর্বশেষ পোপ। তার পরে ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী।'

'মারা যাব আমরা সবাই,' সেইচান বলল, ওর গলায়ও ওয়ালেসের মতো সন্দেহের সুর।

'ওই নচ্ছার চাবিটা না পেলে, এমনিতেই শেষ হয়ে যাব আমি,' ওকে চুপ করিয়ে দিল র‍্যাচেল।

কিছু বলল না গ্রে। র‍্যাচেল ঠিকই বলেছে– চাবিটা খুঁজে বের করতে হবে। অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে দাঁড়িয়ে একটা প্যাগান শবাধারে মৃত সন্ন্যাসীর বাইবেল খুঁজে পাবার তাৎপর্য নিয়ে ভাবতে লাগল সে। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে...

'আপনার কি মনে হয় বাইবেলটার ভেতরে ওটা সেইন্ট ম্যালাকির আঙুল ছিল?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'না,' দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন ওয়ালেস। 'এই কফিন তার চেয়েও প্রাচীন। আমার ধারণা, জিনিসটা প্রস্তর-যুগের। এখানে কাউকে কবর দেয়া হয়েছিল ঠিকই, তবে সেটা ম্যালাকি না।'

'তাহলে কে?'

ওয়ালেস শ্রাগ করলেন। 'আগেই একবার বলেছি, সম্ভবত নিওলিথিক রাজপরিবারের কেউ। হয়তো ওই কালো প্যাগান রানির কফিন এটা। এছাড়াও আমার ধারণা, ওই আঙুলটা এখানে যাকে প্রথম কবর দেয়া হয়েছিল তার।'

'এরকম মনে হলো কেন আপনার?'

'আর বাকি দেহাবশেষটাই বা কোথায় গেল তাহলে?' যোগ করল র‍্যাচেল।

'সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কাজটা সম্ভবত চার্চই করেছে। সম্ভবত ম্যালাকি নিজেই। তবে তখনকার রীতি অনুযায়ী হাড়গুলো এখানেই ফেলে যায়। প্রথা অনুসারে, দেহের অন্তত ছোট একটা অংশ হলেও রেখে যেতে হতো এখানে। তা না হলে কাজটাকে পাপ বলে গণ্য করা হতো।'

'মৃত ব্যক্তির ক্ষুদ্র একটা অবশিষ্টাংশ,' র‍্যাচেল বলল। 'যেন তারা শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারে। ভিগর আঙ্কেলের কাছ থেকে এটার কথা শুনেছিলাম।'

কফিনটার দিকে নজর দিল গ্রে। 'দেহাবশেষের অংশ সংরক্ষণের জন্য নিজের বাইবেল ব্যবহার করেছিলেন ম্যালাকি। তার মানে তিনি বিশ্বাস করতেন, যাকে এখানে কবর দেয়া হয়েছিল, সে এই সম্মান পাবার যোগ্য।'

মার্কো যেদিন দ্বীপ থেকে বিচলিত হয়ে ফিরে যায়– ফাদার রাই-এর মুখ থেকে শোনা সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল গ্রে'র। সেদিন সারা রাত ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করেছিল যুবক যাজক। দেহাবশেষের টুকরো চুরি করে এখানকার চার্চ অপবিত্র করার অপরাধের ক্ষমা চাইবার জন্যই কি ছিল এই প্রার্থনার বহর? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কীসের লোভে কাজটা করেছিলেন তিনি? জিনিসটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলেন কেন?

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলল র‍্যাচেল। 'মৃতদেহটা সরানোই বা হয়েছিল কেন?'

ওয়ালেস একটা ব্যাখ্যা দিলেন। 'হয়তো এখানে যা লুকানো ছিল, সেটা নিরাপদ রাখার জন্য। ম্যালাকির সময়ে ইংল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ডে ক্রমাগত আক্রমণ করছিল ভাইকিংরা। আর কোনও দুর্গ না থাকায়, একেবারে নাজুক ছিল দ্বীপের নিরাপত্তাব্যবস্থা।'

গ্রে নড করল। 'আর এই সমাধিতেই যদি চাবিটা লুকানো হতো, তাহলে এখানে সমাধিস্থ মৃতদেহের সাথে কোনওভাবে বেঁধে দেয়া হতো জিনিসটা। তাই জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য মৃতদেহ আর চাবি– দুটোই সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল নিরাপদ জায়গায়।'

'কিন্তু এই চাবিটা কী জিনিস?' সেইচান জিজ্ঞেস করল। 'আমরা আসলে কী খুঁজছি?'

ফাদার জিওভান্নির রেখে যাওয়া শেষ সূত্রটার দিকে তাকাল গ্রে। দেয়ালের কাছে গিয়ে ক্রুশের পাশে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা শব্দগুলো পড়তে শুরু করল সে। একটা হাত রাখল দেয়ালে। কী খুঁজছিলেন মার্কো?

বাকিরা জড়ো হয়েছে ওর পিছনে।

কেল্টিক ক্রুশটার দিকে চাইল সে। এবার নতুন একটা ব্যাপার ধরা পড়ল তার চোখে। 'ক্রুশটা,' জিনিসটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল সে। 'শবাধারটা

যে পাথর দিয়ে বানানো, সেই একই পাথর দিয়ে বানানো। এমনকি এটার গা-ও শবাধারের মতোই খসখসে।'

এগিয়ে এলেন ওয়ালেস। 'ঠিকই বলেছ।'

গ্রে ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। 'ম্যালাকি বা অন্য কোনও ধর্মভীরু খ্রিস্টান রাখেনি জিনিসটা এখানে।'

'এখানে আগে থেকেই ছিল এটা।'

নতুন দৃষ্টিতে ক্রুশটা দেখছে এবার গ্রে। খ্রিস্টান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে না আর– এখন দেখছে প্যাগান দৃষ্টিকোণ থেকে। এটা কি সত্যিই চাবিটা সম্পর্কে কোনও সূত্র দিয়েছিল? দেয়ালের লেখাজোকা থেকে স্পষ্ট যে, কোনও হিসেব মেলানোর চেষ্টা করছিলেন ফাদার জিওভান্নি।

আরও তথ্য জানার তাগিদে ক্রুশের গোড়ায় লাইট ধরল গ্রে। 'ক্রুশের গোড়ার এই স্পাইরাল তিনটার কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে?'

গ্রে আর র‍্যাচেলের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য আগে বাড়লেন ওয়ালেস। 'এটার নাম ট্রাই-স্পাইরাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি *তিন* স্পাইরাল না। শুধু একটি স্পাইরাল। দেখো কেমন সর্পিলভাবে একসাথে যুক্ত স্পাইরাল তিনটা। এই একই রকমের অনেক প্যাটার্ন দেখা যায় ইউরোপের অনেক পাথরে। এবং আরও অনেক প্যাগান সিম্বলের মতো, এটাতেও সংশোধনী আনে চার্চ। কেল্টিকদের কাছে এটা ছিল অমর জীবনের প্রতীক। কিন্তু চার্চের জন্য এটি *হলি ট্রিনিটি*'র নিখুঁত উদাহরণ। পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা। তিনজন একই সুতোয় গাঁথা। তিনজন মিলেই একজন।'

ক্রুশের মাঝখানে চক্রনাভির মতো দেখতে একটা একক স্পাইরালের দিকে সরে গেল গ্রে'র নজর।
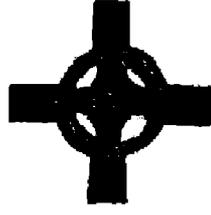
সিম্বলটা নিয়ে পেইন্টারের ব্রিফিং-এর কথা মনে পড়ল গ্রে'র। কীভাবে প্যাগান ক্রুশ আর স্পাইরাল একসাথে পাওয়া যেত প্রায়ই। ক্রুশটা পৃথিবীর প্রতীক। আর স্পাইরাল নশ্বর পৃথিবী থেকে অনন্তলোকের উদ্দেশ্যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো যাত্রা করা আত্মার প্রতীক।

গ্রে'র মনোযোগ চলে গেল ফাদার জিওভান্নির দেয়ালে লেখা ফুটনোট আর হিসেবগুলোর দিকে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনও লুকিয়ে আছে এই ফুটনোট আর হিসেবগুলোর পিছনে।

আরেকটু কাছে গিয়ে, ক্রুশটার বৃত্তাকার অংশের ওপর লাইটের আলো ফেলল গ্রে। আঙুলের ডগা দিয়ে বৃত্তাকার অংশটা পরখ করে দেখতে শুরু করল।

চাকার স্পোক-এর মতো।

একদৃষ্টে ক্রুশের কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আছে সে। জিনিসটাকে একটা চক্রনাভির সাথে তুলনা করেছে ও। জিনিসটা দেখলেও মনে হয় ঘুরছে যেন।

আচমকা জবাবটা পেয়ে গেল গ্রে।

জিনিসটা প্রথম থেকেই দেখছে সে, কিন্তু স্রেফ একটা খ্রিস্টান সিম্বল ছাড়া আর কিছু ভাবেনি ওটাকে। এখন আগের সবগুলো চিন্তাভাবনা একপাশে সরিয়ে রেখে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতেই জবাবটা পেয়ে গেছে ও।

'এটা একটা চাকা,' বুঝে গেছে ও।

কাছে গিয়ে, দৃঢ় হাতে চেপে ধরল সে পাথরের বৃত্তটা। তারপর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে, কুণ্ডলিত স্পাইরালের দিকে দিল মোচড়।

নড়ছে জিনিসটা!

চাকাটা ঘোরাতে ঘোরাতে দেয়ালের লেখাগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছে গ্রে। চাবিটা সম্পর্কে ক্লু আছে ক্রুশে। কিন্তু ক্লুটা আনলক করতে হলে সঠিক কোড জানতে হবে। চাকাটা নিশ্চয়ই কম্বিনেশন লকের মতো কাজ করে। এটা নিশ্চয়ই এমন কোনও ভল্ট লুকিয়ে রেখেছে, যেখানে চাবিটা একসময় লুকানো ছিল।

দেয়ালে হিসেব কষে কম্বিনেশনের নাম্বারগুলো বের করার চেষ্টা করেছিলেন মার্কো।

দুর্ভাগ্যবশত, একটা ব্যাপার বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেছে গ্রে'র।

কম্বিনেশন মিলানোর জন্য কেবল একটা সুযোগই পাবে তুমি।

এবং ভুল হয়েছে ওর সেই অনুমানে।

প্রবল গর্জনে কেঁপে উঠল পায়ের নিচের মাটি। আচমকা ওর পায়ের তলা থেকে সরে গেল মেঝে। ক্রুশটা আঁকড়ে ধরার জন্য থাবা মারল গ্রে। ক্রুশবারে আটকে গেল ওর আঙুলগুলো। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল, উপরে উঠে গেছে ঘরের অর্ধেকটা মেঝে। পুরো মেঝে কাত হয়ে যাচ্ছে– দূরে সরে যাচ্ছে বেরোনোর একমাত্র পথটা থেকে।

চিৎকার-চেঁচামেচি করে, হামাগুড়ি দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে অন্যরা।

পাথরের ঢাকনাটা সরে গেছে শবাধারের মুখ থেকে। তারপর মেঝের উপর দিয়ে ছেঁচড়াতে-ছেঁচড়াতে গিয়ে পড়ল গ্রে'র পায়ের নিচে সদ্যসৃষ্ট গর্তে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চকচক করে উঠল কিছু একটা। নিচে তাকিয়ে একসারি ব্রোঞ্জের গজাল দেখতে পেল গ্রে– হিংস্র শ্বাপদের মতো হাঁ করে আছে গজালগুলো।

গজালগুলোর ওপর পড়ে সশব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পাথরের ঢাকনা।

গ্রে'র পিছনে মেঝের খাড়া হয়ে যাওয়া অব্যাহত আছে– নিচের গজালগুলোর ওপর ফেলে দিতে চেষ্টা করছে সবাইকে।

কোনওমতে শবাধারটার পিছনে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেয়েছেন ওয়ালেস আর র‍্যাচেল। কফিনটা এখনও আগের জায়গাতেই আছে, স্থির বসে আছে মেঝেতে। সেইচান কফিনের পিছনে আশ্রয় নিতে পারেনি সময়মতো। পিছলে মুখব্যাদান করে রাখা গহ্বরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

পাশ দিয়ে পিছলে যাবার সময় সেইচানের জ্যাকেটের একটা প্রান্ত ধরে ফেলল র‍্যাচেল। তারপর টানতে টানতে মেয়েটাকে ধরে ফেলল ও।

ওকে ধরে রেখেছে র‍্যাচেল। বিপজ্জনক এই মুহূর্তটিতে নিজের জীবনের জন্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে মেয়ে দুটো।

মেঝেটা পুরো খাড়া হয়ে যেতে সেইচানও ঝুলে পড়ল গ্রে'র মতো।

কিন্তু গ্রে'কে কেউ ধরে নেই।

ছুটে গেল গ্রে'র আঙুল– নিচের গজালগুলোর দিকে শুরু হলো ওর পতন।

২২

অক্টোবর ১৩
দুপুর ১:১৩
স্ভালবার, নরওয়ে

সময়মতোই ফাটল টর্পেডোটা।

দু-দুটো স্টিলের দরজা এবং নিরেট পাথুরে দেয়ালের পিছনে দাঁড়িয়েও বিস্ফোরণের ধাক্কায় পেইন্টারের মনে হলো, বিশাল কোনও দৈত্য যেন তার কান ধরে মাথাটা ঠুকে দিয়ে তরমুজের মতো ভেঙে ফেলতে চাইছে। বিস্ফোরণের কানফাটানো শব্দ সহ্য করতে না পেরে যেন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দিচ্ছে দৈত্যটা।

এয়ার লকের পাশে গুড়ি মেরে বসে, বাইরের দরজাটা দড়াম করে খুলে যেতে শুনল সে। তবে ভেতরের দরজাটা টিকে আছে এখনও। এয়ার লকের অত্যধিক চাপ ভালোভাবেই সামলে নিতে পেরেছে অতর্কিত বিস্ফোরণ-তরঙ্গটাকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পেইন্টার হাত রাখল স্টিলের দরজায়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর আগুনের জন্য উত্তপ্ত হয়ে আছে দরজার গা।

সবগুলো বাতি নিভে গেছে বিস্ফোরণের চোটে। তবে সেজন্য প্রস্তুত ছিল পেইন্টাররা। ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বেলে দিল একজন।

'আমরা পেরেছি,' পেইন্টারের পাশ থেকে বলে উঠলেন সিনেটর গরম্যান।

বাকিরা উঠে দাঁড়াচ্ছে মেঝে থেকে। ফোঁপানি, নার্ভাস হাসি ছড়িয়ে পড়েছে অতিথি আর কর্মচারীদের মধ্যে।

বার বার দুঃসংবাদ দিতে ভালো লাগছে না পেইন্টারের। কিন্তু মিথ্যে আশা নিয়ে বসে থাকার মতো সময়ও নেই তাদের হাতে।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলল ও। 'চুপ করুন সবাই!' চেঁচিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সিগমা ডিরেক্টর। 'আমরা এখনও জায়গাটা থেকে বেরোতে পারিনি! এখনও জানি না বিস্ফোরণটা বরফের ফাঁদ উড়িয়ে দিতে পেরেছে কি না। যদি না পারে, তাহলে আমাদের উদ্ধার করতে কয়েকদিন সময় লেগে যাবে।'

নিশ্চিত হবার জন্য মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল ও। লোকটা এখানকারই বাসিন্দা। তাই দ্বীপপুঞ্জের ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে তার।

'কাজটা করতে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় লাগতে পারে,' সে বলল। 'এবং সেটা সম্ভব এখনও যদি রাস্তাটা অক্ষত থাকে তো!'

রাস্তাটা এখনও অক্ষত আছে কি না, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। তবে কিছু বললেন না তিনি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা খারাপ খবর শুনে ফেলেছে সবাই। এবং দেয়ার জন্য আরও দুঃসংবাদ আছে তার ঝুলিতে।

দরজাটা দেখাল পেইন্টার। 'বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট আগুন পুড়িয়ে ফেলেছে বেশিরভাগ অক্সিজেন। ফলে বিষাক্ত হয়ে পড়েছে এখানকার বাতাস। বাইরের দরজা যদি খুলে গিয়েও থাকে, দূষিত বাতাসে শ্বাসরোধ হয়ে আসবে ভূগর্ভস্থ এ-জায়গায়। আমাদের জন্য এটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা। তা-ও বেশিদিনের জন্য না– দুই দিন, বড়জোর তিন দিন।'

কিছু একটা বলতে চাইছিল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু হাত তুলে থামিয়ে দিল ওকে পেইন্টার। এখনও আসল বিপদের কারণটাই সবাইকে বলেনি ও।

ফিরে আসতে পারে আক্রমণকারীরা।

দুঃসংবাদটা শুনে পিনপতন নীরবতা নেমে এল পুরো ঘরের মধ্যে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কার্লসেন বলে উঠল, 'তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী?'

'একজনকে বাইরে যেতে হবে। দরজাটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ওটা খোলা থাকলে, বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে আসবে সে। বাকিরা এখানে অপেক্ষা করবে। কারণ একমাত্র এ-জায়গাটাতেই বিশুদ্ধ বাতাস আছে এখন।'

'সাহায্য আনতে যাবে কে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর গরম্যান।

পেইন্টার হাত তুলল। 'আমি।'

কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলেন কার্লসেন। 'আপনি একা যাচ্ছেন না। আমি যাব সঙ্গে। সাহায্য দরকার হতে পারে আপনার।'

ঠিকই বলেছে লোকটা। পেইন্টার জানে না ওখানে কেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে ওকে। পথে কোনও বাধা পড়তে পারে, সেটা সরাতে হয়তো সাহায্য লাগবে তার। কিন্তু কার্লসেনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ও। লোকটাকে যুবক মনে হচ্ছে না।

তার মুখে ফুটে ওঠা সন্দেহের রেখা পড়তে পারলেন কার্লসেন। 'দুই মাস আগেই হাফ-ম্যারাথন দৌড়েছি আমি। প্রতিদিন জগিং করি। আপনাকে বিপদে ফেলব না।'

সিনেটর যোগ দিলেন তার সঙ্গে। 'তাহলে আমিও যাচ্ছি।'

ছেলের খুনিকে কোনওভাবেই চোখের আড়ালে যেতে দেবেন না গরম্যান। সত্যি বলতে কি, পেইন্টারও তা চাইছে না। লোকটাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে চায় ও। প্রশ্নগুলো হয়তো পরিবেশগত বিপর্যয় ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তবুও লোক দুজনকে এখানে রেখে যেতে চায় সে।

কিন্তু কার্লসেন এমন একটা অকাট্য যুক্তি দিলেন যে, আর কিছু বলতে পারল না পেইন্টার। দরজা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তর্ক করে লাভ নেই। আপনি পছন্দ করুন আর না-ই করুন– আমি পিছু নিলে থামাতে পারবেন না। আমি যাচ্ছি।'

এ-ব্যাপারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছেন গরম্যান। 'আমরা দুজনই যাচ্ছি।'

তর্ক করার মতো সময় নেই পেইন্টারের হাতে। কার্লসেনকে আটকানোর মতো কর্তৃত্ব নেই তার হাতে।

'তাহলে চলুন।' একটা ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিল পেইন্টার। একটা ক্যান্টিন থেকে পানি ঢেলে কয়েকটা পট্টি ভিজিয়ে নিল ও, নাক-মুখ বাঁধার জন্য। 'যতক্ষণ সম্ভব দম চেপে রাখার চেষ্টা করবেন।'

নড করলেন গরম্যান আর কার্লসেন।

ইঞ্জিনিয়ার লোকটাও তাপ, ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে গগলস পরে নিয়েছে চোখে।

যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নিয়েছে তারা।

প্রস্তুত হয়ে দরজার কাছে চলে এল পেইন্টার। এখানকার ভার তুলে দিল মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারের কাঁধে। ওরা ব্যর্থ হলে, অন্যদের নিরাপদ রাখার সামর্থ্য আছে একমাত্র এই লোকটির।

'দরজা খোলার সাথে সাথে বাইরের দূষিত বাতাস কিছু অক্সিজেন টেনে নেবে ভেতর থেকে। তাই আমরা বেরোবার সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দেবে। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত খুলবে না দরজা। রাস্তা বন্ধ না হলে ফিরে আসব আমরা। আর খোলা থাকলে... প্রার্থনা করো যেন খোলা থাকে।'

দুর্বল একটা হাসি উপহার দিল ইঞ্জিনিয়ার।

গরম্যান আর কার্লসেনের দিকে ফিরল পেইন্টার। 'রেডি?' জিজ্ঞেস করল ও।

জবাবে নড করলেন তারা দুজন।

ইঞ্জিনিয়ারের দিকে ফিরে পেইন্টার বলল, 'খোলো।' তারপর দুই সঙ্গীর দিকে ফিরলেন। 'লম্বা দম নিন।'

বাতাস বেরিয়ে যাবার হিস্-হিস্ শব্দ তুলে এবং প্রচণ্ড উত্তাপ ভেতরে ঢুকতে দিয়ে খুলে গেল দরজা। দরজাটার ভেতর দিয়ে পিছলে বাইরের অন্ধকার টানেলে বেরিয়ে এল পেইন্টার। বাষ্পের মধ্যে ডুবে যাবার মতো মনে হলো ব্যাপারটা। তবে প্রচণ্ড এই উত্তপ্ত বাষ্প গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে। চামড়ায় বিষাক্ত কেমিক্যালের দংশন অনুভব করছে পেইন্টার ক্রো। ও যতটা ভেবেছিল, বাতাসের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।

পিছনে সঙ্গীদের হাঁফানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে।

সিড ব্যাংকের প্যাসেজওয়ে থেকে মূল টানেলে এসে ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিল ক্রো। তারপর দম বন্ধ করে ফেলল।

প্রবেশপথটা কি উড়ে গেছে?

কালিগোলা অন্ধকার নিয়ে টানেলটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। এক বিন্দু আলোর নিশানাও দেখতে পেল না ও কোথাও। টানেলটা একদম সোজা। প্রবেশপথ যদি খুলে গিয়ে থাকে, তাহলে সূর্যকিরণের মতো আলো আসার কথা ভেতরে।

ধীর হয়ে গেল তার চলার গতি।

কাজ করেনি ওর প্ল্যান। এই বিষ-ফাঁদে আটকা পড়েছে ওরা সবাই।

আঁধারের মধ্যে আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেল ও অন্ধের মতো। অন্ধকারে চোখ আরেকটু সয়ে আসতেই দেখতে পেল, অতি ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখা নেমে আসছে উপর থেকে।

মহামূল্যবান বাতাস খরচ করে ছোট্ট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পেইন্টার।

আশা দেখতে পেয়ে লাইট জ্বালিয়ে দ্রুত দৌড়ানো শুরু করল। গরম্যান বা কার্লসেন আলোর রেখাটা দেখেছেন কি না, জানে না সে। তবে প্ল্যানটা জানা আছে তাদের। আলোর নিশানা দেখতে না পেলে ফিরে যাবেন সবাই। যেহেতু এখনও সামনে এগোচ্ছে পেইন্টার, তারা জানেন এর মানে কী।

দৌড়ের গতি বেড়ে গেছে সবার। যত এগোচ্ছে ততই কমছে বাতাসের ঘনত্ব। দম ফেলতে বাধ্য হলো পেইন্টার। ভেজা পট্টিটা নাকে চেপে ধরে একটু বাতাস শুষে নিল ও। বাতাসে রাবার পোড়ার কটু গন্ধ। আবার দৌড়াতে শুরু করল পেইন্টার। যত এগোবে, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠবে বাতাস।

প্রায় অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে সিগমা ডিরেক্টর। আর মাত্র পঁচাত্তর গজ বাকি। এখন আগের চেয়ে আরেকটু উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। আলোর রেখাটা সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। যতই সামনে এগোচ্ছে, শ্বাস নিতে বাধ্য হচ্ছে পেইন্টার। পুরো টানেলটা দুলছে তার চোখের সামনে। পানিতে ভরে গেছে দু'চোখ। জ্বলে যাচ্ছে তার ফুসফুস। প্রচণ্ড চুলকাচ্ছে সারা শরীরে।

তবুও চলার গতি কমাচ্ছে না ও।

পিছনে ফিরল সে, দুই সঙ্গীর অবস্থা দেখার জন্য। কাহিল হয়ে পড়েছেন গরম্যান আর কার্লসেন। সিনেটরের অবস্থা বেশি খারাপ। মাতালের মতো টলছেন তিনি। কার্লসেন তাকে ধরে সাহায্য করছেন এগোতে।

তাদের সাহায্য করার জন্য গতি কমাল পেইন্টার। দু'জনকেই জীবিত দরকার ওর।

কিন্তু রাগত ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন কার্লসেন। তার নির্দেশ পরিষ্কার।

এগিয়ে যান।

তার নির্দেশের যৌক্তিকতা বুঝতে পারছে ক্রো। আগে এই বিষাক্ত বাতাস থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ওর। প্রয়োজন হলে পরে ওদের দু'জনকে নিতে ফিরে আসতে পারবে সে। এছাড়া আর কোনও উপায় না দেখে, সামনে বাড়ল ও বিশুদ্ধ বাতাসের খোঁজে।

অবশেষে দেখা গেল দরজাটা– নীলাভ আলোতে ডুবে আছে। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল পেইন্টার। কিন্তু দরজার সামনে গিয়ে বিষাদে ডুবে গেল ওর মন।

এ হতে পারে না...

এখনও বন্ধ হয়ে আছে দরজাটা।

এতক্ষণ বরফের চাঁইয়ের ভেতর দিয়ে চুইয়ে আসা আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। বিস্ফোরণ ব্যর্থ হয়েছে দরজার সামনে থেকে বরফ সরাতে। পরবর্তী দরজার উদ্দেশ্যে দৌড়াল পেইন্টার। আর কোথাও যাবার নেই। কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, দেয়ালের ফাটলগুলোও উজ্জ্বল আলোর রেখাগুলোর উৎস।

আবার আশায় দুলে উঠল ওর মন। আশার ভেলায় ভর দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। মুখ ঠেকাল একটা ফাটলে। তারপর প্রাণভরে টেনে নিল বাতাস। আর কিছু না হোক, একটুখানি বিশুদ্ধ বাতাস তো পেয়েছে। পর পর বেশ কয়েকটা দম নিল ও। শ্বাস নেয়ার সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে আসছে মাথা।

পিছনে ফিরে দেখল পনেরো গজ দূরে আছেন গরম্যান আর পেইন্টার। ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছেন তারা দু'জন। তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল সে।

ধরে ধরে মানুষ দু'জনকে দেয়ালের ফাটলের কাছে নিয়ে এল পেইন্টার। ফাটলে মুখ রেখে বাকি দু'জনের সঙ্গে বাতাস টানতে ও বুঝতে পারল, বরফের এই চাঁইটা নতুন। বিস্ফোরণে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল দরজা– কিন্তু সরে যাওয়া বরফের জায়গা করে নেয় বরফের নতুন চাঁই। ফলে আবার বন্ধ হয়ে গেছে দরজা।

কিন্তু বরফটা তো এত ঘন হবার কথা না।

ফাটলের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল পেইন্টার। বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

দরজার উপরের অংশে বরফ দুই ফুটের চেয়ে কম ঘন। বরফের টুকরোগুলো বেশ বড়সড়, তবে সময় পেরোবার সাথে সাথে খুঁড়ে সরানো যাবে ওগুলো।

হাতে বেশি সময় নেই। বলা যায় না কখন আবার নতুন কোনও চাঁই এসে ঢেকে দেয় দরজাটা।

হঠাৎ একটা গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেল পেইন্টার।

টের পেল, কেঁপে উঠছে বাইরের বরফ।

না...

দুপুর ১:২০

উপত্যকা থেকে বিস্ফোরণটা দেখতে পেল মঙ্ক। বিস্ফোরণের শব্দ বজ্রপাতের মতো আঘাত হানল তার মাথায়। শকওয়েভের ধাক্কায় বরফের ওপর পড়ে গেল সে।

ক্রিড আর নরওয়েজিয়ান সৈন্য দু'জনেরও একই অবস্থা।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা, ধোঁয়ার কালো স্তরে পর্দা নেমে এসেছে চোখের সামনে। ধোঁয়ার পর্দা সরে যাবার পর মঙ্ক দেখতে পেল, বাঙ্কারের দরজায় ঘটেছে বিস্ফোরণটা। এক মুহূর্ত পর দেখল, দরজার সামনে থেকে সরে যাওয়া বরফের জায়গা নিয়েছে নতুন একটা চাঁই।

এখনও কি কেউ বেঁচে আছে ওখানে?

একজোড়া গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল নিচের উপত্যকা থেকে। আগুয়ান মার্সেনারি দলটাকে দেখতে পাচ্ছে না আর মঙ্ক। তবে দলটা যে এখনও এগিয়ে আসছে, তা বেশ বুঝতে পারছে ও।

বিস্ফোরণের পরও যদি কেউ বেঁচে যায় ভূগর্ভস্থ ফ্যাসিলিটিতে, আর বেশিক্ষণ দুনিয়ার বাতাসে শ্বাস নেয়ার সুযোগ পাবে না ওরা।

একটা উপায়ই আছে মঙ্কের হাতে।

কাজটায় ক্রিডের সাহায্য নিতে হলো, তবে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো নরওয়েজিয়ানরা।

দুপুর ১:২১

বরফের ক্রমবর্ধমান গর্জন এবং কম্পনের সাথে সাথে পেইন্টার প্রার্থনা করছে, বরফের টুকরোটা যেন বড় না হয়। কিন্তু ওকে নিরাশ করে ক্রমেই বাড়ছে গুড়গুড় শব্দটা।

তারপর, একটা স্নো-ক্যাট বেরিয়ে এল বাতাস আর তুষারের পর্দা ভেদ করে। সোজা পেইন্টারদের দিকে ছুটে আসছে বাহনটা।

'পিছিয়ে যান!' চেঁচিয়ে উঠল সে। ধাক্কা মেরে বরফের দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে দিল ও গরম্যান আর কার্লসেনকে।

ঠিক পরমুহূর্তেই দরজার ওপর আছড়ে পড়ল ভারি যানটা। বরফের দেয়ালের ওপর উঠে পড়েছে বাহনটার সামনের অংশ। দরজার ওপরের অংশে বাড়ি খেল স্নো-ক্যাটের বাম্পার। বরফের টুকরো চুর-চুর করে ভেঙে পড়ছে টানেলের ভেতর।

পিছিয়ে গেল স্নো-ক্যাট, সম্ভবত দ্বিতীয়বার আঘাত হানার জন্য পিছাচ্ছে।

সামনে ধেয়ে গেল পেইন্টার। একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে বাম্পারের আঘাতে– পেইন্টারের শরীর গলিয়ে দেয়ার মতো যথেষ্ট বড় গর্তটা। এবড়োখেবড়ো গর্তটায় ডাইভ দিয়ে, হাঁচড়েপাঁচড়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

পিছু হটা বন্ধ করে দিয়েছে স্নো-ক্যাট।

ঠাশ করে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার-ডোর। পরিচিত একটা চেহারা বেরিয়ে এসেছে দরজা দিয়ে।

'ডিরেক্টর?' চেঁচিয়ে উঠল মঙ্ক, স্বস্তির ছাপ ওর চেহারায়।

'মঙ্ক...তুমি একটা ফেরেশতা,' জবাবে সিগমা ডিরেক্টরও চেঁচিয়ে উঠল।

'জানি।' দাঁত বের করে হাসল মঙ্ক। 'কিন্তু এখনই সরে পড়া উচিত আমাদের।'

ঘোঁত ঘোঁত শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল পেইন্টার। ঘুরেই দেখতে পেল শব্দটার উৎস। ফোকর দিয়ে কার্লসেন বেরিয়ে এলেন প্রথমে– তার পিছু পিছু সিনেটর। 'নিচে আরও লোক আছে।'

'তাদের এখন ওখানেই থাকা উচিত।' কথাটা বলে লাফিয়ে স্নো-ক্যাটে উঠে গেল মঙ্ক, একটা ম্যাগাজিন ভর্তি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এল আবার। 'শুট করতে জানেন আপনারা?' সিনেটর আর কার্লসেনকে প্রশ্ন করল সে।

নড করলেন দু'জনেই।

'গুড। অস্ত্র চালাতে সক্ষম লোক দরকার আমাদের।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল পেইন্টার।

মঙ্ক উত্তর দেয়ার আগেই ইঞ্জিনের ভারি গর্জন শুনতে পেল সবাই।

'বেশ কয়েকজন নতুন বন্ধু জুটেছে আমাদের।'

শব্দ ক'টা শুনে বিনা বাক্যব্যয়ে স্নো-মোবিল থেকে একটা রাইফেল তুলে নিল ক্রো। রাইফেল আনার সময় লক্ষ্য করল, শুধু একজন নরওয়েজিয়ান সৈন্য বসে আছে বাহনটায়। আর কেউ নেই। এদিক-ওদিক তাকাল ও।

'ক্রিড কোথায়?' প্রশ্ন করল পেইন্টার।

'এই সৈনিকের সঙ্গীকে নিয়ে আমাদের স্নো-মোবিলে করে সাহায্য আনতে গেছে।'

ওরা যেন সাহায্য নিয়ে দ্রুত ফিরতে পারে, সেজন্য প্রার্থনা করল পেইন্টার। নিজেদের জনবলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল তারপর। একটা বাহন এবং চারজন মানুষ।

২৩

অক্টোবর ১৩
দুপুর ১:৩২
বার্ডসি আইল্যান্ড, ওয়েলস

গ্রে'কে পড়ে যেতে দেখে আতঙ্কে সেইচানকে প্রায় ছেড়ে দিচ্ছিল র‍্যাচেল। ক্রুশের মাথা থেকে হাত ছুটে যেতে নিচের অংশের ট্রাই-স্পাইরালটা খামচে ধরেছে গ্রে।

কয়েক মুহূর্ত দোল খাবার পর, শক্ত করে পাথরের সিম্বলটা জড়িয়ে ধরল সে। আতঙ্কিত মনে র‍্যাচেল ভাবতে লাগল, জিনিসটা ওর ভর রাখতে পারবে তো? নাকি ভেঙে যাবে?

একই চিন্তা বোধহয় গ্রে'র মাথায়ও খেলে গেছে। শরীরই নাড়াচ্ছে না ও বলতে গেলে। সারি সারি গজালের থেকে বিশ ফুট উপরে ঝুলছে ওর দেহটা।

পিছলে শবাধারের উল্টে যাওয়া অংশে চলে এল র‍্যাচেল। 'আমার পা ধরুন শক্ত করে!' চিৎকার করে ওয়ালেসকে বলল ও।

শক্ত করে র‍্যাচেলের গোড়ালি ধরে ওকে স্থির হতে সাহায্য করলেন প্রফেসর।

কফিনের একপাশে ঝুলে পড়ল ও। সেইচানের জ্যাকেট ধরে রেখেছে এক হাতে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! যে মেয়ে ওকে বিষ খাইয়েছে, তার জীবনই বাঁচাতে হচ্ছে ওকে।

দু'জনের কেউই বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না।

ছোট্ট ভূকম্পন কাঁপিয়ে দিল চেম্বারটাকে। যন্ত্রগুলো অতি প্রাচীন। এখন এগুলো নিয়ে নড়াচড়া করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। নষ্ট হয়ে যেতে পারে শত শত বছরের ভারসাম্য। উপরের টাওয়ারের কথা ভাবল ও। ওটা ধ্বসে পড়তে পারে হুড়মুড় করে।

কম্পনের ফলে হাত ছুটে গেছে সেইচানের। নিঃশব্দে পড়ে যেতে শুরু করল ও, যেন এটাই ওর প্রাপ্য। র‍্যাচেলের এক হাত ছুটে গেল, কিন্তু অন্য হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে সেইচানের কোট।

কাঁধের সাহায্যে মেয়েটার পতন ঠেকাল র‍্যাচেল। তবে সেইচানের ওজন হেঁচড়ে কফিনের শেষপ্রান্তে নিয়ে গেল ওকে। ওয়ালেস ওর গোড়ালি ধরে রেখেছেন বলে পতনের হাত থেকে এ-যাত্রা বেঁচে গেল ওরা দু'জন।

উল্টে গেছে গেছে র‍্যাচেলের শরীর। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে।

সেইচানের কোট ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে র‍্যাচেলের। কিন্তু তার উপায় নেই– মেয়েটার ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন।

আরেকবার কেঁপে উঠল মেঝেটা। ভেঙে গেল গুহার ছাতের একটা অংশ। বিশাল একটা টুকরো খসে পড়ল নিচে– চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল গজালের ওপর পড়ে।

চোখ বন্ধ করে ফেলল র‍্যাচেল– মনে মনে প্রার্থনা করছে মহাবিপদটা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।

ওর প্রার্থনার জবাবেই যেন দেবদূতের মতো একটা কণ্ঠ ভেসে এল উপর থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে।

'এ কী সার্কাস হচ্ছে, অ্যাঁ!'

উল্টে-যাওয়া মেঝের অন্যপাশে যেখানে টানেলটা লর্ড নিউবোরো'র কবরে উঠে গেছে, সেখান থেকে ভেসে এসেছে চিৎকারটা।

লোকটা আর কেউ নয়– শ্রীমান কোয়ালস্কি। নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে বা শব্দ শুনে নিচে নেমে এসেছে ও।

'হেল্প!' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাচেল। কিন্তু চিৎকারের বদলে চিঁ-চিঁ করে শব্দটা বেরোল ওর গলা দিয়ে।

'হ্যালো!' আবার ডাক দিল কোয়ালস্কি, র‍্যাচেলের চিৎকার শুনতে পায়নি।

গ্রে হাঁক ছাড়ল এবার। 'কোয়ালস্কি!'

'পিয়ার্স? কোথায় তোমরা? একটা গর্ত আর ফাঁকা দেয়াল ছাড়া আর কিছু দেয়াল দেখছি না আমি। নতুন কোনও তন্ত্র-মন্ত্র আবিষ্কার করলে নাকি? গলার আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু তোমরা অদৃশ্য হয়ে গেছ, অ্যাঁ!'

আবার চেঁচাল গ্রে। 'ফিরে গিয়ে বার'টা ধরে টানো!'

'আমার কী ধরে টানব?' কোয়ালস্কির গলা শুনে মনে হলো রেগে গেছে।

'লিভার! উপরের টানেলে!'

'ওহ্, লিভার! আচ্ছা ঠিক আছে। দাঁড়াও।'

'জলদি!' চেঁচিয়ে বলল গ্রে। আবার ছুটে যাচ্ছে ওর হাত।

অস্পষ্ট হয়ে এল কোয়ালস্কির গলা। 'যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। অতো জ্বালিও না তো!'

সর্বশক্তি দিয়ে সেইচানকে আঁকড়ে ধরেছে র‍্যাচেল। চোখ বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত চেপে প্রার্থনা করে যাচ্ছে ও। লিভারের কথা ভাবছে– গ্রে'র ধারণা যদি ভুল হয়? যদি কাজ না করে লিভারটা?

গ্রে যে লিভারের কথা বলেছে, সেটাই কি আসল লিভার?

গ্রে'র অনুমান যেন ঠিক হয়, সেজন্য মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছে র‍্যাচেল।

এক মুহূর্ত পর প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে গেল ও।

আচমকা পুরো মেঝে কেঁপে উঠল। মেঝেটা আবার কাত হতে শুরু করেছে– কিন্তু ভুল দিকে। উল্টে যেতে শুরু করেছে মেঝেটা। এবার আর চিৎকার করার সাহসটাও হচ্ছে না র‍্যাচেলের, কারণ আবারও পিছলে যাচ্ছে ওর শরীর। আরেকবার উল্টে যাচ্ছে ওদের শরীর।

তারপর কোনওকিছুতে আটকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল মেঝে। গিয়ারের কর্কশ শব্দ তুলে, মেঝেটা আবার উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করল ধীরে ধীরে। এবার ঠিক দিকে ঘুরছে।

শক্ত হয়ে আছে র‍্যাচেল। হড়বড় করে প্রার্থনা করছে ঠোঁট নেড়ে।

ও দেখতে পেল গ্রে'র পায়ের নিচে চলে এল মেঝেটা ধীরে ধীরে। মেঝেটা সমতলে চলে এল অবশেষে।

কোয়ালস্কি ফিরে এসেছে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে। 'তোমাদের সার্কাস শেষ হলো?'

ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে তাকাল র‍্যাচেল।

'ঝড়ের খবর দিতে এসেছিলাম তোমাদের। তুফান বাবাজী ক্ষেপে যাচ্ছে। লাইল বলছে, এখনই নচ্ছার এই দ্বীপ ছাড়া উচিত আমাদের।'

কেউ কিছু বলার আগেই ছাদের আরেকটা অংশ ভেঙে পড়ল নিচে– বোমার মতো আঘাত করল মেঝেতে। প্রবল বেগে পানি বেরিয়ে আসছে ভাঙা অংশ দিয়ে। পুরো টাওয়ারটা ধ্বসে পড়ছে ওদের ওপর।

'বেরোও, বেরোও!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল সবাই। পুরো মেঝে কেঁপে উঠেছে, প্রাচীন মেকানিজমের কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

টাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল র‍্যাচেল, ওর কোমর জড়িয়ে ধরে টানেলের দিকে দৌড় দিল গ্রে। উড়ে চলছে সবাই। পিছনে ধ্বসে পড়ছে ছাত, সাথে প্রবল তোড়ে বেরিয়ে আসছে পানি। এক মুহূর্ত পর আরও একবার কেঁপে উঠল পুরো চেম্বারটা। টুকরো টুকরো পাথর আর ধুলোয় ঢেকে গেছে ওদের সারা শরীর।

কাশতে কাশতে দরজার কাছে পৌঁছল ওরা। হাঁচড়েপাঁচড়ে একজন একজন করে উঠে এল উপরে। উপরে উঠে পড়ল ঝড়ের তাণ্ডবে। ওদের দিকে ছাতা বাড়িয়ে ধরল হতভম্ব লাইল।

হাত বাড়িয়ে একটা ছাতা নিল র‍্যাচেল।

বাঁচলাম, ভাবল ও।

দুপুর ১:৪২

অ্যাবের টাওয়ারের দিকে ফিরে চাইল গ্রে। জায়গাটা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই না। ইতিমধ্যেই পানি জমতে শুরু করেছে ওখানে।

গুহাটা নিশ্চয়ই পুরোপুরি ধ্বসে গেছে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে পিছনে ফিরে তাকাল সে। ট্রাক্টর চালু করে দিয়েছে লাইল। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে, বেড়ে গেছে ঝড়ের বেগ। ঝর-ঝর ঝর-ঝর করে পড়ছে বৃষ্টি।

গাদাগাদি করে ট্রাক্টরে উঠে বসল সবাই, ফিরে চলল হার্বারে।

হিম বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে মাথা নিচু করে বসেছে সবাই।

ওয়ালেস ফিরে তাকালেন, পিছনে ধ্বসে পড়া সেইন্ট ম্যারি'স অ্যাবে-র দিকে। 'প্রত্নতত্ত্বের সর্বপ্রথম নিয়ম,' গ্রে'র দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'কোনওকিছু স্পর্শ করা যাবে না।'

ওকে ধমকানোর জন্য প্রফেসরকে দোষ দিতে পারল না গ্রে। আগ-পিছু না ভেবেই হঠকারীর মতো কাজটা করে ফেলেছে ও। কিন্তু নিজেকেও একবিন্দু দোষ দিতে রাজি না সিগমা কমান্ডার। চিকন সুতোর ওপর ঝুলছে একটা মেয়ের জীবন, হাতে সময় আছে মাত্র দুটো দিন।

এখনও দেয়ালে ফাদার জিওভান্নির লেখা ফুটনোট আর হিসেবগুলোর ছবি ভাসছে ওর চোখে। ও জানে, গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্র আছে ওখানটায়, কিন্তু

কিছুতেই মাথায় আসছে না তথ্যটা। যত চেষ্টা করছে, ততই যেন দূরে সরে যাচ্ছে তথ্যটা।

ওয়ালেস মাথা ঝাঁকালেন। 'একবার শুধু ভাবো, আরেকটু সময় নিয়ে ক্রুশটা দেখতে পারলে কী কী জানতে পারতাম...'

কথাগুলোর পেছনে অভিযোগের সুরটা টের পেল গ্রে। ক্লান্তি, আতঙ্ক, এবং হতাশায় সমস্ত উৎসাহ কর্পূরের মতো উবে গেছে লোকটার। শুধুমাত্র একটা ভুলের কারণে অমূল্য সম্পদ হারিয়েছে ওরা– হারিয়েছে ক্রুশটার গুপ্ত তথ্য জানার সুযোগ।

'চাবিটা যদি এখনও ওখানেই থাকে?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

আর সহ্য হলো না গ্রে'র। 'আপনি সেটা বিশ্বাস করেন না। আমিও করি না!' কর্কশ স্বরে বলল সে। এতটা রুক্ষ হতে চায়নি, কিন্তু ক্লান্তি চেপে ধরেছে ওকে।

'এত নিশ্চিত হচ্ছো কীভাবে?' প্রশ্ন করলেন ওয়ালেস।

'কারণ ফাদার জিওভান্নি জায়গাটা ছেড়ে *চলে গিয়েছিলেন।* অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আমার মনে হয়, ক্রুশের ধাঁধাটার সমাধান করে ফেলেছিলেন তিনি। ভল্ট খুলে দেখেন শূন্য ওটা। তারপর ওখান থেকে চলে যান। যাবার আগে অনুসন্ধান চালাবার জন্য যা দরকার, সেটা নিয়ে যান সঙ্গে।'

'কবরের ধ্বংসাবশেষ,' র‍্যাচেল বলে উঠল।

'চাবিটা এখনও বাইরে আছে,' ঝড় দেখতে দেখতে বলল গ্রে। তারপর র‍্যাচেলের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'সেইন্ট ম্যালাকি সম্পর্কে এতকিছু জানলে কীভাবে তুমি?'

র‍্যাচেল বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিল, 'ভিগর আঙ্কেলের কাছ থেকে। দৈববাণীগুলোর ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহী তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইন্ট ম্যালাকি'কে নিয়ে কথা বলতে পারতেন।'

গ্রে-ও তা-ই সন্দেহ করেছিল। প্রাচীন চার্চের রহস্য সম্পর্কে, অলৌকিক ব্যাপারগুলোর রহস্যভেদ করার ব্যাপারে দারুণ আগ্রহী মনসিনর ভেরোনা। স্বাভাবিকভাবেই ম্যালাকি'র মতো ব্যক্তি আকৃষ্ট করবে তাকে।

'এজন্যই ফাদার জিওভান্নি তোমার আঙ্কেলকে খুঁজে বের করেন,' গ্রে বলল। 'তিনি জানতেন, চাবির রহস্য ওই সেইন্টের জীবনীতেই লুকিয়ে আছে। তাই এ বিষয়ে জানার জন্যে সবচেয়ে যোগ্য লোকটির কাছেই যান জিওভান্নি।'

'ভিগর ভেরোনা।' ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সোজা হয়ে বসেছেন ওয়ালেস।

'মার্কো হয়তো ভায়াটাস-এর নীল নকশার ব্যাপারে জেনে ফেলেছিলেন। অথবা হয়তো স্রেফ কোনও আভাস পেয়েছিলেন। তবে আমার ধারণা, অভিশাপ আর মিরাকলের ব্যাপারে যত গভীর অনুসন্ধান করলেন, তত বেশি জানতে পারলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য এবং চার্চের প্রটেকশন প্রয়োজন তার। ডুমসডে কী খুঁজে বের করতে হলে, সেইন্ট ম্যালাকির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, এমন কাউকে দরকার আমাদের।'

'কিন্তু ভেরোনা তো এখনও কোমায়,' বললেন ওয়ালেস।

'তাতে কিছু যায়-আসে না। বিশেষজ্ঞ আমাদের সঙ্গেই আছে।' র‍্যাচেলের দিকে ঘুরল সে।

'আমি?'

'এখান থেকে আমাদের সাহায্য করবে তুমি।'

'কীভাবে?'

'আমি জানি কোথায় আছে চাবিটা।'

ওর দিকে শক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন ওয়ালেস। 'কী?... কোথায়?'

'বিশেষ কোনও কারণে ম্যালাকির বাইবেলটা কফিনে রেখে দেয়া হয়েছিল। দেহাবশেষকে পবিত্র করার চেয়েও বড় কোনও কারণে। বাইবেলটা একটা সিম্বল হিসেবে ওখানে রেখে দেয়া হয়েছিল। চাবিটা ওখান থেকে যেখানে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, সেই জায়গার দিকনির্দেশনা ছিল বাইবেলটা। রোমানরা আসার আগে, চাবি আর রাজপরিবারের ওই মৃতদেহটা একসাথে সমাহিত ছিল। চাবি আর মৃতদেহটা একসাথে ছিল সবসময়। এবং কফিনের ভেতরে প্রাচীন লোকটার দেহাবশেষের সাথে ম্যালাকি'র বাইবেল পাই আমরা।'

'কী বলতে চাইছ তুমি?' ওকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

'আমার বিশ্বাস, সেইন্ট ম্যালাকি নিজের কাঁধে তুলে নেন প্রাচীন মৃতদেহটার দায়িত্ব। মানে, প্রবাদতুল্য চাবিটার রক্ষকের দায়িত্ব নেন তিনি।'

ওয়ালেসের চোখ দুটো বড় হয়ে গেল। 'তোমার কথা ঠিক হলে, চাবিটা...'

'ওটা সেইন্ট ম্যালাকি'র কবরে।'

কোয়ালস্কি ঘোঁত করে উঠল, এক টুকরো খড় তুলে নিল হাতে। 'আমি জানতাম, ওখানেই থাকবে। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি পষ্ট করে– ওসব গর্তে-ফর্তে নামছি না আমি। তোমরা মরো গে।'

কেউ কিছু বলার আগেই থেমে গেল ট্রাক্টর। হারবারে পৌঁছে গেছে ওরা।

লাফিয়ে ট্রাক্টর থেকে নামল লাইল। 'পুরনো হারবার-হাউসে অপেক্ষা করুন আপনারা, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। বাবাকে নিয়ে আসছি আমি।'

পাথরের বাড়িটার উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরল ওরা। ঝড় পিছনে রেখে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল সবাই। রুমটায় কাঠের ধোঁয়া আর তামাকের গন্ধ। আগুন জ্বলছে ফায়ারপেসে।

আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল গ্রে, উপভোগ করছে উত্তাপটা।

এবার নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে ওদের।

দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওয়েন ব্রাইস। দরজাটা বন্ধ করতে বেশ কসরত করতে হলো ওকে। পুরো ভিজে গেছে লোকটা, টুপটাপ করে পানি পড়ছে শরীর থেকে।

'আপনাদের জন্য আমার কাছে ভালো এবং খারাপ– দু'ধরনের খবরই আছে।' দেঁতো হাসি উপহার দিল লোকটা। এরকম বিনয়ী তেলতেলে হাসি কখনও ভালো খবর নিয়ে আসে না।

আগুনের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল গ্রে।

'খরাপ খবরটা হচ্ছে, আজ দ্বীপ ছাড়তে পারছি না আমরা। ঝড়ের অবস্থা গুরুতর।'

'তাহলে ভালো খবরটা কী, অ্যাঁ?' জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

'খোঁজ নিয়ে দেখেছি আমি। অর্ধেক খরচে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারব আপনাদের। পুরো সপ্তাহের জন্য।'

হাজার হাজার প্রজাপতি নেচে উঠল যেন গ্রে'র পেটের ভেতর। 'দ্বীপ ছাড়তে পারব কখন?'

শ্রাগ করল ওয়েন ব্রাইস। 'বলা শক্ত। বিকল হয়ে গেছে পুরো দ্বীপের ইলেক্ট্রিসিটি আর সবগুলো ফোন। এখানে থেকে রওনা দেয়ার আগে অ্যাবারডেরনের হারবার মাস্টারের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স পেতে হবে।'

'তোমার অনুমান কী বলে? কতক্ষণ সময় লাগবে ঝড় থামাতে?'

'গত বছর ঝড়ের কারণে একদল টুরিস্ট সত্তর দিনের জন্য আটকা পড়েছিল এখানে।'

গ্রে তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। কঠোর দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

অবশেষে মূল প্রসঙ্গে এল ওয়েন। 'আমি নিশ্চিত, দুই দিনের মধ্যে অ্যাবারডেরনে পৌঁছে যাব আমরা। বড়জোর তিন দিন।'

একপাশে, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল র‍্যাচেল।

শেষ, সব শেষ।

অতো সময় তো নেই ওর হাতে।

২৪

অক্টোবর ১৩
দুপুর ১:৩৫
স্ভালবার, নরওয়ে

তুষার ঝড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্নো-ক্যাট। গাড়ির ছাদে শুয়ে আছে মঙ্ক আর পেইন্টার। একে তো শীতে প্রায় জমেই যাচ্ছে, তার উপর ঝড়ের কারণে ছাদের উপর টিকে থাকতে সংগ্রাম করতে হচ্ছে ওদের।

প্রতিপক্ষের সবার সঙ্গেই রয়েছে স্বয়ংক্রিয় ও অত্যাধুনিক রাইফেল এবং বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ।

ইনফ্রারেড গগলসটা পরে নিল মঙ্ক। ফলে অন্ধকার দেখাচ্ছে চারপাশ। এই চশমার এটাই বিশেষত্ব– চারপাশ কালো করে দিয়ে শুধুমাত্র হিট সিগনেচারগুলোকেই আকর্ষণ করে তুলে ধরে চোখের সামনে। এই যেমন স্নো-ক্যাটের তপ্ত গরম ইঞ্জিনটা এখন দেখাচ্ছে কমলা বর্ণের মতো।

ঝড় ছাপিয়ে, টার্গেটদের ওপর নজর পড়ল ওদের। সাত কি আটটা স্নো-মোবাইল দেখা যাচ্ছে সামনের একটা পাহাড়ের ঢালে। গাড়িগুলোকে সবুজ দেখাচ্ছে গগলসের ভেতর দিয়ে। যেখান থেকে মঙ্ক স্ভালভার ভল্টের ওপর নজর রেখেছিল, দল বেঁধে পাহাড়ের সেদিকে যাচ্ছে গাড়িগুলো।

সেখান থেকেই মঙ্ক আর বাকিরা মিলে প্রয়োজনীয় সব খবরাখবর সংগ্রহ করেছিল।

পাশে রাখা গ্রেনেড লাঞ্চারটায় হাত রাখল মঙ্ক। বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবেই সাথে আনা হয়েছে অস্ত্রটা। একটা কাঠের বক্সে রাখা আছে গ্রেনেডগুলো।

নিচে, নরওয়েজিয়ান সৈন্যদের সাথে রাইফেল হাতে বসে আছেন সিনেটর আর সিইও। একজন প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে, আরেকজন সামনের দিকে তাক করে আছেন অস্ত্র।

পুরোদস্তুর অস্ত্রসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও, শত্রুপক্ষ সংখ্যায় ওদের চেয়ে বেশি। মঙ্কদের একজনের বিপরীতে শত্রুপক্ষের দশজন।

এ্যাডভান্সড টিমের গাড়িটা সামনে দিয়ে চলে যেতেই, ওদের গাড়িটা এক কোনায় নিয়ে এল নরওয়েজিয়ান ড্রাইভার। লোকটা তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য।

গগলসের সাহায্যে মঙ্ক দেখল, ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়ে ডানে মোড় নিল একজোড়া স্নো-মোবিল। ওরা তাহলে স্নো-ক্যাটটাকে দেখতে পায়নি। হয়তো ইনফ্রারেড গগলস নেই ওদের, আর নয়তো সিড ভল্টের দিকেই নিবদ্ধ ওদের দৃষ্টি; আর কোনওদিকে মনোযোগ নেই।

গুলি চালাল না পেইন্টার কিংবা মঙ্ক– দু'জনের একজনও। বিনা বাধায় যেতে দিল গাড়িগুলোকে।

এসব ছোটখাটো গাড়ি টার্গেট নয় ওদের।

ইঞ্জিনের গর্জন তুলে আরও কিছু গাড়ি চলে গেল ওদের পাশ কেটে। তবে একটু পরেই বড় একটা গাড়ির হিট সিগনেচার ফুটে ওঠল গগলসে। প্রায় ঝলসেই যাচ্ছে যেন মঙ্কের চোখ দুটো।

জিনিসটা একটা হ্যাগলুন্ড ট্রুপ ক্যারিয়ার।

এই গাড়িটার ভেতরেই আছে অ্যাসল্ট ফোর্সের সিংহভাগ সদস্য। ছোট· গাড়িগুলো ওদের স্নো-ক্যাটের তুলনায় খুবই নগণ্য। তবে হ্যাগলুন্ডটার কাছে ওদেরটাই যেন হাতির সামনে মাছির সমতুল্য। তবে কোনওভাবে যদি এই হাতিটাকে একবার উল্টে দেয়া যায়, তাহলে সহজেই নাড়িয়ে দেয়া যাবে শত্রুপক্ষের ভিত। হয়তো ওরা আর সামনে না এগিয়ে পিছুও হটতে পারে ভয়ে।

তবে যা-ই হোক, শত্রুপক্ষকে কোনওভাবেই সিড ভল্টের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দেবে না– এই পণ করছে মঙ্ক আর ওর সঙ্গীরা।

হ্যাগলুন্ডটাকে একা পেতেই, হাতের রাইফেলটা বদলে গ্রেনেড লাঞ্চার তুলে নিল মঙ্ক। যা করার একবারেই করতে হবে। কারণ এরপরই শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে বসবে ওরা।

মঙ্ক স্নো-ক্যাটের ছাদে চাপড় মারল দু'বার।

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিল ড্রাইভার।

অস্ত্র বদলে, নিশানা তাক করল পেইন্টার। গগলস খুলে ফেলল মঙ্ক। এত কাছ থেকে গুলা-বারুদের অগ্নিসিক্ত আলোতে ঝলসে যেতে পারে চোখ। যদিও গগলস ছাড়া খালি চোখে চারপাশ অন্ধকারই দেখাবে। তুষারঝড় পাক খেয়ে ঘুরছে ক্রমাগত, সারা দুনিয়াই যেন নিশ্চিহ্ন করে দেবে আজ।

এখনও শত্রুপক্ষের নজরে পড়েনি ওরা।

ট্রিগার চাপল পেইন্টার। 'বুমমম!'

স্ফুলিঙ্গ নির্গত হলো লাঞ্চার থেকে। তুষার ভেদ করে তীব্র বেগে ধেয়ে গেল গ্রেনেড।

আবার গগলসটা চোখে লাগিয়ে নিল মঙ্ক। ঠিক সময়েই গগলস পরেছে ও, গ্রেনেডটা গিয়ে হ্যাগলুন্ডের ভেতরে ঢুকে গেছে কাঁচ ভেদ করে। আর সাথে সাথে

ঘটেছে বিস্ফোরণ। ফলে দু'পাশের দরজার সাথে ভেতরের সৈন্যগুলোও ছিটকে পড়েছে বাইরে। মানতেই হবে, পেইন্টার একজন পাকা নিশানবাজ।

মঙ্ক ভেবেছিল, হ্যাগলুন্ডটা বোধয় ডিগবাজি খাবে বারকয়েক।

কিন্তু তা হলো না। হাওয়ায় ওঠে গিয়েছিল কেবল একপাশ। এখন আবার আছড়ে পড়েছে তুষারের উপতক্যায়। এতক্ষণে ওদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে শত্রুপক্ষ। বেঁচে যাওয়া সৈন্যগুলো হ্যাগলুন্ড থেকে বেড়িয়ে এসে, তুষারের মেঝেতে শুয়ে পড়ল সটান হয়ে। গাড়িটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে ওরা এখন।

'গুলি চালাও!' পেইন্টার চিৎকার করে বলল। আদেশটা দিয়েই স্নো-ক্যাটের ছাদে সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে ও।

মাথার উপর দিয়ে শিস কেটে যাচ্ছে বুলেট।

গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে ফাঁস হয়ে গেছে ওদের অবস্থান।

ওদের অবস্থান যেহেতু ফাঁস হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট না করে গাড়ির ছাদে আবার চাপড় মারল মঙ্ক। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে, গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সামনে এগিয়ে, নিচের দিকে নামতে লাগল। ডানে মোড় নিল এক সময়।

মঙ্ক শক্ত করে গাড়ির ছাদ আঁকড়ে ধরল, পেইন্টার এসে পড়ল ওর গায়ের ওপর।

এক পর্যায়ে স্নো-ক্যাটটা তুষারের ঢালু পথের উপর দিয়ে যেতেই, হাওয়ায় ভাসতে লাগল। আবার পরক্ষণেই আছড়ে পড়ল তুষারের মেঝেতে। গাড়ির ছাদে আছড়ে পড়ে পাঁজরে ব্যথা পেল মঙ্কও। তবে কোনও অভিযোগ করল না।

এই দৌড়ঝাঁপের মাঝেও হ্যাগলুন্ডটাকে নজরের মাঝে রেখেছে মঙ্ক। ওদের গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাগলুন্ডের দিকে। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার আগেই পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে ওদের।

ঠাণ্ডা, জমাটবাঁধা তুষারের বুকে কিছু হিট সিগনেচার দেখতে পেল মঙ্ক। দ্রুত রাইফেলটা বাগিয়ে নিয়ে, নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়তে লাগল ও। পেইন্টারও তা-ই করল। উঁচু-নিচু বরফের চাঁইয়ের উপর দিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে চলছে আর ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। এতে করে লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজে পরিণত হয়েছে। তবে মঙ্ক আর পেইন্টারের জন্য নয়; ইতোমধ্যেই কয়েকজন সৈন্যকে জমের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা।

কিছু সৈন্য লুকানোর চেষ্টা করল, বরফের ঢালের উপর দিকে চড়তে শুরু করেছে বাকিরা।

পাল্টা গুলি ছোঁড়া হলো হ্যাগলুন্ডের পিছন থেকে। স্নো-ক্যাটের লোহার গ্রিলে আঘাত হানল গুলি। উইন্ডশিল্ডের কাঁচ ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনল মঙ্ক।

গাড়িটাকে দ্রুত মোড় ঘোরাল নরওয়েজিয়ান ড্রাইভার। এবার বাকি সৈন্যরাও গুলিবর্ষণ শুরু করেছে, আশেপাশেই কোথাও কোনও এক বরফের চাঁইয়ের আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়ছে ওরা।

তবুও, এই তুষার ঝড়ের মাঝে মঙ্কদের তেমন একটা ক্ষতি করতে পারছে না শত্রুপক্ষ। আবার নরওয়েজিয়ান ড্রাইভারও খুবই দক্ষ। গাড়িটাকে একবার বাঁয়ে, আরেকবার ডানে মোড় নিয়ে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে সে।

কিছুক্ষণ পরেই বাকি তুষারযানগুলোর ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল ওরা। শত্রুপক্ষের বাকি সৈন্যরাও চলে এসেছে তাহলে।

শত্রুপক্ষের কাছে ওদের অবস্থান স্পষ্ট হতে খুব বেশি দেরি নেই আর।

দুপুর ১:৪১

গগলসের সাহায্যে, আরও দশটা স্নো-মোবাইল আসতে দেখল পেইন্টার। ছোট গাড়িগুলো গগলসের পর্দায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তুষারের তুলনায়। এবার আর দলের বাকিদের সাহায্য না নিলেই নয়। কেননা, সংখ্যায় শত্রুপক্ষরাই ভারি এখন।

বৃহদাকার হ্যাগলুন্ডটা কাছে চলে আসতেই, আরও তীব্রভাবে আক্রমন শুরু করল শত্রুপক্ষ।

গোলাগুলির এক পর্যায়ে পেইন্টারের কাঁধের একপাশে দিয়ে শিস কেটে গেল বুলেট।

তবে সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ করল না, এমনকি গুলি করাও থামাল না পেইন্টার।

দলের বাকি সদস্যরাও চালিয়ে যাচ্ছে গুলিবর্ষণ।

পেইন্টার শুরুতে ভেবেছিল হ্যাগলুন্ডটাকে পরাস্ত করতে পারলেই বুঝি শত্রুপক্ষের মনে ভয়ের সঞ্চার হবে। একটু বেশিই কল্পনা করে ফেলছিল– সেটা এখন বুঝতে পারছে। শত্রুপক্ষ যে এতো সহজেই ভয় পাওয়ার পাত্র নয়, সেটা বোঝা উচিত ছিল আগেই।

এখন তুষার ঝড়ের সাথে পালা দিয়ে লড়াই হচ্ছে দুই পক্ষের, আগুনের স্ফুলিঙ্গের ছড়াছড়ি হচ্ছে চারপাশে। আর হচ্ছে দক্ষতার লড়াই, বুদ্ধির লড়াই।

বিচিত্র একটা নতুন শব্দ শুনতে পেল ওরা।

ক্ষণে ক্ষণে কেউ শিস বাজাচ্ছে যেন। গুলাগুলির শব্দ ছাপিয়ে আসছে নতুন এই শব্দটা।

স্নো-ক্যাটের ছাদে তিনবার চাপড় মারল মঙ্ক। অপ্রস্তুতভাবে গাড়ি থমিয়ে দিল ড্রাইভার। উড়ে গিয়ে গাড়ির সামনের উইন্ডশিল্ডের উপর পড়ল পেইন্টার। ছাদের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকায় এ-যাত্রায় বেঁচে গেছে ও। মঙ্ক দ্রুত দড়িটা কেটে দিল, কেটে নিল নিজেরটাও।

'ভেতরে ঢুকুন!' চেঁচিয়ে বলল মঙ্ক, গাড়ির ভেতরে ঢুকতে বলল পেইন্টারকে।

পেইন্টার তা-ই করল, মঙ্কের কণ্ঠের দৃঢ়তা টের পেয়েছ সে। সময় নষ্ট না করে স্নো-ক্যাটের প্যাসেঞ্জার সিটে গিয়ে বসল মঙ্ক। পেইন্টারকে টেনে ভেতরে ঢোকাল ড্রাইভার। গাড়িটা ছোট আর দু'জনের জন্য হলেও, পেছনে একটা স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট রয়েছে। তবুও আঁটসাঁট হয়েই বসতে হলো ওদের।

গুলিবর্ষণ চলছেই, ক্ষণে ক্ষণে আলো জ্বলছে আর নিভছে সাদা তুষারের গায়ে। কয়েক রাউন্ড গুলি এসে আঘাত হানল ওদের গাড়িতে। পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে গেল সব।

'কী হচ্ছে এসব?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল পেইন্টার।

মঙ্ক সামনের দিকে লক্ষ রেখে চলেছে। 'আপনাকে বলেছিলাম না সাহায্য আনতে গেছে ক্রিড? নরওয়েজিয়ান আর্মিই শুধু ভল্টের উপর নজর রাখছে না, আরও অনেকেই রাখছে।'

'তুমি তাহলে...?'

আর তখনই পেইন্টার বুঝতে পারল ব্যাপারটা। এক ডজনের মতো হিট সিগনেচার ভেসে উঠল গগলসে। সমান তালে, তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে।

মেরু ভালুক। তীক্ষ্ণ সেই আওয়াজটার উৎস বোঝা গেল এবার। ভালুকের ডাক ছিল সেটা।

'আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গীরা এখানকারই অধিবাসী,' মঙ্ক বলল। 'ওরা এই ভালুক শিকার করতে জানে। প্রায় তিন হাজারের মতো ভালুক আছে এখানে। প্রাণীগুলোকে কীভাবে রাগিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত করা যায় তা নাকি জানে ওরা। অন্তত আমাকে এমনটাই বলেছিল। আর দুঃখিত, আগে থেকে এসব না জানানোর জন্য। আমি পাগলের পাগলামি ভেবেছিলাম শুরুতে।'

পেইন্টার বুঝতে পারল। যদিও এটা একরকমের পাগলামিই বটে, তবে এ-যাত্রায় বেঁচে যাওয়ার মতোই কাজ হয়েছে বটে।

মেরু ভালুক সাধারণত প্রখর শিকারি হয়। এরা ঘন্টায় প্রায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটতে পারে, এমনকি কখনও কখনও এর চেয়েও বেশি বেগে ছোটে। এই মুহূর্তে ডাউন-হিলের দিকে যাচ্ছে ভালুকগুলো।

গগলসের সাহায্য পেইন্টার দেখল, ভালুকগুলোর পথে যে-ই আসছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। একের পর এক স্নো-মোবাইল প্রাণীগুলোর ধাক্কায় কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ছে, পাহাড়ের পাশ থেকে নিচেও পড়েছে কয়েকটা।

গুলিবর্ষণের সাথে এখন আর্তচিৎকারও যোগ হয়েছে, পেইন্টারের ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে তাতে।

যে কয়েকটা স্নো-মোবাইল এখনও অক্ষত আছে, না থেমে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সেগুলো। সৈন্যগুলো ভালুকদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁড়ছে ভেতর থেকে। তবে প্রাণীগুলোকে একরকমের অদৃশ্যই দেখাচ্ছে তুষারের বুকে।

গুলিবর্ষণ আর চিৎকার– দুটোই বেড়ে চলেছে পালা দিয়ে।

হঠাৎ একজন সৈন্য দৌড়ে আসতে লাগল মঙ্কদের স্নো-ক্যাটের দিকে। ত্রাণ দেয়া হচ্ছে যেন ওদের গাড়ি থেকে। তবে বেশিদূর এগোতে পারল না, নিচে পড়ে গেল হ্যাঁচকা টানে।

ভালুকের খাবার শিকার হয়েছে সৈন্যটা, দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ভালুকগুলো। আকাশের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মেরে, রক্তবর্ষণ করে সামনে এগিয়ে চলল প্রাণীগুলো।

পেইন্টারদের পাশ দিয়ে চলে গেল আরেকটা ভালুক। যাওয়ার সময় কাঁধ দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল গাড়িটাকে, সতর্কবার্তা দিয়ে গেল যেন।

ভয়ে দম আটকে গেছে পেইন্টারের।

ভালুকের দল ঝড়ের বেগে সামনে এগিয়ে গেল, পিছনে রেখে যাচ্ছে রক্তের দাগ আর রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ। যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, ঠিক তেমনি আবার চলেও গেল। দেখে মনে হবে, অদৃশ্য কিছু একটা এসে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে গেছে যেন।

পেইন্টার হাঁ করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, কোনওকিছুর নড়াচড়া নজরে পরছে না ওর। যেসব সৈন্য প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের ফিরে আসার কোনও নাম নেই।

উপরের ঢালু পাহাড় থেকে ইঞ্জিনের শব্দ আসছে আবার।

এক জোড়া স্নো-মোবিল ধরা পড়ল গগলসে।

কিছুক্ষণ পরেই ঝড়কে পাশ কাটিয়ে ওদের দৃষ্টিসীমায় চলে এল স্নো-মোবিল দুটো। ক্রিডকে হাত নাড়তে দেখা গেল গাড়ির ভেতর থেকে। ড্রাইভার মৃদু চাপড় মারল পেইন্টারের কাঁধে। তার ইঙ্গিত পরিষ্কার।

সমাপ্তি ঘটেছে লড়াইয়ের।

দুপুর ২:১২

বরফের ঢাল বেয়ে উপরে উঠল ক্রিস্টা।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বিধায় ভালো করে টেনে নিল মাথার হুডিটা। পার্কাটার এক হাতা আগুনে পুড়ে গেছে কিছুটা। হাতের এই অংশটা জ্বলাপোড়া করছে এখন।

কোনওরকমে হ্যাগলুন্ড থেকে বেঁচে ফিরেছে ও। দ্বিতীয়বার যখন গ্রেনেডটা উইন্ডশিল্ডে এসে আঘাত হানে, ও তখন দরজা থেকে কয়েক কদম দূরে মাত্র। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে এক কিনারে গিয়ে পড়ে ও। তখনই হাতের এক পাশে আগুন লেগে যায়।

অতর্কিত আর অপ্রত্যাশিত হামলার শিকার হয়েও, আবার হ্যাগলুন্ডের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় ও। আশ্রয় নেয় গাড়িটার নিচে। পরে তো গুলিবর্ষণ আর বীভৎস একদল প্রাণীর রক্তলীলাও দেখে।

স্মৃতিটা মানসপটে ভেসে ওঠতেই শিউরে উঠল ও।

আক্রমণকারীরা যখন সামনে আসে, তখন গাড়ীটার নিচেই লুকিয়ে ছিল সে। আক্রমণকারীদের দেখে শ্বাস আটকে গিয়েছিল ওর। কালো চুলের সিগমা ডিরেক্টর, পেইন্টার। যদিও লোকটার চেহারায় রোদেপোড়া ছাপ, তবুও তাকে চিনতে একটুও ভুল হয়নি ওর।

লোকটা কি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার পণ করেছে নাকি?

তাদের যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ও। দুটো স্নো-মোবিল আসে। একটা নিচের দিকে চলে যায়, আর দ্বিতীয়টা যাত্রা করে ভল্টের দিকে।

পরে একটা পরিত্যক্ত স্নো-মোবিলে করে ঝড় পাড়ি দেয় মেয়েটা। গাড়িটাতে ড্রাইভারের মৃতদেহ ছিল, রক্তাক্ত অবস্থায়। প্রথমে ভেবেছিল চাবিটা বোধহয় নেই, পরে লক্ষ্য করে যে, জায়গামতোই আছে সেটা।

চাবী ঘুরিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দেয়, যাত্রা শুরু করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে। কারণ ও বুঝতে পেরেছিল, এখানে থেকে আর কোনও কাজ নেই ওর।

মনে মনে শুধু একটা প্রতিজ্ঞাই করে ও আসার সময়।

২৫

অক্টোবর ১৩

বিকাল ৩:৩৮

বার্ডসি আইল্যান্ড, ওয়েলস

গরম ধোঁয়া-ওঠা পানির মধ্যে বাথটাবে শুয়ে আছে গ্রে। চোখ বন্ধ করে ভাবছে সে, মনস্থির করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ওকে। গত আধঘণ্টা ধরে ওয়েন ক্রুসের সঙ্গে তর্ক করেছে ও। কাজের কাজ একটাই হয়েছে তাতে– মেইনল্যান্ডে ফিরে যাবার গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছে ও লোকটাকে। র‍্যাচেলের যে ওষুধ প্রয়োজন, লোকটাকে সে-কথা বোঝাতে পেরেছে ও। শেষমেশ একটা জবাবই দিয়েছে মাঝি লোকটা– ওদের মেইনল্যান্ডে নিয়ে যাবার অনুরোধটা সকালে বিবেচনা করে দেখবে সে।

তাই, দলবলসহ কমপক্ষে ঘণ্টা কয়েকের জন্য দ্বীপে আটকা পড়েছে গ্রে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। দ্বীপবাসীরা ঘুমিয়ে পড়লে বোট চুরি করে চুপি চুপি কেটে পড়ার প্ল্যান করেছে গ্রে। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষার ঝুঁকি নেয়া যাবে না কোনওভাবেই।

চুপচাপ বসে থাকতে নিজের মনের ওপর প্রচণ্ড জোর খাটাতে হচ্ছে গ্রেকে। দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে।

কড়াৎ করে বাজ পড়ল বাইরে। কেঁপে উঠল জানালার খড়খড়ি। মোমবাতি জ্বলছে টিমটিম করে। বিদ্যুৎ যে সেই গেছে, আর আসার কোনও নামগন্ধ নেই। গোসল করতে আসার আগে বেডরুমের ফায়ারপেসে আগুন জ্বালিয়ে এসেছিল গ্রে। প্রায় বন্ধ করে রাখার চোখের পাতা অল্প একটু ফাঁক করে আগুনের নাচানাচি দেখছে সে।

আচমকা একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল অগ্নিকুণ্ডের পাশে।

শক্ত হয়ে গেল ওর শরীর, উঠে বসল শোয়া থেকে। টপটপ করে মেঝেতে পানি পড়ছে ওর গা থেকে। রোবে জড়ানো একটা দেহাবয়বের উদয় হয়েছে দরজায়। র‍্যাচেল কখন রুমে ঢুকেছে টের পায়নি ও। বজ্রপাতের শব্দে চাপা পড়ে গেছে ওর পায়ের আওয়াজ।

'র‍্যাচেল...'

জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে ও, চোখে আতঙ্ক। একটা কথাও বলছে না মেয়েটা। গা থেকে রোব ফেলে দিল ও। কাজটা ও কামনার বশে করেনি। গা থেকে রোব ফেলে দিয়ে একছুটে টাবের কাছে চলে এল র‍্যাচেল। গ্রে ওকে ধরে ফেলল দু'হাতে। ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঘাড়ে মাথা গুঁজে দিল র‍্যাচেল।

ওকে পাঁজাকোলা করে তোলে টাবের উষ্ণ পানিতে নিয়ে এল গ্রে।

র‍্যাচেলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল গ্রে, ওর কাঁপুনি বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করছে।

ওর নিজের মনের অবস্থাই যদি এত বিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে মৃত্যুপথযাত্রী এই মেয়েটার অবস্থা কতটা খারাপ হতে পারে? র‍্যাচেলকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল গ্রে। সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায় ও মেয়েটাকে।

ধীরে ধীরে কাঁপুনি বন্ধ হয়ে এল র‍্যাচেলের।

একহাতে মেয়েটার চিবুক তুলে ধরল সে। ওর চোখে চোখ রাখল। কামনা, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, নিরাপত্তার আশা... এবং এসব কিছু ছাপিয়ে পুরনো প্রেমে জ্বলজ্বল করছে ওর দু'চোখ।

বিকাল ৪:০২

নিজের রুমে অপেক্ষা করছে সেইচান। একটা সিগারেট হাতে দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। র‍্যাচেলের দরজা খুলে যাবার শব্দ শুনেছে কয়েক মিনিট আগে। র‍্যাচেলের হল পেরিয়ে যাবার পদশব্দ, তারপর গ্রে'র বেডরুমের দরজা খুলে যাবার শব্দও ঢুকেছে ওর কানে।

দরজাটা আর খোলেনি।

উদগত রাগ আর ঈর্ষা ঠেকিয়ে রাখতে নিজের সঙ্গে রীতিমতো যুঝতে হচ্ছে মেয়েটাকে। রাগ আর ঈর্ষার সঙ্গী হয়ে ফিরে আসছে পুরনো সেই ব্যথা। ফুসফুস খামচে ধরল ব্যথাটা– শ্বাস নিতে দিচ্ছে না ওকে। দরজায় হেলান দিয়ে ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে, সবলে জড়িয়ে ধরল দু'হাঁটু।

একাকী, সবার চোখের আড়ালে, ক্ষণিকের এই দুর্বলতার কাছে নিজেকে পরাজিত হতে দিল সেইচান। নিকষ আঁধারে ডুবে আছে রুমটা। আগুনের দরকার নেই ওর, দরকার নেই কোনও আলোর। অন্ধকার পছন্দ করে ও। একমাত্র অন্ধকারই কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে ওকে, পারে সবার চোখের আড়াল থেকে লুকিয়ে থাকার আশ্রয় দিতে।

খুব ধীরে ধীরে এপাশ-ওপাশ দুলতে দুলতে ব্যথাটাকে পেরিয়ে যেতে দিল ও।

সেইচান জানে, সেই পুরনো ব্যথায় পরিপূর্ণ দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে ও। গোপন একটা কুঠুরি আছে ওর মনের অতলে– নিজেকে গুটিয়ে ফেলার প্রয়োজন হলেই সেখানে আশ্রয় নেয় ও। সে ছাড়া আর কেউ জানে না ওই গোপন কুঠুরির অস্তিত্ব।

কিন্তু এই মুহূর্তে কুঠুরিটায় আশ্রয় নিতে ইচ্ছে করছে না ওর একদমই। সেইচান জানে কথাটা ওকে বলে দিলেই অবসান ঘটবে সমস্ত ব্যথার। ওর জন্যই প্রতিজ্ঞাটা করেছিল সে।

এবং যত যা-ই হোক না কেন, যত ব্যথাই হোক না কেন– প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না ও কোনওভাবেই।

সন্ধ্যা ৬:৫৫

রাতের আঁধারে সবাইকে পথ দেখিয়ে জেটিতে নিয়ে চলেছে গ্রে।

সাগরের পানিতে দুলছে নোঙর-ফেলা ফেরিবোট। অন্ধকার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে ঝর-ঝর করে। সামনে, কাঠের ভেলায় দাঁড়িয়ে আছে কোয়ালস্কি। বোটের আশেপাশে কেউ আছে কি না দেখার জন্য আগে আগে চলে এসেছে ও।

এই ঝড়ের ভেতর বোট চুরি করতে আর কে আসবে?

'জলদি ওঠো,' কোয়ালস্কি হাঁক ছাড়ল। 'আমি নোঙর তুলছি।'

গ্রে অন্যদের সাহায্য করল বোটে উঠতে। এই দুলুনির মাঝে বোটে উঠতে বেশ বেগ পেতে হলো ওদের।

র‍্যাচেলের হাত ধরল ও।

ওর দিকে তাকাচ্ছে না মেয়েটা, তবে আন্তরিকভাবে ওর হাতে চাপ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সাবেক প্রেমিকা। ওর কাছে শক্তি, সাহস, আশ্বাস চাইতে এসেছিল ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত মেয়েটা– ওর হৃদয় ফেরত চাইতে আসেনি। অবশ্য চাইলেও সেটা দেয়া সম্ভব ছিল না গ্রে'র পক্ষে। যেটার জন্য এসেছিল, সেটা দিয়েছে ওকে সে।

লাফিয়ে বোটে উঠল গ্রে, ওর পিছু পিছু উঠল কোয়ালস্কি।

'সামনে নরক দর্শন করতে চলেছি আমরা, বুঝলে!' আমুদে ভঙ্গিতে সবাইকে সতর্ক করে দিল কোয়ালস্কি। কথা ক'টা বলেই পাইলট-হাউসের দিকে ছুটল সে। ইঞ্জিন চালু করে দিল।

বোট চলতে শুরু করায় দোলায়মান ডেকের দিকে এগিয়ে গেল গ্রে। জেটি থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত সাগরে নিয়ে চলল ওদের কোয়ালস্কি।

উন্মাতাল সাগরের দিকে তাকাল পিয়ার্স। 'এই আবহাওয়ায় বোটটা সামলাতে পারবে তো?' কোয়ালস্কিকে জিজ্ঞেস করল ও।

ইউ.এস. নেভির সাবেক নাবিক, কোয়ালস্কি একটা সিগার গুঁজে দিল দু' ঠোঁটের ফাঁকে।

'অতো ভেবো না তো।' সিগার মুখে নিয়ে গোঁ গোঁ করে বলল সে। 'পুরো ক্যারিয়ারে একটামাত্র বোট ডুবিয়েছি... না, না, দাঁড়াও। একটা না, মাত্র দুটো।'

আর কিছু না বলে স্টার্ন ডেকে ফিরে চলল গ্রে। সবাইকে লাইফ জ্যাকেট বের করে দিচ্ছেন ওয়ালেস ওখানে। ঝটপট জ্যাকেট পরে নিল সবাই, জ্বেলে দিল কলারে লাগানো নিয়ন লাইট।

'সবসময় কিছু একটা ধরে রাখবে,' সাবধান করে দিল গ্রে।

খোলা সাগরে এসে পড়ল বোট। তীব্র গর্জনে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। সাগরের ভয়াবহ রূপ দেখা গেল বিদ্যুতের আলোয়। ওয়াশিং মেশিনের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যেন বোটটাকে। চারদিক থেকে ঢেউ ছুটে আসছে দল বেঁধে। মুহুর্মুহু ঢেউয়ের আঘাতে খেলনার মতো নাচানাচি করছে বোটখানা। একবার ঢেউয়ের চূড়ায় উঠছে, পরক্ষণেই নেমে এসে ডুবে যাচ্ছে পানিতে।

বিশাল একটা ঢেউ আঘাত করল ফেরিটাকে। খাড়া হয়ে সোজা আকাশের উঠে গেল বোটের অগ্রভাগ। শক্ত হাতে রেইল জড়িয়ে ধরল গ্রে। ঢেউটা চলে গেল ওকে ভিজিয়ে দিয়ে। গ্রে'র মুখের ভেতর নোনতা পানি ঢুকে পড়েছে; লবণাক্ত পানি ঢুকে যাওয়ায় চোখেও দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

ঢেউটা চলে যেতে বার কয়েক চোখ কচলে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিল ও।

'গ্রে!' স্টার্ন থেকে চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাচেল।

কাশতে কাশতে সেদিকে ফিরল গ্রে। ঘুরেই বুঝতে পারল সমস্যাটা কোথায়।

সেইচান ভেসে গেছে।

একদম প্রান্তে বসে, ঢেউয়ের ধাক্কাটা নিজের ওপর নিয়েছে সেইচান। সেই ধাক্কায় পানিতে পড়ে গেছে মেয়েটা।

উঠে দাঁড়াল গ্রে।

স্টার্নে দাঁড়িয়ে সেইচানকে খুঁজতে লাগল ওর দু'চোখ। ঢেউয়ের মাঝে ওর লাইফ জ্যাকেটের নিয়ন আলো দেখতে পেল গ্রে।

ওর অবস্থান দেখে নিয়ে উন্মত্ত পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রে। সেইচানকে হারানো চলবে না।

ও সাগরে ঝাঁপ দিতেই কোয়ালস্কির উদ্দেশ্যে চেঁচাল র‍্যাচেল, 'বোট ঘোরাও!' ঠিক তখনই পানিতে পড়ল গ্রে। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু।

সন্ধ্যা ৭:০৭

সেইচান পানিতে পড়তেই, ওকে নিয়ে পাতার মতো লোফালুফি করতে লাগল একের পর এক ঢেউ। হাড় পর্যন্ত কেটে বসছে ঠাণ্ডা। শ্বাস নেয়া দায় হয়ে পড়েছে। মুখের ভেতর পানি ঢুকে পড়ছে শ্বাস নিতে গেলেই।

বিশাল পাহাড়ের মতো সব ঢেউকে ফাঁকি দিয়ে বোটের আলোও দেখতে পাচ্ছে না ও।

বিশাল একটা ঢেউ চলে গেল ওর উপর দিয়ে।

ওকে নিয়ে রীতিমতো খেলা করছে ঢেউগুলো। লাইফ জ্যাকেটের পবতা ভাসিয়ে রেখেছে ওকে। কাশতে কাশতে দম নিতে চেষ্টা করছে সেইচান।

আরেকটা ঢেউ আসছে আবার।

না... এবার আর নিস্তার নেই।

তখনই কিছু একটা জড়িয়ে ধরল ওকে পিছন থেকে।

প্রচণ্ড আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ও। ঢেউটা চলে এল ওর উপর, তবে হাত দুটো এখনও ধরে রেখেছে ওকে। শক্ত একজোড়া পা জড়িয়ে ধরেছে ওর কোমর। একসঙ্গে প্রমত্ত সাগরের বিরুদ্ধে লড়ছে ওরা। দম নিতে পারছে না ও, তবে আতঙ্কটা কেটে গেছে।

চেহারা দেখতে না পেলেও, ও জানে কে ধরে রেখেছে ওকে।

একসঙ্গে পানির উপরে ভেসে উঠল ওরা দু'জন।

গ্রে'র চেহারা দেখার জন্য পিছনে ফিরল সেইচান। শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে গ্রে, চোখ দু'টো কঠোর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'বাঁচাও আমাকে,' সমস্ত আকুতি ঢেলে দিয়ে শব্দ দু'টো উচ্চারণ করল ও। এমনকি হৃদয়টাও ঢেলে দিয়েছে ও শব্দ দু'টোর সঙ্গে।

সন্ধ্যা ৭:২৪

ঝড়ের মধ্যে দূরবর্তী জেলে-পল্লীর আলো চোখে পড়ছে। সামনেই সৈকত। সোজা সেদিকেই চলেছে কোয়ালস্কি।

গ্রে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে।

স্বীকার করতে হবে, বোট চালাতে জানে কোয়ালস্কি লোকটা।

সেইচার আর ও যখন ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝছিল, সেই বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের কবল থেকে ওদের বাঁচানোর দুরূহতম কাজটি করে কোয়ালস্কি। অকল্পনীয় প্রতিকূল পরিবেশে ওদের দু'জনকে বোটে তুলে নেয় সে।

যাত্রার বাকি অংশেও নরক দর্শন করেছে ওরা। তবে কপাল ভালো, পানিতে পড়ে যায়নি আর কেউ। গ্রে'র পিছনে দাঁড়িয়ে কাশছে সেইচান। ওকে এর আগে কখনও এতটা বিবর্ণ দেখেনি গ্রে।

বোটটাকে সৈকতের শুকনো বালির দিকে চালিয়ে দিল কোয়ালস্কি। ঘ্যাঁচ করে বালিতে ঘষা খেল বোটের তলা। শেষ পর্যন্ত মেইনল্যান্ডে পৌঁছতে পেরেছে দলটা।

কাউকে বলতে হলো না। চুপচাপ বোট থেকে পড়েছে সবাই। এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল কোয়ালস্কি।

বোটটার গায়ে আদরের চাপড় মেরে বলল, 'চমৎকার বোট।'

অ্যাবারডেরেনের রাস্তায় উঠে এল কাকভেজা দলটা। বার্ডসি আইল্যান্ডের মতো এ জায়গার দশাও করুণ হয়ে উঠেছে ঝড়ের কবলে পড়ে। একটা বিড়ালও দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়।

কারও চোখে পড়ে যাবার আগেই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে চায় গ্রে। আইন ভাঙার অপরাধে স্থানীয় জেলে ঢুকে সময় নষ্ট করতে চায় না।

সবাইকে নিয়ে অন্ধকার শহরের মধ্য দিয়ে সেইন্ট হাইউইনের চার্চের উদ্দেশ্যে ছুটছে গ্রে। চুরি করে আনা ট্রাকটা ওখানে, চার্চের কাছেই ফেলে গিয়েছিল। ওয়ালেসের দিকে তাকাল গ্রে।

'আপনার কুকুরের কী হবে?' যাজকের বাড়ি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

ওয়ালেস মাথা নাড়লেন, যদিও কাজটা করতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'রুফাসকে এখানেই রেখে যাব। আমাদের সঙ্গে এভাবে ঘোরার চেয়ে ওখানেই ভালো থাকবে ও। ঝামেলা শেষে এসে নিয়ে যাব।'

রুফাসের ব্যাপারটা চুকে যেতে, ল্যান্ড রোভারে উঠে বসল সবাই।

ইঞ্জিন চালু করে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল গ্রে, তারপর অ্যাবারডেরন থেকে বেরোনোর রাস্তা ধরল। শহরের বাইরে মূল সড়কে উঠে বাড়িয়ে দিল গতি।

নতুন গন্তব্য প্রয়োজন ওদের।

'সেইন্ট ম্যালাকির কবর,' নতুন গন্তব্য ঘোষণা করে রিয়ারভিউ মিররে র‍্যাচেলের দিকে তাকাল গ্রে। 'ওটার ইতিহাস সম্পর্কে কী কী জানো তুমি?'

এর আগে ম্যালাকির কবর নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়নি ওদের।

র‍্যাচেল ঝড় দেখতে দেখতে জবাব দিল, 'ম্যালাকি দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনও এক সময় মারা যান। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ক্লেয়ারভো অ্যাবের সেইন্ট বার্নার্ডের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।'

পিছু ফিরে তাকাল কোয়ালস্কি। 'সেইন্ট বার্নার্ড? ভয়াবহ পাহাড়ি কুকুরের আবিষ্কারক না এই বজ্জাত লোকটা?'

ওকে পাত্তা দিল না র‍্যাচেল। 'ক্লেয়ারভো অ্যাবে'তে বার্নার্ডের খোঁড়া কবরে সমাহিত করা হয় ম্যালাকিকে। জায়গাটা প্যারিস থেকে দেড়শ মাইল দূরে। অ্যাবের বেশিরভাগ অংশই উনবিংশ শতাব্দীতে ধ্বংস করে ফেলা হয়। তবে অল্প কিছু দেয়াল আর দালান টিকে আছে এখনও। কিন্তু ছোট্ট একটা সমস্যা আছে।'

ওর বলার ভঙ্গি দেখেই গ্রে বুঝে ফেলল, সমস্যাটা ছোট্ট না।

'কী সমস্যা?'

'তোমাকে আগে একবার বলার চেষ্টা করেছিলাম...' লাজুক ভঙ্গিতে বলল র‍্যাচেল।

'এত লজ্জা পেতে হবে না। সমস্যাটা কী, সেটা বলো।'

'জায়গাটা সুরক্ষিত। কবরটা সম্ভবত পুরো ফ্রান্সের সবচেয়ে সুরক্ষিত জায়গা।'

'কেন?'

'ক্লেয়ারভো'র অ্যাবে... ওটা ম্যাক্সিমাম-সিকিউরিটি প্রিজনের কেন্দ্রে অবস্থিত।'

সিটে বসে এবার পুরোটা ঘুরে পিছনে তাকাল গ্রে। মেয়েটা নিশ্চয়ই মজা করছে। র‍্যাচেলের উদ্বিগ্ন চেহারা চেহারা দেখে বুঝতে পারল মজা করছে না ও।

'দারুণ, দারুণ। এবার তাহলে জেল ভেঙে কবরে ঢুকছি আমরা।' ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি। 'সত্যিই এর চেয়ে ভালো প্ল্যান আর হয় না।'

২৬

অক্টোবর ১৩
রাত ৮:১৮
স্ভালবার, নরওয়ে

লংইয়ারবায়েনের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়্যারহাউসটায় সলে এসেছে ক্রিস্টা। তেল-কয়লার গন্ধে ভারি হয়ে আছে জায়গাটার বাতাস। হাতের ব্যান্ডেজ ঢাকার জন্য ভারি একটা সোয়েটার পরেছে ও। মারা পড়েছে সবাই। বাঁচতে পেরেছে মাত্র আটজন।

ফোনটা কানে ঠেকিয়ে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে ও। বেজেই চলেছে ফোনটা। শেষ পর্যন্ত ফোন ধরল ওপাশ থেকে। 'আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে,' বলল লোকটা।

'হ্যাঁ, স্যার।' ঠাণ্ডা, শান্ত গলার কথা শুনে লোকটার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে না ক্রিস্টা।

'ঘটনার মোড় ঘুরে যাওয়ায় মিশনের লক্ষ্য পরিবর্তন করছি আমরা। কার্লসেন সিমগার হাতে পড়ে গেছে, তাই বাতিল করা হয়েছে নরওয়ের সবধরনের অপারেশন।'

'আর ব্রিটেনের মিশন?'

'চাবিটা খোঁজার জন্য বাইরের রিসোর্স থেকে সাহায্য খুঁজছি আমরা। বর্তমান দুর্ঘটনার পর বেশ নাজুক হয়ে পড়েছে আমাদের অবস্থা। এই মুহূর্তে খেলা বন্ধ করতে হবে আমাদের।'

'স্যার?'

'ফাদার জিওভান্নির চুরি করা জিনিসটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করো।'

'আর বাকিরা?'

'সবাইকে খুন করো।'

'কিন্তু আমাদের নিজেদের লোকদের...?'

'সবাই বাড়তি বোঝায় পরিণত হয়েছে, মিস ম্যাগ্নুসেন। নিজেকে যেন বোঝা হতে না হয়, সেটা নিশ্চিত করো।'

ক্রিস্টার গলা শুকিয়ে গেল আতঙ্কে। 'এখনই আপনার হুকুম তামিল হবে, স্যার।'

চতুর্থ

দ্য ডার্ক ম্যাডোনা

২৭

অক্টোবর ১৩

ভোর ৫:১৮

নরওয়েজিয়ান সাগরের উপর উড্ডয়নরত

আর্কটিক সাগরের উপর উড্ডয়নরত প্রাইভেট জেটে বসে পিছনে ফেলে আসা স্‌ভালবার দ্বীপপুঞ্জ দেখছে পেইন্টার– ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দ্বীপপুঞ্জটা। সিড ভল্টে আটকা পড়া অতিথি এবং কর্মচারীদের উদ্ধার করতে আধা দিন ব্যয় হয়েছে ওদের। তারপর, ওদেরকে দ্বীপ থেকে বের করে আনতে ওয়াশিংটনে বসে কিছু গুটি চালাচালি করতে হয়েছে ক্যাট'কে।

পুরো বিশ্বের নজর টেনে নিয়েছে নাটকীয় বিস্ফোরণটা। কালবিলম্ব না করে দ্বীপপুঞ্জের দিকে ছুটেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়া আর ন্যাটো। মিডিয়া আর ন্যাটো আসার আগে কোনওমতে সদলবলে জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসেছে পেইন্টার।

কাউচে হাত-পা ছড়িয়ে জেটের কেবিনে বসে আছে মঙ্ক আর ক্রিড। গম্ভীর-মুখে একটা চেয়ার বসে আছেন সিনেটর গরম্যান। পেইন্টারের মুখোমুখি বসে আছে সর্বশেষ যাত্রী।

আইভার কার্লসেন স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছেন পেইন্টারদের সঙ্গে। চাইলেই কেটে পড়তে পারতেন তিনি। কিন্তু পুরনো সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কাজটা করেনি। চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বিলীয়মান দ্বীপপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে আছেন ভায়াটাস সিইও। এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, স্‌ভালবার-এ আক্রমণের মূল টার্গেট ছিল ভায়াটাস সিইও। আগে যারা মিত্র ছিল, তারাই এখন ডিগবাজি নিয়েছে তার সঙ্গে।

নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য কার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, সেটা জানেন তিনি।

পেইন্টারও এ-সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়।

কেবিনের ভেতর একটু দুশ্চিন্তার পারদ চড়িয়ে দিয়ে বিক্ষুব্ধ বাতাসে একদিকে হালকা কাত হয়ে গেল ছোট জেটটা। পেইন্টারদের এবারের গন্তব্য লন্ডন। পেইন্টার কিংবা ক্যাট– দু'জনের কেউই গ্রে'র টিমের কাছ থেকে কোনও খবর পায়নি। ইংল্যান্ডে লেক ডিসট্রিক্টে এখনও চলছে খোঁজাখুঁজি চলছে, সেখানে

যেতে চায় ও প্রথমে। ওখানে যা পাওয়া গেছে, সেটা দেখে আবার ওয়াশিংটনের পথ ধরবে।

পাঁচ-ঘন্টার এই যাত্রাপথে লোকটার পেট থেকে হাঁড়ির সমস্ত খবর টেনে টেনে বের করতে হবে পেইন্টারকে। পুরো মধ্য-পশ্চিমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বীজ-উৎপাদন খামারগুলোতে তদন্ত চালাচ্ছে ক্যাট। প্রাপ্ত খবর ভয়াবহ। এরইমাঝে প্রায় পনেরোটি খামারে অব্যাখ্যাত মৃত্যুর খবর পেয়েছে ও। পোস্টমর্টেম করে অজ্ঞাত ছত্রাক-জাতীয় বাহকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে একটা মৃতদেহে। এরকম আরও তেষট্টিটা খামার আছে বাকি আছে পরীক্ষা করা।

নিজের ওপর পেইন্টারের মনোযোগ লক্ষ্য করে কথা বলে উঠলেন কার্লসেন, 'আমি তো স্রেফ পৃথিবীকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'

গরম্যান নড়ে উঠলেন, রাগে জ্বলছে তার দু'চোখ। কিন্তু ইঙ্গিতে সিনেটরকে থামতে বলল পেইন্টার।

'মানুষ জনসংখ্যা বোমা নিয়ে কথা বলে, কিন্তু বোমাটা যে ইতিমধ্যেই বিস্ফোরিত হয়ে গেছে তা কেউই স্বীকার করে না। পৃথিবীর জনসংখ্যা বিপজ্জনক গতিতে বাড়তে বাড়তে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে না খেয়ে মরবে সবাই। বৈশ্বিক দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, আর অরাজকতা থেকে মাত্র এক সুতো দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হাইতি, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকায় খাবার নিয়ে দাঙ্গার যেসব ঘটনা দেখছেন, এ তো কেবল শুরু।'

জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পেইন্টারের দিকে ঘুরলেন কার্লসেন। 'কিন্তু এখনও অনেক দেরি হয়ে যায়নি। যদি যথেষ্টসংখ্যক সমমনোভাবাপন্ন লোক একসাথে চেষ্টা করে, তাহলে এখনও কিছু একটা করা যাবে।'

'আর সে-রকম সমমনোভাবাপন্ন লোকের সন্ধান পেলে ক্লাব অফ রোম-এ,' পেইন্টার বলল।

সামান্য বড় হয়ে গেল কার্লসেনের চোখ দুটো। 'হ্যাঁ। ক্লাবটা ক্রমাগত সাবধান করে যাচ্ছে এ-ব্যাপারে, কিন্তু কেউ কানে তুললে তো! এর চেয়েও গ্যামারাস কোনও খবরের পিছনে ছুটে মিডিয়া। কাউকে না কাউকে তো বিপর্যয়টা ঠেকানোর দায়িত্ব নিতেই হতো। মিঠে কথার বুলি না ছড়িয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হতো কাউকে।'

'আর আপনি এগিয়ে এলেন সেই কাজে,' লোকটার মুখ থেকে আরও কথা বের করার জন্য একটু উস্কে দিল পেইন্টার।

'ওভাবে বলবেন না। আমি তো শুধু অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির মুখে লাগাম টেনে ধরতে চেয়েছিলাম। মহাবিপদের মুখ থেকে সরিয়ে আনতে চাইছিলাম মানবজাতিকে। ক্লাব অফ রোমে প্রয়োজনীয় রসদ পেয়ে যাই আমি। উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্ক, প্রযুক্তি, আর রাজনৈতিক ক্ষমতা– যা কিছুর দরকার ছিল,

তার সবই পেয়ে যাই ওখানে। তাই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য লোকদের এক জায়গায় জড়ো করে কয়েকটা প্রজেক্টের কাজে নেমে পড়ি আমি।'

সিনেটরের দিকে এক নজর তাকালেন কার্লসেন, পরক্ষণেই সরিয়ে নিলেন দৃষ্টি।

পেইন্টারের নিষেধ সত্ত্বেও কথা বলে উঠলেন গরম্যান। 'তোমার জীবাণুঅলা বীজ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাকে ব্যবহার করেছ তুমি।'

দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন কার্লসেন। কিন্তু যখন চোখ তুলে তাকালেন, সেখানে কোনও অনুতাপের চিহ্ন দেখা গেল না। 'বীজের ব্যাপারটা অনেক পরে আসে। যদিও এখন বুঝতে পারছি, কাজটা ভুল ছিল। তবে তোমার সঙ্গে কিন্তু সে-কারণে মিশিনি আমি। জৈবজ্বালানি, ভুট্টা এবং আখজাতীয় ফসলগুলোকে কীভাবে জ্বালানিতে পরিণত করা যায়, সে-সম্পর্কে তোমার উপদেশের কারণেই মূলত তোমার সাহচর্যে আসি। তেলের ওপর থেকে নির্ভরতা থেকে মুক্তি দেয়ার মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের খোঁজ দেয়ার জন্য তোমার দিকে ঝুঁকে পড়ি। আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এই শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।'

'সেটা কেমন?'

'পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।' নিষ্কম্প পলকে পেইন্টারের দিকে তাকালেন কার্লসেন। 'খাদ্য নিয়ন্ত্রণে রাখুন, জনগণ আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।'

পেইন্টারের মনে পড়ে গেল, বক্তৃতা দেয়ার সময় হেনরি কিসিঞ্জারের উদ্ধৃতি দিচ্ছিল কার্লসেন। *তেলের নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে থাকা মানে জাতির নিয়ন্ত্রণ আপনার থাকা। কিন্তু খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে থাকলে সারা বিশ্বের জনগণ আপনার হাতের মুঠোয় থাকবে।*

তাহলে এটাই ছিল কার্লসেনের উদ্দেশ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমানোর জন্য খাদ্যের উৎপাদন কমিয়ে দাও। যদি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয়া যায়, তাহলে কৌশলটা কাজে লাগতেও পার।

'জৈবজ্বালানির কীভাবে পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে?' পেইন্টার উত্তরটা অনুমান করতে পারলেও, এই লোকের মুখ থেকেই শুনতে চাইছে সেটা।

'পৃথিবীর সেরা কৃষিজমিগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত চাষবাস করা হয়ে গেছে, ফলে প্রান্তিক জমির দিকে ফিরতে বাধ্য হচ্ছে কৃষকরা। তারা খাদ্যের জন্য ফসল ফলিয়ে যে টাকা পায়, জৈবজ্বালানির জন্য ফসল ফলিয়ে তার চেয়ে বেশি টাকা পায়। আরও বেশি কৃষিজমি এখন খাদ্য উৎপাদন না করে জ্বালানি উৎপাদনের ব্যবহৃত হচ্ছে। একটা এসইউভি ট্যাঙ্ক ভর্তি করার জন্য যতটুকু ইথানল প্রয়োজন হয়, তা উৎপাদন করতে যে পরিমাণ ফসল দরকার, তা দিয়ে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের পুরো এক বছরের খাওয়া চলে যায়। তাই আমি জৈবজ্বালানির আইডিয়াকে সমর্থন দিয়েছিলাম।'

'শক্তির স্বনির্ভরতার জন্য না...'

কার্লসেন নড করলেন। 'খাদ্য সরবরাহ সংকুচিত করার *একটা উপায়* হিসেবে।'

তিনি কী ভূমিকা পালন করেছেন, তা উপলব্ধি করে আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে গেছেন সিনেটর গরম্যান।

তবে পেইন্টার দুটো শব্দের ওপর জোর দেয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন। '*একটা উপায়* বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

'এটা তো শুধু একটা প্রজেক্ট, আমার হাতে অমন আরও অনেকগুলো প্রজেক্ট ছিল।'

ভোর ৫:৩১

গভীর মনোযোগে পেইন্টারদের আলোচনা শুনছিল মঙ্ক।

'দাঁড়ান,' সে বলল। 'আমার ধারণা, মৌমাছিদের সাথে ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে।'

রিসার্চ ফ্যাসিলিটির নিচে লুকানো মৌমাছির বিরাট বিরাট চাকগুলোর কথা মনে পড়ল তার।

কার্লসেন মঙ্কের দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ। ভায়াটাস কলোনি কলাপ্স ডিজঅর্ডার নিয়ে গবেষণা করেছিল। বৈশ্বিক এই সঙ্কটের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনারা। ইউরোপ ও আমেরিকায়, মধু-উৎপাদনকারী মৌমাছির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি উধাও হয়ে গেছে– মৌমাছিগুলো বাসস্থান ছেড়ে চলে গেছে, আর ফিরেনি। কিছু কিছু জায়গায় বসবাসরত আশি শতাংশেরও বেশি মৌমাছি উধাও হয়ে গেছে।'

'মৌমাছিরা ফল গাছে পরাগায়ন ঘটায়,' ব্যাপারটা বুঝতে পারছে মঙ্ক।

'শুধু ফল গাছেই না,' ওর পাশের সোফা থেকে বলে উঠল ক্রিড। 'বাদাম, আভাকাডো, শসা, সয়াবিন, লাউজাতীয় গাছেরও পরাগায়ন ঘটায় মৌমাছি। সত্যি বলতে কি, আমেরিকায় উৎপন্ন খাদ্যেও এক-তৃতীয়াংশেরই পরাগায়ন প্রয়োজন। মৌমাছি হারানো মানে, ফলের চেয়েও বেশি কিছু হারানো।'

কলোনি কলাপ্স ডিজঅর্ডার নিয়ে কার্লসেনের আগ্রহের কারণ বুঝতে পারল মঙ্ক এবার। মৌমাছিদের নিয়ন্ত্রণে রাখলে, খাদ্য সরবরাহের বড় আরেকটি অংশ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

'তার মানে, মৌমাছিগুলোকে আপনিই মেরে ফেলেছিলেন?'

'না, আমি মারিনি। তবে, কীসে মেরেছিল তা জানি। আর ভায়াটাস সেটাই কাজে লাগাতে চেয়েছিল।'

'এক সেকেন্ড,' সামনে ঝুঁকে এল মঙ্ক। 'আপনি মৌমাছিদের মৃত্যুর কারণ জানেন?'

'এটা বড় কোনও রহস্য না, মি. কক্কালিস। মিডিয়া অতিরঞ্জিত করে অনেকগুলো ফালতু তত্ত্ব দিয়েছে, গ্যামার তৈরির জন্য। পরজীবী কীট, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বায়ুদূষণ, এমনকি অ্যালিয়েনের মতো ফালতু কারণকে দায়ী করেছে ওরা মৌমাছির মৃত্যুর জন্যে। কিন্তু মৌমাছির মৃত্যুর কারণটা অনেক সাধারণ– এবং প্রমাণিত।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। মৌমাছিদের মৃত্যুর কারণটা কী?'

'ইমিডাক্লোপ্রিড, বা আইএমডি নামের একটি কীটনাশক।'

বিশাল বিশাল মৌচাকগুলোতে মুদ্রিত কোডগুলোর কথা মনে পড়ে গেল মঙ্কের। সবগুলো কোডে তিনটা অক্ষর ছিল: আইএমডি।

'ফ্রান্স কিন্তু মৌমাছির মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করে এই কীটনাশক নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু মিডিয়া ওদের এই সাফল্যের খবর প্রচার করেনি। তাই ফসলের জিনে আইএমডি ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ভায়াটাস,' বলল কার্লসেন।

'এতে আইএমডি নিষিদ্ধ হলেও,' মঙ্ক বলল। 'মৌমাছির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন আপনারা।'

কার্লসেন নড করলেন। 'এবং তার বদৌলতে খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।'

সিটে হেলান দিয়ে বসল মঙ্ক। এই লোকটা একটা দানব– তবে প্রতিভাবান দানব।

ভোর ৫:৪০

পেইন্টারের আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর দরকার। নতুন দিক থেকে কার্লসেনকে জেরা শুরু করল ও। 'কিন্তু ভায়াটাস ফসলের জিনে কীটনাশক ঢুকিয়ে দেয়ার চেয়েও বড় কোনও কাজ করছিল।'

'আগেই বলেছি, অনেকগুলো প্রজেক্ট ছিল আমাদের হাতে।'

'জলাশয়ে পাওয়া মমিগুলোর ব্যাপারে বলুন– ওই দেহগুলোতে পাওয়া ছত্রাক সম্পর্কেও বলুন।'

এবার কার্লসেনের আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টিতে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল। 'একটা বায়োটেক কোম্পানি হিসেবে, আমরা প্রতি বছর পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে যোগাড় করা কেমিক্যাল পরীক্ষা করে দেখি। কিন্তু প্রাচীন এই ছত্রাক...' বিস্ময়ের ছোঁয়া ফুটে উঠল তার কথায়। 'বিস্ময়কর ছিল। এটার রাসায়নিক প্রকৃতি এবং জেনেটিক গঠন আমার উদ্দেশ্যের জন্য খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল।'

এক মুহূর্ত দম নিলেন কার্লসেন। পেইন্টার কিছু বলছে না দেখে আগের কথার খেই ধরলেন তিনি। 'মমি হয়ে যাওয়া দেহগুলো থেকে এখনও টিকে থাকা ছত্রাকের বীজগুটি চাষ করি আমরা।'

'এতদিন পরেও সক্রিয় ছিল বীজগুটিগুলো?'

শ্রাগ করলেন কার্লসেন। 'মমিগুলো মাত্র এক হাজার বছরের পুরনো। এর চেয়ে পুরনো মমিতেও জীবিত উদ্ভিদের খোঁজ পাওয়ার নজির আছে। চাষ করা বীজগুটিগুলো পরীক্ষা করে আমরা জানতে পেরেছি, দেহগুলোতে ছত্রাক ঢুকেছিল কীভাবে।'

'কীভাবে ঢুকেছিল?'

'ওই ছত্রাক গলাধঃকরণ করা হয়েছিল। আমাদের ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট জানিয়েছেন যে, মমি হয়ে যাওয়া লোকগুলো অনাহারে মারা গিয়েছিল, যদিও রাই, বার্লি, আর গমে ভর্তি ছিল তাদের পেট। ওদের মৃত্যুর কারণ ওই ছত্রাক। যেকোনও উদ্ভিদের বর্ধন-প্রক্রিয়া সংক্রমিত করে দিতে পারে ছত্রাকটা। শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্যে।'

'কী সেটা?'

'যেসব প্রাণী সংক্রমিত উদ্ভিদ খায়, সেই প্রাণীদের অনাহার করিয়ে মেরে ফেলা।' সবার চোখের ভীত ভাবটা পড়তে পারছেন কার্লসেন। 'এই ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত ফসল অপাচ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ছত্রাকটা প্রাণীর অন্ত্রেও আক্রমণ করে। এটা একটা নিখুঁত কিলিং মেশিন। ছত্রাকটা নিজের পোষককে সেই জিনিস দিয়েই খুন করে, যা খেয়েই বাঁচার কথা ছিল তার।'

'তার মানে আপনি যতই খান, শেষ পর্যন্ত অনাহারেই মরবেন।' মাথা ঝাঁকাল পেইন্টার। 'পোষককে খুন ছত্রাকের লাভ কী?'

মঙ্ক দিল উত্তরটা। 'মৃত জিনিস পচে যাবার একটা কারণ হচ্ছে ছত্রাক। মৃত গাছ, মৃত মানবদেহ– এসব কিছুর পচনের কারণই ছত্রাক। পোষককে মেরে ছত্রাকটা নিজের পুষ্টি আর বেড়ে উঠার বাহক যোগাড় করছিল।'

মমিগুলোর পেটের ভেতর বেড়ে ওঠা মাশরুমগুলোর কথা ভাবলন ক্রো। ল্যাবের ভেতর মঙ্ক যা দেখেছে, সে-কথাও মনে পড়ে গেল তার। ওই একই মাশরুম থেকে গুঁটি উৎপন্ন হচ্ছিল। এভাবেই তাহলে বায়ুবাহিত হয়ে ছত্রাকটা বীজগুটি ছড়িয়ে পড়ে ফসলকে সংক্রমিত করে ফেলে।

কার্লসেন তার মনোযোগ টেনে নিলেন। 'আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, ফসলগুলোকে অপাচ্য করে ফেলেছিল যে রাসায়নিক দ্রব্য, তার নির্যাস বের করে আনা। নির্যাসটা কোনও ফসলের জিনে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে পারলে, ওই ফসলের হজমসাধ্যতা কমে যাবে। এই শস্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে একই ক্যালরি পরিমাণ শক্তির জন্য আগের চেয়ে বেশি খেতে হবে।'

'তাই আবারও,' পেইন্টার বলল, 'খাদ্য সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ থাকবে আপনার হাতে।'

'এবং এমন এক উপায়ে, যা আমাদের হাতের মুঠোয় পুরো নিয়ন্ত্রণ এনে দেবে। জিন দূষিত করে আমরা যেকোনও ফসলের পাচ্যতা ইচ্ছেমতো বাড়াতে-

কমাতে পারব। এটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আর এমন না যে, আমরাই প্রথম এমন জেনেটিক নিয়ন্ত্রণের খোঁজে মাঠে নেমেছি।'

শেষ কথাগুলোর দিকে মনোযোগ দিল পেইন্টার। 'কী বলতে চাইছেন?'

'২০০১ সালে এপিসাইটিক নামে এক বায়োটেক কোম্পানি ঘোষণা দেয় যে, তারা গর্ভনিরোধক ফসলের বীজ ছাড়বে বাজারে। কিন্তু মানুষ উদ্যোগটাকে সহজভাবে নেয়নি। এজন্য এসব কাজ আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে করতে হয়, কেউ যেন বাধা দিতে না পারে। আমরাও তা-ই করছিলাম।'

তা করতে গিয়েই তালগোল পা কিয়ে গেল সবকিছু। পেইন্টার শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আপনাদের নতুন জিএম ফসল তো স্থিতিশীল ছিল না।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন কার্লসেন। 'আমরা যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালো কাজ করেছে ছত্রাকটা। আমরা শুধু উদ্ভিদটার পাচ্যতার বৈশিষ্ট্য কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম– কিন্তু ছত্রাকটা নিজের পূর্ণ ধ্বংস-ক্ষমতা নিয়ে ফিরে এসেছে। ছত্রাকটা নিজের খুন করার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে, ফিরে পেয়েছে মাশরুমের নিজেকে অঙ্কুরিত করার ক্ষমতা। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপারটি হচ্ছে– ফিরে পেয়েছে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য।'

'ব্যাপারটা আপনারা কখন জানতে পারেন?'

'আফ্রিকার প্রজেক্টে নিয়ে কাজ করার সময়।'

'তারপরও আমেরিকা আর বিদেশে বীজ উৎপাদন শুরু করেছেন?'

এবার ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছে কার্লসেনের চেহারায়। 'কাজটা আমাদের প্রজেক্ট লিডার এবং চিফ জেনেটিস্ট-এর জোরাজুরিতে করা হয়েছিল। ও বলেছিল, প্রাথমিক সেফটি টেস্টগুলো সন্তোষজনক, নির্ভয়ে সামনে এগোনো যায়। তাকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি; নিজে কখনও টেস্টের ফল পরীক্ষা করে দেখিনি।'

'কে এই মহিলা?' জিজ্ঞেস করল সিগমা ডিরেক্টর।

জবাবটা গরম্যান আন্দাজ করতে পারছেন– তিক্ত আর কঠোর শোনাল তার গলা। 'ক্রিস্টা ম্যাগনুসেন।'

ভোর ৫:৫২

আইভার কার্লসেন জানেন, সিনেটরের ক্রোধ আর এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কয়েক মুহূর্ত নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চোখ তুলে তাকালেন সামনে। 'সিনেটর ঠিকই বলেছে। ক্রপ বায়োজেনিক্স বিভাগ চালু করার সময় মিস ম্যাগনুসেনকে নিয়োগ দিই আমি। হার্ভার্ড আর অক্সফোর্ডের একগাদা রিকমেন্ডেশন নিয়ে এসেছিল সে। ও যুবতী, মেধাবী, আর উদ্যমী ছিল– তাই ওকে চাকরি দিই আমি। বছরের পর বছর আমাকে ফল এনে দিয়েছে ও।'

'কিন্তু আপনার কাছে ভুয়া পরিচয় দিয়েছে মেয়েটা,' বলল পেইন্টার।

'হ্যাঁ,' আইভার বললেন। 'এক বছর আগে গুরুতর কিছু সমস্যার মুখোমুখি হই আমরা ফ্যাসিলিটিগুলোতে। রোমানিয়ায় অগ্নিকাণ্ড। অন্য একটা ফ্যাসিলিটিতে লুঠ হয়। কয়েকটায় চুরি হয়। তারপরই ক্রিস্টা আমাকে বলে যে, একটা দক্ষ আন্তর্জাতিক সিকিউরিটি সংস্থার সাথে পরিচয় আছে ওর।'

'সংগঠনটার নাম বলেছিল ও?'

'ও বলেছিল সংগঠনটার নাম *দ্য গিল্ড*।'

নামটা শুনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না পেইন্টার। এমনকি চোখের একটা পলকও পড়ল না ওর। তার নিষ্কম্প চেহারা দেখে আইভার কার্লসেন বুঝে গেলেন, গিল্ড সম্পর্কে তার চেয়েও বেশি জানে সামনে বসে থাকা লোকটা।

'পুরো ঘটনাটাই সাজানো ছিল,' পেইন্টার বলল। 'দুর্ঘটনাগুলো, অগ্নিকাণ্ড, চুরি...এসবই গিল্ড করিয়েছে। আপনাকে দরকার ছিল ওদের। তাই ওরা গর্ত খুঁড়ে আপনাকে সেই গর্তে ফেলে– তারপর ওরা নিজেরাই আপনাকে টেনে তুলে সেই গর্ত থেকে। ফলে ধীরে ধীরে ওদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন আপনি।'

বইয়ের খোলা পাতার মতো পুরো ঘটনাটা পড়তে পারছে যেন পেইন্টার।

'আরও বলছি,' কথা চালিয়ে গেল সে। 'সবকিছুতে যখন গণ্ডগোল শুরু হলো... আফ্রিকার টেস্ট ফার্মে...আপনি কার কাছে ছুটে গেলেন?'

'ক্রিস্টা,' আইভার স্বীকার করলেন। 'মিউটেশনের ব্যাপারটা ও-ই রিপোর্ট করে। জানায় যে, শস্য খাবার পর ক্যাম্পের কয়েকজন রিফিউজি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু এর আগেই সারা পৃথিবী জুড়ে ফসলের চাষ শুরু করে দিয়েছিলাম আমরা। ও বলেছিল, পরিস্থিতিটাকে তখনও সামাল দেয়া যাবে, তবে ওর আর ওর সংগঠনকে বিনা বাধায় কাজ করতে দিতে হবে। ও চেয়েছিল আমি যেন মনটাকে পাষাণ করে ফেল। *পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য কয়েকটা প্রাণ চলে গেলেই বা ক্ষতি কী?* এ-কথা বলেছিল মেয়েটা। হায় ঈশ্বর! গর্দভের মতো ওদের সব কথা বিশ্বাস করেছিলাম আমি।'

ভারি হয়ে আসছে আইভারের নিঃশ্বাস। ক্রিস্টার নগ্ন দেহ ভেসে উঠেছে তার চোখের সামনে– মানসচোখে দেখতে পাচ্ছে, তাকে চুমু খাচ্ছে মেয়েটা।

মেয়েটা কীভাবে বোকা বানিয়েছে আমাকে...

পেইন্টার আগের কথার খেই ধরল। 'গিল্ড গ্রামটা ধ্বংস করে দেয় এবং আপনাকে বলে যে, ছত্রাকটার বিস্তার রোধ করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ছত্রাকের শিকার হয়ে মারা যাওয়া কয়েকজন গ্রামবাসীর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে গবেষণা চালায় ওরা। *ওদের মৃত্যুকে বৃথা যেতে দেয়া উচিত হবে না। মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করে যদি কিছু জানা যায় তাহলে বাকিদের বাঁচানো যাবে।* এ-কথা বলে আপনাকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজেদের অপকর্ম জায়েজ করে নেয় গিল্ড। আর ইতিমধ্যে বীজ উৎপাদন শুরু হয়ে যাওয়ায় সময়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

বড় বড় চোখে, হাতের মুঠো পাকিয়ে সিনেটর গরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ছেলে কী দোষ করেছিল?'

আইভার জবাব দিলেন, 'ক্রিস্টা আমাকে বলেছিল, ও জেসনকে ডাটা কপি করতে দেখেছে। ও বলেছিল, জেসন সেই ডাটাগুলো বিক্রি করার জন্য চুরি করেছিল।'

হাতের মুঠো দিয়ে উরুতে ঘুষি মারলেন গরম্যান। 'জেসন কখনও এরকম কিছু করত না।'

'চুরি করা ফাইলগুলোর ই-মেইল দেখিয়েছে ও আমাকে। আমি নিজে খতিয়ে দেখেছি, জেসন ওগুলো প্রিন্সটনের কোনও প্রফেসরের পাঠিয়েছিল।'

'প্রিন্সটন কর্পোরেট এস্পিওনাজে জড়াবে না নিজেদের।'

গরম্যানকে তার ছেলে সম্পর্কে বলতে কষ্ট হচ্ছে আইভারের। 'পাকিস্তানের একটা জঙ্গি সংগঠনের সাথে যে জেসন যোগাযোগ রাখত, তার প্রমাণ ছিল ক্রিস্টার সংগঠনের কাছে। তাই জেসনের কাজ ফাঁস হয়ে গেলে আমাদের কাজও ফাঁস হয়ে যেত। ক্রিস্টা ওর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল, চুপ করাতে চেষ্টা করেছিল ওকে। মেয়েটা বলেছে, জেসন ওর কথায় কান দেয়নি। পালানোর চেষ্টা করেছিল ও। তখন ক্রিস্টার এক লোক ভয় পেয়ে গুলি করে বসে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন গরম্যান।

আইভারও তা-ই করতে চাইছেন, কিন্তু তার সেই অধিকার নেই। ভায়াটাস সিইও জানেন, সিনেটরের সন্তানের রক্ত লেগে আছে তার হাতে।

কার্লসেনের শেষ ভ্রান্ত বিশ্বাসটাও ভেঙে দিল পেইন্টার ক্রো। 'জেসন নির্দোষ ছিল। এসবই মিথ্যে কথা।'

প্রচণ্ড এই ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন কার্লসেন।

'জেসনকে খুন করা হয়েছিল, কারণ ও প্রফেসর ম্যালয়ের কাছে আপনাদের কুকীর্তির তথ্য পাঠিয়েছিল। এজন্যই তাদের দু'জনকে খুন করা হয়। ফসলের অস্থিতিশীলতার প্রমাণ গাপ করে দেয়ার জন্য। গিল্ড চায়নি, ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাক।'

কঠোর চোখে আইভারের দিকে তাকাল ডিরেক্টর ক্রো। 'তথ্যটা ফাঁস হয়ে যাবার পর, একটা বলির পাঁঠা দরকার হয়ে পরেছিল ওদের। আপনাকে স্ভালবার-এ খুন করার পর, আপনার পরিশ্রমের ফসল নিয়ে ভাগত ওরা। বায়োওয়েপন আর যে ছত্রাক ইতিমধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তার নিয়ন্ত্রণ– দুটোই চলে যেত ওদের হাতে। দূষিত ফসলের সমস্ত দায় পড়ত মৃত সিইও-র ঘাড়ে। আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আরামসে খাওয়ার যোগাড়যন্ত্র করে ফেলেছিল গিল্ড।'

ঠাণ্ডা ঘামের একটা ধারা নেমে গেল আইভারের পিঠ বেয়ে।

'শেষ একটা প্রশ্ন আছে আমার,' কথা চালিয়ে গেল পেইন্টার। 'এই প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পাইনি আমি।'

টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ বিছাল ও। পরিচিত একটা সিম্বল আঁকা কাগজটাতে।
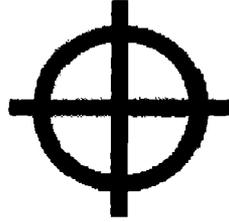
একটা বৃত্ত আর একটা ক্রুশ।

কাগজটায় টোকা মারল পেইন্টার। 'গিল্ড জেসন আর প্রফেসর ম্যালয়কে খুন করেছে কেন বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ভ্যাটিকান প্রত্নতাত্ত্বিককে খুন করল কেন? তার খুনের সাথে গিল্ডের প্যানের কী সম্পর্ক?'

সকাল ৬:১২

পেইন্টার জানে, যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বেন সিইও। তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, ফ্যাঁসফেঁসে হয়ে গেছে গলার স্বর। কতটা নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে, উপলব্ধি করতে পেরে ভেঙে পড়েছেন একেবারে।

কিন্তু লোকটার জন্য বিন্দুমাত্র করুণা বোধ করছে না ও।

খুব নিচু গলায় তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন কার্লসেন। 'ফাদার জিওভান্নি দু'বছর আগে তার গবেষণায় অর্থ সাহায্যেও জন্য আমাদের কর্পোরেশনের কাছে আসেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জলাভূমিতে পাওয়া মমি হয়ে যাওয়া মৃতদেহগুলো খ্রিস্টান আর প্যাগানদের মধ্যকার পুরনো যুদ্ধের শিকার। তিনি বিশ্বাস করতেন, ফসলগুলো দূষিত করতে এবং গ্রামগুলো উজাড় করে দেয়ার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল ওই ছত্রাক। আর গোপন এই যুদ্ধাস্ত্র দ্য ডুমসডে বুক নামক মধ্যযুগীয় কোনও পাণ্ডুলিপিতে সাংকেতিক অক্ষরে লেখা আছে। তার তথ্য প্রমাণগুলো বেশ বিশ্বাসযোগ্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, ছত্রাকটার ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য কোনও প্রতিষেধক আছে। জমি এবং মানবদেহ থেকে এই ছত্রাক সরিয়ে ফেলার কোনও ওষুধও আছে বলে বিশ্বাস করতেন তিনি।'

'আর ওই প্রতিষেধক খোঁজার জন্য তাকে অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন আপনারা?'

'হ্যাঁ। ক্ষতি কী ছিল? ভেবেছিলাম, ভদ্রলোক এমন কোনও নতুন কেমিক্যাল আবিষ্কার করতে পারবেন যা আমাদের কাজে লাগবে। কিন্তু যখন আমরা সন্দেহ

করতে শুরু করলাম যে, আমাদের নতুন ফসল অস্থিতিশীল, তখন জানতে পারলাম ফাদার জিওভান্নি যুগান্তকারী একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছেন। একটা আর্টিফ্যাক্ট খুঁজে পান তিনি। তার বিশ্বাস ছিল, জিনিসটা তাকে হারানো চাবির কাছে নিয়ে যাবে।'

এবার ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে গেল পেইন্টারের কাছে। 'এমন কোনও প্রতিষেধকের অস্তিত্ব থাকলে তো আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'ক্রিস্টার ওপর তার দাবির সত্যতা যাচাই এবং আর্টিফ্যাক্টটা রক্ষার ভার দিই আমি।' চোখ মুদলেন আইভার। 'ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।'

'কিন্তু যাজক পালালেন।'

কার্লসেন নড করলেন। 'কী হয়েছিল আমি জানি না। উনি ফোনে শুধু ক্রিস্টার সংগঠনকে নিয়ে কিছু একটা বলেছিলেন। আর আফ্রিকার বিপর্যয়টার পর, আর্টিফ্যাক্টটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয় আমাদের। যদি প্রতিষেধক থাকার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও থাকে...'

'কিন্তু জিনিসটা হারিয়ে ফেলেন আপনারা। ফাদার জিওভান্নিকে খুন করা হয়।'

'বিস্তারিত জানতে পারিনি আমি। আফ্রিকার বিপর্যয়ের পর আমাকে আগুন নিভাতে ছুটতে হয়। ফাদার জিওভান্নির দাবির সত্যতা যাচাইয়ের ভার গিল্ডের কাঁধে দিয়ে যাই আমি।'

'ওদের কাজ কেমন চলছে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'শেষবার যখন ক্রিস্টার সাথে আমার কথা হয়, তখন ও বলেছিল আরেকটা দল নাকি খুঁজছে চাবিটা।'

নিশ্চয়ই গ্রে'র টিম, পেইন্টার ভাবল।

'ক্রিস্টা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে ওই দলে নাকি গিল্ডের চর আছে।'

কথাটা শুনে ঠাণ্ডা হয়ে গেল পেইন্টারের সারা শরীর।

গিল্ড যদি গ্রে'র টিমে ঢুকে পড়ে...

ওদের যেকোনও উপায়ে সাহায্য করার উপায় খুঁজছে ও মনে মনে। কিন্তু ওরা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে, তা-ই তো জানে না সে। ওদের জন্য কিছুই করার নেই তার।

সবকিছু নিজেদের মতো করে সামলাতে হবে গ্রে'র টিমকে।

২৮

অক্টোবর ১৪
দুপুর ১২:১৮
থোওয়া, ফ্রান্স

জেল ভাঙার জন্য লাইব্রেরি খুব একটা সুবিধার জায়গা না।

কিন্তু কোথাও না কোথাও থেকে কাজটা শুরু তো করতে হবে!

র‍্যাচেলের সাথে একটা ডেস্ক ভাগাভাগি করে বসেছে গ্রে। একগাদা বই স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ওদের দু'জনের চারপাশে। থোওয়া-রআধুনিক এই লাইব্রেরির উঁচু জানালার ফাঁক গলে ভেতরে আসছে সূর্যের আলো।

১৬৫১ সালে একটা কনভেন্টে স্থাপিত হয় এই লাইব্রেরিটা। ফ্রান্সের সবচেয়ে পুরনো লাইব্রেরিগুলোর একটা এটি। ক্লেয়ারভো অ্যাবে'র আসল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো এই লাইব্রেরির আসল সম্পদ। ফরাসি বিপবের পর, পুরো অ্যাবের লাইব্রেরি নিরাপত্তার জন্য থোওয়া-তে স্থানান্তরিত করা হয়।

'নেপোলিয়ন অ্যাবে-টাকে জেলখানায় পরিণত করেন,' চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বলল গ্রে।

প্যারিস থেকে এখানে পৌঁছার পর, পুরো সকালটা অ্যাবে আর এখানকার সন্ন্যাসীদের নিয়ে পড়াশুনা করছে ওরা লাইব্রেরিতে বসে। ইংল্যান্ড ছাড়ার পর বলতে গেলে ঘুমানোর সুযোগই পায়নি ওরা।

সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, কিন্তু এখন একসাথে দুটো চ্যালেঞ্জ সামলাতে হচ্ছে গ্রে'কে: ক্লেয়ারভো জেলখানার হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষে কীভাবে পৌঁছাবে, এবং ওখানে পৌঁছার পর কী খুঁজবে। তাই আর কোনও উপায় দেখে, আরও তথ্য জানার জন্য কাজ ভাগ করে নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওরা।

র‍্যাচেল আর ওয়ালেসের সঙ্গে থোওয়া-তে এসেছে গ্রে। শহরটা জেলখানা থেকে মাত্র এগারো মাইল দূরে। অ্যাবে সম্পর্কিত সবচেয়ে সমৃদ্ধ ইতিহাসে ভাণ্ডার আছে এখানকার লাইব্রেরিতে। অনুসন্ধান-কাজ দ্রুত করার জন্য কাজ ভাগ করে নিয়েছে গ্রে'রা। র‍্যাচেল তথ্য খুঁজছে সেইন্ট ম্যালাকি'র জীবন, মৃত্যু, এবং পুরনো অ্যাবেতে তাকে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে। ওয়ালেস একজন ক্লার্কের সঙ্গে সংরক্ষিত গ্র্যান্ড স্যালুনে গিয়ে ঢুকেছেন ম্যালাকি'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেইন্ট বার্নার্ডের ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করতে।

মূল অ্যাবে'র বিস্তারিত স্থাপত্য-কৌশলের দিকে নজর দিল গ্রে। ওর সামনে ১৮৫৬ সালের একটা বই খোলা। মূল অ্যাবের পরিপার্শ্বের একটা ম্যাপ পেয়েছে ও বইটায়।

উঁচু একটা প্রাচীর ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। সাথে জায়গাটার নিরাপত্তা জোরদার করেছে বেশকিছু ওয়াচটাওয়ার। ভেতরের এলাকা দুই ভাগে বিভক্ত। ফুল ও ফলের বাগান, আর কয়েকটা মাছের পুকুর নিয়ে গড়ে উঠেছে পুব অংশ। পশ্চিম অংশ গড়ে উঠছে বার্ন, আস্তাবল, কসাইখানা, ওয়ার্কশপ, এবং কিছু গেস্টহাউস নিয়ে। এ-দুই অংশের মাঝখানে চার্চ, আশ্রম, সাধারণ কয়েকটা দালান, এবং কিচেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাবে'টা।

ম্যাপটায় কিছু একটা আছে, যা বার-বার টেনে নিচ্ছে গ্রে'র মনোযোগ। কিছুতেই সে ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। গত আধঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অ্যাবের ধ্বংসাবশেষটার ম্যাপ দেখছে সিগমা কমান্ডার। কালের ঠোকর খেয়ে কেবল কয়েকটা বার্ন, কয়েকটা ভাঙা দেয়াল আর দালান, এবং মূল আশ্রমের ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে এখনও।

তবে গ্রে'র মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ফরাসিতে *লা গ্র্যান্ড ক্লোয়াথো* নামে পরিচিত বিরাট আশ্রমটা। পুরনো অ্যাবে একসময় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, বড় আশ্রমটা তার পাশেই। এবং এই চার্চের নিচেই শুয়ে আছেন সেইন্ট ম্যালাকি।
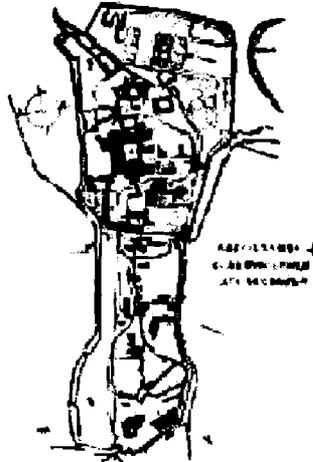
কিন্তু তার দেহাবশেষ কি এখনও আছে ওখানে? এটা আরেকটা দুশ্চিন্তার বিষয়। র‍্যাচেলের দেয়া তথ্য অনুসারে, ফরাসি বিপবের পর, ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে উধাও হয়ে যায় সেইন্ট ম্যালাকি'র কবর।

আরেকটা প্রশ্ন গ্রে'কে খুঁচিয়ে চলছে ক্রমাগত।

'নেপোলিয়ন অ্যাবে-টাকে জেলখানায় বদলে ফেলেছিলেন কেন?'

ওয়ালেস ফিরছিলেন স্যালুন থেকে, এমন সময় গ্রে'র স্বগতোক্তি শুনতে পেলেন তিনি। 'কাজটা খুব অস্বাভাবিক কিছু না,' বসতে বসতে ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

'মধ্যযুগের অনেক অ্যাবেকেই জেলখানা বানানো হয়েছিল পরবর্তীতে। অ্যাবেগুলোর নির্মাণশৈলীই এমন যে এগুলোকে জেলখানা বানানো খুবই সহজ।'

'কিন্তু ফ্রান্সের বাকি সব অ্যাবে ছেড়ে এটাকে বেছে নিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। তিনি কি কিছু রক্ষা করছিলেন?'

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিলেন ওয়ালেস। 'ইউরোপের নবজাগরণ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রপথিক ছিলেন নেপোলিয়ন। নতুন বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি, কিন্তু পুরনো সংস্কারের প্রতিও তীব্র আকর্ষণ ছিল তার। মিশরের অভিযান থেকে ফেরার সময় একদল পণ্ডিত নিয়ে ফিরেন তিনি, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদগুলো মেরামত করার জন্য। তিনি যদি অ্যাবেতে লুকানো কোনও নিষিদ্ধ জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি হয়তো ওটা আরও ভালোভাবে লুকানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশেষ করে, তিনি যদি জ্ঞানটাকে তার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করে থাকেন।'

'অভিশাপটার মতো,' ডুমসডে বুক-এ লেখা কথাটা মনে পড়ে গেল গ্রে'র।

নেপোলিয়ন কি কোনওকিছুর ভয়ে জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছিলেন?

তা-ই যেন হয়। নেপোলিয়ন যদি ডুমসডে কী সেইন্ট ম্যালাকি'র কবরে লুকিয়ে রাখেন, তাহলে হয়তো এখনও ওখানেই আছে জিনিসটা।

আর কোনও ভুল পদক্ষেপ নেয়া চলবে না।

ফুরিয়ে আসছে র‍্যাচেলের হাতের সময়। গত কয়েক ঘণ্টার ধকলে জ্বর এসে গেছে ওর। মেয়েটার কপাল পুড়ে যাচ্ছে গরমে, কিন্তু ওর প্রচণ্ড শীত লাগছে। এই দিনের বেলাতেও সোয়েটার পরে আছে ও।

ভুলের মতো বিলাসিতা করার সুযোগ নেই গ্রে'র...

...অথবা র‍্যাচেলের।

হাতের ঘড়ির দিকে চাইল গ্রে। সেইচান আর কোয়ালস্কির চলে আসার কথা এক ঘণ্টার মধ্যে। জেলখানাটায় কোনও খুঁত বের করা যায় কি না, সেজন্য রেকি করতে গেছে ওরা দু'জন। টাইট সিকিউরিটি গলে ভেতরে ঢোকার দায়িত্ব সেইচানের ওপর দিয়েছে গ্রে। যাবার সময় মেয়েটার চেহারায় অনিশ্চয়তার মেঘ খেলা করতে দেখেছে সে।

বই রেখে উঠে পড়ল র‍্যাচেল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর ত্বক, চোখ দুটো লাল, ফোলা ফোলা। 'কিছু পাইনি আমি,' হাড় মেনে নিল ও। 'ম্যালাকি'র মতো একজন আইরিশ আর্চবিশপকে কেন ফ্রান্সে কবর দেয়া হয়েছিল, জানতে পারিনি। একটা তথ্যই জানতে পেরেছি শুধু– বার্নার্ড তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আসলে, এখানে লেখা আছে যে বার্নার্ডকেও ক্লেয়ারভো-তে ম্যালাকির সাথে কবর দেয়া হয়েছিল।'

'কিন্তু তাদের দেহ কি এখনও আছে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'যা যা পড়েছি, তা থেকে জানা গেছে ওখান থেকে কখনও সরানোই হয়নি দেহ দুটো। কিন্তু ফরাসি বিপবের পরের ইতিহাস গায়েব হয়ে গেছে।'

ওয়ালেসের দিকে ফিরল গ্রে। 'বার্নার্ডের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেন?'

'কয়েকটা বিষয়। নাইট টেম্পলারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বার্নার্ডের। এমনকি টেম্পলারদের নিয়ম-কানুনও ঠিক করতেন তিনি। দ্বিতীয় ক্রুসেডেও মদদ যোগান তিনি।'

তথ্যগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে গ্রে। নাইট টেম্পলাররা অনেক গোপন রহস্যের পাহারাদার ছিল বলে ধারণা করা হয়। এটাও কি তেমনই একটা রহস্য?

কথা চালিয়ে গেলেন ওয়ালেস। 'কিন্তু একটা তথ্য বাকি সব তথ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। একটা মিরাকলের গল্প। এখানে একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটার গল্প প্রচলিত আছে। বলা হয় যে, একটা সংক্রামক রোগে মৃত্যুশয্যায় চলে গিয়েছিলেন বার্নার্ড। কিন্তু তিনি ভার্জিন মেরি'র মূর্তির সামনে প্রার্থনা করতেই মূর্তিটা থেকে দুধের ধারা বেরিয়ে এসে সুস্থ করে তোলে তাকে। ঘটনাটা *ল্যাকটেশন মিরাকল* নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে গল্পের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং অংশ হচ্ছে, যে মূর্তি থেকে দুধ বেরিয়েছিল সেটা ছিল একটা ব্যাক ম্যাডোনা।'

ধাক্কাটা হজম করতে একটু সময় লাগল গ্রে'র। 'একটা ব্যাক ম্যাডোনা সুস্থ করে তোলে তাকে...'

'গল্পটা পরিচিত লাগছে, তাই না?' ওয়ালেস বললেন। 'গল্পটা হয়তো রূপক। আমি জানি না। তবে ম্যালাকির মৃত্যুর পর, ব্যাক ম্যাডোনার গুরুত্বপূর্ণ উপাসকে পরিণত হন বার্নার্ড।'

'মিরাকলটা এখানেই ঘটেছিল।'

'হ্যাঁ। গল্পটা হয়তো ইঙ্গিত দেয় যে, কালো রানির মৃতদেহ এখানে ক্লেয়ারভো-তে নিয়ে আসা হয়েছে– চাবিটা সহ।'

গ্রে প্রার্থনা করল, প্রফেসরের কথা যেন ঠিক হয়। তবে তার অনুমানের সত্যতা যাচাইয়ের একটা উপায়ই আছে।

জেলখানাটায় যেতে হবে ওদের।

দুপুর ১২:৪৩
ক্লেয়ারভো, ফ্রান্স

বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে সেইচান।

হাইকিং গিয়ার পরেছে ও, গলায় বিনোকিউলার ঝুলানো। ওকে দেখলে যে কেউ ভাববে হাইক করতে বেরোনো কোনও যুবতী। একটা সিগ সয়্যার এনেছে সঙ্গে।

ভূতপূর্ব আশ্রমটা দুটো বনে ছাওয়া রিজের মাঝে একটা উপত্যকায় অবস্থিত।

পুরো ক্লেয়ারভো'কে কেন্দ্র করে এক চক্কর মেরেছে সেইচান। গার্ড টাওয়ার, দেয়ালের সারি, স্টিলের খুঁটি, আর রেজরের মতো ধারাল কনসার্টিনা তারের স্তূপ– সবকিছুর অবস্থান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে ও।

জায়গাটা রীতিমতো একটা দুর্গ।

তবে কোনও দুর্গই অভেদ্য নয়।

ইতিমধ্যে একটা বুদ্ধি ঘুরছে ওর মাথায়। ইউনিফর্ম, পাস আর ফ্রেঞ্চ পুলিসের একটা ট্রাক লাগবে ওদের। কোয়ালস্কিকে বা-সু-উবে-এর পাশের একটা গ্রামের ইন্টারনেট ক্যাফেতে রেখে এসেছে ও। গিল্ডের একটা সোর্সের সাহায্যে এখানকার বন্দি আর পাহারাদার দুই পক্ষেরই ছবি সহ নামপরিচয় যোগাড় করছে ও। সেইচান নিশ্চিত, কালকের মধ্যে ও সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে। সকালের ভিজিটিং আওয়ারে ওদের এক বা দু'জন ঢুকে যেতে পারবে ভেতরে। বাকিদের ট্রাকে করে ভুয়া পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঢুকতে হবে।

তারপরও কিছু সমস্যা থেকে যায়। ভেতরে কতক্ষণ থাকতে হবে ওদের? ওখান থেকে বের হবে কীভাবে? ভেতরে অস্ত্রই বা পাবে কোথায়?

আচমকা একটা সাদা ওক গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল ও ঝট করে। কিছু দেখতে না পেলেও লুকানোর প্রয়োজনীয়তা জানান দিয়েছে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

ছোটবেলা থেকে কঠোর প্রশিক্ষণ পেতে পেতে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে সেইচানের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই অ্যান্টেনার মতো কাজ করে ওর পুরো দেহ। এবারও কোনও ব্যতিক্রম হয়নি, ঘাড়ের কাছে একটা শিরশির অনুভূতি বিপদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়েছে ওকে।

পিছনে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি শুনে শ্বাস আটকে ফেলল সেইচান। সামনে সড়সড় শব্দ উঠল গাছের ডালে। গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল ও এবার।

অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে।

সেইচান জানে, ফ্রান্স থেকেই ফেউ লেগেছে ওদের পিছনে। ইংল্যান্ড ছাড়ার আগে, নিজের কন্ট্যাক্টের কাছে রিপোর্ট করেছিল ও। ম্যাগনুসেন জানত ওদের গন্তব্য।

কিন্তু ও নিশ্চিত, কোয়ালস্কিকে যে গ্রামে রেখে এসেছে, সেই গ্রামের পর থেকে আর কেউ ওর পিছু আসেনি।

তাহলে এই বনে হাজির হওয়া লোকগুলো কারা?

অপেক্ষা করছে ও। আবার মর্মরধ্বনি শোনা গেল পিছনে। শব্দটা যেখান থেকে আসছে, মাথার ভেতর সেই জায়গাটা গেঁথে নিল ও। তারপর উঁকি মেরে তাকাল সেদিকে। রাইফেল কাঁধে একটা লোককে দেখতে পেল, পরনে ক্যামোফ্লাজ, দেখেই বোঝা যায় মিলিটারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। হাতটা সামনে ঝাড়া মারল সেইচান। একটা স্টিলের ড্যাগার ছুটে গেল ওর আঙুলের ডগা থেকে। হালকা শিস তুলে, কয়েকটা পাতা কেটে সামনে ছুটল ড্যাগারটা, তারপর আততায়ীর বাঁ চোখে গিয়ে বিঁধল থ্যাচ করে।

চিৎকার দিয়ে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

বড় বড় চারটা লাফ দিয়ে ঘাতকের কাছে চলে গেল সেইচান। ড্যাগারের হাতলে ঠেকাল হাতের তালু, তারপর ধাক্কা মেরে ড্যাগারটা পৌঁছে দিল একদম মস্তিষ্ক পর্যন্ত।

দৌড়ের গতি না কমিয়ে লোকটার রাইফেল কেড়ে নিল সেইচান।

রিজের কাছে একটা বোল্ডার আছে। জায়গাটা রেকি করার সময় পুরো এলাকার একটা ম্যাপ এঁকে নিয়েছে ও মাথার মধ্যে। বোল্ডারটার কাছে পৌঁছে পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল ও। রাইফেলের স্কোপে চলে গেছে ওর চোখ।

তীক্ষ্ণ শিস কেটে ওর মাথার কাছে বোল্ডারে খাবলা মারল বুলেট।

কোনও গুলির আওয়াজ পায়নি ও। রাইফেলের টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে টার্গেট খুঁজছে মেয়েটার চোখ। সামনের গাছের ছায়ায় একটা অবয়ব নজরে এল, এক মুহূর্ত সময় নিয়ে টার্গেট ঠিক করে টিপে দিল ট্রিগার।

আঙুল ফোটালে যতটা আওয়াজ হয়, তারচেয়ে বেশি শব্দ করল না রাইফেল।

পড়ে গেল একটা দেহ। টুঁ শব্দটাও করেনি। ঠিক মাথায় গিয়ে লেগেছে গুলিটা।

উঠে দাঁড়াল সেইচান।

ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা আছে এখনও।

রিজের কিনার ধরে দৌড়াচ্ছে ও। তৃতীয় আততায়ীর লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। পুরো এলাকার ম্যাপ আঁকা আছে ওর মাথায়।

ও যদি বনের এই অংশে অ্যাম্বুশটার ফাঁদ পাতত, তাহলে সামনের একটা লোভনীয় নিরাপদ জায়গায় লুকাত। একটা বাজ-পড়া মরা ওক গাছের ফাঁপা কাণ্ড। খুব সহজেই কাণ্ডটার ফাঁপা অংশে একজন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারবে। মারা পড়া ঘাতক দু'জন নিশ্চয়ই শিকারকে ফাঁদে ঢুকে পড়তে দেখে অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। এজন্যই নিজেদের অবস্থান নিয়ে যতটা দরকার ছিল, ততটা সতর্ক

হয়নি। শিকার মেয়ে বলেও কাজে ঢিল দিয়েছিল আততায়ীরা, ওর কাছ থেকে এমন দক্ষতা আশা করেনি গাধাগুলো।

মরা গাছটার পিছনে চলে এসেছে ও। একটা পাতা বা ডালের ওপর পা না ফেলে নিঃশব্দে মরা গাছটার কাছে চলে এল সে।

মরা ওক গাছ থেকে এক ইঞ্চি তফাতে রাইফেল ধরে ফাঁপা অংশের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিল গুলি। বিস্ময় আর যন্ত্রণামাখা চিৎকার দিয়ে একটা দেহ বেরিয়ে এল গাছের ফাঁপা কাণ্ডটা থেকে। ড্যাগার হাতে ঘাতকের কাছে চলে এল ও।

শক্তপোক্ত দেহ লোকটার, মুখভর্তি কুচকুচে কালো দাড়ি। মরণের টানে আরবিতে শাপশাপান্ত করছে লোকটা। ঘাতকের গলায় ড্যাগার ঠেকাল ও। লোকটাকে জেরা করলে জানা যাবে কে পাঠিয়েছে ওদের অ্যাম্বুশ করতে। মুখ খোলানোর পদ্ধতি জানা আছে ওর।

কিন্তু লোকটার স্বরতন্ত্রের ঠিক নিচে চালিয়ে দিল ও ছুরিটা, তারপর লাথি মারল লোকটার মুখে। জেরা করার দরকার নেই। ও জানে, কে পাঠিয়েছে লোকগুলোকে।

কিছু একটা বদলে গেছে। ওকে খুন করার আদেশ পাঠিয়েছে ম্যাগনুসেন।

গ্রে আর অন্যদের কথা মনে পড়ে গেল ওর। পার্কিং লটের দিকে ছুটল সেইচান। ওদের কোনও ধারণা নেই।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফোনটা বের করে আনল সেইচান। ডায়াল করল মুখস্থ নাম্বারটায়।

ওপাশ থেকে ফোন তোলা হলে সমস্ত রাগ নিঙরে দিল ও। 'তোমার অপারেশন! জেনে রাখ, ব্যর্থ হয়েছে!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল ও।

দুপুর ১:২০

বা-সু-উবে'র কেন্দ্রে একটা হোটেলের বাগানে ওয়ালেসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাচেল, এই হোটেলেই রুম বুক করেছিল সেইচান আর কোয়ালস্কি । ঘড়ি দেখছে ও। *এতক্ষণে তো কোয়ালস্কি আর সেইচানের চলে আসা কথা।* একসাথে লাঞ্চ করার কথা সবার।

বার-বার রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে র‍্যাচেলের চোখ। ওর মাথা ভারি হয়ে আসছে, জ্বলে যাচ্ছে গলা, জ্বরের অবস্থা আরও অবনতির দিকে। শেষমেশ একটা চেয়ারে বসে পড়ল মেয়েটা।

এমন সময় লবি থেকে ফিরে এল গ্রে। মাথা নাড়ল ও। 'রুমের চাবি বুঝে নেয়নি কেউ।' কথাটা বলতে বলতেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় র‍্যাচেলকে বসে থাকতে দেখল সে। 'কেমন লাগছে তোমার?'

কোনও কথা না বলে শুধু মাঠ ঝাঁকাল র‍্যাচেল।

গ্রে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। র‍্যাচেল জানে, ভাবছে ও। জেলখানায় ঢোকার একটা খসড়া প্ল্যান করেছে সেইচান। কাল সকালে ওরা জেলখানায় ঢুকবে। গে নিশ্চয়ই ভাবছে প্ল্যানটা সফল হবে কি না।

আচমকা রাস্তা পেরিয়ে, বাগানের গেইট দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ভেতরে ঢুকল সেইচান। চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে ও। মেয়েটা বিড়ালের মতো সতর্ক থাকে সবসময়।

ওদের দিকে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল। 'কোয়ালস্কি কোথায়?'

'আমি তো ভেবেছি তোমার সঙ্গে আছে ও,' জবাব দিল গ্রে।

'বনে রেকি করতে যাওয়ার সময় কিছু রিসার্চ করতে দিয়ে গিয়েছিলাম ওকে।'

'কী! কোয়ালস্কিকে রিসার্চ করতে দিয়েছ?'

আরেকটা ব্যাখ্যা করল সেইচান। 'খুব সহজ কাজ। আমি বলে দিয়েছিলাম কীভাবে কী করতে হবে– একটা বানরও করতে পারবে কাজগুলো।'

'তবুও, লোকটা কোয়ালস্কি।'

'ওকে খুঁজতে যাওয়া উচিত আমাদের,' বলল সেইচান।

'ও নিশ্চয়ই লাঞ্চ করার জন্য কোনও বারে ঢুকে পড়েছে। বারে লাঞ্চ গেলা শেষ হলে এমনিতেই এখানে চলে আসবে ও। আজ আমরা কী কী জানতে পারলাম, তা নিয়ে কথা বলি এসো।' ইশারায় র‍্যাচেলের টেবিল দেখাল গ্রে।

সিদ্ধান্তটায় খুব একটা খুশি হতে পারল না বোধহয় সেইচান। কয়েক মুহূর্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর টেবিলে গিয়ে বসল মেয়েটা।

আগামীকালের প্ল্যান নিয়ে ওকে প্রশ্ন করতে শুরু করল গ্র। নিচু গলায় কথা বলছে সবাই, একসাথে লেগে গেছে সবার মাথা। ওদের যা যা লাগবে, সেইচান সেসব যন্ত্রপাতির নাম বলা শুরু করতে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল র‍্যাচেল। একশো একটা গলদ ধরা পড়তে পারে।

ওর মাথাব্যথা বাড়তে বাড়তে এখন ডান চোখের নিচে ছুরির মতো খোঁচাচ্ছে। ব্যথার চোটে বমি বমি লাগছে ওর।

কথা বলায় একবিন্দু ছেদ পড়তে না দিয়ে ওর হাত চেপে ধরল গ্রে। আশ্বস্ত করছে ওকে।

সেইচান ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে, তাকিয়ে আছে ও গ্রে'র হাতের দিকে। আচমকা রাস্তার দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি, দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছে চোখেমুখে। আক্রমণের আগে চিতা যেরকম করে, ঠিক সেভাবে একদম নিশ্চল হয়ে গেল ও।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই। লোকটা কোয়ালস্কি। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে ওদের কাছে চলে এল সে।

'দেরি হয়ে গেছে তোমার,' ধমক লাগাল গ্রে।

কোয়ালস্কি ওর ধমকে পাত্তা না দিয়ে চোখ পাকাল শুধু।

আগামীকালের প্যনের কথায় ফিরে গেলেন ওয়ালেস। 'কাজটা অনেক কঠিন হবে। নিখুঁত টাইমিং আর ভাগ্যের প্রচুর সহায়তা লাগবে। তারপরও আমার সন্দেহ হচ্ছে অ্যাবের ধ্বংসস্তূপগুলোর ভেতরে কতটা কী করতে পারব।'

'তাহলে আমরা ওখানে ঘুরতে যাচ্ছি না কেন, অ্যাঁ?' টেবিলের ওপর একটা ব্রোশার ফেলে জিজ্ঞেস করল কোয়ালস্কি।

টুরিস্ট প্যাম্ফলেটটার দিকে নজর চলে গেল সবার।
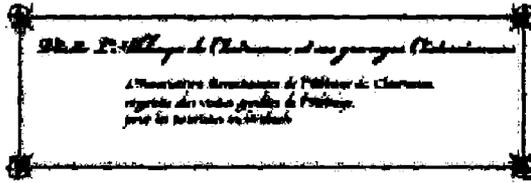
প্যাম্ফলেটের ফ্রেঞ্চ লেখাটুকু অনুবাদ করে দিল র‍্যাচেল। 'দ্য রেনেসাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্লেয়ারভো অ্যাবে জেলখানায় টুর পরিচালনা করে। প্রতিদিন দু'বার জেলখানায় টুরিস্ট নিয়ে যায় ওরা। খরচ দুই ইউরো। আজকের দিনের দ্বিতীয় টুরটা আর এক ঘণ্টার মধ্যে।'

ওয়ালেস ব্রোশারটায় টোকা মারলেন। 'এত কম সময়ে সবকিছু ভালো করে দেখতে পারব না, তবে মোটামুটি একটা ধারণা পাব জায়গাটা সম্পর্কে।'

তার সঙ্গে একমত হলো গ্রে। 'ভেতরের সিকিউরিটি সম্পর্কেও একটা ধারণা পাব।'

'কিন্তু এই টুরে,' সাবধান করে দিল সেইচান, 'আমাদের সার্চ করে হবে। কোনও অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে পারব না।'

'কেউ নেবেও না,' আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল গ্রে।

দুপুর ২:৩২

কুন্তীটা বেঁচে গেছে।

খোওয়া থেকে চার কিলোমিটার দূরে, ঘাসে ছাওয়া সবুজ মাঠে লুকিয়ে রাখা হেলিকপ্টারগুলো দিকে এগোচ্ছে ক্রিস্টা। ইউরোকপ্টার সুপার পুমা থেকে চুরি করা হেলিকপ্টার দুটো ইতিমধ্যেই মিশনের জন্য প্রস্তুত করে ফেলা হয়েছে। আঠারোজন কমব্যাট গিয়ার পরিহিত লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর আদেশের অপেক্ষায়। টেকনিশিনিয়ানরা দুটো যান্ত্রিক ফড়িংই ভর্তি করে দিয়েছে প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে।

ওর এক লোক জানিয়েছে, নড়াচড়া শুরু করেছে টার্গেটরা। অ্যাবের ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করার জন্য জেলখানায় চলেছে প্রতিপক্ষ। সেইচানকে আগেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ও। মেয়েটা বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। তবে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র আর লোকবল আছে ক্রিস্টার হাতে।

আগের কাজ আগে।

আর্টিফ্যাক্টটা আগে হাতিয়ে, বাকিদের খতম করে দিতে আদেশ দেয়া হয়েছে ওকে। ও-ও তা-ই করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ বিপর্যয়টার পর বুঝতে পারছে, সংগঠনে কতটা নাজুক হয়ে পড়েছে ওর অবস্থান। ফোনে বলা শীতল কথাগুলোর পিছনের হুমকিটা মনে পড়ল ওর। এখানেও ব্যর্থ হলে শেষ হয়ে যাবে ও। এটাও জানে যে, অল্পতেই আর খুশি করা যাবে না উপরঅলাকে।

এশেলনকে খুশি করার জন্য বড়সড় কোনও জিনিস চাই। ডুমসডে কী-টা হাতাতে হবে ধ্বংসাবশেষ থেকে।

একমাত্র চাবিটাই গিল্ডে ওর আগের অবস্থান ফিরিয়ে দিতে পারে।

সে-কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতিতে একবিন্দু ঘাটতি রাখেনি ক্রিস্টা। জেলখানায় নিরস্ত্র অবস্থায় তেলাপোকার মতো টিপে টিপে মারবে ও সবকটাকে।

দলবলকে কপ্টারে উঠতে ইশারা করল ও।

সেইচান কুন্তীটাকে সদলবলে গুঁড়িয়ে দেয়ার সময় হয়েছে।

২৯

অক্টোবর ১৪
দুপুর ২:৪০
ক্লেয়ারভো, ফ্রান্স

জেলখানায় লৌহ-কঠিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বলয় পার হতে হলো গ্রে'দের ভেতরে ঢোকার আগে। প্রথমে পাসপোর্টগুলো জমা নিয়ে নেয়া হলো, পকেট সার্চ করা হলো, তাপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরীক্ষা করা হলো মেটাল ডিক্টেটর দিয়ে। পুরো ফ্যাসিলিটি জুড়ে রাইফেল, ব্যাটন, এবং হোলস্টারে অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে গার্ডরা। বাইরের চত্বরে প্রহরী কুকুর নিয়ে চক্কর মারছে আরও বেশি লোক।

'যাক, ছিদ্র পর্যন্ত সার্চ করেনি ব্যাটারা,' শেষ চেকপয়েন্ট পার হয়ে ক্ষোভ ঝেড়ে বলল কোয়ালস্কি।

'সামনে করবে,' গ্রে সতর্ক করে দিল ওকে।

ওর দিকে খর দৃষ্টিতে তাকাল কোয়ালস্কি।

'এই পথে,' হাতের ফিকে লাল রঙের ছাতা দুলিয়ে বলল ওদের ষাটোর্ধ মহিলা গাইড। মহিলার পরনে খাকি প্যান্ট, পাতলা একটা সোয়েটার, আর একটা বারগুন্ডি জ্যাকেট। বয়স লুকানোর কোনও চেষ্টাই করেননি তিনি। দৃষ্টিতে কঠোরতা, মুখে হাসি নেই– রামগরুড়ের ছানা যেন।

একটা হল পেরিয়ে, ভেতরের কোর্টইয়ার্ডে দুটো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা মহিলার পিছু পিছু। প্রাচীন গন্ধ লেগে থাকা লন, সুন্দর করে ছাঁটা ঝোপঝাড়, আর একটা নুড়ি বিছানো একটা পথে এসে মনে হচ্ছে হঠাৎ করে যেন অন্য একটা পৃথিবীতে পা দিয়ে ফেলেছে ওরা।

টুর বাসে ওদেরকে সংক্ষেপে আশ্রমের ইতিহাস সম্পর্কে জানিয়েছিল গাইড মহিলা। সেই ইতিহাস থেকে নতুন একটা তথ্য জানতে পেরেছে ও। সেইন্ট বার্নার্ড তার পারিবারিক জমির ওপর তৈরি করেন আশ্রমটা। সে-কারণে জায়গাটার প্রতিটি খুঁটিনাটি, কোথায় কোন লুকানো গুহা আছে– সবই জানা ছিল বার্নার্ডের।

তিনি কি কোনও নির্দিষ্ট কারণে জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন?

গ্রে খেয়াল করল ওর মতোই মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে র‍্যাচেলও। সে-ও নিশ্চয়ই একই কথা ভাবছে।

একপাশে হাঁটতে হাঁটতে, উপরের দিকে তাকিয়ে চারপাশের দেয়াল আর ওয়াচটাওয়ারগুলো দেখছে সেইচান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চারপাশ থেকে সুরক্ষিত ধ্বংসাবশেষটা।

সেইচান টের পেল, ওর দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে। বাইরে থেকে নির্বিকার দেখাচ্ছে মেয়েটার চেহারা। কিন্তু মুখের যে পেশিগুলো ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, সেগুলোর কম্পনই বলে দিচ্ছে, আবেগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বিভ্রান্তি ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়।

শেষে ঘুরে গাইডের কাছে চলে গেল ও। ইয়ার্ডের দূরবর্তী কোণের একটা তিনতলা পাথরের দালানের দিকে চলেছে এখন মহিলা। দালানটার দরজা-জানালাগুলো ছোট ছোট।

পায়ের নিচে বিছানো পাথরগুলো মন দিয়ে দেখছে গ্রে।

সন্ন্যাসীরা দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং সুড়ঙ্গ-নির্মাতা ছিল।

ওর মনে পড়ে গেল ওয়ালেস বলেছিলেন যে, প্রায় সময়ই গোপন প্যাসেজওয়েের ছড়াছড়ি ছিল এমন আশ্রম আর অ্যাবেগুলোতে।

ওরকম কোনও গুপ্ত প্যাসেজওয়ে কি এখনও টিকে আছে?

ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে টুরিস্টদের নিয়ে পুরনো চার্চটার দিকে এগোলেন এবার গাইড মহিলা। টুরের মূল আকর্ষণ বিশাল চার্চ, *লা গ্র্যান্ড ক্লোয়াথো*-এর সামনে এসে থামলেন মহিলা।

বিশাল একটা আর্চওয়ে পেরিয়ে চার্চের ভেতরে ঢুকল সবাই। সরু পথ ধরে মূল বাগানে নিয়ে এলেন ওদের গাইড। 'আশ্রমগুলো চার্চের দক্ষিণপাশে বানানো হয়েছিল, সূর্যালোকের পূর্ণ সুবিধা নেবার জন্যে।'

আকাশের দিকে মুখে তুলে তাকালেন মহিলা।

অ্যাবের মধ্যে এই আশ্রমটা সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল কেন?

গ্রে'র ধারণা, সেইন্ট ম্যালাকির কবরে যাবার পথ থাকলে এখানেই আছে। জায়গাটার সাথে গভীর মনোযোগে কথা বলছে ও মনে মনে। চোখ বন্ধ করে সমগ্র সত্তা দিয়ে প্রাচীন এই জায়গাটাকে অনুভব করছে সে।

এখানে একটা পবিত্র জায়গা ছিল...

প্রাচীন পাথরের থাক দিয়ে ঘেরা...

জবাবটা পেয়ে গেছে সে।

চোখদুটো বড় বড় করে বলল, 'আমরা একটা পাথরের রিঙের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

ওর চেয়ে একটু দূরে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিল র‍্যাচেল। ও ক্যামেরা নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী?'

আশ্রমটার দিকে হাত তুলল গ্রে। 'এই থামগুলোর সাথে জলাভূমিতে পাওয়া পাথরের খুব একটা তফাত নেই।' ওর উত্তেজনা বেড়ে গেল। 'আমরা একটা পাথরের রিঙের খ্রিস্টান সংস্করণের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি।'

গ্রে দণ্ডায়মান থামগুলোর দিকে ছুটে গেল, একের পর এক থাম দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিশাল বিশাল ধূসর-হলুদ লাইমস্টোনে নির্মিত থামগুলোর প্রতিটা থাম ইংল্যান্ডের বুস্টোনগুলোর মতো।

চতুর্থ কলামে ও পেয়ে গেল যা খুঁজছিল, তা। ধূসর হয়ে যাওয়া চিহ্নটার ওপর আঙুল বোলাচ্ছে সে। হাতের স্পর্শ দিয়ে অনুভব করছে বৃত্ত আর ক্রুশটা।

'সেই সিম্বলটা,' বলল সে।

ওর দিকে এগিয়ে এসেছেন গাইড মহিলা। 'দারুণ। পবিত্রকরণ ক্রুশটা খুঁজে পেয়েছেন আপনি।'

মহিলার দিকে ঘুরল গ্রে ব্যাখ্যার জন্য।

'মধ্যযুগে চার্চ আর চার্চের সম্পত্তি এই সিম্বল দিয়ে পবিত্র করার রীতি ছিল। এই বৃত্ত আর ক্রুশ যাজকের প্রতীক। পবিত্র জায়গায় চিহ্ন থাকা খুব সাধারণ ঘটনা। সবসময় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সিম্বল থাকত...'

'বারোটা,' মহিলার মুখের কথা কেড়ে নিল গ্রে। জলাভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরগুলো ভেসে উঠল ওর মানসচোখে। ওখানেও বারোটা ক্রুশ ছিল।

'ঠিক। বারোটা ক্রুশ বারোজন যাজকের আশীর্বাদের প্রতীক।'

কিংবা হয়তো তার চেয়েও প্রাচীন কোনওকিছুর, মনে মনে যোগ করল সে।

শেষ মাথার কলামগুলো পরখ করে দেখার জন্য আর্চওয়ে ধরে সামনে এগিয়ে গেল ও। ইংল্যান্ডের পাথরগুলোর উল্টোপাশে স্পাইরাল আঁকা ছিল।

দ্রুত থামগুলোর ওপর চোখ বোলাতে শুরু করল সে। বাকিরাও যোগ দিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সবগুলোর কলাম ঘুরে আসার পর মিইয়ে গেল গ্রে'র উত্তেজনা। কিছু পাওয়া যায়নি। হয়তো ওর ধারণা ভুল ছিল।

গ্রে'র উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলেন গাইড মহিলা। 'তাহলে স্থানীয় কিংবদন্তীটা শুনেছেন আপনি,' আমুদে গলায় বললেন তিনি। 'আমার ধারণা, ওই রহস্যের কারণেই আজও টিকে আছে আশ্রমের অর্ধেকটা।'

হাতের রুমালে ভুরু মুছে নিলেন ওয়ালেস। 'কোন রহস্যের কথা বলছেন আপনি, মাই ডিয়ার লেডি?'

প্রফেসরের কথা শুনে প্রথমবারের মতো হাসলেন মহিলা। ইতিমধ্যেই মহিলার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থেকে একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলেছেন তিনি। এজন্যই হয়তো তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছেন মহিলা।

কোর্টইয়ার্ডের নির্দেশ করলেন গাইড। 'সাধারণ বারোটি ক্রুশ দিয়ে কোনও চার্চ পবিত্র করা হয়। কিন্তু এখানে ক্রুশের সংখ্যা এগারোটি।'

বিস্মিত হয়ে বাগানে বেরিয়ে গেল গ্রে। মনে মনে কষে নিজের পাছায় লাথি মারছে সে। সিম্বলের সংখ্যা গোণার ব্যাপারটি ওর মাথায়ই আসেনি। ও ধরেই নিয়েছিল এখানেও ইংল্যান্ডের মতো বারোটা পাথরই থাকবে।

'গল্পটা অনুসারে, উধাও হয়ে যাওয়া বারো নম্বর ক্রুশটি ক্লেয়ারভো-তে মহামূল্যবান একটা সম্পদ পাহারা দিচ্ছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ খুঁজছে সেই ক্রুশটা। কিন্তু গল্পটা স্রেফ একটা কিংবদন্তী। খুব সম্ভবত, অ্যাবের ভেতরেই কোথাও খোদাই করা হয়েছিল ক্রুশটা।'

হাতের ঘড়ি দেখলেন গাইড। 'দুঃখিত, আজকের মতো টুর শেষ করতে হচ্ছে। হয়তো কাল আবার এলে আপনাদের আরও কিছু দেখাতে পারব।'

'নিশ্চয়ই, আবার আসব কাল।' চটপট কথা দিয়ে ফেললেন ওয়ালেস।

কেউ কিছু বলার আগেই উঁচু স্বরে একটা সাইরেন বেজে উঠল, উচ্চনিনাদ তালা লাগিয়ে কানে। আশেপাশে তাকাচ্ছে সবাই। কী হচ্ছে?

কাছাকাছি সরে এল সশস্ত্র গার্ডরা। ফ্যাকাসে মুখে গাইডের দিকে ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাচেল, জানতে চায় এটা নিয়মিত কোনও ঘটনা কি না।

'আড়াল নিতে হবে আমাদের,' গ্রে'র কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল সেইচান। ওর গলায় জরুরী সুর, তবে ওকে দেখে মনে হচ্ছে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। যেন কোনওকিছু ঘটার অপেক্ষায় ছিল।

'কী হচ্ছে এসব?'

সেইচান জবাব দেয়ার আগেই ধুপ-ধাপ শব্দে আবার তালা লাগার যোগাড় হলো কানে। বনের কিনারায় উদয় হয়েছে একজোড়া হেলিকপ্টার। যান্ত্রিক ফড়িং দুটোর নাক উঁচু হয়ে গেল, তারপর সোজা ছুটে আসতে লাগল জেলখানার দিকে।

সাইরেনের আওয়াজ শুনে গ্রে বুঝে ফেলেছে, হেলিকপ্টার দুটো জেলখানার নয়।

আক্রান্ত হয়েছে জেলখানাটা।

বিকাল ৩:২২

পাইলটের পাশে বসেছে ক্রিস্টা। কানে হেডফোন লাগিয়ে রাখা সত্ত্বেও, রোটরের গর্জন ছাপিয়ে নিচে জেলখানার সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

জেলখানার ভেতরে চলে গেছে ক্রিস্টার সামনের ইউরোকপ্টারটা। কপ্টারটার পেট থেকে কয়েকটা পিপে খসে পড়ল নিচে। নিচে পড়ার সাথে সাথেই তুমুল শব্দে বিস্ফোরিত হলো পিপেগুলো। প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে বিস্ফোরণের আওয়াজটা বজ্রপাতের মতো লাগল।

যতটা সম্ভব গোলমাল, বিশৃঙ্খলা বাঁধাতে চায় ক্রিস্টা। ক্লেয়ারভো জেলখানার সিকিউরিটি প্রটোকল সম্পর্কে জানা আছে ওর। জাতীয় সম্পদ এবং ওখানে আটকে পড়া টুরিস্টদের নিরাপদ রাখার জন্য জরুরী মুহূর্তে অ্যাবের ধ্বংসাবশেষ বিচ্ছিন্ন করে দেবে কর্তৃপক্ষ।

এখন ঠিক সে-কাজটিই করেছে জেলখানা কর্তৃপক্ষ।

সামনের হেলিকপ্টার থেকে রেডিওতে যোগাযোগ করা হলো ওর সঙ্গে। 'নিচে টার্গেট খুঁজে পেয়েছি। কোঅর্ডিনেট পাঠাচ্ছি।'

নিজের কপ্টারের পাইলটের দিকে তাকাল ক্রিস্টা। নড করল পাইলট। কোঅর্ডিনেট পেয়েছে সে, হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে দিয়েছে সেদিকে। ওদের কপ্টারে দশজন মানুষ নিয়ে চলেছে। এই দলটা নিচে নেমে টার্গেটদের বন্দি করবে।

প্রথম অ্যাসল্ট টিমের সঙ্গে যাবে ক্রিস্টা।

কাজটা সে নিজে সামলাতে চায়।

বোমা মেরে জেলখানা উড়িয়ে দেয়ার পর, দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের লোক নামবে নিচে। ক্রিস্টার আদেশের অপেক্ষায় চক্কর মারছে কপ্টার দুটো।

সামনে ঝুঁকে, নিচের দিকে তাকাল ক্রিস্টা। বিরাট বর্গাকৃতির একটা পাথুরে জায়গায় ঠিক করা হয়েছে কোঅর্ডিনেট। প্রয়োজনের সময় একটা হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার মতো যথেষ্ট বড় জায়গাটা।

রেডিওতে আবার ভেসে এল পাইলটের গলা। 'আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি,' বলল সে।

এক মুষ্টি উঁচিয়ে, বুড়ো আঙুল নিচু করে ইশারা করল ক্রিস্টা।

ব্যাপারটার সমাপ্তি টানার সময় হয়েছে।

বিকেল ৩:২৪

অন্যদের সঙ্গে আশ্রমের ওয়াকওয়ে ধরে দৌড়াচ্ছে গ্রে। আগুনের লেলিহান শিসা আর ধোঁয়া ঘিরে ধরছে ওদের।

কেউ ওদের ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

নিশ্চয়ই সেইচানের বস। ও কি গ্রে'দের অগ্রগতি পুরোটা জানিয়ে দিয়েছে বসকে?

কিন্তু সেইচানকে তো ওদের মতোই রাগান্বিত দেখাচ্ছিল। খুব সম্ভবত পরিকল্পনায় এই পরিবর্তনটা ওকে জানানো হয়নি।

'কী করব আমরা?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না গ্রে– জবাব থাকলে তো দেবে! এখান থেকে ওরা বেরোবে কী করে? র‍্যাচেলকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছে, তার অ্যান্টিডোটের-ই বা কী হবে? ডুমসডে কী ছাড়া কিছুই পাবে না ওরা।

যেভাবেই হোক চাবিটা দরকার ওদের।

আক্রমণের ঠিক আগ মুহূর্তেই কিছু একটা খোঁচা মারছিল গ্রে'র মাথায়। অস্পষ্ট একটা আইডিয়া, একটা চিন্তার অস্পষ্ট গুঞ্জন। কিন্তু সাইরেন আর বিস্ফোরণের সাথে উধাও হয়ে গেছে ভাবনাটা।

নিরুদ্দেশ বারোতম পবিত্রকরণ ক্রুশটা সম্পর্কে একটা ভাবনা।

একটা হেলিকপ্টার বেরিয়ে এল ধোঁয়ার আড়াল থেকে। পালানোর কোনও জায়গা নেই গ্রে আর অন্যদের।

বাগানের দিকে ফিরতেই আচমকা জবাবটা পেয়ে গেল ও। জবাবটা স্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল করছে ওর মাথার মধ্যে।

থোওয়া-র লাইব্রেরিতে দেখা পুরনো অ্যাবের ম্যাপটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওই ছবিটায় একটা প্যাগান ক্রুশ ছিল। তখন ওই পরিবেশে খেয়াল করেনি ও ব্যাপারটা। মানসচোখে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে ক্রুশটা।

প্যাগান ক্রুশটা পৃথিবীর চারটা দিক নির্দেশ করে: পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ।

ম্যাপের *কম্পাসের* মতো।

বাগানের দিকে তাকাল গ্রে– প্রাঙ্গণের মাঝখানের ডেকোরেশনটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। পিতলের তৈরি অলঙ্কৃত কম্পাসটা কোমর-সমান উঁচু একটা পাথরের স্তম্ভমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কম্পাসটায় চারটি প্রধান দিক মাত্রাবিন্যাস-সহ পরিষ্কারভাবে ঝালর মেরে চিহ্নিত করা।

বারোতম ক্রুশ– এখানে লুকিয়ে ছিল– ওদের সবার চোখের সামনে।

চারপাশ থেকে পবিত্র সিম্বল-অঙ্কিত পাথর দিয়ে ঘিরে রাখা কম্পাসটা কোর্টইয়ার্ডের একদম কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীনকালে এরকম পাথরে ঘেরা জায়গাকে পবিত্র বলে গণ্য করা হতো।

কী করতে হবে জানা আছে গ্রে'র।

গার্ডের দিকে ফিরে, আগুয়ান হেলিকপ্টারটা দেখাল ও। 'ফায়ার!'

কিন্তু আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তরুণ গার্ডকে। কিছু না করে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

'ধুত্তোর! তুমি করতে না পারলে আমাকে দাও...' স্তম্ভিত গার্ডের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল কোয়ালস্কি। 'এই দেখো কীভাবে গুলি করতে হয়।'

কথা ক'টা বলেই হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করলে সে। হেলিকপ্টারটা হ্যাঁচকা মেরে একটু উপরে উঠে গেল। এরকম আচমকা আক্রমণ আশা করেনি, তাই চমকে গেছে।

গ্রে জানে ওর ধারণাটা সত্যি কি না প্রমাণ করার জন্য কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় পাবে না।

'কোয়ালস্কি, তুমি কপ্টারটাকে আটকে রাখো! বাকিরা আমার সঙ্গে এসো!'

দৌড়ে বাগানের কম্পাস্টার দিকে এগোল সে। 'কম্পাসটা ধরো ভালো করে,' বড় পিতলের কম্পাসের উত্তরপাশ চিহ্নিত অংশটা আঁকড়ে ধরতে ধরতে আদেশ দিল ও।

বাকি তিন দিক চিহ্নিত অংশগুলো আঁকড়ে ধরল ওয়ালেস, র‍্যাচেল, আর সেইচান।

'এটা ঘোরাতে হবে! দ্বীপের কবরের মতো। স্পাইরালের মতো মোচড় খাওয়াতে হবে!'

সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল গ্রে। বাকিরাও দিল ধাক্কা। কিছুই ঘটল না। জিনিসটা নড়বে না। তাহলে গলদ ছিল ওর ধারণায়? ঠিক দিকে ঘোরাচ্ছে তো?

তারপর আচমকাই পুরো কম্পাসটা কাত হয়ে গেল। ঘুরতে শুরু করল পিতলের চক্রনাভিকে কেন্দ্র করে।

গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে কোয়ালস্কির রাইফেল থেকে।

পাল্টা গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল কোয়ালস্কিকে লক্ষ্য করে। একটা থামের পিছনে আড়াল নিতে বাধ্য হয়েছে ও।

প্রাঙ্গণের দিকে ফিরে আসছে কপ্টারটা। রোটরের কান ফাটানো গর্জনে কালা হয়ে গেল সবাই।

'থেমো না!' গর্জে উঠল গ্রে।

অতি প্রাচীন মেকানিযম, তাই সময় নিচ্ছে ঘুরতে। গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে পুরনো জায়গায়।

ওদের মাথার উপর এসে স্থির হলো হেলিকপ্টারটা। খুলে গেল যান্ত্রিক পাখিটার হ্যাচ।

কয়েকটা দড়ি নেমে এল খোলা হ্যাচ বেয়ে।

বিকেল ৩:২৭

'গুলি করো না!' নিচের মানুষগুলোর দিকে দলের একজন রাইফেল তুলতে চেঁচিয়ে উঠল ক্রিস্টা। 'ওদেরকে জীবিত চাই আমি।'

খুন চেপে গেছে সৈনিকদের মাথায়। ওদের একজন দড়ি বেয়ে নামার সময় মারা গেছে গুলি খেয়ে। যে শুয়োরের গুলিতে মারা গেছে সৈনিকটা তাকে কড়ায় গণ্ডায় মাশুল বুঝিয়ে দেবে ক্রিস্টা।

আশ্রমের যে জায়গাটায় স্নাইপার আশ্রয় নিয়েছে, সেদিকে আঙুল তুলল ও। গ্রেনেড লঞ্চার ধরে রাখা এক গানম্যানকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা।

'উড়িয়ে দাও ওকে।'

বেজন্মাটা লুকানোর জায়গাটাও পাবে না।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কোয়ালস্কি।

আচমকা গুলিবর্ষণে বিরতি পড়ায় ও বুঝে গেছে, আরও খারাপ কোনও ধাক্কা আসছে। প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করেছে ও।

তীক্ষ্ণ একটা শিস দেয়ার মতো শব্দ ছাড়া আর কোনও সতর্কবার্তা সে পেল না। শিস শুনে পিছনে ফিরে তাকাল ও– তাই গর্তটা চোখে পড়েনি।

এক সেকেন্ড আগেও পায়ের নিচে পাথর ছিল, আর এখন বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

ধড়াম করে একসারি সরু সিঁড়িতে পড়ল কোয়ালস্কি হোঁচট খেয়ে।

একটা বিস্ফোরণের তীব্র কম্পন বাকি ধাপগুলো পার করে উড়িয়ে নিচে নামিয়ে দিল ওকে।

উড়ে এসে অন্ধকার, কালো, এলোমেলো একটা টানেলের মুখে পড়েছে কোয়ালস্কি।

কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না, দর-দর করে রক্ত বেরোচ্ছে নাক দিয়ে। একটা সুরঙ্গের ভেতর আছে বুঝতে পেরে আতঙ্কে জমে গেল কোয়ালস্কি।

বিকেল ৩:২৮

'দৌড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

র‍্যাচেলকে ধরল সে; সেইচান ধরল ওয়ালেসকে। জান হাতে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ওরা। পিছনে ফাটছে গ্রেনেড। রকেট লঞ্চারের ধাক্কায় হেলিকপ্টারটাও

টলে গেছে একটু। সেজন্য একটু বাড়তি সময় পেয়েছে গ্রে'র দল। মহামূল্যবান বাড়তি সময়টুকুতে কিছুটা এগিয়ে গেল ওরা।

সামনে হাঁ করে মুখ-ব্যাদান করে আছে আশ্রমের বিরাট একটা পাথরের চাঙড়। কয়েক সেকেন্ড আগে কোয়ালস্কিকে ওদিকে দৌড়াতে দেখেছে গ্রে। তারপরই হঠাৎ করে চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেছে দৈত্যাকার লোকটা– যেন কুয়ায় পড়ে গেছে।

সরু পথটা ধরে দৌড়াচ্ছে ওরা চারজন। আরেকটু এগোতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। সরু একধাপ সিঁড়ি খুলে গেছে মেঝেতে। তাহলে ওর অনুমানই ঠিক ছিল। কম্পাসটা ঘোরানোর ফলে খুলে গেছে গোপন প্যাসেজওয়ে।

'জলদি,' বলল সে।

ওদের পেছনে শত্রুর দল নেমে পড়েছে হেলিকপ্টার থেকে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে মেঝেতে ভারি বুটের আওয়াজ শুনতে পেল গ্রে।

'জলদি, জলদি,' কাতরে উঠল সে।

সবাই নেমে পড়ল সিঁড়ি বেয়ে। গ্রে নামল সবার শেষে। চোখের এক কোণ দিয়ে দেখতে পেল, রাইফেল তুলছে এক সৈন্য। লাফ মারল ও। এক ঝাঁক বুলেট চলে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। গ্রে টের পেল খুলির চামড়া ছুঁয়ে গেছে একটা বুলেট। প্রচণ্ড জ্বলছে জায়গাটা।

এর চেয়ে খারাপও হতে পারত অবস্থা।

তবে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে বুঝতে ও পারল যে বুলেটটা রাবারের। প্রাণঘাতী নয়। তাহলে ওদের জীবিত চায় শত্রুরা।

সিঁড়ির ধাপ শেষ হয়ে যাওয়ায় নিচু একটা প্যাসেজে নেমে এল ও।

ওর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। 'এখানে একটা লিভার আছে! টানব?'

'হ্যাঁ,' একসাথে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

ধাতব একটা ঘষটানির শব্দ পেল গ্রে। সিঁড়িটা আবার আগের মতো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওদের পিছনে। সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ একেকটা পাথরের স্ল্যাব। প্রতিটা স্ল্যাব উপরে উঠে বুজে দিচ্ছে কিছুক্ষণ আগে উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া গহ্বরটা।

একটা লাইটার জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখা গেল, সেইচান ধরে আছে লাইটারটা।

'এখন?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

গ্রে জানে, একটামাত্র সুযোগই পাবে ওরা। র‍্যাচেলের জীবন– ওদের সবার জীবন– একটামাত্র আশার সুতোয় ঝুলে আছে। 'চাবিটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

৩০

অক্টোবর ১৩

বিকেল ৩: ৩৩

ক্লেয়ারভো, ফ্রান্স

গটগট করে আশ্রমের বাগানে হাঁটছে ক্রিস্টা। ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে চারপাশ। জেলখানার আঙিনায় মুহুর্মুহু জ্বলে উঠছে লেলিহান অগ্নিশিখা। এখনও তারস্বরে বাজছে সাইরেন। সাইরেনের আওয়াজ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গুলিবর্ষণ আর মানুষের আতঙ্কিত চিৎকারের শব্দ। কাজে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য ক্রিস্টা দ্বিতীয় একটা অ্যাসল্ট টিম নিয়ে এসেছে– সবগুলো অ্যাকসেস পয়েন্টে নজর রাখছে সেই টিম। তাছাড়া মাথার উপরে হেলিকপ্টারে করে বন্দুক হাতে চক্কর মারছে আরেক দল।

জেলখানাটাকে যতটা সম্ভব যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায় ক্রিস্টা। তাই আক্রমণের আগেই প্রধান প্রধান টেলিফোন লাইন আর যোগাযোগব্যবস্থাগুলো নষ্ট করে দিয়েছে ও। জেলখানার বাইরের রাস্তায় পুঁতেছে মাইন, ওগুলো ফাটার আগেই পালাতে হবে এখান থেকে।

ওর সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের সঙ্গে দেখা হলো পথে। দশাসই আলজেরিয়ান লোকটার নাম খাত্তাব। গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকাল সে। 'টার্গেটদের নাগালে পাইনি এখনও।'

আশ্রমের ধ্বংসাবশেষের ওইপাশে অবস্থা নিয়েছে ক্রিস্টার টিম। ওই দলের এক সৈন্য প্রতিপক্ষের একজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে; বর্ণনা শুনে ক্রিস্টা বুঝল, গ্রেসন পিয়ার্সের উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়েছিল সৈন্যটা। কিন্তু গেল কোথায় ওরা? শুটারের আবোলতাবোল কথার কোনও অর্থ বের করতে পারছে না ও। গ্রে'রা যেখানে উধাও হয়ে গেছে, সে জায়গা দেখাল ওকে শুটার লোকটা। কিন্তু ক্রিস্টা কোনও দরজা-জানালা দেখতে পেল না। দেয়ালগুলো নিরেট। ছায়ার ভেতর উধাও হয় গেল নাকি শালারা?

উধাও হয়ে যাবার পর আর দেখা যায়নি ওদের।

ধ্বংসাবশেষের বাইরে একজন ভীত গার্ড ও এক বুড়ি ছাড়া আর কাউকে পেল না ক্রিস্টার টিম। ওদেরকে প্রশ্ন করল ও, কিন্তু কিছু জানাতে পারল না গার্ড আর বুড়ি।

খাত্তাবের সঙ্গে ওয়াকওয়েতে দাঁড়িয়ে বাগানের মাঝখানের পিতলের কম্পাসের দিকে তাকিয়ে আছে ক্রিস্টা। তার টিম যখন হেলিকপ্টারে ছিল, তখন ওখানে কিছু একটা করছিল ওরা।

সেদিকে নির্দেশ করল ক্রিস্টা। 'দু'জন লোক নিয়ে যাও ওই কম্পাসের কাছে। খুঁজে দেখো অস্বাভাবিক কিছু পাও কি না।'

'টার্গেটদের কী হবে? আগের আদেশ কি বলবত আছে এখনও?'

'নতুন আদেশ দিচ্ছি। এবার খুন করার জন্য গুলি চালাবে। বাঁচতে পারে না যেন কেউ।'

পিছিয়ে এল ও এক পা। কিছু বালির ওপর পিছলে গেল ওর পা। দৃষ্টি চলে গেল পায়ের নিচের পাথরের দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ক্রিস্টা। আগেরবার ছায়ার মধ্যে এই ব্যাপারটা নজরে পড়েনি তার। এক সারি বালিময় লাইমস্টোন একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করেছে মেঝের ওপর।

ক্রিস্টা একটুখানি গুঁড়ো-পাথর তুলে নিল হাতে। দু'আঙুলের মাঝে নিয়ে ঘষল পাথরের গুঁড়ো। সরু হয়ে এসেছে ওর চোখ দুটো।

'খাত্তাব, আগের আদেশ বাতিল। এখানে আরও লোক চাই আমার। বোমা-বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতা আছে এমন কাউকে চাই।'

এবার হয়তো কথা বলবে পিতলের কম্পাসটা।

বিকেল ৩:৩৪

ফ্ল্যাশলাইট হাতে বাকিদের নিয়ে ইটের টানেল ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে গ্রে। সামনে সোজা পথ ধরে ঢালু হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা। যত নিচে নামছে, মনে হচ্ছে পুরনো অ্যাবের নিচে চলে আসছে যেন। মাটি থেকে ওরা এখন প্রায় চারতলা নিচে।

কারও মুখে কোনও কথা নেই।

হাতে সময় নেই জেনেও কোনও তাড়াহুড়ো করছে না গ্রে। গতবার কীভাবে বুবি ট্র্যাপ সচল করে দিয়েছিল সে-কথা বেশ মনে আছে ওর। এবার আর ওরকম কোনও ভুল করার সুযোগ নেই।

দম আটকে, টানেলের শেষ মাথায় চলে এল এল সে দলবলসহ। প্রশস্ত একটা জায়গা ভেসে উঠল ফ্ল্যাশলাইটের আভায়। গ্রে সামনে এগিয়ে চেম্বারটার দিকে তাকিয়ে রইল।

চেম্বারটাকে কোনও ভূগর্ভস্থ ক্যাথেড্রাল মনে হলো প্রথম দেখায়। ইটের দেয়ালের চার কোণায়, চারটি বিরাট স্তম্ভের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক বৃত্তাকার গম্বুজ। বৃত্তাকার সেই খিলানের গঠনও আশ্রমের ভল্টের মতোই। তবে এখানকার খিলান আকার-আকৃতিতে বিশাল। চারটা স্তম্ভের গোড়া থেকে ধনুকাকৃতির পাঁজরা বেরিয়ে উঠে গেছে শীর্ষদেশ পর্যন্ত।

খিলান আর স্তম্ভগুলো একটা প্যাগান ক্রুশের আকৃতি গঠন করেছে।

নিচে, লাইমস্টোনের মেঝেতে ব্রোঞ্জ দিয়ে বিরাট একটা ডিজাইন আঁকা। ডিজাইনটা ত্রিশ গজ বিস্তৃত। জিনিসটা একটা অবিচ্ছিন্ন নকশায় কুণ্ডলিত, তিনটি অবিচ্ছিন্ন স্পাইরালে গঠন করেছে।

ইংল্যান্ডের পাথরে খোদাই করা যে সিম্বল পাওয়া গিয়েছিল, এটা সেই প্রাচীন ট্রাই-স্পাইরাল। গায়ে প্রাচীন আইরিশ কেল্টিক অক্ষর খোদাই করা, এবং ক্যাথলিক চার্চের 'হলি ট্রিনিটি'র প্রতিনিধিত্ব করছে।

উপরে বৃত্ত, নিচে স্পাইরাল।

আর এ-দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা জিনিস। সেটাই চেম্বারের একমাত্র বৈশিষ্ট্য।
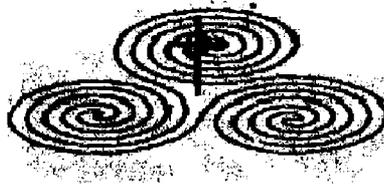
'কেল্টিক ক্রুশ,' র‍্যাচেল বলল, ওর গলায় বিস্ময়।

গ্রে গম্বুজাকৃতির চেম্বারটায় প্রবেশ করতে বাকিরাও এল তার পিছু পিছু।

ক্রুশটার শুরু হয়েছে ট্রাই-স্পাইরালের কেন্দ্র থেকে। এটাও ব্রোঞ্জের তৈরি, সাদামাটা, নিরাভরণ, লম্বায় মাত্র সাত ফুট। দুটো ব্রোঞ্জের খুঁটির মাথায় চক্রাকার ক্রুশ লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে জিনিসটা।

সদলবলে সামনে এগোল গ্রে।

শুধু কোয়ালস্কি রয়ে গেল টানেলের মাথায়। 'আমি এখানেই থাকব,' সে বলল। 'আগেরবার যখন ক্রুশ নিয়ে ধানাইপানাই করতে গিয়েছিলে তখন কী সর্বনাশটাই না হতে যাচ্ছিল। আমার সব মনে আছে।'

ওকে রেখেই চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেল বাকি চারজন।

ওয়ালেস ক্রুশটা সম্পর্কে বললেন, 'সিসটার্শান সন্ন্যাসীরা সবসময় অতিরিক্ত সাজসজ্জার বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। মিতব্যয়িতা আর অল্পে তুষ্টিতে বিশ্বাস করতেন তারা। এ-জায়গার সবকিছুই তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে।'

সাবধানে ব্রোঞ্জের স্পাইরাল পেরি এল গ্রে। মেঝেতে আঁকা এমন বিশাল একটা ডিজাইনকে মিতব্যয়িতা বলা যায় কি না, গ্রে নিশ্চিত নয়। তবে ক্রুশের বেলায় সঠিক প্রমাণিত হলো প্রফেসরের করা মন্তব্য। আকার-আকৃতিতে গুরুত্বহীন মনে

হয় জিনিসটাকে। সত্যি বলতে কি, জিনিসটাকে যতটা না ধর্মীয় প্রতীকের মতো দেখায় তারচেয়ে বেশি কোনও কারখানার যন্ত্রের মতো দেখায়।

দেখেশুনে মন্তব্য করল র‍্যাচেল। 'জিনিসটা স্পাইরাল আর বৃত্তাকার ক্রুশের মাঝখানে অবস্থান করছে।'

গম্বুজের ওপর আলো ফেলল গ্রে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখতে পেল, চার ভাগে বিভক্ত গম্বুজটা নিরাভরণ নয়। সিলিঙে লাগানো কাঁচা স্ফটিকের ওপর পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে ওর ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

'এটা একটা স্টারস্কেপ,' বলল র‍্যাচেল।

ওর সঙ্গে একমত হলো গ্রে। বিভিন্ন আকৃতির স্ফটিক থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ওদের হাতে শিল্পকর্মের প্রশংসা করার মতো সময় নেই।

সেইচান ওদের মনে করি দিল। 'চাবি খোঁজার কী হবে? বার্ডসি আইল্যান্ডে তোমার ধারণা ছিল, ক্রুশটা ভল্ট খোলার কম্বিনেশন। এখানেও কি তেমন কিছু? দেখো।'

ক্রুশ থেকে বেরিয়ে থাকা বৃত্তাকার জিনিসটার দিকে ইশারা করল ও। ব্রোঞ্জের চক্রে গভীর দাগ কাটা, বার্ডসি আইল্যান্ডের পাথরের ক্রুশটার মতোই।

গ্রে'র ধারণা সেইচান ঠিকই বলেছে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে।

কম্বিনেশন জানে না ও।

আর আগেরবার কম্বিনেশন মিলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে মরতে বসেছিল ও।

'চেষ্টা করতে হবে আমাদের,' বললেন ওয়ালেস।

'তুমি যদি বুবি ট্র্যাপ খুলে ফেলো,' সেইচান বলল, 'তাহলে আগেরবারের মতো এবারও বাইরে থেকে লিভার টানতে পারবে কোয়ালস্কি।'

মাথা নাড়ল গ্রে। 'এতে কাজ হলেও আমরা ফেঁসে যাব। লিভার টেনে আমাদের বুবি ট্র্যাপ থেকে উদ্ধার করতে পারবে হয়তো, কিন্তু উপরে সিঁড়ির মুখ খুলে যাবে আবার।'

বাকিদের চোখে চোখ রাখল ও, ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করার সময় দিচ্ছে সবাইকে। ক্রিস্টার কমান্ডোরা বানের জলের মতো নেমে আসবে এখানে।

'জ্বলন্ত উনুন থেকে তুলে ফুটন্ত কড়াইয়ে বসিয়ে দিয়েছে আমাদের,' তিক্ত সুরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ওয়ালেস।

ক্রুশের দিকে ঘুরল গ্রে। 'একবার মাত্র চেষ্টা করতে পারব আমরা। একটামাত্র ভুল– আমাদের খেল খতম।'

পাশ থেকে র‍্যাচেল বলল, 'কিছু না করলে এমনিতেও আমাদের খেল খতম।' অকাট্য যুক্তি।

নিজের মতামত দিল কোয়ালস্কি। পুরো চেম্বারে গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠস্বর।

'আর একজনও যদি বলে আমাদের *খেল খতম*, তাহলে তোমাদের সঙ্গে নেই আর আমি।'

বিকেল ৩:৪৮

খাত্তাবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে টিমের ডিমোলিশন এক্সপার্টের সি-৪ এক্সপোসিভ লাগানো দেখছে ক্রিস্টা। কাজ শেষ হয়ে গেলে এক্সপার্ট লোকটা ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার লাগাল স্পার্ক ডেটোনেটরের সঙ্গে। তারপর সে হাত নাড়িয়ে পিছিয়ে যেতে ইশারা করল সবাইকে। বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিল সবাই।

'রেডি?' জিজ্ঞেস করল খাত্তাব।

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল ক্রিস্টা।

খাত্তাবের ইশারায় ট্রান্সমিটার হাতে নিয়ে বোতাম চেপে দিল ডেমোলিশন এক্সপার্ট।

বিকেল ৩:৪৯

বিস্ফোরণের ধাক্কায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল র‍্যাচেল। যতটা না বিস্ফোরণের ধাক্কায় বসেছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে আতঙ্কিত।

'ওরা নিচে নামার চেষ্টা করছে,' টানেলের দিকে তাকিয়ে বলল সেইচান।

'ব্যাপারটা দেখছি আমি!' বলে রাইফেল কাঁধে সিঁড়ির মুখের কাছে চলে গেল কোয়ালস্কি।

মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়েছে র‍্যাচেল। ওর জ্বর বেড়ে গেছে। পুরো শরীর জমে যাওয়ার দশা হয়েছে ঠাণ্ডায়। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভারি হয়ে আসছে মাথা। বমির ভাবটা আর ঠেকাতে পারছে না ও।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল গ্রে। ওকে হাত নেড়ে কাজ চালিয়ে যেতে ইশারা করল র‍্যাচেল। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছে– সবদিক থেকে ক্রুশটা দেখছে সে গত দশ মিনিট ধরে।

অদ্ভুত কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করেছে ওরা। আনুভূমিক ক্রুশটা ফাঁপা। আর ক্রুশের পিছন দিকে, মাঝখানে লম্বা একখানা তন্তু আটকানো দেখতে পেয়েছেন ওয়ালেস। শক্ত একখানা রজ্জুতে পাকানো জিনিসটা শুকিয়ে গেছে এবং একটা ত্রিকোনাকার ব্রোঞ্জের চাঙড়ের শেষ মাথায় আটকানো।

কেউ চিনতে পারেনি জিনিসটা– স্পর্শ করারও সাহস হয়নি কারও।

বুটের শব্দ কোয়ালস্কির আগমনবার্তা ঘোষণা করল। 'সিঁড়ির মুখটা খুলতে পারেনি ওরা,' চেঁচিয়ে জানাল সে।

'চেষ্টা চালিয়ে যাবে,' সাবধান করে দিল সেইচান।

গ্রে'র দিকে তাকাল র‍্যাচেল।

পর্যবেক্ষণ বন্ধ করে দিয়েছে গ্রে। ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল সে, যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু র‍্যাচেল ওকে ভালো করেই চেনে– ওর নিজের অন্তত তা-ই ধারণা। হাল ছেড়ে দেয়ার লোক না কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স।

বিকেল ৩:৫৯

কানে ফোন ঠেকাল ক্রিস্টা। ফোনটা নিতে চায়নি ও, কিন্তু না নিয়েও উপায় ছিল না। এক হাতের তালু চেপে ধরল মুক্ত কানের ওপর। সাইরেনের শব্দ, গোলাগুলির আওয়াজে কিছু শোনা যাচ্ছে না ভালো করে।

'আমরা জানি ওরা কোথায়!' চেঁচিয়ে বলল ও, চেষ্টা করছে গলার মরিয়া সুর যেন টের না পাওয়া যায়। 'আর দশ মিনিটের মধ্যে প্যাসেজ উড়িয়ে দিয়ে ওদের বের করে আনব।'

দীর্ঘ এক বিরতি দিয়ে অবশেষে কথা বলল ফোনের ও-পাশের লোকটা। তার গলা শান্ত। 'তোমার বিশ্বাস ওরা ডুমসডে কী-র কাছে পৌঁছার মতো কোনও ভল্টে ঢুকেছে?'

'হ্যাঁ।'

আবারও দীর্ঘ নীরবতা।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল লোকটা। 'চাবিটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করো।'

কেটে গেল লাইন।

খাত্তাবের দিকে তাকাল ক্রিস্টা। নয় আঙুল উঠিয়ে ওর সেকেন্ড-ইন-কমান্ডার বুঝিয়ে দিল আর নয় মিনিট লাগবে বিস্ফোরণ ঘটাতে।

বিকেল ৪:০০

ফাদার জিওভান্নি নিশ্চয়ই কিছু জানতেন। কী জানতেন সেটাই খুঁজে বের করতে হবে গ্রে'কে।

বার্ডসি আইল্যান্ডে সেইন্ট মেরি'র অ্যাবেতে নিজের মনোযোগ টেনে নিল সে। সেখানকার দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা হিসেব আর ফুটনোটগুলো ফুটিয়ে তুলল মনের পর্দায়। সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিল যাজকের লেখাগুলো আর বিশাল

ক্রুশের চারপাশে আঁকা বৃত্তের ওপর। বিভিন্ন রেখা বৃত্তটিকে খণ্ডিত-দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেছে।

একই সাথে, এখানকার ক্রুশের ওপরও মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে সে। জিনিসটা প্রথম দেখে ওর কী মনে হয়েছিল, সেটা মনে পড়ল ওর। ও ভেবেছিল জিনিসটাকে যতটা না ধর্মীয় প্রতীকের মতো দেখায় তারচেয়ে বেশি কোনও কারখানার যন্ত্রের মতো দেখায়। ব্রোঞ্জের টেবিলঘড়ির মতো। এমন একটা যন্ত্র যা দরকারে বানানো হয়েছে, সাজিয়ে রাখার জন্য না।

সিসটার্শান নিয়ম সম্পর্কে ওয়ালেস কী বলেছিলেন, মনে পড়ে গেল ওর।

সবকিছুই নিজদের জায়গায় থেকে নিজ নিজ কাজ করে, কোনওকিছুতে আতিশয্য থাকে না।

ঘাড় তুলে ও তাকাল স্ফটিকের স্টারস্কেপের দিকে। নিঃশ্বাস নিতে নিতে ও টের পেল, কিছু একটা আসছে মনের মধ্যে, সেটা ও সাজাতে পারছে না।

উঠে দাঁড়াল গ্রে। চলে এল ক্রুশের কাছে। একপাশ থেকে তাকাল ক্রুশটার দিকে। ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যটা গ্রে'র চেয়ে অল্প কিছুটা লম্বা। ফাঁপা ক্রুশ-দণ্ডের ভেতর উঁকি মারল ও।

'এটা ক্রুশ না,' অস্ফুট কণ্ঠে বলল সিগমা কমান্ডার।

'মানে কী?' অন্যপাশ থেকে জানতে চাইলেন ওয়ালেস।

কোনও উত্তর দিল না গ্রে। ব্যাপারটা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি সে। নিচু হয়ে, ফাঁপা বাহুটার ভেতর দিয়ে চোখ রাখল ও।

ওর কাঁধের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেইচান। 'জিনিসটা দেখতে প্রায় টেলিস্কোপের মতো।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্তম্ভিত গ্রে। ঠিক। এই তথ্যটাই দরকার ছিল ওর। এই কথাটাই ঘুরছিল ওর মাথায় কিন্তু মিলাতে পারছিল না কোনওভাবেই।

ছাতের দিকে তাকাল ও।

টেলিস্কোপের মতো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে, আনন্দের আতিশয্যে সেইচানকে জড়িয়ে ধরল ও। কী করবে বুঝতে না পেরে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সেইচান।

'আমি জানি,' ফিসফিস করে ওর কানে কানে বলল গ্রে।

গ্রে'র কথায় কেঁপে উঠল ও।

ওকে ছেড়ে দিল গ্রে। মেঝেতে ফিরে গিয়ে, ক্রুশের গোড়ার দিকে নজর দিল ও। ব্রোঞ্জের একটা অর্ধবৃত্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ক্রুশটা। একদম নিরেট না জিনিসটা। পাথর আর ব্রোঞ্জের মাঝে খুব পাতলা একটা ফাঁক আছে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, মেঝেতে ফেলে রাখা ব্যাগ নিয়ে এল গ্রে। একখানা কালো মার্কার বের করে আনল ব্যাগ হাতড়ে। হাঁটু গেড়ে বসল ও আবার। পাথরের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে ওর মার্কার।

কাজ করতে করতে বার্ডসি আইল্যান্ডের কথা ভাবছে ও। দেয়ালে লিখে রাখা হিসেবের কিছু অংশ বুঝতে পারছে ও এখন। বৃত্তের ভেতর দাগটানা লাইনগুলো। ফাদার জিওভান্নি ওদের সবার চেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন। সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বৃত্তটা পৃথিবীর প্রতীক। ফাদার জিওভান্নির হিসেবগুলো...

'ওগুলো দ্রাঘিমাংশ আর অক্ষাংশের হিসেব ছিল।'

সবাই জড়ো হয়েছে ওর চারপাশে।

'কীসের কথা বলছ?' ওয়ালেস প্রশ্ন করলেন।

কামরার মাঝখানের ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যের দিকে দেখাল গ্রে। 'এটা কোনও ক্রুশ না,' আবার বলল সে। 'এটা নেভিগেশনাল টুল। তারা দেখে এটা দিয়ে কাজ করা হয়।'

আঁকা শেষ করল ও।
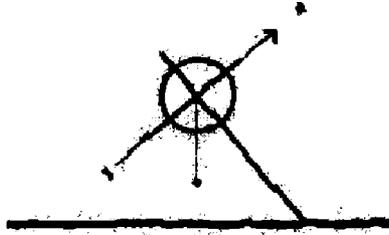
ক্রুশটাকে কীভাবে হেলাতে হবে, কীভাবে ওটার বাহু তারার দিকে ঘোরাতে হবে, কীভাবে শুকনো তন্তুটা লম্বসূত্র হিসেবে কাজ করবে, এবং ডিভাইসের হুইল ঘুরিয়ে কীভাবে কোণ মাপা যাবে, সেসব দেখানো হয়েছে গ্রে'র আঁকা স্কেচে।

'এটা একটা আদি সেক্সট্যান্ট,' ব্যাখ্যা করল সে।

'হায়, ঈশ্বর!' বিস্ময়ের ধাক্কায় ঘেমে উঠেছেন ওয়ালেস। এক হাত উঠে গেছে কপালে। 'প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে এত নিখুঁতভাবে পাথরের অবস্থান মাপতে পারত তা নিয়ে বছরের বছরের পর বছর ধরে তর্ক করছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। কত সহজেই না করতে পারত তারা কাজটা!' স্কেচের এক জায়গায় আঙুলে টোকা দিলেন তিনি। 'ঈশ্বর! ওই ডিভাইসটা জরিপ-যন্ত্রও হতে পারে।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল।

উত্তরা গ্রে'র তরফ থেকে এল। 'আনুভূমিক ও উলম্বভাবে কোণ মাপার জন্য ব্যবহৃত একটা যন্ত্র।'

'স্পাইরাল আর ক্রুশের পূজা,' ওয়ালেস বললেন। 'প্রতীকগুলো আসলেই স্বর্গ আর পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করে।'

গ্রে ওর আঁকা তারার দিকে মুখ করে রাখা ক্রুশের স্কেচের দিকে তাকিয়ে আছে। 'এর চেয়েও বেশি কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে সিম্বল দুটো। *নেভিগেশন আর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গোপন জ্ঞানেরও প্রতিনিধিত্ব করে।*'

সেইচান ওদের মনোযোগ তারাগুলোর দিকে ফিরিয়ে আনল। 'কিন্তু এসবের সাথে ডুমসডে কী-র সম্পর্ক কী?'

ব্রোঞ্জের ক্রুশের দিকে চলে গেল সবার দৃষ্টি।

জবাবটা জানা আছে গ্রে'র। 'প্রাচীনকালে, শুধু যাজকরাই এরকম শক্তিশালী জ্ঞানের অধিকারী হতে পারত।' সমর্থনের আশায় ওয়ালেসের দিকে তাকাল সে।

নড করে ওকে সমর্থন জানিয়ে দিলেন প্রফেসর।

'ডুমসডে কী-র খোঁজ পেতে হলে, সেই জ্ঞান দেখাতে হবে আমাদের।'

'কীভাবে?' প্রশ্ন করল র‍্যাচেল।

বার্ডসি আইল্যান্ডে ফাদার জিওভান্নির করা হিসেবের কথা মনে পড়ে গেল গ্রে'র। 'তারা দেখে একটা নেভিগেশনাল কোঅর্ডিনেট বের করতে হবে আমাদের হিসেব করে। আমার ধারণা, আমাদের এখানকার অবস্থান বের করতে হবে। দ্রাঘিমাংশ আর অক্ষাংশ।' বাকিদের দিকে ফিরল সে। 'সেটাই হবে কম্বিনেশন।'

'আমাদের অবস্থান বের করতে পারবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালেস।

'চেষ্টা করতে পারি।'

মেঝেতে ফিরে গেল গ্রে। সেক্সট্যান্টে যেভাবে আয়না আর প্রতিবিম্ব ব্যবহার করে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ বের করা হয়, সেল্টিক ক্রুশটা সেভাবে কাজ করে না। তবে খুব একটা পার্থক্য নেই।

'আমার নির্দিষ্ট একটা ধ্রুবক প্রয়োজন,' বিড়বিড় করে বলতে বলতে স্ফটিকের স্টারস্কেপের দিকে এগিয়ে গেল সে। স্টারকেসটা নিশ্চয়ই অকারণে বানানো হয়নি।

'ধ্রুবতারা,' স্টারকেসের যে স্ফটিকটা উত্তুরে তারাটার প্রতিনিধিত্ব করে সেটা দেখিয়ে বলল সেইচান।

ওটাতে কাজ চলবে।

দ্রুত কাজ শুরু করল গ্রে। গাড়ি চালিয়ে এখানে আসার সময় জিপিএস ব্যবহার করে ক্লেয়ারভো-র কোঅর্ডিনেট জেনে নিয়েছিল ও। ইউনিট থেকে রিডিং লিখে ফেলল সে:

LAT 48°09'00"N

LONG 04°'00"E

অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ ঘণ্টা, মিনিট, এবং সেকেন্ডে বিভক্ত। ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো। ক্রুশের ব্রোঞ্জের হুইলে খোদাই করা দাগগুলোর মতো।

এক মিনিটের কম সময়ে সে প্রাচীন যন্ত্রটা ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত হিসেব পেয়ে গেল।

হিসেবগুলো মুখস্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে র‍্যাচেল, চোখে আশার দীপ্তি।

হিসেবে যেন ভুল না হয় সেজন্য গ্রে-ও প্রার্থনা করছে মনে মনে। 'এবারও ব্যর্থ হতে পারি আমি। টানেলে ফিরে যাও তোমরা।'

ক্রুশের কাছে চলে গেল সে। ওখানে যেতেই কেমন যেন একটা সংশয়ের সুতো দুলতে শুরু করল ওর মনে। একদৃষ্টে যন্ত্রটার দিকে চেয়ে রইল সে।

'তুমি পারবে,' একটা কণ্ঠ বলে উঠল ওর পিছন থেকে।

কাঁধ ফিরিয়ে সেদিকে চাইল ও। সেইচান দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অন্যরা টানেলে ফিরে গেছে কোয়ালস্কির কাছে। 'ফিরে যাও,' কর্কশ সুরে বলল কমান্ডার গ্রে পিয়ার্স।

ওর কথায় পাত্তা দিল না মেয়েটা, এমনকি কোনও প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত দেখাল না। 'কাজটা করতে দু'জন মানুষ লাগতে পারে। ক্রুশটা সঠিক কোণে ধরে রাখতে একজন লাগবে, আরেকজন লাগবে হুইলের কম্বিনেশন ঘোরাতে।'

গ্রে তর্ক করতে চাইল, কিন্তু বুঝতে পারল যুক্তি আছে সেইচানের কথায়। ওর মনের একটা অংশও একা থাকতে চাইছিল না।

'ঠিক আছে,' বলল সে।

ক্রুশের ফাঁপা অংশ দিয়ে দেখার জন্য আরও একবার নিচু হলো গ্রে। *টেলিস্কোপের মতো*, ভাবল সে। নিজের করণীয় সম্পর্কে জানে ও। ক্রুশের কাছে পৌঁছে টেনে নিচে নামাল বাহুটা। বৃত্তাকার স্তম্ভের ওপর ভর দিয়ে একদিকে হেলে

গেল পুরো ভাস্কর্য। গ্রে জিনিসটা নড়ানোর সাথে সাথে মেঝের নিচ থেকে বিকট ঠং শব্দ ভেসে এল।

বাহুটা উত্তরদিকে ঘুরিয়ে দিল গ্রে। ফাঁপা অংশ দিয়ে স্ফটিকের তারাময় খিলানটা খুঁজছে সে। সেইচান ধ্রুবতারার প্রতীক স্ফটিকের তারাটার দিকে ধরে রেখেছে ফ্ল্যাশলাইট।

কয়েক মুহূর্ত খোঁজার পর, তারাটা খুঁজে পেয়ে ওটার ওপর ফোকাস করল গ্রে। ঢং করে বিকট শব্দ হলো সাথে সাথে। শব্দটা মাথার ওপর থেকে এসেছে, প্রতিধ্বনি উঠেছে পুরো চেম্বারে।

এর মানে কী?

ছাত থেকে বৃষ্টির মতো শত শত পাথরের টুকরো পড়তে শুরু করল ঝুর-ঝুর করে। একটা টুকরো এসে পড়ল গ্রে'র কাঁধের ওপর। চমকে উঠে ক্রুশটা হাত থেকে প্রায় ফেলে দিতে যাচ্ছিল সে। সেইচান কপাল চেপে ধরল এক হাতে। রক্ত বেরিয়ে আসছে ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

যত যা-ই হোক, ফ্ল্যাশলাইট নামাবে না বলে পণ করেছে মেয়েটা।

ওর লাইটের আলো অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল গ্রে। ছাতে, শত শত গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্রোঞ্জের গজাল। গজালগুলো ধীরে ধীরে নেমে আসছে মেঝের দিকে। ওগুলোর পিছু পিছু পাথরের একটা স্ল্যাব এসে পড়ল টানেল থেকে বেরোবার পথে।

সেইচান আর গ্রে এখন চেষ্টা করলেও দরজার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

এখানকার ফাঁদটা বার্ডসি আইল্যান্ডের উল্টো। এখানে নিচ থেকে গজাল উঠার বদলে উপর থেকে নেমে আসছে।

তবে একটা জিনিসে মিল আছে দু'জায়গাতেই। এখানে, ওখানে– দু'জায়গায়ই ব্যর্থ হয়েছে গ্রে।

৩১

অক্টোবর ১৪
বিকেল ৪: ০৪
ক্লেয়ারভো, ফ্রান্স

'তুমি নিশ্চিত যে কাজ হবে?' জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টা।

কাজ করতে করতে শ্রাগ করল ডিমোলিশন এক্সপার্ট। জায়গায় জায়গায় গর্ত খুঁড়ে বিস্ফোরণটা ব্যাপক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে দিতে চাইছে সে। আরবিতে উত্তর দিল সে। ক্রিস্টার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অনবাদ করে দিল সেটা।

'ও বলছে, আলাহ চাইলে অবশ্যই উড়িয়ে দেবে।'

ক্রিস্টা জিজ্ঞেস করল, 'আর কতক্ষণ লাগবে?'

'আরও দশ মিনিট।'

ক্রিস্টা রাগে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু কিছু না বলে চলে এল ঘুরে। ওর দলের হেলিকপ্টার উড়ছে মাথার উপরে। হেলিকপ্টার থেকে এখনও গুলি ছোঁড়া হচ্ছে জেলখানার গার্ডদের ব্যস্ত রাখার জন্য। নিজেকে শান্ত করার জন্য গভীর একটা দম নিল ও। টানেল খোলা হয়ে গেলেই গর্তে নেমে চাবিটা হাতিয়ে নেবে ও।

পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা সুটকেসের দিকে তাকাল ক্রিস্টা।

কোনওকিছুই থামাতে পারবে না ওকে।

বিকেল ৪:০৫

গ্রে'র কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করল সেইচান। ক্রুশ থেকে একটু সরে গেছে সে, কিন্তু এক হাতে এখনও ধরে রেখেছে ওটা। সেইচান জানে, কী ভাবনার খেলা চলছে ওর মনের মধ্যে। ব্যথার ছপ ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

'লিভার টানব?' কোয়ালস্কি জানতে চাইল চেঁচিয়ে।

'না!' পাল্টা চেঁচাল গ্রে।

অন্যরা টানেলে নিরাপদে আছে আপাতত। লিভার টানলে খুলে যাবে সিঁড়ির মুখ। তখন সদলবলে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্রিস্টা।

উপরের দিকে তাকাল সেইচান। সামনে এগিয়ে গেল ও, দাঁড়াল গ্রে'র সামনে। সত্যিটা জানতে হবে ওকে।

এখন আর গোপন রহস্যে কী আসে যায়?

কিন্তু ও কিছু বলার আগেই আচমকা ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে?'

'কী?'

'ক্রুশটা ঠিকমতো ধরে রাখো, হুইলটা ঘোরাচ্ছি আমি,' নির্দেশ দিল ও।

ওর আদেশ পালন করল কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেইচান।

'এটা হয়তো কোনও বুবি ট্র্যাপ না, টাইমার। কম্বিনেশন মিলানোর চেষ্টা শুরু করার পরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে তোমাকে।' ছাত থেকে নেমে আসতে থাকা গজালগুলোর দিকে চাইল সে।

'তার মানে, আন্দাজে কোনও কাজ করার সুযোগ নেই। সুযোগ নেই কোনও ট্রায়াল বা ভুলের।'

'ঠিক তা-ই।'

গ্রে অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখল ঠিক আছে কি না। ক্রুশের হুইলে আঙুল চালিয়ে দিল সে। দাগগুলো গুনছে সে জোরে জোরে। ওর হিসেবমতো পৌঁছে গেল একটা জায়গায়।

'এবার,' ফিসফিস করে বলল ও।

হুইলটা চেপে ধরে যতক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্রটার সাথে এক সমান্তরালে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোরাতে থাকল। ঘোরানো বন্ধ করল ও, ঠোঁট কামড়াচ্ছে উদ্বেগে।

আগেরবারে মতো ঢং করে বিকট একটা শব্দ হলো।

দুর্ভাগ্যবশত, আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে নেমে আসছে গজালগুলো।

'গ্রে!'

ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে আরও দ্রুত গুণতে শুরু করল সিগমা কমান্ডার। এবার আরও উচ্চস্বরে। 'আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার।'

ঠিক জায়গায় পৌঁছে, আঙুল চেপে ধরল সে ওখানটায়। তারপর উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিল হুইল। প্রায় পূর্ণবৃত্তের সমান ঘুরাতে হলো।

একটা গজাল ওর মুখের দিকে নেমে আসছে দেখে গুড়ি মেরে বসে পড়ল সেইচান। ওরা দু'জনই বসে পড়েছে হাঁটু গেড়ে। এক হাত উপরে তুলে ক্রুশটা ধরে রেখেছে সেইচান। গ্রে দু'হাতই তুলে রেখেছে– এক হাতে চিহ্নিত জায়গাটা ধরে রেখেছে, হুইল ঘোরাচ্ছে অন্য হাতে।

একটা বর্শা ঢুকে গেল সেইচানের হাত ফাঁক দিয়ে।

আরেকটা বর্শা হাতের পিছনে আঘাত করে হুইল থেকে সরিয়ে দিতে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

মুক্ত হাতটা দুটো গজালের মাঝখান দিয়ে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে হুইলটা ধরে ফেলল সেইচান।

'কখন থামতে হবে বলো আমাকে!' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ও গ্রে'কে।

হুইলটা ঘোরাতে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। একটা বর্শায় গাল ঠেকিয়ে দিল ও। বর্শাটা চিরে দিল ওর গাল। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল ওর মুখ, নেমে আসছে ওর ঘাড় বেয়ে।

হুইলটা ঘোরাতে রীতিমতো যুঝতে হচ্ছে ওকে।

আতঙ্কিত চোখে গ্রে'র দিকে তাকাল ও। কাটা গাল নিয়ে কথা বলতে পারছে না মেয়েটা। প্রচণ্ড ব্যথা গ্রাস করে নিচ্ছে ওকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওই লোকটার সামনে নিজেকে খোলা বইয়ের মতো মেলে ধরল সেইচান।

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল গ্রে'র। সম্ভবত এই প্রথমবার সত্যিকার অর্থে সেইচানকে দেখছে ও। বুঝতে পারছে ওদের দু'জনের মাঝখানে কী লুকিয়ে আছে। সেইচানের হাঁটু চেপে ধরল গ্রে, তারপর সেই চারটে শব্দ উচ্চারণ করল যা কেউ কখনও বলেনি ওকে।

'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি।'

প্রচণ্ড ব্যথা যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে, এ ক'টা শব্দ করিয়ে নিল সে-কাজ। ঝরনাধারার মতো অশ্রু নেমে এল ওর গাল বেয়ে। আরও শক্ত করে চেপে ধরল ও হুইলটা। তারপর টানতে শুরু করল প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে। হুইলটা ঘুরতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে।

সময় ঘনিয়ে আসছে।

জিহ্বার কাছে বর্শার ডগার অস্তিত্ব টের পেল ও।

তবুও ও ঘুরিয়ে চলেছে হুইল।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল গ্রে।

থেমে গেল সেইচান, ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে। দূরে, ঠং করে শব্দ হলো তৃতীয়বারের মতো।

তিনটি স্পাইরাল, তিনটি ঠং শব্দ।

চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ওর, কিন্তু চোখ বন্ধ করার আগে দেখতে পেল, আবার উপরে উঠে যাচ্ছে গজালগুলো।

ওর পাশে চলে এসেছে গ্রে। ওকে টেনে কোলের ওপর নিয়ে নিল গ্রে। ওকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। গ্রে-ও শক্ত করে ধরে রেখেছে ওকে।

'দেখো, তুমি পেরেছ।'

ওকে আরেকটু উঁচু করে তুলে ধরল গ্রে। চেম্বারের ভেতর চোখ বোলাল সেইচান।

কৃত্রিম মেঝের অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়ে উল্টে গেছে স্পাইরাল তিনটা। সেকশনটা পুরোপুরি ঘুরে গেছে। স্পাইরাল যে-পিঠে ছিল, সে-অংশটা উল্টে গিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছে নিচের শতাব্দী-প্রাচীন গুপ্ত রহস্য।

প্রতিটা মেঝের নিচে তিনটি কাঁচের দোলনা লাগানো ছিল।

মেঝে তিনটার ঘূর্ণন বন্ধ হতেই, আন্দোলিত হয়ে উঠল দোলনা তিনটি।

এখান থেকেও সেইচান বুঝতে পারছে কোনও *বাচ্চা* বসে নেই বিশালাকৃতির দোলনাগুলোতে, বসে আছে কয়েকটা *দেহ*।

দোলনাগুলো আসলে বাক্স।

'কবর,' বলল গ্রে।

চেম্বারের দরজা খুলে গেল, অন্যরা দৌড়ে ঢুকল ভেতরে।

'*গ্রে...?*' চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাচেল।

অশ্রুর ধারা নেমে আসছে ওর গাল বেয়ে। ও ভেবেছিল গ্রে আর বেঁচে নেই।

সেইচান উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু এখনও খুব দুর্বল ও। ওয়ালেস একটা রুমাল বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে। রুমালটা নিয়ে গালে চেপে ধরল ও। গ্রে'র দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত তুলে ধরল সেইচান। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ওর হাতে রুমাল দিয়ে।

ওয়ালেস বললেন, 'ওগুলো কাঁচের কফিন!'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' প্রফেসরের পিছনে এসে হাজির হয়েছে কোয়ালস্কি।

কাঁচের কফিন তিনটি দেখাল গ্রে। 'চাবিটা খুঁজে বের করতে হবে।'

বিকেল ৪:০৮

প্রথম কোথায় খুঁজতে হবে জানা আছে গ্রে'র।

যে বাক্সটা বাকি দুটো বাক্সের চেয়ে অন্যরকম, সবাইকে নিয়ে সেখানে চলে এল সে। কাঁচের ওপর ধুলো পড়লেও, আঁকিবুঁকি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ওটার ওপর, আলোয় জ্বলজ্বল করে যেন জিনিসটার মাহাত্ম্য জানান দিচ্ছে।

কফিনের উপরিভাগ আর পাশখানটা চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত সচিত্র কাঁচের প্যানেল দিয়ে বানানো। ওগুলোর রঙ মূল্যবান গয়নার মতোই উজ্জ্বল, সবগুলো ছবিই পরিচিত। ছোট ছোট বাজপাখি, শেয়াল, পাখাওয়ালা সিংহ, গুবরেপোকা, হাত, চোখ, পালক, এসবের সাথে কৌণিক সিম্বল আঁকা কাঁচ আর রুপোর রত্ন দিয়ে।

'এগুলো প্রাচীন মিশরীয় হায়রোগিফ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ওয়ালেস।

'কাঁচ কেটে বানানো,' র‍্যাচেলের কণ্ঠেও বিস্ময়।

সামনে ঝুঁকে এলেন ওয়ালেস। 'হায়রোগ্লিফগুলো অনেক প্রাচীন। আদি মিশরীয়। আমার অনুমান, পুরনো সাম্রাজ্যের আমলের। চার্চ নিশ্চয়ই কোনও মূল ফলক থেকে নকল করেছে এগুলো। ওগুলো খুব সম্ভবত বার্ডসি আইল্যান্ডের ওই শবাধারে লেখা ছিল। হায়রোগিফগুলো মুছে ফেলার আগে কয়েকজন মঙ্ক নিশ্চয়ই ওগুলো লিখে রেখেছিল। পরে এখানকার কাঁচের কফিনে আঁকে ওগুলো।'

'এগুলো পড়তে পারবেন আপনি?' চাবি সম্পর্কে কোনও তথ্যের আশায় প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল গ্রে।

ধুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলেন ওয়ালেস। 'এখানে শুয়ে আছেন রাজা আখেনাতেন ও রানি নেফারতারি'র মেয়ে, মেরিতাতেন। এখানে শুয়ে আছেন তিনি, যিনি সাগর পাড়ি দিয়ে সূর্য দেবতা, রা-কে নিয়ে এসেছিলেন এই শীতল দেশে।'

পড়া শেষ করলেন প্রফেসর, কাঁপছে তার দু'হাত। 'কালো রানি।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বিস্ময়ের ধাক্কায় বড় হয়ে গেছে তার দু'চোখ। 'মিশরীয় রাজকন্যা ছিলেন তিনি।'

'এটা কি সম্ভব?' র‍্যাচেল জিজ্ঞেস করল।

কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকাল গ্রে। বার্ডসি আইল্যান্ডকে নিয়ে বলে ফাদার রাই-এর কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর। তিনি বলেছিলেন, জাদুকর মারলিনকে ওই দ্বীপে কাঁচের কফিনে কবর দেয়া হয়েছিল। এটাই ওই মিথের প্রকৃত উৎস। এখানকার কবরের *মেরিতাতেন* নামের সাথে কি ওখানকার *মারলিন* নামটা গুলিয়ে গিয়েছিল?

ব্রিটিশ দ্বীপের ইতিহাস মনে করল ও। সেল্টদের সঙ্গে ফোমোরিয়ান নামক একদল কালো-চামড়ার দৈত্যের যুদ্ধের গল্প মনে পড়ল ওর। একদল মিশরীয় সেল্টদের কাছে বিদেশি ও অদ্ভুত মনে হবে। আর ওই গল্প অনুসারেই, ফোমোরিয়ানরা নীল নদের অববাহিকায় গড়ে উঠা মিশরীয়দের কৃষি-জ্ঞান দিয়েছিল সেল্টদের।

ওয়ালেস সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'কিছু কিছু ইতিহাসবিদের দাবি, ইংল্যান্ডের প্রাচীন পাথরগুলো মিশরীয়। আয়ারল্যান্ডের টারা-তে একটা নিওলিথিকাল কবরস্থানে তুতেনখামেনের কবরের সাজসজ্জার সাথে মিল আছে এমন একটা দেহ পাওয়া গিয়েছিল।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর যেন এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ব্যাপারটা। 'কিন্তু এখানে...প্রমাণ স্বয়ং হাজির।'

'আর চাবি?' কাশতে কাশতে মনে করিয়ে দিল সেইচান।

একটা মৃতদেহ শুয়ে আছে কাঁচের কফিনে। একখানা ব্রোঞ্জের আঁকড়া দিয়ে ঢাকনার কজা বানানো হয়েছে। গ্রে এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেলল কফিনের ঢাকনা।

অস্বস্তিকর মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে কফিনের ভেতর থেকে।

'হায় ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠল র‍্যাচেল।

শুকিয়ে কুঞ্চিত হয়ে গেলেও অদ্ভুত উপায়ে এখনও অক্ষত আছে দেহটা। চুল এলিয়ে পড়েছে ঝুঁকে থাকা দেহটার ওপর। গায়ের চামড়া মসৃণ। এমনকি চোখের পাপড়িও অক্ষত আছে। পায়ের পাতা থেকে গলা পর্যন্ত পুরো দেহ সুন্দর কাপড়

দিয়ে মোড়া। মাথায় একখানা সোনার মুকুট। দেখেই বোঝা যায়, মিশরীয় ডিজাইনে তৈরি নীলা-পাথরের মুকুটটা।

পুরো শরীরের আর একটামত্র অঙ্গ দেখ যাচ্ছে– হাত। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখা। হাত দুটো একটা হায়রোগিফ আঁকা পাথরের জগ ধরে আছে। পাত্রটা বাজের মাথা অঙ্কিত সোনার ঢাকনি দিয়ে সিল করা।

'রানির ডান হাতটা দেখো,' বলল র‍্যাচেল।

গ্রে লক্ষ্য করল, রানির তর্জনীর আঙুল নেই।

পাথর-ও-সোনার তৈরি জগের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ ওয়ালেসের। 'ডিজাইন দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা ক্যানোপিক জার। রাজা বা রানির সুবাসিত অঙ্গ রাখার জন্য ব্যবহৃত হতো।'

পাত্রটার ভেতরে দেখতে হবে। ডুমসডে কী কালো রানির দেহের সাথে সম্পর্কিত। বাক্সের কাছে পৌঁছে, রানির শুকিয়ে যাওয়া আঙুলের ফাঁক থেকে ভারি পাত্রটা তুলে নিল গ্রে।

'আমি এ-কাজ করব না,' বিড়বিড় করতে করতে এক পা পিছিয়ে গেল কোয়ালস্কি। 'না, না। আবারও অভিশপ্ত হতে যাচ্ছ তুমি, গ্রে।'

মিশরীয়রা নিশ্চয়ই তাদের কৃষি-দক্ষতার সাহায্যে এমন কোনও ছত্রাকজাতীয় পরজীবী আবিষ্কার করেছিল, যা পুরো একটা গ্রাম উজাড় করে দেয়ার মতো ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনতে পারে। এক ধরনের জীবাণু যুদ্ধ।

কিন্তু ওদের কাছে কি এটার প্রতিষেধকও ছিল?

পাত্রটা ঝাঁকাল গ্রে। বাজের মাথা চেপে ধরে খুলে ফেলল ঢাকনা। তারপর উঁকি মারল পাত্রটার ভেতরে, জানে না কী দেখতে পাবে।

অভিশাপ নাকি নিরাময়?

পাত্রের ভেতর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন প্রফেসর ওয়ালেস। আলতো করে পাত্রের গায়ে টোকা দিল গ্রে।

ভেতর থেকে, তুষার-শুভ্র পাউডার বেরিয়ে এল, পানির মতো বেরিয়ে এল সাদা-গুঁড়ো। বার্নার্ড আর দুধের অলৌকিক ঘটনার কথা মনে পড়ল ওর। কীভাবে ব্যাক ম্যাডোনা থেকে দুধের ধারা বেরিয়ে সুস্থ করে তুলেছিল বার্নার্ডকে।

গ্রে জানে কী পড়ে আছে ওর হাতের তালুতে। 'এটাই সেই ওষুধ,' ও বলল। 'এটাই সেই চাবি।'

পাউডারটুকু আবার পাত্রে ঢুকিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে দিল ও।

'তোমরা হয়তো এটা দেখতে চাইবে,' কাশতে কাশতে বলল সেইচান। আরেকটা বাক্স খুলে ফেলেছে ও।

ওরা এগিয়ে গেল সেদিকে।

কাঁচের বাক্সটার দেখাল ও আঙুলের ইশারায়। সাধারণ একটা আলখালা পরিহিত একটা দেহ শুয়ে আছে ওখানে। মৃত লোকটার হাত দুটোও ভাঁজ করে রাখা। একটা ছোট চামড়ায় বাঁধাই করা বই ধরে রেখেছে দু'হাতে।

কিন্তু মৃতদেহের মুখের ওপর আলো ফেলেছে সেইচান। দেখে মনে হচ্ছে, লোকটা যেন গতকাল মারা গেছে। লোকটার চামড়া ঈষৎ ভেজা ভেজা, অক্ষত, তার ঠোঁট দুটো লাল, চোখ দুটো এমনভাবে বুজে আছে যেন ঘুমোচ্ছে। বাদামি চুল দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আঁচড়ানো।

'তার দেহ একটুও ক্ষয় হয়নি,' সেইচান বলল।

গলায় এক-হাত রাখল র‍্যাচেল। 'বলা হয়, সাধুদের দেহ নাকি অক্ষয়। এটা নিশ্চয়ই সেইন্ট ম্যালাকি,' তৃতীয় কফিনের দিকে তাকাল ও, 'নইলে সেইন্ট বার্নার্ড।'

দেহটার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে আরেকটা ভাবনার উদয় হয়েছে ওয়ালেসের মনে। 'ক্যানোপিক পাত্রে সবসময় সুবাসিত অঙ্গ রাখা হতো না।' নড করে পাত্রটা দেখালেন তিনি। 'মাঝে মাঝে শুধু সুবাসিত পদার্থও রাখত। তেল, মলম, পাউডার এসব।'

তার কথা বুঝেছে গ্রে। 'চাবিটা রোগ নিয়াময়কারী হয়, বিশেষ করে ছত্রাকজাতীয় সংক্রমণের নিরাময়কারী হয়, তাহলে পাউডারটায় নিশ্চয়ই ছত্রাকের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কোনও উপাদান আছে... সম্ভবত অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদানও আছে।' সাধুর মুখের দিকে তাকাল ও। 'আর দেহে পচন ধরানোর মূল অনুঘটক হচ্ছে ছত্রাক আর ব্যাক্টেরিয়া। এমন কোনও পদার্থ দিয়ে মৃতদেহ সুবাসিত করে কফিন সিল করে দাও, তাহলেই দেহটা অক্ষয় হয়ে যাবে।'

বার্ডসি আইল্যান্ডের সাধুদের অস্বাভাবিক দীর্ঘ আয়ু এবং সুস্বাস্থ্যের কথাও মনে পড়ল ওর। এমন শক্তিশালী একটা নিয়রাময়কারী নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীদের রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি যোগাত। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই রোগ নিরাময়ের জন্য বিখ্যাত ছিল দ্বীপটা।

বড় হয়ে গেল ওয়ালেসের চোখ দুটো। 'তার মানে, চাবিটা...'

'ওটা আসলে কোনও সুবাসিত পদার্থ। সম্ভবত মিশর থেকে নিয়ে এসেছিল বা এখানে এসে আবিষ্কার করেছিল ফোমোরিয়ানরা। তখনকার দিনে এই পদার্থের নিরাময় ক্ষমতা নিশ্চয়ই অলৌকিক মনে হতো।'

ওয়ালেস নড করলেন। 'আর কেউ যখন শক্তিশালী রোগে আক্রান্ত হতো, তখন জাদুর মতো কাজ করত পদার্থটা। জীবাণু-অস্ত্র আর তার প্রতিষেধক।'

'আর এই জ্ঞান মিশরীয়দের কাছ থেকে সেল্টদের কাছে, তাদের কাছ থেকে আদি চার্চের কাছে প্রবাহিত হয়। অবশেষে সেই জ্ঞান সমাহিত হয় এখানে।'

'কিন্তু সেটাই নিশ্চয়ই একমাত্র জ্ঞান ছিল না।' কেল্টিক ক্রুশটার দিকে ঘুরলেন ওয়ালেস। 'বহু বছর ধরে মিশরীয়রা কীভাবে পিরামিড বানাত, তা নিয়ে তর্ক দুই

দলে ভাগ হয়ে গেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। কাজটা করার জন্য শক্তিশালী জরিপ-যন্ত্র লাগত নিশ্চয়ই ওদের।'

নতুন দৃষ্টিতে ক্রুশটা দেখল গ্রে। এটাই কি সেই যন্ত্র?

ওর পিছনে, অবাক হয়ে ফোঁস করে উঠল র‍্যাচেল। ও আর সেইচান ঝুঁকে পড়েছে দেহটার ওপর। সন্ন্যাসীর হাতে ধরা বইটা খুলেছে ওরা।

'ভেতরের নামটা,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল সেইচান। 'মেইল ম্যাডক।'

'সেইন্ট ম্যালাকি,' একমত হলো র‍্যাচেল। বইয়ের পাতা উল্টাল ও। 'এটা একটা জার্নাল। ল্যাটিনে লেখা এই সংখ্যাগুলো আর হিজিবিজি লেখাগুলো দেখো...'

গ্রে'র দিকে ফিরল ও। 'এটা পোপদের নিয়ে ম্যালাকি'র লেখা আসল ভবিষ্যদ্বাণী। তার নিজের হাতের লেখা।' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ওর কণ্ঠ। 'কিন্তু আরও অনেক লেখা আছে! পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। আমার ধারণা, জার্নালটায় আরও শত শত ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর কথা কখনও বলেনি চার্চ।'

র‍্যাচেল আরও পাতা উল্টানোর আগেই বইটার কাছে পৌঁছে প্রথম পাতায় চলে এল সেইচান। একটা সিম্বল আঁকা ওখানে। সিম্বলটা মিশরীয়। গ্রে'র দিকে তাকাল ও। সিম্বলটা চিনেছে গ্রে। আগেও দেখেছে ওরা এই সিম্বল।

এবার ও বুঝতে পারছে এত ক্ষেপে উঠেছে কেন গিল্ড। সংগঠনটা প্রাচীন এই জ্ঞানের উৎসের পেছনে লেগেছে, বিশেষ করে মিশরীয় জ্ঞানটার পিছনে। ফাদার জিওভান্নি নিশ্চয়ই এটার সাথে মিশরের সম্পর্কে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। এই তথ্য জানতে পেরেই আগ্রহী হয়ে উঠে গিল্ড।

কয়েক বছর আগে গিল্ডের সঙ্গে টক্কর লাগার সময় এই চিহ্নটা দেখেছিল ওরা: পবিত্র খাবারের মোচাকৃতির প্রতিকৃতি।
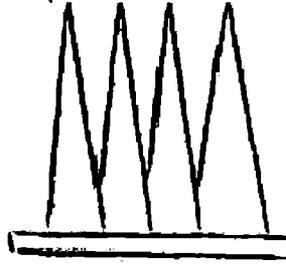
সিম্বলটা শ্রুব্রেড বা ঈশ্বরের খাবারের প্রতিনিধিত্ব করে। ফারাওদের মনের আধ্যাত্মিক দিক খুলে যাওয়ার জন্য তাদের এ-খাবার খাওয়ানো হতো। কালো রানি মেরিতাতেন কি মিশর থেকে সুবাসিত পদার্থ ছাড়াও আরও কিছু নিয়ে এসেছিলেন? তিনি কি কিছু পবিত্র খাবারও নিয়ে এসেছিলেন? এই খাবার খেয়েই

কি ম্যালাকির আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল, ফলে ওসব ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পেয়েছিলেন তিনি?

বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় আঁকা সিম্বলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রে।

আচমকা, কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই বিস্ফোরণের তীব্র ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল পুরো কামরা। এবার বিস্ফোরণের আওয়াজ আগেরবারের চেয়ে অনেক বেশি। চেম্বারের ভেতরে ধোঁয়া আর ধুলো এসে ঢুকছে টানেল থেকে।

'ওরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে,' বলল সেইচান।

কোয়ালস্কির দিকে ফিরল গ্রে। 'তোমার রাইফেল নাও আর...'

কিন্তু বিশাল লোকটা কিছু করার আগেই কোয়লস্কির হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলেন ওয়ালেস। ওদের দিকে রাইফেল তাক করে ধরলেন প্রফেসর। কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি টানেলের দিকে।

'আমার তা মনে হয় না,' ওয়ালেস বললেন।

প্যাসেজওয়ে থেকে ছয় জন সৈন্য ঢুকল ভেতরে। ওদের পিছু পিছু সিগ সয়্যার হাতে ঢুকল লম্বা এক মহিলা।

সেদিকে তাকিয়ে ওয়ালেস বললেন, 'সময়মতো এসে পড়েছ, বাছা।'

৩২

১৪ অক্টোবর
বিকেল ৪:১৫
ক্রেয়ারভো, ফ্রান্স

ওদের চেহারার বিস্মিত অভিব্যক্তি বেশ মনে ধরল ক্রিস্টার। বিশেষ করে ওই ইউরেশিয়ান মহিলাটার। রক্তের মাঝ দিয়েও তার চেহারায় ক্ষোভ উদাত্ত আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে। এ রাগ ক্রিস্টাকে আনন্দই দিল কেবল। যেভাবে ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে তারপর এ মুহূর্তটা প্রায় অমূল্য।

প্রায়।

'তুমি কি ভেবেছিলে তুমিই আমার একমাত্র এজেন্ট এখানে?' ক্রিস্টা শান্তস্বরে বলল। 'ইন্স্যুরেন্স ছাড়া বিশ্বাস কী জিনিস বল?'

ওয়ালেস রাইফেল নিয়ে তার সাথে যোগ দিলেন।

কনুই দিয়ে তাকে গুঁতো দিল ক্রিস্টা। 'শুরু থেকেই ওয়ালেস আর আমার টিমওয়ার্ক ভালো। তখন থেকে, যখন সে এই প্যাথলজিক ছত্রাকটা আবিষ্কার করে। প্রফেসরই আমাদেরকে ফাদার জিওভান্নির বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। যাজকের আরেকটু সাবধান থাকা উচিত ছিল যে কার কাছে কনফেশন করছে।'

হাসি আটকে রাখতে পারছে না সে। উলাস আর স্বস্তির বহিঃপ্রকাশ। মুহূর্তের দুর্বলতায় বেরিয়ে গেছে; নিজেকে সংযত করল ও। ক্রোধ জায়গা করে নিল ওর মনে, যা ওকে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করল।

ওয়ালেসের দিকে তাকাল সে। 'চাবিটা কোথায়? এখানে?'

দাঁত বের করে হাসলেন ওয়ালেস। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। ওর হাতের পাত্রেই আছে।'

এক পা পিছিয়ে গেল গ্রে পিয়ার্স। 'আমাদের মাঝে চুক্তি হয়েছিল।'

ক্রিস্টার হাতে ছেলেমানুষির সময় নেই। 'খাত্তাব, যাও ওটা নিয়ে এসো।'

শেষ মুহূর্তে ঝামেলা এড়াতে ক্রিস্টা তার বন্দুকটা তাক করে রাখল ওই ইতালীয় মেয়েটার দিকে। উপায়ান্তর না দেখে পাথরের জারটা হস্তান্তর করল গ্রে।

বিনিময়ে খাত্তাবও ওদের জন্য কিছু একটা রেখে গেল। আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছে ক্রিস্টা। স্টিলের স্যুটকেসটা মেঝেতে রেখে চাবিটা নিয়ে ফিরে গেল খাত্তাব।

স্যুটকেসটার দিকে তাকাল গ্রে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভেতরে কী আছে, জানে ও।

তবুও ব্যাখ্যা করল ক্রিস্টা। 'গতিশীল ফায়ারবলের তৈরি একটা বোমা। চায়নিজদের তৈরি নতুন ডিজাইন। বেশ অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। আর এমন তাপ উৎপন্ন করে যে দেয়ালের ইটও গলে যায়। কোন প্রমাণ ফেলে যাওয়া তো আর সম্ভব না।'

এক পা এগিয়ে এলো গ্রে। 'অন্তত র‍্যাচেলকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও।' অনুরোধ করল সে। 'এতটুকু কথা তো রাখ।'

মাথা নাড়ল ক্রিস্টা। তবে লোকটার প্রতি আকস্মিক শ্রদ্ধা অনুভব করল সে। সেই সাথে কিছুটা দুঃখও। ব্যথা ফুটে উঠেছে গ্রে'র চোখে। কেউ কি ক্রিস্টার জন্য কখনও এমন আত্মত্যাগ করবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তার কণ্ঠস্বরে যতটুকু সম্ভব সমবেদনা ফুটিয়ে বলল, 'দুঃখিত তবে আমি আসলে পুরো সত্যি কথা বলিনি। ওয়ালেস বিষের যে ভায়ালটা সেইচানের ড্রপ বক্সে রেখেছিল তার কোনও প্রতিষেধক নেই। শতভাগ প্রাণঘাতী। র‍্যাচেল হয়তো এর মধ্যেই উপসর্গ অনুভব করতে শুরু করেছে। এখানে মৃত্যুই দ্রুত কাম্য, কম বেদনাদায়ক হবে।'

গ্রে'র চেহারায় বিহ্বল অভিব্যক্তি। ইতালীয় মেয়েটা মুখ লুকাল গ্রে'র বুকে।

খাতাবের দিকে ফিরল ক্রিস্টা। 'চলো। তোমার লোকেরা যাবার আগে যেন টানেলের মুখটা উড়িয়ে দেয় তা নিশ্চিত কর।'

এখানে তার কাজ শেষ।

প্রায়।

ঘুরে বন্দুকটা ওয়ালেসের দিকে তাক করল সে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওয়ালেসের। তার পেটে গুলি করল ক্রিস্টা। লোকটা চেঁচিয়ে উঠার সুযোগও পেল না, খাবি খেয়ে বসে পড়লেন কেবল।

ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেছে তার। এক হাতে নিজেকে সামলে রেখেছেন। 'জানো না কত বড় ভুল করেছ তুমি।'

শ্রাগ করে পিস্তলটা তারা মাথার দিকে তাক করল ক্রিস্টা।

'আমি এশেলন,' তার দিকে থুতু ফেললেন ওয়ালেস।

থমকে গেল ক্রিস্টা। এর মানে কী? এটা কি সত্যি? জীবিত অল্প কয়েকজন মানুষই কেবল জানে এশেলনের নাম।

পিস্তল তাক করে রাখল সে। অনিশ্চিত হলেও একটা ব্যাপার ও জানে। সংগঠনে উপরে উঠতে হলে জায়গা ফাঁকা করতে হবে।

ট্রিগারে চাপ দিল মেয়েটা।

ওয়ালেসের মাথাটা আগু-পিছু করল একবার। তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

ঘুরে টানেলের দিকে এগিয়ে গেল ক্রিস্টা। কারও কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া আশা করছে না সে। সবাইকে হত্যা করতে বলা হয়েছিল ওকে।

সব্বাইকে, মনে পড়ল তার।

'চল!'

অন্যদের নিয়ে টানেলের মুখের দিকে এগোল ও। তার পাশেই পাথরের জারটাকে বগলদাবা করে নিয়ে ছুটছে খাত্তাব। সূর্যের আলো এসে অভ্যর্থনা জানাল ওদের। বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া দরজার সামনে পাথরের স্তূপ।

মাটির উপরে ওঠার পর থেকেই ক্রিস্টা ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। বন্দিশালায় প্রচণ্ড গরম। হঠাৎ ভেসে এল গুলির শব্দ।

সৈনিকদের সম্মুখভাগের পিছনে পিছনে ছিল ও। দলগতভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এসেছে তারা। গুলির প্রচণ্ড শব্দ অনুধাবন করতে এক মুহূর্ত বেশি লেগে গেল ক্রিস্টার। খাতাব হাঁটু গেড়ে পড়ে যেতেই বিপদের প্রকৃতি বুঝতে পারল সে।

অর্ধেক মুখ উড়ে গেছে লোকটার। পাথরের পাত্রটা তার নিষ্প্রাণ হাত থেকে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল সূর্যের আলোতে।

আরও অনেকেই গুলিবিদ্ধ হলো আশেপাশে। লাফ দিয়ে পিলারের পিছনে আশ্রয় নিল ক্রিস্টা।

যুদ্ধ ছুটে এসেছে ওদের পিছন পিছন।

মাথার উপর, আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত দৃষ্টি কাড়ল তার। ওদের একটা হেলিকপ্টার আগুনের গোলার মতো বিস্ফোরিত হয়েছে। একটা ঘূর্ণন দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টারটা।

ধক করে উঠল ওর হৃদপিণ্ড।

কী হচ্ছে এসব?

বাগানের দিকে তাকাল সে। ওপাশ থেকে কে গুলি করছে লক্ষ্য করল, কে অ্যাম্বুশ করেছে ওর দলকে। ফ্রেঞ্চ মিলিটারির ইউনিফর্ম পরিহিত সৈন্য। তবে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে অন্য কেউ।

অসম্ভব!

এ তো সেই ইন্ডিয়ানটা।

পেইন্টার ক্রো।

হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল ক্রিস্টার। ভয়ে নয়, ক্রোধে। যুক্তি দিয়ে ভাবার ক্ষমতা হারাল ও। পকেট থেকে ট্রান্সমিটারটা বের করে দিল চাপ। পায়ের নিচে কেঁপে উঠল মাটি। মাটিতে সৃষ্ট গর্তটা থেকে বেরিয়ে এল ধোঁয়া।

ক্রো'র টিমমেটেরা রেহাই পাবে না।

ধোঁয়ার আড়াল ব্যবহার করে অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল ক্রিস্টা। নিজেকে বোকা বানানোর কিছু নেই। নিজের দলকে নিয়ে এখানে আটকা পড়েছে সে-ও। সব শেষ। তবে তার আগে একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। নরওয়ে ছাড়ার আগে নিজের কাছেই একটা প্রতিশ্রুতি করেছিল ও। সেই প্রতিশ্রুতি রাখার সময় এসে গেছে।

বিকেল ৪:২০

শুরু হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেল গুলিবর্ষণ।

পেইন্টারের গ্রুপ আকস্মিকভাবে মাটির গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা দলটার মুখোমুখি হয়ে যায়। অন্ধকারে নিমজ্জিত টানেলের মুখটা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় তার দল।

কিন্তু শেষ শত্রুটিও নিহত হয়েছে।

ফ্রেঞ্চ সৈনিকরা বাগানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কাঁধে বন্দুক, ক্ষীপ্র তাদের চলন।

পিছিয়ে গেল পেইন্টার। দম ছাড়ল বড় করে। মাটিতে নেচে বেড়াচ্ছে ওর চোখ। গ্রে আর বাকিরা কোথায়?

ওয়াকওয়ে ধরে তার দিকে এগিয়ে এল মঙ্ক। ধোঁয়া বেরোচ্ছে রাইফেলের নল থেকে। ওর চেহারায় বন্ধুদের জন্য চিন্তার ছাপ।

হঠাৎ ছায়া থেকে পেইন্টারের ডানদিকের দরজার আড়াল থেকে একজন মহিলা দৃষ্টিগোচর হলো। এক ফুট দূর থেকে পেইন্টারের বুক বরাবর বন্দুক তাক করল সে।

গুলি ছুঁড়ল পরপর চারবার।

বজ্রপাতের মত শব্দ হলো।

কেবল একটা গুলি ছুঁয়ে গেল পেইন্টারের কাঁধ। গুলি করার সময় পাশ থেকে কেউ একজন ছুটে এসে ধাক্কা দিয়েছে পেইন্টারকে।

মাটিতে পড়েই ঘুরে তাকাল ও।

গুলির ধাক্কায় জন ক্রিডকে বাগানে পড়ে যেতে দেখল সে।

চিৎকার করে তার দিকে ছুটে এল মেয়েটা। বন্দুকটা পেইন্টারের মুখের দিকে তাক করা। শক্ত করে চেপে ধরল ও মেয়েটাকে। বুট থেকে ছুরিটা নিয়ে সোজা সেঁধিয়ে দিল মেয়েটার পেটের গভীরে।

মেয়েটা ওয়েল-ট্রেইনড। ব্যথাটা সহ্য করল সে। পেইন্টারের চিবুক বরাবর তাক করল বন্দুক। মেয়েটার চোখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ছুরিটা ওকে পেইন্টারকে হত্যার হাত থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

'জিনিসটা মনে হয় তোমার,' বলেই পেইন্টার চেপে দিল ওয়াস্প ট্রিগারের বোতাম।

কম্প্রেসড গ্যাস বিস্ফোরিত হল তার পেটে। ভেতরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক নিমিষেই শেষ। ব্যথায় অসাড় হয়ে গেল তার দেহ।

দুহাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল পেইন্টার। মাটিতে পড়ল সে। মুখে অব্যক্ত ব্যথা। তারপর নির্জীব হয়ে পড়ল মেয়েটা। মারা গেছে।

পেইন্টারকে টপকে বাগানের দিকে ছুটল মঙ্ক। 'ক্রিড!'

পেইন্টারও অনুসরণ করল ওকে।

শুয়ে আছে ক্রিড। ঠোঁট রক্তাক্ত, বুকে তিনটা গুলি খেয়েছে সে। ধেয়ে আসা মৃত্যুকে চিনতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার।

মঙ্ক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার পাশে। জ্যাকেট ছিঁড়ে ক্ষতের উপর চেপে ধরল সে। 'আরেকটু চেষ্টা করো!'

সবাই জানে কিছুই করার নেই আর। রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

ক্রিড মঙ্কের হাত চেপে ধরল শক্ত করে। তার উপর মঙ্ক তার আরেক হাত রাখল।

'জন...'

শেষবারের মত দম ফেলল ক্রিড। ফসকে গেল তার হাতটা। মঙ্ক আবার তা ধরতে গেল যেন এতে আবার ফিরে আসবে ক্রিড। কিন্তু ওর চোখ নিষ্প্রাণ।

'না,' চিৎকার করে উঠল মঙ্ক।

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল পেইন্টার। কিন্তু আরেকটা আওয়াজ ভেসে এল হঠাৎ। ঘুরে নিচু হয়ে গেল সে। শব্দটা আসছে ধূমায়িত গর্তটা থেকে।

একদল লোক দৃষ্টিগোচর হলো। গর্ত থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত কাশছে তারা।

চারপাশ দেখতে গিয়ে বাগানে হোঁচট খেয়ে পড়ল একটা অবয়ব।

'গ্রে...'

বিকেল ৪:২২

ওদের হাতে কেবল কয়েক সেকেন্ড সময় আছে।

গ্রে জানে ক্রিস্টা বাইরে বেরোনো মাত্র ফাটিয়ে দেবে বোমাগুলো। টানেল থেকে শেষ সৈনিকটা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তাই ছুটে সেল্টিক ক্রুশের কাছে গিয়ে চাকাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে ও। সন্ন্যাসীরা সমাধিস্থলটাকে আবার লুকিয়ে ফেলার কোনও উপায় নিশ্চয়ই রেখেছে।

ব্যাপারটা সহজাতভাবে আন্দাজ করেছে ও।

চাকা ঘোরাও, তলা ঘুরে যাবে।

ওর ধারণা ঠিক।

চাকাটা ঘুরানোয় সমাধিটা নিচে নেমে গেল, আর আবার উপরে উঠে গেল স্পাইরাল নকশাগুলো।

মেঝে নড়ে উঠতেই গ্রে চেঁচিয়ে কোয়ালস্কিকে স্যুটকেস-বোমাটা নিচের গর্তে ফেলে দিতে বলল। এতে করে রক্ষা পাওয়া যাবে কি না নিশ্চিত না হলেও ওর হাতে অন্য কোনও উপায় নেই। এরপর দেয়ালের কাছে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সবাই।

বোমা ফাটতেই মেঝের চক্রাকার পেটগুলো লাফিয়ে উঠে আছাড় খেল মাটিতে। প্রচন্ড উত্তাপের সৃষ্টি হলো। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে সবার, কিন্তু বেশিরভাগই টানেল দিয়ে চিমনির মতো বেরিয়ে গেল।

তবে নিচে এখনও বিপদ রয়ে গেছে।

আগুন ওদের নিচের পাথর গলিয়ে ফেলছে। পাশে জ্বলতে শুরু করেছে ব্রোঞ্জের স্পাইরালগুলো।

সবাইকে টানেলের দিকে পালাতে বলল গ্রে।

হামাগুড়ি দিতে দিতে উপর থেকে বন্দুকযুদ্ধের শব্দ শুনতে পেল সে। তারপর হঠাৎই যেন থেমে গেল সব।

ও জানে না কী হচ্ছে উপরে। দুয়েকটা গুলির শব্দ শোনা গেল আবার। তারপর চেঁচিয়ে উঠল কেউ। কণ্ঠস্বরটা ওর পরিচিত। স্বস্তিতে কেঁপে উঠল গ্রে।

মঙ্ক।

উত্তাপ বাড়তে বাড়তেই, অন্যদের নিয়ে টানেল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল গ্রে। চারপাশে লাশের ছড়াছড়ি। ফ্রেঞ্চ সৈনিকরা ঘিরে রেখেছে ওদের। হোঁচট খেয়ে বাগানে পড়ল ও।

'ওরা আমাদের লোক!' চেঁচিয়ে বললেন পেইন্টার। ছুটে আসছেন সামনে।

গ্রে বুঝে উঠতে পারল না বস এখানে কী করছেন, কীভাবে এখানে এলেন তিনি। তবে তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আশেপাশে খুঁজে গ্রে ঝোপের উপর একটা পাথর আর স্বর্ণের তৈরি পরিচিত বস্তুর সন্ধান পেল।

ক্যানোপিক জার।

স্বস্তিতে ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তুলে নিল জিনিসটা।

ঢাকনা জায়গামতোই আছে।

পেইন্টার যোগ দিল তার সাথে।

'এটা ডুমসডে কী,' ব্যাখ্যা করল গ্রে।

'নিরাপদে রাখ এটা।' পেইন্টার ঘুরল। সেইচান যোগ দিল ওদের সাথে। গ্রে'র বসকে এখানে দেখে অবাক মনে হলো না ওকে।

পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সেইচান।

'আমাদের চেষ্টা করা উচিত ছিল,' সেইচানকে বলল ও।

'তবুও তা ব্যর্থ হয়েছে। আমি আপনাকে শুরুতেই বলেছিলাম গিল্ড আর আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না।' সেইচান পিছনে তাকিয়ে সত্যিকার অর্থে পালাতে ব্যর্থ এক ভিক্টিমের দিকে তাকাল। 'আর আমারও গিল্ডকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি।'

র‍্যাচেল পড়ে আছে অসাড় হয়ে। আকাশের দিকে তার মুখ। সবাই মুক্ত হলেও ও এখনও বন্দি।

গ্রে তাকিয়ে দেখল এখনও কাঁপছে ওর পা।

প্রচন্ড উত্তাপ ও চাপ ওর দেহের সহনশীলতা ছাড়িয়ে গেছে।

সূর্যের দিকে মুখ করে মাটিতে ঢলে পড়ল র‍্যাচেল।

রাত ১০:৩২
থোওয়া, ফ্রান্স

কয়েকঘন্টা পর। র‍্যাচেলের হসপিটাল রুমের বাইরের করিডরে একটা বেঞ্চে বসে আছে গ্রে। মঙ্ক আর একজন ফ্রেঞ্চ ইন্টার্ন ভেতরে। ফোঁটায় ফোঁটায় তরল যাচ্ছে

র‍্যাচেলের শিরায়। বিভিন্ন ধরণের অ্যান্টিবায়োটিকের সংমিশ্রণ। অল্পের জন্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ও। হেলিকপ্টারে করে থোওয়া-র এই মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত জ্ঞান ফিরেছে।

গ্রে ওর হাতের ব্যান্ডেজটার দিকে তাকাল। ওর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে সেলাই করে দেয়া হয়েছে। তবে ও জানে সারতে অনেক সময় লাগবে।

হলের এক মাথায় একটা দরজা খুলে গেল। সেইচানকে তার রুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল গ্রে। ওর পরনে হসপিটাল গাউন। হাতে সিগারেটের প্যাকেট। হলে চোখ বুলালো ও, বোঝা যাচ্ছে কোথায় সিগারেট খাওয়া যায় ভাবছে। গ্রে'র দিকে তাকিয়ে থমকে গেল ও।

কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না সেইচান। গ্রে বুঝতে পারছে সেইচানকে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। গিল্ড তার শিকারে নামবে। আর যুক্তরাষ্ট্রের উপর ওকে গ্রেফতারের আদেশ আছে। পেইন্টারকে তার সব দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সেইচানের উপস্থিতি গোপন রাখতে হয়েছে। তিনি এখনও মানুষের হাজারো কৌতূহলের জবাব দিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু এভাবে আর লুকিয়ে থাকা সম্ভব না।

ওদের কারও পক্ষেই না।

গ্রে ওর পাশের সিটটায় চাপড় দিল।

প্রায় আধমিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শেষপর্যন্ত এগিয়ে এল সেইচান। ওর মুখের অর্ধেকটা ব্যান্ডেজে ঢাকা। বসল না ও। হাতের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখ মরফিনের প্রভাবে মদির। র‍্যাচেলের কেবিনের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'আমি ওকে বিষ দেইনি,' কর্কশ গলায় বলল সে। অস্ত্রোপচারের পর এত তাড়াতাড়ি কথা বলা উচিত না। কিন্তু গ্রে জানে বলতেই হবে ওকে।

'আমি জানি,' বলল গ্রে। 'ওর ডাবল নিউমোনিয়া হয়েছে। বৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ কাটানো, প্রচুর চাপ, সাথে লো-গ্রেড ভাইরাল ইনফেকশন।'

বেঞ্চে বসে পড়ল সেইচান।

প্রায় পুরো ঘটনাই ব্যাখ্যা করেছে পেইন্টার। মাসখানেক আগে সেইচানকে ইমপ-ল্যান্টের সাহায্যে খুঁজে বের করে সে। পেইন্টারের মতে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় সেইচান খুবই বিস্মিত, আহত ও রাগান্বিত হয়। কিন্তু সে ওকে একটা প্রস্তাব দেয়, তার হয়ে কাজ করার জন্য রাজি করায়। গিল্ডে শেষবারের মতো ঢোকার চেষ্টা করতে বলে। জিজ্ঞাসবাদের জন্য সেইচানকে গ্রেফতারের পেন্ডিং অর্ডারের আভাস পেয়েছিল পেইন্টার। তবে ও জানত গিল্ডের মাথা কে, তা জানার সুযোগ সেইচানেরই সবচেয়ে বেশি।

সেইচান রাজি হয়ে সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, গিল্ডের আস্থা অর্জন করে আবার দলে ভেড়ার। ও ভাবেনি তা করতে গিয়ে গ্রে'র প্রতিপক্ষে পরিণত হবে। তবে ফেরার আর কোনও উপায় ছিল না।

'আমাকে অভিনয় করে যেতে হয়েছে,' সেইচান বিষ প্রয়োগ আর তার ছল-চাতুরির ব্যাপারে সাফাই গাইল। 'হকশেডে ফ্লাস্ক বদলে ফেলি আমি। র‍্যাচেলকে বিষ দেয়ার ভান করি, কিন্তু পরে বায়োটক্সিনটা ধ্বংস করে দিই। আমি জানতাম লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আমার ফোনও নজরদারিতে ছিল। আর ওয়ালেস বয়েলকে নিয়েও আমি সন্দিহান ছিলাম।'

গ্রে বুঝতে পারল আসলে প্রফেসরের ব্যাপারে কোন অন্তর্দৃষ্টি থেকে নয়, বরং সেইচানের অবিরাম প্যারানয়্যা থেকেই এই সন্দেহের উৎপত্তি। তবে এবার তা ঠিক দিকেই ছিল।

'ফ্রান্সে পৌঁছানোর পর সবাই আলাদা হয়ে গেলে আমি ওয়ালেস থেকে দূরে সরার সুযোগ পাই। তারপর একটা ডিজপোজেবল ফোন বাগাই। তার আগে অবশ্য জঙ্গলে আততায়ীদের হত্যা করি আমি।'

'পেইন্টারকে ফোন দাও তুমি। তুমি জানতে মিশনটা কেঁচে গেছে। সেটাই তাকে জানাও।'

নড করল সেইচান। 'আসল পরিচয় প্রকাশ করা ব্যতীত আমার হাতে আর কোন পথ ছিল না। সাহায্য দরকার ছিল আমাদের।'

তা দরকার ছিল।

ফোনে পেইন্টার ওকে প্রহেলিকা চালিয়ে যেতে বলে। ওয়ালেসের পরিচয় তখনও জানা যায়নি। আর যেভাবে মিডওয়েস্টে মৃতের সংখ্যা বাড়ছিল, চাবিটা দরকার ছিল পৃথিবীর জন্য।

তার জন্য যদি শয়তানের সাথে এক বিছানায় শুতে হয় তা-ও।

তারপর দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। বেশ অস্বস্তিকর। সেইচান ওর সিগারেটের প্যাকেট হাতড়াতে হাতড়াতে ভাগার পাঁয়তারা কষছে।

অবশেষে গ্রে এমন একটা বিষয়ে কথা বলল যা আরও আগেই বলা উচিত ছিল।

সেইচানের দিকে ঘুরল সে। 'অনেক আগে তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি ভালোদের পক্ষে। আসলে তুমি গিল্ডের বিরুদ্ধে ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছ। কথাটা কি সত্যি?'

সেইচান দীর্ঘক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে তার দিকে তাকাল। ওর গলায় ও চোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য। 'আদৌ কি তা জানার কোনও দরকার আছে?'

গ্রে ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল। ওকে বোঝার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হলো না। অতীতে যখন ওরা মুখোমুখি হয়েছে তখন সেইচান ওকে সাহায্যই করেছে। শেইচানের কার্যপদ্ধতি বেশ নির্মম। যেমন সেই ভেনিসীয় কিউরেটরের

হত্যাকাণ্ড। তবে সে বিচার করার কে? সেইচান আর তার পরিস্থিতি এক না। গ্রে তার মাঝে একাকীত্ব দেখেছে, জীবন সংগ্রাম দেখেছে, দেখেছে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা।

দরজার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশের দায় থেকে মুক্তি পেল গ্রে। মঙ্ক বেরিয়ে এল হল-এ, ওর পেছন পেছন একজন ইন্টার্ন। মঙ্কের দৃষ্টি গ্রে আর সেইচানের ওপর নড়াচড়া করছে। স্নায়ুযুদ্ধ চলছে মনে হয় দু'জনের মধ্যে।

ইন্টার্নকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল মঙ্ক। তারপর ইশারা করল দরজার দিকে। 'র‍্যাচেল খুবই ক্লান্ত। কিন্তু তোমরা অল্প কয়েক মিনিটের জন্য ওকে দেখতে পার...কেবল অল্প কয়েক মিনিটের জন্য। আর তোমরা জানো কি না জানি না, ওর আঙ্কেল কোমা কাটিয়ে উঠেছেন। ভিগর আজ সকালেই জেগেছেন। আর যতটুকু, শুনলাম কথা থামছেই না তার। যাকগে, এই সুসংবাদে সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।'

উঠে দাঁড়াল গ্রে।

সেইচানও উঠে দাঁড়াল, তবে সে তার রুমের দিকে এগোতে নিল।

গ্রে ওর বাহুতে হাত রেখে থামাল। শিউড়ে উঠল সেইচান। 'তুমিও ভিতরে এসো না?'

হলের দিকে তাকিয়ে রইল সেইচান।

গ্রে'র আঙুল চেপে বসল তার হাতে। 'তুমি ওর কাছে ঋণী। নরকযন্ত্রণা দিয়েছ ওকে। কথা বলো ওর সাথে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রস্তাবটাকে শাস্তি ভেবে মাথা পেতে নিল ও। দরজার দিকে এগিয়ে গেল। গ্রে ওকে শাস্তি দিতে আমন্ত্রণ জানায়নি, তবে এতে অন্তত তাড়িত হয়েছে সে।

দীর্ঘক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সেইচান।

ভেতরে, বিছানায় বসে আছে র‍্যাচেল। গ্রে-কে দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল, তবে তার পিছনের মানুষটিকে দেখে হাসি উবে গিয়ে ফুটে উঠল রাগ।

'কেমন লাগছে তোমার?' জানতে চাইল গ্রে।

'বেশ ভাল, বিষ দেয়া হয়নি অন্তত আমাকে।'

সেইচান জানে খেদোক্তিটা তার উদ্দেশ্যেই করা। কিন্তু সে কিছু বলল না। সে গ্রে'কে ডিঙিয়ে বিছানার পাশের সিটটাতে বসল।

র‍্যাচেল হেলান দিয়ে সরে গেল।

সেইচান নীরবে বসে রইল, তার আঙুল বেড-রেইলে। একটা কথাও বলল না সে। কেবল বসে রইল। র‍্যাচেলের নীরব উষ্মা ধুয়েমুছে বয়ে যেতে দিল নিজের ওপর দিয়ে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো র‍্যাচেল।

কেবল তখন ফিসফিস করে উচ্চারণ করল সেইচান, 'আমি দুঃখিত।'

গ্রে দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে র‍্যাচেলের কথাগুলো শোনার চেয়ে সেইচানের বলাটা জরুরি ছিল। তারপর ওরা টুকটাক কথা বলতে থাকল। দরজার দিকে এগিয়ে গেল গ্রে। ও জানে এই কথোপকথনে ওর কোন ভূমিকা নেই।

করিডোরে ফিরে মঙ্ককে বেঞ্চেই বসে থাকতে দেখল গ্রে। তার সাথে যোগ দিল ও। মঙ্কের দুহাতের তালুর মাঝে ফোনটা শক্ত করে চেপে ধরা।

'ক্যাটের সাথে কথা হয়েছে তোমার?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল মঙ্ক।

'ও কি বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এখনও রেগে আছে তোমার উপর?'

মঙ্ক অনবরত নড করতেই থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল।

বন্ধুকে ভালভাবে চেনে বলেই অবশেষে জানতে চাইল সে, 'তোমার কী অবস্থা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঙ্ক। আবার কিছু বলার আগে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকল সে। শান্তস্বরে বলা কথাগুলোর পিছনে অনেক দুঃখ লুকিয়ে আছে। 'ছেলেটা ভালো ছিল। আমার উচিত ছিল ওকে দেখে রাখা।'

'কিন্তু তুমি পারনি।'

মঙ্ক ওকে থামিয়ে দিল। রাগে নয়, ক্লান্তিতে। 'আমি আসলে এ ব্যাপারে কথা বলতে প্রস্তুত কি না নিশ্চিত নই।'

ওর কথা মেনে নিল গ্রে। দু'জন পাশাপাশি কেবল চুপচাপ বসে রইল। এটাই ওদের দুজনের জন্য যথেষ্ট।

কিছুক্ষণ পর, হল থেকে শিষের পরিচিত সুর ভেসে এল। কোয়ালস্কি এসেছে। গ্রে'র সঙ্গী কোন ধরণের কাঁটাছেড়া ছাড়াই রেহাই পেয়েছে, তবে নিরাপত্তার খাতিরে হাসপাতালেই থাকতে হচ্ছে ওকে।

দুলকি চালে হেঁটে আসছে সে। গ্রে দেখল বিশাল হাতে কিছু একটা ধরে আছে ও। কোয়ালস্কি ওদেরকে বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে হাতটা পিছনে লুকাল দ্রুত। হকশেডে থাকতে কোয়ালস্কির একটা ইচ্ছার কথা মনে পড়ল গ্রে।

কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই ওকে ডাকল গ্রে। 'গিফটটা কি র‍্যাচেলের জন্য?'

কোয়ালস্কি থমকাল, কিছুটা লজ্জা পেয়েছে সে। ধরা খেয়ে টেডি বিয়ারটাকে বের করে আনল সে। সাদা, তুলতুলে, নার্সের ইউনিফর্ম পরা। র‍্যাচেলের রুমের দিকে তাকিয়ে গ্রে'র দিকে টেডিটা ঠেলে দিল।

'অবশ্যই,' গর্জে উঠল সে।

টেডি বিয়ারটা নিল গ্রে।

কোয়ালস্কি দ্রুত চলে গেল, আর শিস বাজাচ্ছে না।

'কাহিনি কী?' জানতে চাইল মঙ্ক।

পিছন দিকে হেলান দিল গ্রে। 'আসলে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য এখনও প্রস্তুত না আমি।'

৩৩

২৩ অক্টোবর
সকাল ১০:১৪
ওয়াশিংটন, ডি. সি.

ক্যাপিটল হিলে সিনেটর গরম্যানের অফিসে দেখা করল সবাই।

জেনারেল মেটকাফের পাশে বসে আছে পেইন্টার। তার অন্যপাশে, পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে ড. লিসা কামিংস। তার একটা আঙুল ছুঁয়ে গেল পেইন্টারের প্যান্ট। অনিচ্ছাক্রমে ঘটেনি ব্যাপারটা। সে আর লিসা একে অপরের থেকে দূরে আছে দীর্ঘদিন। আর ছুটি থেকে ফেরার পর মধ্য-পশ্চিমের মেডিকেল ক্রাইসিস নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিল লিসা। যেটুকু অবসর সময় পাচ্ছে, কাজে লাগাচ্ছে ওরা দু'জন।

অ্যান্টিফাঙ্গাল, অর্থাৎ ছত্রাকরোধী কম্পাউন্ডটার উৎপাদন সম্পর্কে রিপোর্ট করছেন মেটকাফ। পেইন্টার আগেই রিভিউ করে দেখেছে রিপোর্টটা।

কথা শোনার পরিবর্তে সিনেটরের পিছনের জানালায় প্রেমিকার প্রতিবিম্ব দেখছে ও। ফ্রেঞ্চ কায়দায় চুল বেঁধেছে লিসা, মিটিংয়ের মুডের সাথে মিল রেখে কনজার্ভেটিভ স্যুট ওর পরনে। ওর চুল আর শার্টের বোতাম খোলার দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল সে।

'আমরা সবগুলো ক্ষেতে স্প্রে করছি,' মেটকাফ বললেন। 'প্রতি ক্ষেতের আশেপাশের প্রায় পনের মাইল এলাকাজুড়ে কাভার করছি। ইপিএ, ন্যাশনাল গার্ডের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে, আরও ত্রিশ মাইলের মধ্যে গাছপালার স্যাম্পল পরীক্ষা করে দেখছে।'

নড করলেন গরম্যান। 'আন্তর্জাতিক আঙিনা থেকে সবগুলো ক্ষেত উজাড় করে স্প্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। আশা করি আমরা সময়মতো জিনিসটাকে সমূলে উৎপাটন করতে পেরেছি।'

লিসা বলে উঠল। 'যদি না-ও পারি, তবে আমরা প্রস্তুত থাকব। প্রাথমিকভাবে মানুষের ওপর পরীক্ষা সফল হয়েছে। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া খুবই কম। শুরুর দিকের কেসগুলোর রেসপন্স বেশ ভাল। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ এক আশীর্বাদ। আমাদের হাতে বেশ শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক আছে। কিন্তু শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ছত্রাকের বিরুদ্ধে কাজ করার মতো অ্যান্টিফাঙ্গাল সীমিত আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও বেশি। এমন নতুন কম্পাউন্ড প্রস্তুত পাওয়ায়...'

'এবং ফ্রিতে পাওয়ায়,' যোগ করল পেইন্টার।

নড করল লিসা। 'আমরা এ বিপর্যয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব।'

'যেহেতু ফ্রি'র কথা উঠলই,' বললেন গরম্যান। 'ঔষধটার জন্য ভায়াটাস প্রোডাকশন প্ল্যান্ট ঘুরে আসার সময় আইভার কার্লসেনের সাথে দেখা করে এসেছি আমি।'

পেইন্টার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নরওয়ের কারাগারে বিচারের অপেক্ষায় আছেন কার্লসেন। জেল থেকেই ব্যবসার দেখাশোনা করছেন তিনি। আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্বেচ্ছায় তার কর্পোরেশনের বায়োটেকনোলজি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সম্পূর্ণ সম্পদ এই কম্পাউন্ড উৎপাদনে কাজে লাগাতে সম্মত হয়েছেন। কীভাবে তারা এত দ্রুত উৎপাদনে যেতে পেরেছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়!

লিসা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে যে ছত্রাকটা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে তা প্রাণী ও উদ্ভিদ সবার চিকিৎসায় নিরাপদ ও কার্যকর।

পেইন্টার বিশদ ব্যাখ্যা এড়িয়ে গেল। ওর কেবল জানা দরকার ছিল ছত্রাকটা কাজ করে কি না।

'ওর জেলের সেলটা দেখা উচিত ছিল আপনাদের,' গরম্যান বললেন। 'রিটজ-এর স্যুইটের থেকে কোন অংশে কম না।'

'কিন্তু এই স্যুইট থেকে সহসা চেক-আউট সম্ভব হবে না তার,' যোগ করল পেইন্টার। লোকটার বয়স বিবেচনায় আদৌ কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না!

মেটকাফ উঠে দাঁড়ালেন। 'এখানে যদি আর কোন কাজ না থাকে, আমার ডারপা-তে যেতে হবে কিছু কাজ সমাধার জন্য।'

গরম্যান দাঁড়িয়ে হাত মেলালেন তার সাথে। 'আমি আপনাদের কাছে ঋণী। যে কোন প্রয়োজনে আমাকে ডাকবেন।' কথাগুলো মেটকাফকে বলা হলেও গরম্যানের দৃষ্টি ছিল পেইন্টারের দিকে।

নরওয়ের ঘটনার পর সিগমার অস্তিত্ব প্রকাশে বাধ্য হন তারা। তা নাহলে সিনেটর ছোঁকছোঁক করতেই থাকতেন, ফলে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেত। এতে করে তারা ক্যাপিটল হিলে ক্ষমতাবান একজন বন্ধু পেয়েছেন। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মধ্যে সিগমার প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন টের পেয়েছে পেইন্টার। ওদের পিছনে লেগে থাকা নেকড়েরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে এক বারের জন্য হলেও। চিরতরে বশে আনা না গেলেও এতে করে স্বাধীনভাবে সিগমাকে পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছে পেইন্টার।

আর ও জানে, এর প্রয়োজন কতটুকু।

কেননা এখন পাগলা কুকুরের মতো ওদের দিকে ধেয়ে আসবে গিল্ড।

বিদায় জানিয়ে জেনারেল মেটকাফের সাথে হল ধরে হাঁটছে পেইন্টার আর লিসা। পেইন্টার জেনারেলের কাছ থেকে একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে নিশ্চয়তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'স্যার...,' মেটকাফকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য বলল পেইন্টার।

'তার দায়ভার আপনার,' জেনারেল বললেন। 'ওকে গ্রেফতারের আদেশ প্রত্যাহারের ক্ষমতা আমার নেই। আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাতি আছে ওর। গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে ওকে।'

মেটকাফ তার দিকে তাকালেন। 'তবে আপনার কি মনে হয় সে আমাদের কাজে আসবে?'

'জ্বি স্যার।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ওর দায়ভার আপনার।'

পেইন্টার এমন সদয় সমর্থনকে কদর করে। শেষ দু-চারটা কথা বলে মেটকাফ হিলে আরেকটা মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রয়ে গেল পেইন্টার আর লিসা। দুজনে একত্রে উপভোগ করল সকালের সূর্য।

ঘড়ি দেখল পেইন্টার। আর আধঘন্টার মাঝে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শুরু হবে। গোসল সেরে কাপড় বদলানোর মতো যথেষ্ট সময় আছে ওর হাতে। এমন উজ্জ্বল দিনেও মেঘাচ্ছন্ন ওর মন।

ওর জীবন বাঁচাতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে জন ক্রিড। মানুষকে মৃত্যুর মখে ঠেলে দিতে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ও। নইলে পাগল হতে বেশি সময় লাগত না তার।

কিন্তু ক্রিডের বেলায় ব্যাপারটা ভিন্ন।

একটা হাত তার বাহুর ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে তাতে মাথা রাখল লিসা।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিল সে।

ও জানে, লিসার কথা ঠিক। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না সে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার মানে ভুলে যাওয়া। সবটা না হলেও কিছুটা।

আর ও জনের আত্মত্যাগের কথা ভুলতে চায় না। এক বিন্দুও না।

বিকাল ৩:৩৩

আর্লিংটন সিমেট্রির পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ক্যাটকে পাশে নিয়ে হাতে হাত রেখে হাঁটছে মঙ্ক। ওদের দু'জনের পরনেই লম্বা কোট। মেঘমুক্ত শরতের আকাশ। বিশাল ওক গাছগুলো অপরূপ সৌন্দর্য বিলাচ্ছে। ঘন্টাখানেক আগেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু মঙ্ক এখান থেকে এখনই চলে যেতে চাচ্ছে না।

ক্যাট কোন কথা বলেনি।

ও বুঝে নিয়েছে।

সবাই এসেছে আজ। এমনকি র‍্যাচেলও এক দিনের জন্য রোম থেকে চলে এসেছে। কাল সকালে চলে যাবে সে। দীর্ঘক্ষণের জন্য আঙ্কেলকে ছেড়ে থাকতে ভাল লাগে না তার। ভিগর কেবল দুদিন আগেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। কিন্তু দ্রুত সেরে উঠছেন তিনি।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে মঙ্ক আর ক্যাট যে জায়গা থেকে শুরু করেছিল ঘুরে আবার সেখানেই ফিরে এল। একটা ছোট টিলার উপর গাছের নিচে শুয়ে আছে জন ক্রিড। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। নীল আকাশের নিচে কঙ্কালসার ঠেকছে গাছটাকে। তবে সামনের বসন্তেই আবার ফুলে ফুলে ভরে উঠবে।

জায়গাটা সুন্দর।

মঙ্ক চেয়েছিল সবাই চলে যাবার পর একান্তে ক্রিডের কবরের পাশে কিছু সময় কাটাতে। তবে সে দেখল কেউ একজন এর মধ্যেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে। দু'হাতে হেডস্টোনটা ধরে আছে। নিখাদ দুঃখের প্রকাশ।

থমকে দাঁড়াল মঙ্ক।

যুবকের পরনে আর্মি ড্রেস। মঙ্ক শেষকৃত্যে তাকে দেখেছিল বলে মনে করতে পারল। লোকটা বাকিদের মতই জড়সড় হয়ে বসেছিল। মনে হচ্ছে তারও বিদায় জানাতে একদণ্ড অতিরিক্ত সময় দরকার।

মঙ্কের হাত আরও শক্ত করে চেপে ধরল ক্যাট। ওর দিকে ঘুরল মঙ্ক। মাথা নেড়ে ওকে সরিয়ে আনল ক্যাট। মঙ্ক চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল, বুঝতে পারল ক্যাট এমন কিছু জানে যা সে জানে না।

'ও জনের পার্টনার।'

ফিরে তাকাল মঙ্ক। ব্যবসায়িক পার্টনার বোঝাচ্ছে না ক্যাট। তার জানা ছিল না ব্যাপারটা। হঠাৎ ক্রিডের সাথে তার কথোপকথনের কথা মনে পড়ল তার। মঙ্ক তার কাছে ব্যাঙ্গের সুরে জানতে চেয়েছিল কী কারণে তাকে ইরাকে দুই দফা পাঠানোর পর চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ক্রিডের উত্তর ছিল– জিজ্ঞেস করবেন না।

মঙ্ক ভেবেছিল তাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আসলে সে মঙ্কের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করবেন না, কাউকে বলবেন না।

ক্যাট মঙ্ককে সরিয়ে আনল। লোকটাকে একান্তে শোক পালন করতে দিচ্ছে সে। 'সে এখনও চাকরিতে আছে,' ব্যাখ্যা করল ক্যাট।

ক্যাটকে অনুসরণ করল মঙ্ক। সে এখন বুঝতে পারছে লোকটা কেন এমন জড়সড় হয়ে বসে ছিল। এমনকি এখনও তার শোকের গভীরতাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে তার। কেবল একাকী-ই তার পক্ষে বিদায় জানানো সম্ভব।

মঙ্কের গায়ে হেলান দিল ক্যাট। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল মঙ্ক। দু'জনেই ওরা পরস্পরের ভাবনা পড়তে পারছে। এই বিশেষ বিদায় ওদের দুজনের কেউই একে অপরকে জানাতে চায় না।

রাত ৯:৫৫

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। ওর চোখ বন্ধ। অ্যাপার্টমেন্টের পাম্বিংয়ের ঘটাং শব্দ শুনতে পেল সে। গরম পানি ফুরিয়ে যাবে এখনই।

তবুও নড়ল না ও। গরম পানির প্রতিটা ফোঁটা উপভোগ করছে। ঝাড়া দিল হাত-পা। কিছুক্ষণ আগেই চরম অনুশীলন করেছে ও। এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে। আহত হবার পর, আরেকটু সংযত হওয়া উচিত ছিল। হাতের সেলাই কেটেছে কেবল দুদিন আগে।

আরেকবার ঘটাং শব্দ করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল পানি। কল বন্ধ করে তোয়ালের জন্য হাত বাড়াল গ্রে। নিজেকে শুকিয়ে নিল উষ্ণতার মাঝে।

স্বল্প সময়ের ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়া ওকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বার্ডসি আইল্যান্ডের সেই উত্তাল ঝড়ে। দিনের শুরুতে ও ফাদার রাই-এর সাথে ফোনে কথা বলেছে, চার্চের কুকুর হিসেবে রুফাস খাপ খাওয়াতে পারছে কি না জানার জন্য। ওয়েন ব্রাইসকে তার থেকে চুরি করা ফেরিটার মেরামতের জন্য পাঠানো টাকাটা পেয়েছে কি না তা জানতেও ফোন দেয় ও।

কয়েক দফা ঝড়ে বিপর্যস্ত বার্ডসি'র পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

ফোনে গ্রে ফাদারের কাছে ডার্ক কুইন আর ব্যাক ম্যাডোনাগুলো সম্পর্কেও জানতে চাইল। যাজকের জ্ঞানের ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। এ মাসের ফোনের বিল অনেক আসবে বুঝে গেল গ্রে। তবুও সে চমকপ্রদ কয়েকটি তথ্য জানতে পারে। কোনও কোনও ইতিহাসবিদের বিশ্বাস ব্যাক ম্যাডোনার মূল প্রোথিত আছে মিশরের রানিমাতা দেবী আইসিসের পূজার মাঝে।

আবারও সেই মিশরের সাথে যোগসূত্র।

তবে আশ্রমের নিচে বিস্ফোরণের পর সব ধরণের প্রমাণ ধ্বংস হয়ে গেছে: কাঁচের কৌটো, দেহগুলো, এমনকি ম্যালাকির দৈববাণীর পুস্তকও।

সব শেষ।

সম্ভবত ভালোর জন্যই। ভবিষ্যত অজ্ঞাত থাকাই ভাল।

তবে পোপদের নিয়ে ম্যালাকি'র ভবিষ্যদ্বাণী বেশ রহস্যময়। র‍্যাচেলের আঙ্কেলের মতে, ম্যালাকি তার তালিকার সব পোপকে নাম্বার দিয়েছেন কেবল শেষজন ছাড়া, পেট্রাস রোমানাস। যে পৃথিবীর শেষ দেখবে। শেষ পোপকে কোন নাম্বার দেয়া হয়নি।

'বিজ্ঞদের মতে,' হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ব্যাখ্যা করেন ভিগর, 'হয়ত বর্তমান থেকে শুরু করে শেষ পোপ পর্যন্ত অজ্ঞাতসংখ্যক পোপের নাম অনুলিখিত রয়েছে। হয়ত পৃথিবী আরও কিছুদিন টিকে থাকবে।'

গ্রে-ও তেমনটাই আশা করে।

গা শুকিয়ে বেডরুমে ফিরে গেল সে আবিষ্কার করল যে ও একা নয়।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ,' বলল গ্রে।

চাদর মুড়িয়ে শুয়ে আছে মেয়েটি, একটা পা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ক্ষিপ্র সিংহীর ন্যায় আড়মোড়া ভাঙল, মাথার উপর এক হাত, নিচে স্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে। হাত নামিয়ে বেডশিটটা তুলে ধরল। দেহটা চাদরের আড়ালে ঢাকা পরে থাকলেও আমন্ত্রণটা স্পষ্ট।

'আবার?' জানতে চাইল গ্রে।

একটা ভ্রূ উঁচিয়ে মুচকি হাসল মেয়েটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরনের তোয়ালেটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্রে।

পুরুষ মানুষের কাজ কখনও শেষ হবার নয়!

শেষ কথা

অক্টোবর ২৩

রাত ১১:৫৫

ওয়াশিংটন, ডি.সি.

সিগমা কমান্ডের নিকটতম প্রশাসনিক অফিসের উদ্দেশ্যে চলেছে পেইন্টার। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি মাঝরাত হতে, মর্গে যাবার জন্য সময়টা অশুভ।

কিন্তু এক ঘণ্টা আগে এসে পৌঁছেছে জিনিসটা। দ্রুত কাজ সারতে হবে। তারপর, নষ্ট করে ফেলতে হবে সমস্ত প্রমাণ। মর্গে পৌঁছে গেছে সে।

সিগমার প্রধান প্যাথলজিস্ট, ডা. ম্যালকম রেনল্ডস, তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভেতরে। 'দেহটা প্রস্তুত করে রেখেছি আমি।'

পাশের রুমে প্রবেশ করল পেইন্টার প্যাথলজিস্টের পিছু পিছু। তার নাকে এসে ধাক্কা মারল গন্ধটা: অতিরিক্ত সিদ্ধ করায় নষ্ট হয়ে যাওয়া মাংসের গন্ধ। একটা টেবিলের ওপর একখানা চাদরের নিচে শুয়ে আছে একটা মৃতদেহ। দেহটার পাশেই একটা কফিন রাখা। কফিনটার সিল খুলে ফেলেছেন ডা. রেনল্ডস।

দেহটা ফ্রান্স থেকে গোপনে বের করে আনতে এবং ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসতে দারুণ বেগ পেতে হয়েছে পেইন্টারকে।

'মৃতদেহটার অবস্থা ভালো না,' সতর্ক করে দিলেন ম্যালকম। 'কেউ সরানোর আগে অস্থায়ী চুলিটায় কয়েক ঘণ্টা বসে ছিল দেহটা।'

পেইন্টার চাদর সরিয়ে ফেলল ড. ওয়ালেস বয়েল-এর মৃতদেহের ওপর থেকে। লোকটার মুখ ফুলে উঠেছে, কালো হয়ে গেছে মুখের একপাশ, ঈষৎ বেগুনি-লাল হয়ে গেছে অন্যপাশ। কল্পনায় পেইন্টার দেখতে পেল চেহারার আগুনে ঝলসে যাওয়া অংশটুকু মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ভূগর্ভস্থ ইটের চেম্বারে। গ্রে'র কাছ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সময় কীভাবে প্রতিটা পাথর পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছিল, তা শুনেছে পেইন্টার।

'ধরুন, লোকটাকে উপুড় করে শুইয়ে দিই,' পেইন্টার বলল। দু'জনে মিলে ধরাধরি করে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন ওয়ালেসকে। 'ওকে কামানোর জন্য কিছু একটা লাগবে,' বলে বেরিয়ে গেলেন ম্যালকম।

অপেক্ষা করতে করতে অস্থিচর্মসার লাশটা দেখছে পেইন্টার। নিজেকে এশেলন-এর সদস্য দাবি করেছিলেন ওয়ালেস। সেইচানের দেয়া তথ্য অনুসারে, ওই নামটা গিল্ডের আসল নেতাদের জন্য বরাদ্দ। আর কোনও তথ্য ছিল না ওর কাছে, অনেক আগে একবার একটা গুজব শুনেছিল কেবল।

একটা ইলেক্ট্রিক ক্লিপার আর একটা রেজর নিয়ে ফিরে এলেন ম্যালকম। দ্রুত-হাতে প্রথমে ওয়ালেসের মাথার চুল কামিয়ে ফেলল পেইন্টার, তারপর কামিয়ে আরও মসৃণ করতে শুরু করল।

মাথা কামাতে কামাতে গুজবটার সত্যতা টের পেল সে।

পেইন্টারের বুড়ো আঙুলের সমান আকারের ছোট একটা ট্যাটু দেখতে পেল খুলির পিছনে। ট্যাটু দিয়ে ম্যাসনদের একটা যন্ত্রের ছবি আঁকা: দুই পা ফাঁকা অবস্থায় থাকা ইংরেজি বর্ণ খ-আকৃতির একটা কম্পাস বর্গক্ষেত্র তৈরি করেছে।

সিম্বলটা ভ্রাতৃমূলক সংগঠন, ফ্রিম্যাসনরির প্রতীক। কিন্তু সিম্বলের মাঝখানের ছবিটায় ভুল আছে। বর্গক্ষেত্র আর কম্পাসটা সাধারণত G বর্ণ তৈরি করে, যার দ্বারা ঈশ্বর (God) বা জ্যামিতি (Geometry) বোঝায়।

কিন্তু মাঝে মাঝে G দিয়ে গিল্ডও (Guild) বোঝায়।

পেইন্টার জানে, সেইচানের সন্ত্রাসী সংগঠনের কোনও আসল নাম নেই। এই সিম্বল আর ফ্রিম্যাসনদের সাথে এর সম্পর্কই কি তাহলে সবচেয়ে প্রচলিত নামটার উৎস?

গভীর মনোযোগে ট্যাটুটা দেখছে ও। কাস্তের মতো একটা চাঁদ আর তারা দেখা যাচ্ছে সিম্বলের মাঝখানে। এর আগে কখনও এরকম কিছু দেখেনি সে। এই লোকগুলো যারাই হোক, ফ্রিম্যাসন ছিল না।

সিম্বলটা আরেকটু স্পষ্ট হয়ে উঠতে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল পেইন্টারের কাছে। যা দরকার ছিল পেয়ে গেছে সে।

'দেহটা পুড়িয়ে ফেলুন,' ম্যালকমকে নির্দেশ দিল ও। 'ছাই করে ফেলুন পুড়িয়ে।'

পেইন্টার চায় না, ও যা জেনেছে আর কেউ তা জেনে ফেলুক। অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে সেইচানের সাবেক প্রভুদের সম্পর্কে। কিন্তু ধাঁধাটা মেলানোর জন্য দুটো বড় সূত্র আছে ওর হাতে।

এশেলন নাম... আর অদ্ভুত এই *সিম্বল*।

আপাতত এতেই চলবে।

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়নি– কোনওদিক থেকেই না।

সে চলে আসার সময় একটা প্রশ্ন করলেন ম্যালকম। 'সিম্বলটার মানে কী?'

যে জবাবটা বিশ্বাস করে, সেটা বলল পেইন্টার, 'একটা যুদ্ধ এগিয়ে আসছে।'

লেখকের বক্তব্য

সত্যি নাকি কল্পনা

এই বইতে যা যা লেখা হয়েছে, তা সত্য। তবে মিথ্যাটুকু বাদে আরকি! ভাবলাম, ওই অংশটুকুর দিকে একটু আলোকপাত করে বইটি শেষ করা যায়। প্রথমত বলি, দুইটি ব্যাপার এই বইয়ের জন্ম দিয়েছে। দুটোই পেয়েছি আচমকা, একটার সাথে আরেকটা যোগাযোগ করিয়ে যে সিগমাকে দিয়ে অনুসন্ধান চালাব, তা লেখার আগে ভাবিনি!

সেল্টিক ক্রুশের ইতিহাস: এই ক্রুশের ইতিহাস নিয়ে খুব মজাদার ও চমকপ্রদ বিশেষণ আছে যে, প্রাচীনকালে এটি নেভিগেশনাল টুল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আরও বিস্তারিত জানার জন্য ক্রিচটন মিলার-এর *দ্য গোল্ডেন থ্রেড অফ টাইম* বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

নিওলিথিক ইংল্যান্ডের ইতিহাস: এ-বইয়ে উলিখিত মিশরীয়দের ইংল্যান্ডে কলোনি স্থাপনের সম্ভাবনাও সত্য। আরও বিশদভাবে জানার জন্য লরেইন ইভানস-এর *কিংডম অফ দ্য আর্ক* বইটি ঘেঁটে দেখতে পারেন। এছাড়াও, সেল্টদের আক্রমণ করা আয়ারল্যান্ডে বসবাসকারী ফোমোরিয়ান জাতিদের ব্যাপারে (কালো-চামড়া ও কৃষিকাজে দক্ষতা) কিছু কিছু ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, তারা কোনও দেশত্যাগী মিশরীয় জাতি হতে পারে।

প্রাচীন সিম্বল: উপন্যাসে বর্ণিত কিছু সংখ্যক সিম্বল ও চিত্র কয়েক শতাব্দী ধরে পরিবর্তিত এবং কল্পিত হয়ে আসছে। মধ্যযুগের চার্চগুলোতে পাওয়া পবিত্রকরণ ক্রুশগুলো সহ এরকম তত্ত্বগুলোর মূল ভিত্তি আছে।

সন্ন্যাসী: বইয়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, ম্যালাকি দ্বাদশ শতাব্দীর একজন সেইন্ট বা সন্ন্যাসী, যিনি অনেক অলৌকিক নিরাময় ক্ষমতার অধিকারী। সেই সাথে পোপদের নিয়ে করা তার ভবিষ্যদ্বাণীও খুব বিখ্যাত। তাকে ক্লেয়ারভো অ্যাবে-তে সমাহিত করা হয়। আর ওই অ্যাবে-টা অদ্ভুতভাবে উচ্চ-নিরাপত্তা বিশিষ্ট জেলখানায় অবস্থিত (সেই জেলখানার প্রবর্তন করেন নেপোলিয়ন)। জনপ্রতি দুই ইউরোর বিনিময়ে ধ্বংসাবশেষটায় ঘুরে আসা যায় প্রতি সপ্তাহে। সেইন্ট বার্নার্ডকে নিয়ে প্রচলিত গল্পগুলো (দুধ দিয়ে আরোগ্যলাভ, নাইট টেম্পলারদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা, এবং ব্যাক ম্যাডোনা-র কাল্টের প্রতি তার সমর্থন) ঐতিহাসিক। টমাস কাহিল-এর *হাউ দ্য আইরিশ সেইভড সিভিলাইজেশন* এবং ক্যারেন র‍্যালস-

ম্যাকলিওড ও ইয়ান রবার্টসন-এর *দ্য কোয়েস্ট ফর দ্য কেল্টিক কী* বই দুটো পড়লে কেল্টিক সন্ন্যাসীদের ব্যাপারে ও তাদের সংস্কৃতির ব্যাপারে আরও জানতে পারবেন।

ভবিষ্যদ্বাণী: ম্যালাকির ভবিষ্যদ্বাণী করা পোপদের মধ্যে শেষ কয়েকজনের নাম নিচে দেয়া হলো-

ক. পোপ ষষ্ঠ পল-কে (১৯৬৩-১৯৭৮) *Flos Florum*বা 'ফুলেদের ফুল' নামে ডাকা হয়েছে। তার বংশের প্রতীক হচ্ছে তিনটি পদ্ম।

খ. পোপ প্রথম জন পল-কে (১৯৭৮) ম্যালাকি *De Medietate Lunae, বা* 'অর্ধেক চাঁদ' নাম দিয়েছেন। তিনি একটা অর্ধেক চাঁদ থেকে পরবর্তী অর্ধেক চাঁদ পর্যন্ত পোপ ছিলেন।

গ. পোপ দ্বিতীয় জন পল-কে (১৯৭৮-২০০৫) *De Labore Solis*বা 'সূর্যের প্রসববেদনা' নাম দিয়েছেন ম্যালাকি, যা দিয়ে রূপকভাবে সূর্যগ্রহণকে বোঝানো হয়। পোপ সূর্যগ্রহণের দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ঘ. পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট-কে (২০০৫-) *De Gloria Olivae*বা, বা 'জলপাইয়ের গৌরব' নাম দিয়েছেন ম্যালাকি। পোপ যেটা থেকে নিজের নাম নিয়েছেন, সেটার প্রতীক জলপাই ডাল।

ঙ. তারপরই সর্বশেষ পোপ, যিনি পৃথিবীর অন্তিম দিন প্রত্যক্ষ করবেন। *পেট্রাস রোমানাস* নামে ডাকা হয়েছে তাকে। তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

ল্যাটিনে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে:

In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, et Iudex tremendus iudicabit populum. Finis.

অনুবাদ:

শেষ বিচারের দিন, হলি রোমান চার্চ-এর দায়িত্বে থাকবেন পিটার দ্য রোমান। তিনি বহু দুর্দশা সহ্য করে তার জাতির সেবা করবেন। তার দায়িত্ব পালনের সময় শেষ হলেই ধ্বংস হয়ে যাবে সাত পাহাড়ের শহর, এবং সর্বশক্তিমান বিচারক তার প্রজাদের বিচার করবেন। সমাপ্ত।

কিন্তু ভিগর গ্রে'কে যা বলেছিলেন, শেষ পোপকে তার আগের পোপদের মতো ক্রমসংখ্যা দেয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর মানে হচ্ছে, পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এবং শেষ পোপের মাঝখানে আরও পোপ আসবেন। আমার ধারণা সময়ই সত্য উন্মোচিত করবে।

এবার পাপীদের কথাঃ

ক. বায়োফুয়েল: একটা এসইউভির ট্যাঙ্ক ভরতে যে পরিমাণ শস্য খরচ হয় তা দিয়ে নিঃসন্দেহে একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির এক বছরের খাবার হয়ে যাবে। এবং বিশ্বাস করা হয় যে, *খাদ্য* চাষ থেকে *ফুয়েল* চাষের দিকে ধাবিত হওয়ার ফলেই বেড়ে গেছে খাদ্যের দাম।

খ. জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুডঃ জিএম ফুড নিয়ে লিখে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ খরচ হয়েছে। এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনার জন্য দুটো বইয়ের নাম বলতে পারি আমি আপনাদের: জেফরি এম. স্মিথ-এর *সিডস অফ ডিসেপশন* এবং এফ. উইলিয়াম ইংডাল-এর *সিডস অফ ডিসট্রাকশন*।

গ. মৌমাছি: আমরা কি জানি মৌমাছিদের মৃত্যুর কারণ কী? মাইকেল শেকার-এর *আ স্প্রিং উইদাউট বি'জ* বইটিতে এ-প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘ. ধ্বংসের অস্ত্রঃ এই উপন্যাসে আমি মারামারির জন্য ওয়াস্প ড্যাগার, থার্মোবারিক ক্ষেপণাস্ত্র, এবং কাইনেটিক ফায়ারবল ব্যবহার করেছি। সবগুলো অস্ত্রই বাস্তব।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণঃ দ্য ক্লাব অফ রোম সত্যি সত্যিই আছে। এই ক্লাবটি অনেক ভালো ভালো কাজ করে। *আর দ্য লিমিটস টু গ্রোথ* শীর্ষক প্রতিবেদনে তারা আইভার কার্লসেন-এর বরাতে জানায় যে, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করতে না পারলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে পৃথিবীর ৯০ শতাংশ জনসংখ্যাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

দ্য ডুমসডে বুকঃ বইয়ের ভূমিকাতেই বলা হয়েছে, এটি একটি ঐতিহাসিক বই। খ্রিস্টান আর প্যাগানদের মধ্যে যখন সীমান্তভূমিতে সংঘর্ষ চলছিল, তখন লেখা এটি।

স্থাপনাঃ গল্পের বেশিরভাগ জায়গারই বাস্তবে অস্তিত্ব আছে।

ক. আকের্শুস দুর্গ অসলো'র হারবারের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। এই দুর্গের মৃত্যুদণ্ডের ইতিহাসও সত্য।

খ. স্ভালবার গোবাল সিড ভল্ট সত্যিকারের ডিপোজিটরি, এটি 'দ্য ডুমসডে ভল্ট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এই ফ্যাসিলিটির সমস্ত বর্ণনাই বাস্তব। এমনকি মেরু ভালুক যে এই ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা রক্ষার মূল উপায়, সেটিও সত্যি।

গ. বার্ডসি আইল্যান্ড সত্যি সত্যিই অ্যাভালন-এ অবস্থিত। মারলিনের কবর, লর্ড নিউবোরো-র সমাধিগৃহ, এবং সমাহিত বিশ হাজার সন্ন্যাসী সহ অ্যাভালন-কে নিয়ে প্রচলিত সবগুলো গল্প ও কিংবদন্তীই সত্য। সেই প্রাচীন আপেলও জন্মে ওখানে।

ঘ. ইংল্যান্ডের লেক ডিসট্রিক্ট সত্যিই খাড়া হয়ে থাকা পাথরে ভর্তি বিস্ময়কর এক জায়গা। জায়গাটা কষ্টসহিষ্ণু ফেল পনি-র বাসস্থান। এই এলাকায় অসংখ্য জলাভূমিও আছে, যদিও কোনওটাই বইয়ে বর্ণিত জলাভূমির মতো ভয়ানক অগ্নিময় না। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্বলছে ভূগর্ভস্থ আগুন। এবং এসব আগুন এখনও সবচেয়ে ভালো মানের স্কচ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় (কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অন্য গল্প)। মমিগুলোর ঘটনাও সত্যি। হকশেড-এর রিটেইল শপেও এক্সক্লুসিভ টেডি বিয়ার (ছয় পেনির বিয়ার) পাওয়া যায়।